সূত্রপিটকে

দীর্ঘ-নিকায়

তৃতীয় খণ্ড

[পাটিক বর্গ]

ভিক্ষু শীলভদ্র
প্রণীত

মহাবোধি সোসাইটি
কলিকাতা
বুদ্ধাব্দ ২৪৯৮
সন ১৩৬১

বিজ্ঞপ্তি

দীর্ঘ-নিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তক তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ। এই খণ্ডের সহিত সমগ্র দীর্ঘ নিকায়ের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইল।

উমা-বিলাশ
২৯নং, একডালিয়া প্রেস
বালিগঞ্জ, কলিকাতা শীলভদ্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকাশকের কথা

পিছিয়ে পড়া অশিক্ষিত বৌদ্ধ সমাজকে ধর্মের পথে এগিয়ে নিতে হইলে ধর্মজীবন গঠনের ব্যাপারে উন্নতমনা ভিক্ষু-দায়ক উভয়ের ভূমিকা একান্ত প্রয়োজন। ধর্ম দান ও ধর্ম প্রচারের প্রতি সামর্থবানদিগের অনুরাগ না থাকিলে ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার করা অসম্ভব। একমাত্র অর্থপ্রাণ ধর্মপ্রাণ ও সামর্থবানদিগের দ্বারা তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধশাসন হিত ও উন্নতির জন্য সামর্থবানদিগের এগিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন। ত্রিপিটক ছাড়া মানুষের জ্ঞান লাভ যেমন অসম্ভব, তেমনি বুদ্ধের শাসন রক্ষা করাও সম্ভব নহে।

বুদ্ধ বলিয়াছেন ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা এই চারি পরিষদের মধ্যে যে আমার বাক্যে কর্ণপাত করিবে না এবং শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে না, তাহারা চারি অপায়ে গমন করিবে। বুদ্ধ আরও বলিয়াছেন, সদ্ধর্ম শ্রবণ অতিশয় দুর্লভ। সকল সময়ে সদ্ধর্ম শ্রবণের সুযোগ হয় না। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে, বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে দেশিত হইতেছে বুদ্ধের অমৃতোপম বাণী এবং ত্রিপিটক গ্রন্থেও বুদ্ধের উপদেশ বাণী সংরক্ষিত আছে। আমরা ত্রিপিটক পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারি। এখানে বলা যায় যে, যাহারা ত্রিপিটক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে না, তাহারা বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করে না। যেহেতু আমরা ধর্মীয় শাস্ত্র পাঠ করিয়া যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ করি, তাহাও শ্রুতময় জ্ঞান। শুধু যে বুদ্ধের মুখে বা ভিক্ষুর মুখে শুনিয়া শ্রুতময় জ্ঞান লাভ হয় তাহা নহে।

একেকটি ত্রিপিটক গ্রন্থকে একেকটি বুদ্ধ বলা যায়। আমরা স্বয়ং বুদ্ধের সাক্ষাৎ না পাইলেও কিন্তু সদ্ধর্মের শাসনে মানব জন্ম লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি। নির্বাণ লাভের এখনও সময় আছে। কেহ অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাহায্যে নির্বাণ লাভের চেষ্টা করিলে যদি অতীতের পারমী থাকে, তিনি অবশ্যই নির্বাণ লাভ করিতে পারিবেন। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হইতেছে আমাদের মুক্তির পথ বা নির্বাণ লাভের উপায়। বুদ্ধ মুক্তির পথ প্রদর্শক বা নির্বাণের উপদেষ্টা মাত্র। ডাক্তার যেমন ঔষধ প্রয়োগে রোগ উপশম করেন, তেমনি বুদ্ধগণ সদ্ধর্মের দ্বারা সত্ত্বগণের দুঃখ অপনোদন করেন। তাই বুদ্ধকে ডাক্তার এবং ধর্মকে ঔষধ সদৃশ বলা যায়। এই ধর্মকে না জানিয়া, না বুঝিয়া, অবিদ্যা অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানবগণ অপায়ে পতিত হইতেছে।

সুতরাং এহেন সুসময়ে ত্রিপিটক শিক্ষা করিয়া, সত্যধর্মকে আয়ত্ত করা সকল বৌদ্ধদিগের একান্ত উচিত নয় কি? বাস্তবিক, এই দেশের বৌদ্ধ সমাজে ধর্মীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার প্রতি তেমন আগ্রহ নাই বলিলেই চলে। ত্রিপিটক অধ্যয়ন বা ত্রিপিটক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তাহা জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পারেন। অজ্ঞ লোকেরা তাহা বুঝিতে সক্ষম নহে। অথচ ত্রিপিটক অধ্যয়ন ও শিক্ষার প্রয়োজন আছে প্রতিটি গ্রামে-গ্রামে, ঘরে-ঘরে, ছোট-বড় সকলের। কারণ যেখানে ত্রিপিটক নাই সেখানে বুদ্ধের শাসনও নাই।শূন্য কল্পে যেমন ত্রিপিটক থাকিবে না বুদ্ধের শাসন থাকিবে না তেমনি বর্তমানেও যেখানে ত্রিপিটক নাই সেখানে বুদ্ধের শাসন শূন্য বলা যায়। সুতরাং আর অবহেলা না করিয়া ঘরে ঘরে ত্রিপিটক গ্রন্থ সংগ্রহ করতঃ সেইগুলো অধ্যয়ন এবং শিক্ষা করিয়া সত্যধর্মকে জানিবার এবং বুঝিবার চেষ্টা করিতে সকল বৌদ্ধদিগের প্রতি অনুরোধ করিতেছি। তবে এইখানে উপমা স্বরূপ উলেখ্য যে, বিষধর সর্পকে ধরিতে গিয়া যদি মাথায় না ধরিয়া লেজের মধ্যে ধরে, তাহা হইলে সর্প যেমন উল্টাইয়া মানুষকে দংশন করিয়া মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া দেয়। তেমনি ত্রিপিটক গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া স্বীয় জীবনে ইহার যথাযথ প্রয়োগ করিতে না জানিলে, ত্রিপিটক পাঠেও নরকে পতিত হইতে হয়।

সুতরাং তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া মানবশে, নিজেকে পণ্ডিত দাবী করিতে সম্মানের জন্য, অপরকে প্রশ্ন দ্বারা পরাজিত করিতে এই হীন মনোভাব নিয়া ত্রিপিটক শিক্ষা করা উচিত নহে। ইহাতে পাপ অর্জিত হয়। কেহ কেহ বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মানবশে 'আমি পণ্ডিত, আমি শ্রেষ্ঠ' এইরূপ ভাবিয়া গ্রীবা উচু করিয়া বিচরণ করে। বিজ্ঞব্যক্তিগণ কখনো সেই আত্মগর্ব মূর্খকে প্রশংসা করেন না। শূন্য কলসীতে আঘাত করিলে যেমন টু টু শব্দ করে, মুর্খ ব্যক্তিও মানবশে নীরব থাকিতে পারে না। কিন্তু পণ্ডিতগণ জলপূর্ণ কলসীর ন্যায় নীরব ও শান্ত থাকেন এবং উত্তম জানিয়াও শ্রেষ্ঠভাব প্রদর্শন করেন না এবং নিজেকে হীনমানী সদৃশ মনে করেন। প্রায়শঃ শ্রদ্ধেয় বনভান্তে বলিয়া থাকেন- ত্রিপিটক শিক্ষা করিয়া সুখ ভোগ না করা, অহংকার না করা। ত্রিপিটক পড়িয়া যদি সুখ ভোগ করিয়া থাকে, অহংকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে নরকে পতিত হইতে হইবে।

শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার জন্য, নিজেকে সংযত করিবার জন্য, নিজেকে দমন করিবার জন্য, জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, তৃষ্ণাক্ষয় করিবার জন্য এবং দুঃখ মুক্তি নির্বাণ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ত্রিপিটক শিক্ষা ও অধ্যয়ন করিতে হয়। ইহাতে পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। এক একটি ত্রিপিটক গ্রন্থকে এক একটি বুদ্ধ মনে করিয়া যত্ন সহকারে শ্রদ্ধার সহিত ত্রিপিটক গ্রন্থ সংরক্ষণ করা উচিত। যে কোন ত্রিপিটক বা ধর্মীয় গ্রন্থ মাটিতে, পায়ের দিকে অথবা ময়লাযুক্ত স্থানে অপবিত্র জায়গায় রাখা ঠিক নয়। ইহাতে পাপ হইয়া থাকে। বুদ্ধের উপদেশ বাণী অযত্ন অবহেলা করা মূর্খতার পরিচায়ক।

স্বর্ণের আদর নাহি করে পশুগণ,
অবহেলে উপদেশ যত মূর্খজন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ত্রিপিটকের মধ্যে দীর্ঘনিকায় হইতেছে আদিগ্রন্থ। সমগ্র দীর্ঘনিকায় তিনটি বর্গে বিভক্ত; যথা– ১। প্রথম খণ্ড শীলস্কন্ধ বর্গ ১৩টি সূত্র ২। দ্বিতীয় খণ্ড মহাবর্গ ১০টি সূত্র, ৩। তৃতীয় খণ্ড পাটিক বর্গ ১১টি সূত্র, মোট ৩৪টি সূত্র নিয়া দীর্ঘনিকায়। দীর্ঘাকারের সূত্রগুলিকে এই নিকায়ে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে **'দীর্ঘনিকায়'**। দীর্ঘনিকায় গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি দ্বিতীয় সংস্করণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড পাটিক বর্গটি চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সমগ্র দীর্ঘনিকায় প্রথমে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন ভিক্ষু শীলভদ্র (কলিকাতা, ভারত)। গ্রন্থটি প্রথম স্বতন্ত্র তিন খণ্ডে বাংলাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎমধ্যে আলোচিত তৃতীয় খণ্ডটি কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি হতে ১৯৫৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশক হইলেন শ্রী দেবপ্রিয় বলিসিংহ। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে তিন খণ্ডকে অখণ্ডভাবে প্রকাশ করিয়াছেন মহাবোধি বুক এজেন্সি। এইটির প্রকাশক হইলেন শ্রী ডি, এল, এস জয়বর্ধন।

উলেখ্য যে, দীর্ঘনিকায় প্রথম খণ্ড শীলস্কন্ধ বর্গটি আরও একজন মহাস্থবির কর্তৃক অনূদিত হয়। বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনের শ্রী ত্রিপিটক পাবিশিং প্রেস হইতে ১৯৬২ সালে এইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এইটির প্রকাশক হইলেন সুধাংশু বিমল বড়ুয়া। গ্রন্থটি এই যাবৎ দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থটির অনুবাদক রাজানগরের চাক্‌মা রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাস্থবির।

আরও একটি উলেখ্য বিষয় যে, বাংলাতে অনূদিত ত্রিপিটক গ্রন্থে প্রতিটি সূত্রের মধ্যে পূর্ববৎ বাক্য বা প্যারাগুলি বার বার অনুবাদের প্রয়োজন হইলে অনুবাদক সেই বাক্য বা প্যারাস্থানে ফোটা ফোটা (...) চিহ্ন দিয়া পূর্ববৎ বুঝাইয়া দিয়াছেন। অনুরূপভাবে পালি ইংরেজী ত্রিপিটক গ্রন্থেও দেখা যায়। আমার মনে হয় ইহাতে অনুবাদকের পক্ষে বুঝিতে অসুবিধা না হইলেও অনেক পাঠকের অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিরক্তিকরও বটে। কারণ অনেকেই ইহার মর্ম বুঝিতে পারে না। ইহার ফলে ত্রিপিটক অধ্যয়ন করিয়াও তাহাদের তেমন রুচিকর হয় না। সুতরাং আমি মনে করি, কলেবরের বৃদ্ধি এবং খরচের কথা না ভাবিয়া অনুবাদের সময় পূর্ববৎ প্যারা বা বাক্যগুলি যথাস্থানে সংযোজন করিয়া অনুবাদ করিলে পাঠকের খুবই সুবিধা হইবে। আর বুদ্ধের উপদেশ বাণীগুলি পরিপূর্ণভাবে ত্রিপিটকে সংরক্ষিত থাকিবে। ইহাতে কোন সংশয় থাকিবে না। বর্তমান প্রকাশিত গ্রন্থেও উক্তরূপ পূর্ববৎ শূন্যস্থানে ভরপুর। অনেক কষ্টে শ্রম ও সময় ব্যয় করিয়া আমি বাক্যগুলি যথাস্থানে সংযোজন করিয়া গ্রন্থটি চতুর্থবার প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছি। আশা করি গ্রন্থটি পাঠকদের পড়িতে অসুবিধা হইবে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাদিগের শ্রদ্ধাদানের সাহায্যে গ্রন্থটি ছাপানো হইয়াছে। গ্রন্থটি যাদের আর্থিক শ্রদ্ধাদানের সাহায্যে ছাপানো হইয়াছে নিঃসন্দেহে বলা যায় তারা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ দানের অধিকারী হইয়াছেন। আমি তাদের এই দানের সাধুবাদ জানাই এবং তাদের মঙ্গল সুখ সমৃদ্ধি কামনা করি।

গ্রন্থটি কম্পিউটারে শুদ্ধকরণসহ বাক্য সংযোজন, লাইন সেটিং ইত্যাদি কাজে আমাকে যথাযথভাবে সাহায্য করিয়াছে আয়ুষ্মান সম্বোধি ভিক্ষু। তাহারই সাহায্যে উক্ত কাজটি সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছি। আর দুই এক স্থানে বাক্য অমিল থাকাতে সেইগুলি মূল পালি গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া সংযোজন করা হইয়াছে। ইহাতে আমাকে সাহায্য করিয়াছে আয়ুষ্মান করুণাবংশ ভিক্ষু এবং সত্যশ্রী ভিক্ষু। প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণও গ্রন্থটি প্রকাশে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। আমি তাহাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

গ্রন্থকার ভিক্ষু শীলভদ্র গ্রন্থটি অনুবাদ না করিলে আমাদের পক্ষে পুনঃপ্রকাশ করিয়া সদ্ধর্ম প্রচার করা সম্ভব হইত না। তাঁহার অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁহাকে আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

গ্রন্থটি ছাপানোর কাজে ভদন্ত সৌরজগত ভান্তে সার্বিক তত্ত্বাবধান করিয়া আমাকে অশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহাকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থটি প্রকাশে যাঁহারা কায়িক, বাচনিক ও মানসিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে সাধুবাদ জানাই।

গ্রন্থটি যথাসম্ভব ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। তবুও যদি কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তজ্জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

বাংলা ভাষায় অনূদিত দীর্ঘনিকায় তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থ পাঠে যদি কাহারও ধর্মজীবন গঠনে কিঞ্চিৎ হইলেও সহায়ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিজের প্রয়াসকে সার্থক মনে করিব।

ইতি

তাং-১৯-৫-২০০৮ ইং
৫ই বৈশাখ ১৪১৫ বাংলা

আনন্দ মিত্র স্থবির
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূচিপত্র

২৪। পাটিক সূত্রান্ত।.....৮
২৫। উদুম্বরিক-সীহনাদ সূত্রান্ত।..... ২৯
২৬। চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত ৪৭
২৭। অগ্গঞ্ঞ সূত্রান্ত..... ৭৬
২৮। সম্পসাদনীয় সূত্রান্ত।.....৮৮
২৯। পাসাদিক সূত্রান্ত।..... ৯৯
৩০। লক্ষণ সূত্রান্ত।.....১২১
৩২। আটানাটিয় সূত্রান্ত।..... ১৫৬
৩৩। সংগীতি সূত্রান্ত।..... ১৭১
৩৪। দসুত্তর সূত্রান্ত..... ২১৮

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

সূত্রপিটকে
দীর্ঘ-নিকায়

তৃতীয় খণ্ড

[পাটিক বর্গ]

২৪। পাটিক সূত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১।১। এক সময় ভগবান মল্লদিগের দেশে অবস্থান করিতেছিলেন। অনুপিয় নামক মল্লদিগের নগর। ভগবান পূর্ব্বাহ্নের বেশধারণপূর্ব্বক পাত্র ও চীবর হস্তে অনুপিয় নগরে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার মনে হইলঃ 'ভিক্ষার্থ অনুপিয়তে ভ্রমণের জন্য এখনও অতিপ্রাক্, অতএব ভগ্‌গব-গোত্ত পরিব্রাজকের আরামে তাহার নিকট গমন করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান ভগ্‌গবগোত্ত পরিব্রাজকের আরামে পরিব্রাজকের নিকট গমন করিলেন।

২। তখন পরিব্রাজক ভগ্‌গব-গোত্ত ভগবানকে কহিলেনঃ 'ভন্তে! ভগবান আগমন করুন, স্বাগত, ভগবান! বহুদিন ভগবানের এই স্থানে আগমন হয় নাই। ভগবান উপবেশন করুন, এই আসন প্রস্তুত।'

ভগবান নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। পরিব্রাজক ভগ্‌গব-গোত্তও অন্যতর অনুচ্চ আসন গ্রহণপূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি ভগবানকে কহিলেনঃ 'ভন্তে, কিছুদিন পূর্ব্বে লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিয়াছিলেনঃ "ভগ্‌গব, আমি এক্ষণে ভগবানকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। আমি আর এখন ভগবানের অনুসরণ করি না।" ভন্তে, লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত যাহা কহিয়াছেন তাহা কি সত্য?'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'ভগ্‌গব, তিনি যাহা কহিয়াছেন তাহা সত্য'।

৩। ভগ্‌গব, কিছুকাল পূর্ব্বে লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনপূর্ব্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিয়া আমাকে কহিয়াছিলেনঃ 'আমি এক্ষণে ভগবানকে প্রত্যাখ্যান করি, আমি এখন আর ভগবানের অনুসরণ করিব না।'

ভগ্‌গব, এইরূপ উক্ত হইলে আমি তাহাকে কহিলামঃ সুনক্ষত্ত, আমি কি এইরূপ কহিয়াছি– সুনক্ষত্ত, তুমি এস, আমার অনুসরণ কর?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তুমি কি আমাকে এইরূপ কহিয়াছ – ভন্তে, আমি ভগবানের অনুসরণ করিব?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তাহা হইলে, সুনক্ষত্ত, আমিও তোমাকে এইরূপ কহি নাই– সুনক্ষত্ত, এস, আমার অনুসরণ কর; তুমিও আমাকে কহ নাই– ভন্তে, আমি ভগবানের অনুসরণ করিব। হে নির্ব্বোধ! এইরূপ হইলে তুমি কে এবং কাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ? মূঢ়! এইস্থানে তোমার ভ্রম দেখ।'

৪। 'ভন্তে, ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করেন না।'

'সুনক্ষত্ত, আমি কি তোমাকে এইরূপ কহিয়াছি– সুনক্ষত্ত, এস, আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তুমি কি আমাকে এইরূপ কহিয়াছ– ভন্তে, আমি ভগবানের অনুসরণ করিব, ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'এইরূপে, সুনক্ষত্ত, আমিও তোমাকে কহি নাই– সুনক্ষত্ত, এস, আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব; তুমিও আমাকে কহ নাই– ভন্তে, আমি ভগবানের অনুসরণ করিব, ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন। হে নির্ব্বোধ! এইরূপ হইলে তুমি কে এবং কাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ? সুনক্ষত্ত, তুমি কি মনে কর? আমি অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করি বা না করি, যে নিমিত্ত আমি ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছি তাহা পালনকারীর দুঃখ সম্যকরূপে অপনোদন করে?

'আপনি ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করুন বা না করুন, যে নিমিত্ত আপনি ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন, তাহা পালনকারীর দুঃখ সম্যকরূপে অপনোদন করে।'

'তাহা হইলে, সুনক্ষত্ত, অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কি করিবে? মূঢ়! এইস্থানে তোমার ভ্রম দেখ।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। 'ভগবান আমার নিকট পুরাতত্ত্বের[১] বর্ণনা করেন না।'

'সুনক্ষত্ত, আমি কি তোমাকে এইরূপ কহিয়াছি– এস, সুনক্ষত্ত, আমার অনুসরণ কর, আমি তোমার নিকট পুরাতত্ত্বের বর্ণনা করিব?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তুমি কি আমাকে এইরূপ কহিয়াছ– আমি ভগবানের অনুসরণ করিব, ভগবান আমার নিকট পুরাতত্ত্বের বর্ণনা করিবেন?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'এইরূপ হইলে, সুনক্ষত্ত, আমিও তোমাকে কহি নাই– সুনক্ষত্ত, এস, আমার অনুসরণ কর, আমি তোমার নিকট পুরাতত্ত্বের বর্ণনা করিব। তুমিও আমাকে কহ নাই– আমি ভগবানের অনুসরণ করিব, ভগবান আমার নিকট পুরাতত্ত্বের বর্ণনা করিবেন। হে নির্ব্বোধ! এইরূপ হইলে তুমি কে এবং কাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ? সুনক্ষত্ত, তুমি কি মনে কর? আমি তোমার নিকট পুরাতত্ত্বের বর্ণনা করি বা না করি, যে নিমিত্ত আমি ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছি তাহা পালনকারীর দুঃখ সম্যকরূপে অপনোদন করে?'

'আপনি আমার নিকট পুরাতত্ত্বের বর্ণনা করুন বা না করুন, যে নিমিত্ত আপনি ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন তাহা পালনকারীর দুঃখ সম্যকরূপে অপনোদন করে।'

'তাহা হইলে, সুনক্ষত্ত, পুরাতত্ত্বের বর্ণনা কি করিবে? মূঢ়! এইস্থানে তোমার ভ্রম দেখ।'

৬। 'সুনক্ষত্ত, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্রকারে আমার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছ– ইনিই ভগবান, অরহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্যপুরুষসারথি, দেবমনুষ্যের
শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবন্ত। এইরূপে, সুনক্ষত্ত, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্রকারে আমার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছ।

'সুনক্ষত্ত, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্রকারে ধর্ম্মের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছ– ধর্ম্ম ভগবান কর্ত্তৃক স্বাখ্যাত, উহা সাংদৃষ্টিক, অবিলম্বে ফলপ্রসূ, সর্ব্বজগতকে আহ্বানকারী, নির্ব্বাণ প্রদায়ী, বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক
স্বস্ব অন্তরে জ্ঞাতব্য। এইরূপে, সুনক্ষত্ত, তুমি অনেক প্রকারে বজ্জীগ্রামে ধর্ম্মের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছ।

'সুনক্ষত্ত, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্রকারে সঙ্ঘের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছ– চারি পুরুষ-যুগ অষ্ট পুরুষ সম্বলিত ভগবানের শ্রাবক সঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন,

---

[১]। মূলের 'অগ্গঞ্ঞ' শব্দ প্রাচীন টীকায় 'জগতের উৎপত্তি' রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঋজুপ্রতিপন্ন, ন্যায়-প্রতিপন্ন, সামীচি-প্রতিপন্ন, তাঁহারা দান, আতিথেয়তা, দক্ষিণা ও অঞ্জলিকরণের যোগ্য, তাঁহারা জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। এইরূপে, সুনক্ষত্ত, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্রকারে সঙ্ঘের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছ।

'সুনক্ষত্ত, আমি কহিতেছি তোমার সম্বন্ধে জনগণ ঘোষণা করিবে– লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত শ্রমণ গৌতমের শাসনে ব্রহ্মচর্য্য পালনে অসমর্থ হইয়া হীনার্থের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন।'

ভগ্‌গব, আমি এইরূপ কহিলে লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত এই ধর্ম্ম-বিনয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপায় নিরয়োন্মুখ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

৭। ভগ্‌গব, এক সময় আমি বুমূদিগের দেশে অবস্থান করিতেছিলাম। তথায় উত্তরকা নামক বুমূদিগের নগর। ভগ্‌গব, আমি পূর্ব্বাহ্নের বেশধারণপূর্ব্বক পাত্র ও চীবর হস্তে পশ্চাচ্ছ্রমণ লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্তের সহিত উত্তরকায় ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিয়াছিলাম। ঐ সময়ে অচেল কোরক্ষত্তিয় কুক্কুর ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক চতুকুণ্ডিক[১] হইয়া ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ভক্ষ্য মুখদ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক ভোজন করিতেন।

'ভগ্‌গব, লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত দেখিলেন অচেল, কুক্কুরব্রতী, কোরক্ষত্তিয় চতুকুণ্ডিক হইয়া ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ভক্ষ্যমুখ দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক ভোজন করিতেছেন। উহা দেখিয়া তাহার মনে হইলঃ 'অরহত, শ্রমণ চতুকুণ্ডিক হইয়া ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ভক্ষ্য মুখ দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক ভোজন করিতেছেন, ইনি সম্মানের যোগ্য।'

ভগ্‌গব, তখন আমি স্বচিত্তে সুনক্ষত্তের চিন্তা জ্ঞাত হইয়া তাহাকে কহিলামঃ 'মূঢ়! তুমি আপনাকে শাক্যপুত্রীয় রূপে স্বীকার কর?'

'ভগবান কেন আমাকে এইরূপ কহিলেন,– মূঢ়! তুমি আপনাকে শাক্যপুত্রীয় রূপে স্বীকার কর?'

'সুনক্ষত্ত, এই নগ্ন কুক্কুরব্রতী চতুকুণ্ডিক কোরক্ষত্তিয়কে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ভক্ষ্যমুখ দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক ভোজন করিতে দেখিয়া তুমি কি মনে কর নাই– অরহত শ্রমণ চতুকুণ্ডিক হইয়া ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ভক্ষ্য মুখদ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক ভোজন করিতেছেন, ইনি সম্মানের যোগ্য?'

'ভন্তে, তাহা সত্য। আপনি কি অপরের অরহত্বে ঈর্ষ্যা অনুভব করিতেছেন?'

'মূঢ়! আমি অপরের অরহত্বে ঈর্ষ্যা অনুভব করিতেছি না। কিন্তু তোমারই পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, উহা পরিত্যাগ কর, উহা যেন দীর্ঘকাল তোমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ না হয়। সুনক্ষত্ত, যে নগ্ন কোরক্ষত্তিয়কে তুমি সম্মানের যোগ্য অরহত শ্রমণ মনে করিতেছ, তিনি সপ্তম দিবসে অলসক রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এবং কালকঞ্জ নামক সর্ব্বনিকৃষ্ট অসুরদিগের মধ্যে

[১]। চতুষ্পদের ন্যায় হস্ত ও পদদ্বয়ের সাহায্যে ভ্রমণশীল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্ন হইবেন, মৃত্যুর পর তিনি বীরণগুল্মাবৃত শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইবেন। সুনক্ষত্ত, যদি ইচ্ছা হয় তুমি অচেল কোরক্ষত্তিয়ের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পার– সৌম্য কোরক্ষত্তিয়! আপনার গতি অবগত আছেন? সুনক্ষত্ত, ইহা সম্ভব যে নগ্ন কোরক্ষত্তিয় তোমাকে কহিবেন– সৌম্য সুনক্ষত্ত, আমি নিজের গতি জানি, কালকঞ্জ নামক সর্ব্বনিকৃষ্ট অসুরদিগের মধ্যে আমি উৎপন্ন হইব।'

৮। ভগ্‌গব, তৎপরে লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত অচেল কোরক্ষত্তিয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে কহিলঃ 'সৌম্য কোরক্ষত্তিয়! শ্রমণ গৌতম কহিয়াছেন অচেল কোরক্ষত্তিয় সপ্তম দিবসে অলসক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এবং কালকঞ্জ নামক সর্ব্বনিকৃষ্ট অসুরদিগের মধ্যে উৎপন্ন হইবেন, মৃত্যুর পর তিনি বীরণগুল্মাবৃত শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইবেন। সৌম্য কোরক্ষত্তিয়, আপনি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার ও পান করুন, যাহাতে শ্রমণ গৌতমের বাক্য মিথ্যা হয়।'

'অনন্তর, ভগ্‌গব, সুনক্ষত্ত এক দুই দিন করিয়া সাত দিবারাত্রি গণনা করিল, সে তথাগতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল না। অতঃপর সপ্তম দিবসে অচেলক কোরক্ষত্তিয় অলসক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া কালকঞ্জ নামক সর্ব্বনিকৃষ্ট অসুরদিগের মধ্যে উৎপন্ন হইল, মৃত্যুর পর সে বীরণগুল্মাবৃত শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইল।

৯। ভগ্‌গব, সুনক্ষত্ত শুনিলেন– অচেল কোরক্ষত্তিয় অলসক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া বীরণগুল্মাবৃত শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তখন, ভগ্‌গব, লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত বীরণগুল্মাবৃত শ্মশানে কোরক্ষত্তিয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে তিনবার পাণিদ্বারা প্রহার করিয়া কহিলেন– 'সৌম্য কোরক্ষত্তিয়! আপনার কি গতি জানেন?' অতঃপর, ভগ্‌গব, অচেল কোরক্ষত্তিয় হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশ মুছিয়া উত্থান করিল এবং কহিল– 'সৌম্য সুনক্ষত্ত, আমি স্বীয় গতি জানি। কালকঞ্জ নামক সর্ব্বনিকৃষ্ট অসুরদিগের মধ্যে আমি উৎপন্ন হইয়াছি।' ইহা কহিয়াই সে উত্তান হইয়া পতিত হইল।

১০। অনন্তর, ভগ্‌গব, লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পরে আমি তাহাকে কহিলামঃ 'সুনক্ষত্ত, তুমি কি মনে কর? অচেল কোরক্ষত্তিয়ের সম্বন্ধে আমি যাহা কহিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপই হইয়াছে, অথবা তাহার অন্যথা হইয়াছে?'

'ভগবান যাহা কহিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপই হইয়াছে, তাহার অন্যথা হয় নাই।'

'সুনক্ষত্ত, তুমি কি মনে কর? এইরূপ হইলে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে অথবা না?'

'ভন্তে! এইরূপ অবস্থায় অবশ্যই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে, হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাই তাহা নয়।'

'মূঢ়! আমি এইরূপ অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলেও তুমি কহিয়াছ– ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করেন না। নির্ব্বোধ! এইস্থানে তোমার ভ্রম দেখ।'

'ভগ্‌গব, আমি এইরূপ কহিলে লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত এই ধর্ম্ম-বিনয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অপায়-নিরয়োন্মুখ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

১১। ভগ্‌গব, এক সময় আমি বৈশালির মহাবনে– কূটাগারশালায় অবস্থান করিতেছিলাম। ঐ সময়ে অচেল কন্দরমসুক বজ্জীগ্রাম বৈশালিতে বিপুল লাভ ও যশ সমন্বিত হইয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি সপ্তবিধ ব্রত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন– 'যাবজ্জীবন অচেলক রহিব, বস্ত্র পরিধান করিব নাঃ যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী রহিব, মৈথুন ধর্ম্মের সেবা করিব নাঃ যাবজ্জীবন সুরা ও মাংসে জীবন ধারণ করিব, পক্কান্ন মিষ্টান্নাদি ভোজন করিব নাঃ বৈশালির পূর্ব্বদিকস্থ উদেন চৈত্য অতিক্রম করিব নাঃ বৈশালির দক্ষিণস্থ গোতমক চৈত্য অতিক্রম করিব নাঃ বৈশালির পশ্চিমস্থ সত্তম্ব নামক চৈত্য অতিক্রম করিব নাঃ বৈশালির উত্তরস্থ বহুপুত্ত নামক চৈত্য অতিক্রম করিব না।' তিনি এই সপ্তবিধ ব্রত সমাদান হেতু বজ্জীগ্রামে বিপুল লাভ ও যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

১২। অতঃপর, ভগ্‌গব, লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত অচেল কন্দরমসুকের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া অচেল কন্দরমসুক উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া তাহার প্রতি ক্রোধ, বিদ্বেষ ও বিরক্তি প্রকাশ করিল। তখন সুনক্ষত্ত চিন্তা করিল– 'সাধু, অরহত, শ্রমণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছি, ইহা যেন দীর্ঘকাল আমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ না হয়।'

১৩। ভগ্‌গব, তদনন্তর সুনক্ষত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলে আমি তাহাকে কহিলামঃ 'মূঢ়! তুমি আপনাকে শাক্যপুত্রীয়রূপে স্বীকার কর?' 'ভগবান কেন এইরূপ কহিতেছেন?'

'সুনক্ষত্ত, তুমি অচেল কন্দরমসুকের নিকট গমন করিয়া তাহাকে প্রশ্ন কর নাই? সে তোমার প্রশ্নের উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া ক্রোধ, বিদ্বেষ ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। তুমি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলে– সাধু, অরহত, শ্রমণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছি, ইহা যেন দীর্ঘকাল আমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ না হয়।'

'ভন্তে, তাহা সত্য। আপনি কি অপরের অরহত্বে ঈর্ষ্যা অনুভব করিতেছেন?'

'মূঢ়! আমি অপরের অরহত্বে ঈর্ষ্যা অনুভব করিতেছি না। কিন্তু তোমারই পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, উহা পরিত্যাগ কর, উহা যেন দীর্ঘকাল তোমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ না হয়। সুনক্ষত্ত, যে অচেল কন্দরমসুককে তুমি সাধু, অরহত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রমণ মনে করিতেছ, তিনি অচিরে বস্ত্রপরিহিত হইয়া নারীগণ সহ বিচরণ করিবেন এবং সুপক্ক অন্নাদি ভোজনে রত হইয়া বৈশালির সর্ব্ব চৈত্য অতিক্রম করিয়া যশোহীন হইয়া দেহত্যাগ করিবেন।

অনন্তর, ভগ্‌গব, অচেল কন্দরমসুক অচিরে বস্ত্রধারণ করিয়া নারীগণ সহ বিচরণ এবং সুপক্ক অন্নাদি ভোজনে রত হইয়া বৈশালির সর্ব্ব চৈত্য অতিক্রমপূর্ব্বক যশোহীন হইয়া দেহত্যাগ করিলেন।

১৪। লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত শ্রবণ করিলেন অচেল কন্দরমসুক বস্ত্রধারণ করিয়া নারীগণসহ বিচরণ এবং সুপক্ক অন্নাদি ভোজনে রত হইয়া বৈশালির সর্ব্ব চৈত্য অতিক্রমপূর্ব্বক যশোহীন হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। ভগ্‌গব, তখন সুনক্ষত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলে আমি তাহাকে কহিলামঃ

'সুনক্ষত্ত, তুমি কি মনে কর? অচেল কন্দরমসুকের সম্বন্ধে আমি যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলাম, সেইরূপই হইয়াছে, অথবা তাহার অন্যথা হইয়াছে?

'ঐ সম্বন্ধে ভগবান যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপই হইয়াছে, তাহার অন্যথা হয় নাই।'

'সুনক্ষত্ত, তুমি কি মনে কর? এইরূপ ক্ষেত্রে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে, অথবা না?'

'ভন্তে! অবশ্যই এ ক্ষেত্রে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা যে হয় নাই তাহা নয়।

মূঢ়! আমি এইরূপ অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলেও তুমি কহিয়াছ– ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করেন না। নির্ব্বোধ! এই স্থানে তোমার ভ্রম দেখ।'

ভগ্‌গব, আমি এইরূপ কহিলে লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্ত এই ধর্ম্মবিনয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অপায়-নিরয়োন্মুখ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

১৫। ভগ্‌গব, এক সময় আমি বৈশালিতেই মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করিতেছিলাম। ঐ সময়ে অচেল পাটিক-পুত্ত বজ্জীগ্রাম বৈশালিতে বিপুল লাভ ও যশ সমন্বিত হইয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি বৈশালিতে সভামধ্যে এইরূপ কহিতেছিলেনঃ 'শ্রমণ গৌতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী, জ্ঞানবাদীর উচিত জ্ঞানবাদীর সহিত ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করা। শ্রমণ গৌতম অর্দ্ধপথ আগমন করুন, আমিও অর্দ্ধপথ গমন করিব। আমরা উভয়েই ঐস্থানে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব। শ্রমণ গৌতম একটি অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলে আমি দুইটি করিব। তিনি দুইটি প্রদর্শন করিলে আমি চারিটি করিব। তিনি চারিটি প্রদর্শন করিলে আমি আটটি করিব। এইরূপে শ্রমণ গৌতম যতই অলৌকিক ঋদ্ধিবল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রদর্শন করিবেন, আমি তাহার দ্বিগুণ দ্বিগুণ করিব।'

১৬। ভগ্‌গব, অনন্তর সুনক্ষত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিয়া আমাকে এইরূপ কহিলঃ 'ভন্তে! অচেল পাটিক-পুত্ত বজ্জীগ্রাম বৈশালিতে বিপুল লাভ ও যশ সমন্বিত হইয়া বাস করিতেছেন। তিনি বৈশালিতে সভামধ্যে এইরূপ কহিতেছেন– শ্রমণ গৌতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী, জ্ঞানবাদীর উচিত জ্ঞানবাদীর সহিত ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করা। শ্রমণ গৌতম অর্দ্ধপথ আগমন করুন, আমিও অর্দ্ধপথ গমন করিব। আমরা উভয়েই ঐস্থানে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব। শ্রমণ গৌতম একটি অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলে আমি দুইটি করিব। তিনি দুইটি প্রদর্শন করিলে আমি চারিটি করিব। তিনি চারিটি প্রদর্শন করিলে আমি আটটি করিব। এইরূপে শ্রমণ গৌতম যতই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন, আমি তাহার দ্বিগুণ দ্বিগুণ করিব।'

ভগ্‌গব, এইরূপ কথিত হইলে আমি সুনক্ষত্তকে কহিলামঃ 'সুনক্ষত্ত, অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐরূপ বাক্য, ঐরূপ চিত্ত ও ঐরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব,– তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।'

১৭। 'ভন্তে! ভগবান এইরূপ কহিবেন না, সুগত এইরূপ কহিবেন না।'

'সুনক্ষত্ত, তুমি কেন এইরূপ কহিতেছ?'

'ভন্তে, ভগবান দৃঢ়রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন– অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐরূপ বাক্য, ঐরূপ চিত্ত ও ঐরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব,– তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।' ভন্তে, অচেল পাটিক-পুত্ত বিরূপবেশে[১] ভগবানের সম্মুখীন হইলে ভগবানের বাক্য মিথ্যা হইবে।'

১৮। 'সুনক্ষত্ত, তথাগত এইরূপ বাক্য কহিতে পারেন যাহা মিথ্যা হইবে?'

'ভন্তে, ভগবান কি স্বচিত্তে অচেল পাটিক-পুত্তের চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছেন– অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐরূপ বাক্য ঐরূপ চিত্ত ও ঐরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব,– তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।' অথবা দেবতাগণ আপনাকে ইহা কহিয়াছেন?'

---

[১]। কোন অদৃশ্য দেহ ধারণপূর্ব্বক অথবা সিংহ ব্যাঘ্রাদির বেশে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'সুনক্ষত্ত, আমি স্বচিত্তেও পাটিক-পুত্তের চিত্ত বিদিত হইয়া উহা কহিয়াছি, এবং দেবতাগণও আমাকে ঐরূপ কহিয়াছেন। লিচ্ছবিদিগের সেনাপতি অজিতও সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়া ত্রায়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনিও আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিয়াছেনঃ 'ভন্তে, অচেল পাটিক-পুত্ত নির্লজ্জ, মিথ্যাবাদী, সে আমার সম্বন্ধেও বজ্জীগ্রামে ঘোষণা করিয়াছে– লিচ্ছবিদিগের সেনাপতি অজিত মহানিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছেন। ভন্তে, আমি কিন্তু মহা-নিরয়ে উৎপন্ন হই নাই, ত্রায়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছি, অচেল পাটিক-পুত্ত নির্লজ্জ ও মিথ্যাবাদী, সে যে ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া ভগবানের সম্মুখীন হইবে তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে– আমি ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব,– তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।' এইরূপে, সুনক্ষত্ত, আমি স্বচিত্তেও পাটিক-পুত্তের চিত্ত বিদিত হইয়া উহা কহিয়াছি, এবং দেবতাগণও আমাকে এইরূপ কহিয়াছেন।

'সুনক্ষত্ত আমি বৈশালিতে ভিক্ষার্থে ভ্রমণ করিয়া আহারান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে দিবাবিহারের নিমিত্ত পাটিক-পুত্তের আরামে গমন করিব। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাকে কহিও।'

১৯। ভগ্‌গব, তদনন্তর আমি পূর্ব্বাহ্নের বেশধারণপূর্ব্বক পাত্র ও চীবর হস্তে বৈশালিতে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিলাম। ভিক্ষাচারাবসানে আহারান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে দিবাবিহারের নিমিত্ত অচেল পাটিক-পুত্তের আরামে গমন করিলাম। ভগ্‌গব, তখন লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত ত্বরিতে বৈশালি প্রবেশপূর্ব্বক খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলঃ 'ভগবান বৈশালিতে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া আহারান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে অচেল পাটিক-পুত্তের আরামে দিবাবিহারার্থ গমন করিয়াছেন। আপনারা অগ্রসর হউন, সাধু শ্রমণগণের অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইবে।'

ভগ্‌গব, তখন ঐ সকল লিচ্ছবিগণ চিন্তা করিলেনঃ 'সাধু শ্রমণগণের অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইবে, আমরা যাই।'

সুনক্ষত্ত প্রথিতনামা ব্রাহ্মণ মহাশাল, গৃহপতিগণ এবং নানা তীর্থিয় শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের নিকট গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপ ঘোষণা করিল।

ভগ্‌গব, তখন ঐ সকল খ্যাতনামা নানাতীর্থিয় শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ অলৌকিক ঋদ্ধিবলের প্রদর্শনীতে গমন করিতে মনস্থ করিলেন।

ভগ্‌গব, এইরূপে খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণমহাশাল ও গৃহপতিগণ এবং নানাতীর্থিয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ অচেল পাটিক-পুত্তের আরামে গমন করিলেন। সেই পরিষদে শতাধিক সহস্রাধিকের সমাগম হইয়াছিল।

২০। ভগ্‌গব, অচেল পাটিক-পুত্ত শ্রবণ করিল যে প্রথিত নামা লিচ্ছবিগণ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতিগণ ও নানাতীর্থিয় শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইয়াছেন, শ্রমণ গৌতমও তাহার আরামে দিবাবিহারার্থ উপবিষ্ট। ইহা শ্রবণ করিয়া সে ভীত, নিস্পন্দ ও রোমাঞ্চিত হইল এবং এইরূপ অবস্থায় সে তিণ্ডুক্‌খানু নামক পরিব্রাজকারামে গমন করিল।

ভগ্‌গব, সেই পরিষদ শ্রবণ করিল যে অচেল পাটিক-পুত্ত ভীত, উদ্বিগ্ন, রোমাঞ্চিত হইয়া তিণ্ডুক্‌খানু পরিব্রাজকারামে গমননিরত। তখন পরিষদ জনৈক পুরুষকে কহিলঃ হে পুরুষ! তিণ্ডুক্‌খানু পরিব্রাজকারামে অচেল পাটিক-পুত্তের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহ– সৌম্য পাটিক-পুত্ত! অগ্রসর হউন, খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতিগণ, নানাতীর্থিয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ সমাগত, শ্রমণ গৌতমও দিবাবিহারার্থ আয়ুষ্মানের আরামে উপবিষ্ট। সৌম্য পাটিক-পুত্ত! আপনি বৈশালিতে সভামধ্যে এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেনঃ "শ্রমণ গৌতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী। জ্ঞানবাদীর উচিত জ্ঞানবাদীর সহিত ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করা। শ্রমণ গৌতম অর্দ্ধপথ আগমন করুন, আমিও অর্দ্ধপথ গমন করিব। আমরা উভয়েই ঐস্থানে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব। শ্রমণ গৌতম একটি অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলে আমি দুইটি করিব। তিনি দুইটি প্রদর্শন করিলে আমি চারিটি করিব। তিনি চারিটি প্রদর্শন করিলে আমি আটটি করিব। এইরূপে শ্রমণ গৌতম যতই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন, আমি তাঁহার দ্বিগুণ দ্বিগুণ করিব।' সৌম্য পাটিক-পুত্ত! আপনি অর্দ্ধপথ আগমন করুন, সর্ব্বপ্রথমেই শ্রমণ গৌতম আপনার আরামে আসিয়া দিবাবিহারার্থ উপবিষ্ট আছেন।'

২১। ভগ্‌গব, 'তথাস্তু' কহিয়া সেই পুরুষ সম্মত হইয়া তিণ্ডুক্‌খানু পরিব্রাজকারামে অচেল পাটিক-পুত্তের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে কহিলঃ 'সৌম্য পাটিক-পুত্ত! অগ্রসর হউন, খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতিগণ, নানাতীর্থিয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ সমাগত, শ্রমণ গৌতমও দিবাবিহারার্থ আয়ুষ্মানের আরামে উপবিষ্ট আছেন।

ভগ্‌গব, এইরূপ কথিত হইলে অচেল পাটিক-পুত্ত 'আমি আসিতেছি, আমি আসিতেছি' এইরূপ কহিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না। তখন সেই পুরুষ পাটিক-পুত্তকে কহিলঃ 'সৌম্য পাটিক-পুত্ত! আপনার কি হইয়াছে? আপনার দেহ-লোম কি আসনে লগ্ন হইয়াছে, অথবা আসন দেহলোমে লগ্ন হইয়াছে? "আসিতেছি, আসিতেছি" কহিয়া ঐ স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছেন, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না।'

ভগ্‌গব, এইরূপ উক্ত হইলে পাটিক-পুত্ত 'আসিতেছি, আসিতেছি' কহিয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না।

২২। ভগ্‌গব, যখন সেই পুরুষ বুঝিল যে পাটিক-পুত্ত পরাজিত হইয়াছে, 'আসিতেছি, আসিতেছি' কহিয়া ঐ স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছে, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছে না, তখন সে পরিষদে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কহিলঃ 'অচেল পাটিক-পুত্ত পরাজিত, "আসিতেছি, আসিতেছি" কহিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছে, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছে না।'

ভগ্‌গব, এইরূপ উক্ত হইলে আমি সেই পরিষদকে কহিলামঃ 'অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব,– তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।'

প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।

২। ১। অতঃপর, ভগ্‌গব, এক লিচ্ছবি মহামাত্র আসন হইতে উত্থান করিয়া পরিষদকে কহিলেনঃ 'আপনারা ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি যাইতেছি, ইহা সম্ভব যে আমি অচেল পাটিক-পুত্তকে এই পরিষদে আনিতে সমর্থ হইব।'

তখন ভগ্‌গব, সেই লিচ্ছবি মহামাত্র তিণ্ডুক্‌খানু পরিব্রাজকারামে অচেল পাটিক-পুত্তের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেনঃ 'সৌম্য পাটিক-পুত্ত! অগ্রসর হউন, উহাই আপনার শ্রেয়ঃ, খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতিগণ এবং নানাতীর্থিয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ সমাগত, শ্রমণ গৌতমও দিবাবিহারার্থ আপনার আরামে উপবিষ্ট। বৈশালির পরিষদে আপনি ঘোষণা করিয়াছেন– "শ্রমণ গৌতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী। জ্ঞানবাদীর উচিত জ্ঞানবাদীর সহিত ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করা। শ্রমণ গৌতম অর্দ্ধপথ আগমন করুন, আমিও অর্দ্ধপথ গমন করিব। আমরা উভয়েই ঐস্থানে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব। শ্রমণ গৌতম একটি অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলে আমি দুইটি করিব। তিনি দুইটি প্রদর্শন করিলে আমি চারিটি করিব। তিনি চারিটি প্রদর্শন করিলে আমি আটটি করিব। এইরূপে শ্রমণ গৌতম যতই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন, আমি তাহার দ্বিগুণ দ্বিগুণ করিব।" সৌম্য পাটিক-পুত্ত! আপনি অর্দ্ধপথ আগমন করুন, সর্ব্বপ্রথমেই শ্রমণ গৌতম আপনার আরামে আসিয়া দিবাবিহারার্থ উপবিষ্ট আছেন। তিনি পরিষদে ঘোষণা করিয়াছেনঃ "অচেল পাটিক-পুত্ত যে এইরূপ বাক্য, ঐরূপ চিত্ত ও ঐরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব,– তাহা হইলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।" সেইজন্য পাটিক-পুত্ত, অগ্রসর হউন, এইরূপ করিলে আপনার জয় এবং শ্রমণ গৌতমের পরাজয়ের বিধান করিব।'

২। ভগ্‌গব, এইরূপ উক্ত হইলে অচেল পাটিক-পুত্ত 'আসিতেছি, আসিতেছি' কহিয়া সেইস্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উত্থান করিতে সমর্থ হইল না। তখন সেই লিচ্ছবি মহামাত্র অচেল পাটিক-পুত্তকে কহিলেনঃ সৌম্য পাটিক-পুত্ত! আপনার কি হইয়াছে? আপনার দেহলোম কি আসনে বদ্ধ হইয়াছে, অথবা আসন দেহলোমে লগ্ন হইয়াছে? "আসিতেছি, আসিতেছি" কহিয়া ঐস্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছেন, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না।'

ভগ্‌গব, এইরূপ উক্ত হইলেও পাটিক-পুত্ত 'আসিতেছি, আসিতেছি' কহিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না।'

৩। ভগ্‌গব, যখন সেই লিচ্ছবি মহামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে অচেল পাটিক-পুত্ত পরাজিত, 'আসিতেছি, আসিতেছি' কহিয়া একই স্থানে গতিহীন হইয়া রহিয়াছে, আসন হইতেও উঠিতে পারিতেছে না; তখন তিনি আসিয়া পরিষদে ঘোষণা করিলেনঃ 'অচেল পাটিক-পুত্ত পরাজিত, "আসিতেছি, আসিতেছি" কহিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছে, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছে না।'

এইরূপ কথিত হইলে, ভগ্‌গব, আমি সেই পরিষদকে কহিলাম ঃ 'অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐরূপ বাক্য, ঐরূপ চিত্ত ও ঐরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব,– তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে। আয়ুষ্মান লিচ্ছবিগণ যদি মনে করেন, 'আমরা অচেল পাটিক-পুত্তকে বরত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া গো-যুগের সাহায্যে টানিয়া আনিব,' তাহা হইলে বরত্র অথবা পাটিক-পুত্ত ছিন্ন হইবে। অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐরূপ বাক্য, ঐরূপ চিত্ত ও ঐরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব,– তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।'

৪। ভগ্‌গব, তখন দারুপত্তিকের শিষ্য জালিয় আসন হইতে উঠিয়া পরিষদকে কহিলঃ 'আপনারা ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি যাইতেছি, ইহা সম্ভব যে আমি অচেল পাটিক-পুত্তকে এই পরিষদে আনিতে সমর্থ হইব।'

তখন জালিয় তিণ্ডুক্‌খানু পরিব্রাজকারামে অচেল পাটিক-পুত্তের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে কহিলঃ 'সৌম্য পাটিক-পুত্ত অগ্রসর হউন, উহাই আপনার শ্রেয়ঃ, খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতিগণ এবং নানাতীর্থিয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ সমাগত, শ্রমণ গৌতমও দিবাবিহারার্থ আপনার আরামে উপবিষ্ট। বৈশালির পরিষদে আপনি ঘোষণা করিয়াছেন– "শ্রমণ গৌতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী। জ্ঞানবাদীর উচিত জ্ঞানবাদীর সহিত ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করা। শ্রমণ গৌতম অর্দ্ধপথ আগমন করুন, আমিও অর্দ্ধপথ গমন করিব। আমরা উভয়েই ঐস্থানে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব। শ্রমণ গৌতম একটি অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলে আমি দুইটি করিব। তিনি দুইটি প্রদর্শন করিলে আমি চারিটি করিব। তিনি চারিটি প্রদর্শন করিলে আমি আটটি করিব। এইরূপে শ্রমণ গৌতম যতই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন, আমি তাহার দ্বিগুণ দ্বিগুণ করিব।" সৌম্য পাটিক-পুত্ত! আপনি অর্দ্ধপথ আগমন করুন, সর্ব্বপ্রথমেই শ্রমণ গৌতম আপনার আরামে আসিয়া দিবাবিহারার্থ উপবিষ্ট আছেন। শ্রমণ গৌতম পরিষদে ঘোষণা করিয়াছেনঃ "অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐরূপ বাক্য, ঐরূপ চিত্ত ও ঐরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব,– তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।" আয়ুষ্মান লিচ্ছবিগণ যদি মনে করেন 'আমরা অচেল পাটিক-পুত্তকে বরত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া গো-যুগের সাহায্যে টানিয়া আনিব,' তাহা হইলে বরত্র অথবা পাটিক-পুত্ত ছিন্ন হইবে। অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐরূপ বাক্য, ঐরূপ চিত্ত ও ঐরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব, তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।" পাটিক-পুত্ত! আপনি অগ্রসর হউন, এইরূপ করিলে আপনার জয় এবং শ্রমণ গৌতমের পরাজয়ের বিধান করিব।'

৫। এইরূপ উক্ত হইলে অচেল পাটিক-পুত্ত 'আমি আসিতেছি, আসিতেছি' কহিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না। তখন দারুপত্তিকের শিষ্য জালিয় অচেল পাটিক-পুত্তকে কহিলঃ 'সৌম্য পাটিক-পুত্ত! আপনার কি হইয়াছে? আপনার দেহলোম কি আসনে আবদ্ধ হইয়াছে, অথবা আসন দেহলোমে লগ্ন হইয়াছে? "আসিতেছি, আসিতেছি" কহিয়া ঐ স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছেন, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না।'

ভগ্‌গব, এইরূপ উক্ত হইলেও অচেল পাটিক-পুত্ত 'আসিতেছি, আসিতেছি' কহিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না।

৬। ভগ্‌গব, যখন দারুপত্তিকের শিষ্য জালিয় বুঝিলেন অচেল পাটিক-পুত্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরাজিত, 'আসিতেছি, আসিতেছি' কহিয়া একই স্থানে গতিহীন অবস্থায় রহিয়াছেন, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না, তখন তিনি পাটিক-পুত্তকে কহিলেনঃ 'সৌম্য পাটিক-পুত্ত! পূর্ব্বকালে এক সময় মৃগরাজ সিংহের মনে হইয়াছিলঃ 'আমি কোন বনষণ্ডে বাসস্থান করিব, সায়াহ্ন সময়ে বাসস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিজৃম্ভণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক অবলোকনান্তে বারত্রয় সিংহনাদ করিয়া গোচরার্থে অগ্রসর হইব; উত্তম উত্তম মৃগবধ করিয়া মৃদু মাংস ভক্ষণপূর্ব্বক বাসস্থানে প্রবেশ করিব।"

'তদনন্তর সেই মৃগরাজ অন্যতর বনষণ্ডে বাসস্থান করিয়া সায়াহ্ন সময়ে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিজৃম্ভণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক অবলোকনান্তে বারত্রয় সিংহনাদ করিয়া গোচরার্থে অগ্রসর হইল। সে উত্তম উত্তম মৃগ বধ করিয়া মৃদু মাংস ভক্ষণপূর্ব্বক বাসস্থানে প্রবেশ করিল।

৭। 'সৌম্য পাটিক-পুত্ত! সেই মৃগরাজ সিংহের ভুক্তাবশিষ্টে বর্ধিত এক বৃদ্ধ শৃগাল গর্ব্বিত ও বলশালী হইয়াছিল। সেই শৃগাল চিন্তা করিল ঃ "আমিই বা কে, মৃগরাজ সিংহই বা কে? আমিও কোন বনষণ্ডে বাসস্থান করিয়া সায়াহ্ন সময়ে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিজৃম্ভণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক অবলোকনান্তে বারত্রয় সিংহনাদ করিয়া গোচরার্থে অগ্রসর হইব; উত্তম উত্তম মৃগ বধ করিয়া মৃদু মাংস ভক্ষণপূর্ব্বক বাসস্থানে প্রবেশ করিব।"

অতঃপর সেই বৃদ্ধ শৃগাল অন্যতর বনষণ্ডে বাসস্থান করিয়া সায়াহ্ন সময়ে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিজৃম্ভণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক অবলোকনান্তে "বারত্রয় সিংহনাদ করিব" এইরূপ মনস্থ করিয়া শৃগালের ধ্বনি করিল। কোথায় শৃগালের রব, আর কোথায় সিংহনাদ!

'সৌম্য পাটিক-পুত্ত! সেইরূপই তুমি সুগতের দানে জীবনধারণ করিয়া সুগতের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া তথাগত অরহত সম্যক-সম্বুদ্ধকে আসাদ্য মনে করিয়াছ– কোথায় হীন পাটিক-পুত্ত, আর কোথায়ই বা তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের আসাদন?"

৮। ভগ্‌গব, যখন দারুপত্তিকের শিষ্য জালিয় এই উপমা দ্বারাও অচেল পাটিক-পুত্তকে সেই আসন হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, তখন সে তাহাকে কহিলঃ

'আপনাকে সিংহ জ্ঞান করিয়া শৃগাল মনে
করিল "আমি মৃগরাজ,"
কিন্তু সে শৃগালের রব করিল, "কোথায়,
হীন শৃগাল, আর কোথায় সিংহনাদ?"

'সৌম্য পাটিক-পুত্ত! সেইরূপই তুমি সুগতের দানে জীবনধারণ করিয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুগতের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধকে আসাদ্য মনে করিয়াছ– কোথায় নগণ্য পাটিক-পুত্ত, আর কোথায়ই বা তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের আসাদন?'

৯। ভগ্‌গব, যখন জালিয় এই উপমা দ্বারাও পাটিক-পুত্তকে সেই আসন হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, তখন সে তাহাকে কহিলঃ

'উচ্ছিষ্ট ভোজনে আপনাকে অন্য জীব মনে করিয়া,
স্বরূপ না দেখিয়া, শৃগাল আপনাকে 'ব্যাঘ্র' মনে করিয়াছিল,
তথাপি সে শৃগালের রব করিল, "কোথায়
নগণ্য শৃগাল, কোথায়ই বা সিংহনাদ?"

'সৌম্য পাটিক-পুত্ত! সেইরূপই তুমি সুগতের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধকে আসাদ্য মনে করিয়াছ– কোথায় নগণ্য পাটিক-পুত্ত, আর কোথায়ই বা তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের আসাদন?'

১০। ভগ্‌গব, যখন জালিয় এই উপমা দ্বারাও পাটিক-পুত্তকে সেই আসন হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, তখন সে তাহাকে কহিলঃ

'ভেক, ক্ষেত্র-মূষিক এবং শ্মশানে নিক্ষিপ্ত
মৃতদেহাদি ভক্ষণ করিয়া,
শূন্য অথবা মহাবনে বর্ধিত শৃগাল মনে করিল
"আমি মৃগরাজ,"
তথাপি সে শৃগালেরই রব করিল, "কোথায়
নগণ্য শৃগাল, কোথায় বা সিংহনাদ?"

'সৌম্য পাটিক-পুত্ত! সেইরূপই তুমি সুগতের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধকে আসাদ্য মনে করিয়াছ– কোথায় নগণ্য পাটিক-পুত্ত, আর কোথায়ই বা তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের আসাদন?'

১১। ভগ্‌গব, যখন জালিয় এই উপমা দ্বারাও পাটিক পুত্তকে সেই আসন হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, তখন সে আসিয়া পরিষদে ঘোষণা করিলঃ 'অচেল পাটিক-পুত্ত পরাজিত, "আসিতেছি, আসিতেছি" কহিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছে আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছে না।'

১২। ভগ্‌গব, এইরূপ উক্ত হইলে আমি পরিষদকে কহিলাম ঃ 'অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐরূপ বাক্য, ঐরূপ চিত্ত ও ঐরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব,– তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে। আয়ুষ্মান লিচ্ছবিগণ যদি মনে করেন 'আমরা অচেল পাটিক-পুত্তকে বরত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া গো-যুগের সাহায্যে টানিয়া আনিব,' তাহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইলে বরত্র অথবা পাটিক-পুত্ত ছিন্ন হইবে। অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐরূপ বাক্য, ঐরূপ চিত্ত ও ঐরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে আমি ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব,– তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।'

১৩। অতঃপর, ভগ্‌গব, আমি সেই পরিষদকে ধর্ম্মকথাদ্বারা উপদিষ্ট, জ্ঞানদীপ্ত, উত্তেজিত, অনুপ্রাণিত করিলাম, এবং এইরূপে উহাকে মহাবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, চতুরশীতি সহস্র প্রাণীকে অতি দুর্গম স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া ধ্যানযোগে তোজোময় হইয়া আকাশে সপ্ততাল উচ্চে উঠিয়া; সপ্ততাল পরিমিত অর্চ্চি নির্ম্মাণ ও প্রজ্জ্বলিত করিয়া, সুবাস বিকীর্ণ করিয়া মহাবনে কূটাগারশালায় পুনরাবির্ভূত হইলাম। অনন্তর, ভগ্‌গব, সুনক্ষত্ত আমার নিকট আসিয়া আমাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলে আমি তাহাকে কহিলামঃ 'সুনক্ষত্ত, তুমি কি মনে কর? পাটিক-পুত্ত সম্বন্ধে আমি তোমাকে যাহা কহিয়াছিলাম, সেইরূপই হইয়াছে অথবা তাহার অন্যথা হইয়াছে?'

'ভগবান যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে, তাহার অন্যথা হয় নাই।'

'সুনক্ষত্ত, তুমি কি মনে কর? এইরূপ হইলে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে, অথবা না?'

'ভন্তে! এ ক্ষেত্রে অবশ্যই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে, হয় নাই তাহা নহে।'

'মূঢ়! আমি তোমাকে এইরূপ ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিলেও তুমি কহিয়াছঃ "ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করেন না।" মূঢ়! এইস্থানে তোমার ভ্রম দেখ।'

ভগ্‌গব, আমি এইরূপ কহিলে সুনক্ষত্ত এই ধর্ম্মবিনয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অপায়-নিরয়োন্মুখ হইয়া প্রস্থান করিল।

১৪। ভগ্‌গব, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি, শুধু তাহাই নয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক আমার বিদিত, কিন্তু ঐ জ্ঞান আমাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আমি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করি, যে অনুভূতির নিমিত্ত তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না। ভগ্‌গব, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাহারা তাহাদের শিক্ষানুসারে ঘোষণা করেন যে বস্তুসমূহের প্রারম্ভ ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মার লীলা। আমি তাহাদের নিকট গমন করিয়া কহিঃ 'সত্যই কি আপনারা ঘোষণা করেন যে আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভ ঈশ্বর, অথবা ব্রহ্মার লীলা?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহারা কহেন– 'ইহা সত্য।' আমি তাহাদিগকে কহিঃ 'আপনারা কিরূপে নির্ধারণ করেন যে, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মার লীলা?' আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমাকে প্রতিপ্রশ্ন করেন। তখন আমি উত্তর করিঃ

১৫। 'বন্ধুগণ, এমন সময়[১] আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কালই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এই জগত লয় প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ সময়ে জীবগণ বহুল পরিমাণে আভাস্বর জগতে পুনর্জন্ম লাভ করে। তাহারা তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্য স্বরূপ হয়, তাহারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে। এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কালই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এই জগতের বিবর্ত্তন হয়। ঐ সময় শূন্য ব্রহ্মবিমান প্রাদুর্ভূত হয়। কোন সত্ত্ব আয়ুক্ষয় কিম্বা পুণ্যক্ষয়ের নিমিত্ত আভাস্বর জগত হইতে চ্যুত হইয়া শূন্য ব্রহ্মবিমানে পুনরায় উৎপন্ন হয়। সে তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহার ভক্ষ্য হয়, সে স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করে। দীর্ঘকাল তথায় একাকী বাস করিয়া তাহার মনে অসন্তুষ্টি ও ভয়ের উৎপত্তি হয়; "হায়, যদি অপর জীবগণও এইস্থানে আগমন করিত!" ঐ সময়েই অন্য জীবগণও আয়ুক্ষয় কিম্বা পুণ্যক্ষয় বশতঃ, আভাস্বর লোক হইতে চ্যুত হইয়া তাহার সঙ্গীরূপে ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হয়। তাহারাও তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্য হয়, তাহারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

১৬। 'বন্ধুগণ, তদনন্তর প্রথমোৎপন্ন সত্ত্ব এইরূপ চিন্তা করিলেনঃ "আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্ত্তা, নির্ম্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। এই জীবগণ আমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট। কি হেতু? পূর্ব্বে আমি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম ঃ "অহো; অন্য জীবগণও এইস্থানে আগমন করুক। আমার এই প্রার্থনায় এই সকল সত্ত্ব এখানে আগমন করিয়াছে।" পশ্চাদুৎপন্ন সত্ত্বগণও এইরূপ চিন্তা করেঃ "ইনি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্ত্তা, নির্ম্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। আমরা এই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট। কি হেতু? আমরা ইহাকেই প্রথমোৎপন্ন জীবরূপে দেখিয়াছি, আমরা ইহার পশ্চাতে উৎপন্ন।"

১৭। 'বন্ধুগণ, অতঃপর যিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু, সৌন্দর্য্য ও পরাক্রমশালী। যাহারা পশ্চাতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্পায়ু, অল্প সৌন্দর্য্য ও পরাক্রমশালী। তৎপরে, বন্ধুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন এক সত্ত্ব ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। এই লোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া অনাগারীত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা

---

[১]। ১ম খণ্ড ২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইরূপ চিত্তসমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি উক্ত পূর্ব্বনিবাস স্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন। তিনি এইরূপ কহেনঃ "সেই মহিমাময় ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্ত্তা, নির্ম্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা– যাহা কর্ত্তৃক আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম-ধর্ম্ম, তিনি অনন্তকাল ঐরূপে অবস্থান করিবেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট আমরা অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ুক, পরিবর্ত্তনশীল হইয়া এই লোকে আগমন করিয়াছি।" বন্ধুগণ, ইহাই আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভরূপে কথিত ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মার লীলা।

তদুত্তরে তাহারা কহেনঃ "সৌম্য গৌতম, আপনি যাহা কহিতেছেন, আমরাও তাহাই শুনিয়াছি।" ভগ্‌গব, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি, শুধু তাহাই নয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক আমার বিদিত, কিন্তু ঐ জ্ঞান আমাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আমি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করি, যে অনুভূতির নিমিত্ত তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না।

১৮। ভগ্‌গব, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাহারা তাহাদের শিক্ষানুসারে ঘোষণা করেন যে বস্তুসমূহের প্রারম্ভ হাস্য-ক্রীড়া-রতি। আমি তাহাদের নিকট গমন করিয়া কহিঃ 'সত্যই কি আপনারা ঘোষণা করেন যে, আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভ হাস্য-ক্রীড়া-রতি?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা কহেন– 'ইহা সত্য।' আমি তাহাদিগকে কহিঃ 'আপনারা কিরূপে নির্ধারণ করেন যে, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ হাস্য-ক্রীড়া-রতি?' আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া আমাকে প্রতি-প্রশ্ন করেন। তখন আমি উত্তর করিঃ

'বন্ধুগণ, কতকগুলি দেবতা আছেন যাঁহাদের নাম ক্রীড়া প্রদোষিক। তাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া বিহার করেন। ঐ কারণে তাঁহাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হয়, এবং ঐ মোহের কারণে তাঁহারা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হন। বন্ধুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন সত্ত্ব ঐ জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। ইহলোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাগারীত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি পূর্ব্বোক্ত জন্ম অনুস্মরণ করেন কিন্তু তৎপূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন। তিনি এইরূপ কহেনঃ 'যে সকল দেবতা ক্রীড়া-প্রদোষিক নহেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া বিহার করেন না। উহার ফলে তাঁহাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হয় না, এবং ঐ অমোহের ফলে তাঁহারা সেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জন্ম হইতে চ্যুত হন না; তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম-ধর্ম্ম, তাঁহারা অনন্তকাল ঐস্থানেই অবস্থান করিবেন। কিন্তু আমরা ক্রীড়া-প্রদোষিক হইয়া দীর্ঘকাল হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া বিচরণ করিয়াছিলাম, তাহার ফলে আমাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হইয়াছিল, ঐ মোহের ফলে আমরা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু, পরিবর্ত্তনশীলরূপে ইহলোকে আগমন করিয়াছি।" বন্ধুগণ, ইহাই আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভরূপে ঘোষিত হাস্য-ক্রীড়া-রতি।'

তদুত্তরে তাঁহারা কহেনঃ 'সৌম্য গৌতম, আপনি যাহা কহিতেছেন, আমরাও তাহাই শুনিয়াছি।" ভগ্‌গব, বস্তু সমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি, শুধু তাহাই নয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক আমার বিদিত, কিন্তু ঐ জ্ঞান আমাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আমি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করি, যে অনুভূতির নিমিত্ত তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না।

১৯। ভগ্‌গব, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষানুসারে ঘোষণা করেন যে, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ মনোপ্রদোষ। আমি তাহাদের নিকট গমন করিয়া কহিঃ 'সত্যই কি আপনারা ঘোষণা করেন যে, আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভ মনোপ্রদোষ?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা কহেন– 'ইহা সত্য।' আমি তাঁহাদিগকে কহিঃ 'আপনারা কিরূপে নির্ধারণ করেন যে, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ মনোপ্রদোষ?' আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া আমাকে প্রতিপ্রশ্ন করেন। তখন আমি উত্তর করিঃ

'বন্ধুগণ, কতকগুলি দেবতা আছেন, তাঁহাদের নাম মন-প্রদোষিক[১]। দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হয়। এইরূপ প্রদুষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয়। ঐ দেবগণ ঐ দেহ হইতে চ্যুত হন। বন্ধুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন এক সত্ত্ব ঐ জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। ইহলোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাগারীত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি পূর্ব্বোক্ত জন্ম অনুস্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন। তিনি এইরূপ কহেনঃ "যে সকল দেবতা মনোপ্রদোষিক নহেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হন না। ফলে তাহাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হয় না, তাঁহাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয় না। তাঁহারা ঐ দেহ হইতে চ্যুত হন না। তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত,

[১]। ১ম খণ্ড ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবিপরিণাম-ধর্ম্ম হইয়া অনন্তকাল ঐস্থানে অবস্থান করেন। কিন্তু আমরা মন-প্রদোষিক হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়াছিলাম, আমাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হইয়াছিল, আমাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হইয়াছিল। আমরা ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু ও মৃত্যু পরায়ণ হইয়া ইহলোকে আগমন করিয়াছি।" বন্ধুগণ, ইহাই আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভরূপে ঘোষিত মনোপ্রদোষ।।'

তদুত্তরে তাঁহারা কহেনঃ "সৌম্য গৌতম, আপনি যাহা কহিতেছেন, আমরাও তাহাই শুনিয়াছি।" ভগ্‌গব, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি, শুধু তাহাই নয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক আমার বিদিত, কিন্তু ঐ জ্ঞান আমাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আমি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করি, যে অনুভূতির নিমিত্ত তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না।

২০। ভগ্‌গব, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষানুসারে ঘোষণা করেন যে, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ অধীত্য-সমুৎপন্ন[১]। আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহিঃ 'সত্যই কি আপনারা ঘোষণা করেন যে আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভ-অধীত্য-সমুৎপন্ন? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা কহেন– 'ইহা সত্য।' আমি তাঁহাদিগকে কহিঃ 'আপনারা কিরূপে নির্ধারণ করেন যে, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ অধীত্য-সমুৎপন্ন?' আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া আমাকে প্রতিপ্রশ্ন করেন। তখন আমি উত্তর করিঃ

'বন্ধুগণ, অসংজ্ঞ-সত্ত্ব[২] নামক কোন কোন দেবতা আছেন, সংজ্ঞা উৎপন্ন হইলেই ঐ দেবগণ ঐ দেহ হইতে চ্যুত হন। বন্ধুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন সত্ত্ব ঐ দেহ হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করেন; তৎপরে তিনি গৃহবাস ত্যাগ করিয়া অনাগারীত্ব অবলম্বন করেন। পরে তিনি উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধিতে উপনীত হন যে ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি সংজ্ঞার উৎপত্তি অনুস্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বাবস্থা স্মরণে অক্ষম হন। তিনি কহেন– "আত্মা ও জগত অকারণ সম্ভূত। কি কারণে? আমি পূর্ব্বে ছিলাম না, কিন্তু পূর্ব্বে না থাকিয়াও এক্ষণে সত্ত্বত্বে পরিণত হইয়াছি।" বন্ধুগণ, ইহাই আপনারা আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের অধীত্য-সমুৎপন্ন প্রারম্ভরূপে ঘোষণা করেন।'

তদুত্তরে তাঁহারা কহেনঃ 'সৌম্য গৌতম, আপনি যাহা কহিতেছেন আমরাও

---

[১]। উৎপত্তির হেতু নাই।

[২]। ১ম খণ্ড-৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহাই শুনিয়াছি।' ভগ্‌গব, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি, শুধু তাহাই নয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক আমার বিদিত, কিন্তু ঐ জ্ঞান আমাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আমি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করি, যে অনুভূতির নিমিত্ত তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না।

২১। ভগ্‌গব, আমি এইরূপ মত প্রকাশ করিলে, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ– যাঁহারা অসৎ ও তুচ্ছ-আমার সম্বন্ধে অন্যায়রূপে মিথ্যা অভিযোগ করেনঃ 'শ্রমণ গৌতম ও ভিক্ষুগণ ভ্রান্ত। শ্রমণ গৌতম কহেনঃ যে সময়ে শুভ বিমোক্ষের প্রাপ্তি হয়, তখন সর্ব্ববস্তু অশুভরূপে প্রতীয়মান হয়।' কিন্তু ভগ্‌গব, আমি এইরূপ কহি না। আমি এইরূপ কহিঃ 'যে সময়ে শুভ বিমোক্ষের প্রাপ্তি হয়, তখন 'শুভ!' এই জ্ঞানই হয়।'

'ভন্তে, যাহারা ভগবান এবং ভিক্ষুগণকে ভ্রান্ত মনে করে, তাহারাই ভ্রান্ত, আমি ভগবানের প্রতি এতই প্রসন্ন হইয়াছি যে আমার বিশ্বাস ভগবান আমাকে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারেন যাহা দ্বারা আমি শুভ বিমোক্ষে উপনীত হইয়া বিহার করিতে পারি।'

ভগ্‌গব, তুমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্ন রুচিসম্পন্ন, ভিন্ন আযোগানুসারী, ভিন্ন আচার্য্যের শিক্ষা গ্রহণকারী; এইজন্য শুভ বিমোক্ষে উপনীত হইয়া বিহার করা তোমার পক্ষে সুকঠিন। তবে, ভগ্‌গব, আমার প্রতি তোমার যে প্রসাদ উহাই তুমি উত্তমরূপে রক্ষা কর।'

'ভন্তে, আমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্নরুচিসম্পন্ন, ভিন্ন-আযোগানুসারী, ভিন্ন আচার্য্যের শিক্ষাগ্রহণকারী– এইজন্য যদি শুভ বিমোক্ষে উপনীত হইয়া বিহার করা আমার পক্ষে দুস্কর হয়, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি আমার যে প্রসাদ, উহাই আমি উত্তমরূপে রক্ষা করিব।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। ভগ্‌গব-গোত্ত পরিব্রাজক হৃষ্টচিত্তে ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

পাটিক সূত্রান্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৫। উদুম্বরিক-সীহনাদ সূত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় পরিব্রাজক নিগ্রোধ তিন সহস্র পরিব্রাজক সমন্বিত বৃহৎ পরিষদের সহিত উদুম্বরিকার পরিব্রাজকারামে বাস করিতেছিলেন। অনন্তর সন্ধান নামক গৃহপতি ভগবানের দর্শনের নিমিত্ত সূর্য্যোদয়ে রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি চিন্তা করিলেনঃ "ভগবানের দর্শনের নিমিত্ত এখনও সময় হয় নাই, তিনি ধ্যানস্থ, মনোভাবনায় নিযুক্ত ভিক্ষুদিগেরও দর্শনের সময় এখন নয়, তাঁহারা নির্জ্জনে ধ্যানস্থ; অতএব আমি উদুম্বরিকার পরিব্রাজকারামে পরিব্রাজক নিগ্রোধের নিকট গমন করিব।" অতঃপর তিনি উক্ত পরিব্রাজকের নিকট গমন করিলেন।

২। ঐ সময় নিগ্রোধ পরিব্রাজক বৃহৎ পরিষদের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন; পরিষদ উচ্চশব্দ মহাশব্দের সহিত তুমুল কোলাহলে নানা প্রকার হীন আলাপে রত ছিলেন– যথা রাজ-কথা, চোর-কথা, মহামাত্র কথা, সেনা-সম্বন্ধীয় কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ কথা, খাদ্য ও পানীয়-কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মাল্য-কথা, গন্ধ-কথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, গ্রাম-কথা, নিগম-কথা, নগর-কথা, জনপদ-কথা, নারী-কথা, পুরুষ-কথা, বীর-কথা, পথ-কথা, কুম্ভস্থান-কথা, পূর্ব্বপুরুষ-কথা, নিরর্থক-কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা।[১]

৩। পরিব্রাজক নিগ্রোধ দূর হইতে গৃহপতি সন্ধানকে আসিতে দেখিয়া স্বীয় পরিষদকে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে কহিলেনঃ 'মাননীয়গণ, আপনারা নীরব হউন, শব্দ করিবেন না। শ্রমণ গৌতমের শ্রাবক গৃহপতি সন্ধান আসিতেছেন। শ্রমণ গৌতমের যে সকল শুভ্রবস্ত্র পরিহিত গৃহী শ্রাবক রাজগৃহে বাস করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতর গৃহপতি সন্ধান। এই সকল আয়ুষ্মান নীরবতা প্রিয়, নীরবতায় শিক্ষিত, নীরবতার প্রশংসাবাদী। পরিষদকে শব্দহীন জ্ঞাত হইয়া তিনি যেন এই স্থানকে আগমনের যোগ্য মনে করেন।'

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজকগণ নীরব হইলেন।

৪। অনন্তর গৃহপতি সন্ধান নিগ্রোধ পরিব্রাজকের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপ ব্যঞ্জক বাক্যের বিনিময়ান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পরে তিনি নিগ্রোধকে কহিলেনঃ 'এই সকল অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ একত্রে মিলিত হইয়া উচ্চশব্দ মহাশব্দের সহিত তুমুল কোলাহলে নানা প্রকার হীন আলাপে রত

[১]। ১ম খণ্ড, ১০ পৃঃ দেখ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হন– যথা রাজ-কথা, চোর-কথা, মহামাত্র কথা, সেনা-সম্বন্ধীয় কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ কথা, খাদ্য ও পানীয়-কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মাল্য-কথা, গন্ধ-কথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, গ্রাম-কথা, নিগম-কথা, নগর-কথা, জনপদ-কথা, নারী-কথা, পুরুষ-কথা, বীর-কথা, পথ-কথা, কুম্ভস্থান-কথা, পূর্ব্বপুরুষ-কথা, নিরর্থক-কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা। এই সকল পরিব্রাজকগণ এক প্রকারের, কিন্তু ভগবান অন্য প্রকারের, তিনি অরণ্যে দূর বনপ্রস্থে বাস করেন, যে স্থানে শব্দ নাই, নির্ঘোষ নাই, যে স্থানে বিজনবাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্য-সমাগম রহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত।'

৫। এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক নিগ্রোধ গৃহপতি সন্ধানকে কহিলেনঃ 'দেখ, গৃহপতি, তুমি জান কি, কাহার সহিত শ্রমণ গৌতম কথা কহেন? কাহার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হন? কাহার সহিত আলোচনায় তাঁহার প্রজ্ঞা বিকাশ প্রাপ্ত হয়? নির্জ্জনবাস হেতু শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা নষ্ট হইয়াছে, তিনি পরিষদ হইতে দূরে অবস্থান করেন, কথোপকথনে নিপুণ নহেন, তিনি বিবেকের সেবা করেন। যেইরূপ সীমাবদ্ধ স্থানে বিচরণশীল দৃষ্টিহীন গাভী নিভৃতের ভজনা করে, সেইরূপই নির্জ্জনবাস হেতু শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা প্রণষ্ট, তিনি পরিষদ হইতে দূরে অবস্থান করেন, কথোপকথনে নিপুণ নহেন, তিনি বিবেকের সেবা করেন। দেখ, গৃহপতি, যদি শ্রমণ গৌতম এই পরিষদে আগমন করেন, তাহা হইলে মাত্র এক প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাকে নির্ব্বাক্ করিব, শূন্য কুম্ভের ন্যায় তাঁহাকে আবর্ত্তিত করিব।'

৬। ভগবান তাঁহার বিশুদ্ধ, অমানুষিক দিব্য শ্রবণ শক্তির দ্বারা নিগ্রোধ পরিব্রাজকের সহিত গৃহপতি সন্ধানের এই কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। তখন ভগবান গৃধ্রকূট পর্ব্বত হইতে অবতরণপূর্ব্বক সুমাগধা পুষ্করিণীর তীরে ময়ূর-নিবাপে গমন করিয়া তথায় উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভগবানকে এইরূপে বিচরণ করিতে দেখিয়া পরিব্রাজক নিগ্রোধ তাঁহার পরিষদকে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে কহিলেনঃ 'আয়ুষ্মানগণ নীরব হউন, শব্দ করিবেন না। শ্রমণ গৌতম সুমাগধার তীরে ময়ূর-নিবাপে উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতেছেন। সেই আয়ুষ্মান নীরবতা প্রিয়, নীরবতার প্রশংসাবাদী, পরিষদকে শব্দহীন জ্ঞাত হইয়া তিনি যেন এইস্থান আগমনের যোগ্য মনে করেন। যদি তিনি এইস্থানে আগমন করেন, তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব– যে ধর্ম্মে ভগবান শ্রাবকগণকে শিক্ষিত করেন, সেই ধর্ম্ম কি? কি সেই ধর্ম্ম যাহাতে শিক্ষিত হইয়া শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি-ব্রহ্মচর্য্যের মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন?' এইরূপ কথিত হইলে পরিব্রাজকগণ নীরব হইলেন।

৭। তদনন্তর ভগবান নিগ্রোধ পরিব্রাজকের নিকট গমন করিলে নিগ্রোধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানকে কহিলেনঃ 'ভন্তে, ভগবানের আগমন হউক! স্বাগত ভগবান! বহুদিন পরে ভগবান কৃপা করিয়া এইস্থানে আসিয়াছেন, ভগবান উপবেশন করুন, এই আসন প্রস্তুত।'

ভগবান নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। পরিব্রাজক নিগ্রোধও এক নীচ আসন গ্রহণপূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। অতঃপর ভগবান নিগ্রোধকে কহিলেনঃ 'নিগ্রোধ, এইস্থানে কি কথায় নিযুক্ত ছিলে? তোমাদের কি আলোচনাই বা বাধা প্রাপ্ত হইল?'

ভগবান এইরূপ কহিলে পরিব্রাজক নিগ্রোধ ভগবানকে কহিলেনঃ "ভন্তে, আমরা দেখিলাম ভগবান সুমাগধার তীরে ময়ূরনিবাপে উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতেছেন, উহা দেখিয়া আমরা কহিলামঃ যদি শ্রমণ গৌতম এই পরিষদে আগমন করেন, তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব– "যে ধর্ম্মে ভগবান শ্রাবকগণকে শিক্ষিত করেন, সেই ধর্ম্ম কি? কি সেই ধর্ম্ম যাহাতে শিক্ষিত হইয়া শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি ব্রহ্মচর্য্যের মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন?" আমাদের এই আলোচনার অসমাপ্ত অবস্থায় ভগবানের আগমন হইল।'

'নিগ্রোধ, যে ধর্ম্মে আমি শ্রাবকগণকে শিক্ষিত করি, যে ধর্ম্মে শিক্ষিত হইয়া শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি ব্রহ্মচর্য্যের মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন, তাহা বুঝিতে পারা তোমার পক্ষে কঠিন, কারণ তুমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্ন রুচিসম্পন্ন, ভিন্ন আযোগানুসারী, ভিন্ন আচার্য্যের শিক্ষা গ্রহণকারী। নিগ্রোধ, তুমি বরং আমাকে কৃচ্ছ্রসাধন সম্পর্কে তোমার নিজের মত বিষয়ক প্রশ্ন কর– কি করিলে কৃচ্ছ্রসাধন সফল হয়, কি করিলে হয় না?

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজকগণ তুমুল কোলাহলের সহিত উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিল, 'আশ্চর্য্য! অদ্ভূত! শ্রমণ গৌতমের মহাশক্তি ও মহানুভাবতা, তিনি স্বীয় মত দূরে রাখিয়া পরবাদের আলোচনায় আহ্বান করিতেছেন।'

৮। তখন নিগ্রোধ অন্যান্য পরিব্রাজকগণকে নীরব হইতে আদেশ করিয়া ভগবানকে কহিলেনঃ 'আমরা কৃচ্ছ্রসাধন রূপ তপের সমর্থনকারী, উহাকেই সারবস্তু বলিয়া মনে করি, আমরা উহাতেই লীন হইয়া বিহার করি। কি করিলে কৃচ্ছ্রসাধন সফল হয়, কি করিলে হয় না?'

নিগ্রোধ, তপস্বী[১] নগ্ন হইয়া বিহার করে, মুক্তাচার ও হস্তাবলেহক হয়, ভিক্ষা গ্রহণার্থ আহ্বানের কিম্বা অপেক্ষা করিবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, আপনার জন্য আনীত অথবা প্রস্তুতিকৃত খাদ্য এবং নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে, কুম্ভী অথবা কলোপী মুখ হইতে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করে না, প্রবেশ দ্বারে, উদুখল, ইন্ধন

[১]। প্রথম খণ্ড ১৬৬ পৃঃ দেখ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অথবা মুসলাভ্যন্তরে স্থাপিত ভিক্ষা ত্যাগ করে, ভোজন নিরত দুই জনের কিম্বা গর্ভিণীর, কিম্বা স্তন্যদানরতা স্ত্রীর, কিম্বা পুরুষসহবাস-রতা স্ত্রীর ভিক্ষা ত্যাগ করে, অভিক্ষালব্ধ সংগৃহীত ভোজ্য অস্বীকার করে, দলবদ্ধ মক্ষিকা সঙ্কুল স্থান হইতে ভিক্ষা গ্রহণে বিরত হয়, মৎস্য, মাংস, সুরা মেরয়, তুষোদকের গ্রহণে বিরত হয়; মাত্র এক গৃহ হইতে এক গ্রাস, দুই গৃহ হইতে দুই গ্রাস, সাত গৃহ হইতে সাত গ্রাস খাদ্য গ্রহণ করে; মাত্র এক অথবা দুই অথবা শত ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করে; দিনান্তে একবার, অথবা দুই দিবসে একবার, অথবা সাত দিবসে একবার ভোজন করে,– এইরূপে নিয়মবদ্ধ হইয়া ক্রমে অর্দ্ধমাসান্তে একবার ভোজন করে; মাত্র শাক অথবা শ্যামাক, অপক্ক তণ্ডুল, চর্ম্মখণ্ড, শৈবাল, কণ, আচাম, পিণ্যাক, তৃণ, গোময়, বনমূল-ফল, অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফল ভোজন করে; শাণবস্ত্র, মশাণবস্ত্র, শবদেহের পরিত্যক্ত আবরণ বস্ত্র, পাংশুকূল, তিরিতক বল্কল, মৃগচর্ম্ম মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদ, কুশচীর, বল্কল-চীর, ফলক-চীর, কেশ-কম্বল, বাল-কম্বল, উলুক-পক্ষ নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করে; সে কেশ ও শ্মশ্রুর উৎপাটন করে এবং উহাতে আসক্ত হয়, আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান ভাবে অবস্থান করে, উৎকুটিক হইয়া অবস্থান করে এবং ঐ অবস্থায় বীর্য্যারম্ভের অনুশীলন করে, কণ্টকধারী হয় এবং কণ্টক-শয্যা রচনা করে, ফলক-শয্যা ও ভূমি-শয্যা আশ্রয় করে, এক পার্শ্বে শায়িত হইয়া নিদ্রা যায়, দেহকে ধূলি ও মলাচ্ছাদিত করে, উন্মুক্ত স্থানে শয়ন করে, সকল প্রকার আসনই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে, বিকট আহার গ্রহণ করে, এবং ঐ প্রকার আহারে আসক্ত হয়, শীতল জল পান বর্জ্জন করে এবং ঐ অভ্যাসে আসক্ত হয়, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এই সময়ের মধ্যে তিনবার জলে অবতরণ করে। নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কর? এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন সফল হয় অথবা বিফল হয়?'

'অবশ্যই, ভন্তে, এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন সফল হয়, বিফল হয় না।'

'নিগ্রোধ, আমি কহি এ প্রকার পরিপূর্ণ কৃচ্ছ্রসাধনেও অনেক প্রকার উপক্লেশ বর্ত্তমান।'

৯। 'ভন্তে, ভগবান কিরূপে কহিতেছেন যে, এই প্রকার পরিপূর্ণ কৃচ্ছ্রসাধনেও অনেক প্রকার উপক্লেশ বর্ত্তমান?'

'নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন, তিনি উহাতেই সন্তুষ্ট ও পরিপূর্ণ-সংকল্প হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। তিনি ঐ তপহেতু আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন। ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। তিনি ঐ তপ হেতু স্ফীত হন, জ্ঞানশূন্য হন, প্রমাদে পতিত হন। ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০। পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ঐ তপ হেতু তিনি লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করেন। ঐ লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করিয়া তিনি সন্তুষ্ট ও পরিপূর্ণ-সংকল্প হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ঐ তপ হেতু তিনি লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করেন। ঐ লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করিয়া তিনি অন্য-প্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ঐ তপ হেতু তিনি লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করেন। ঐ লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করিয়া তিনি স্ফীত হন, জ্ঞানহীন হন, প্রমাদে পতিত হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। আহার্য্য দ্রব্য তৎকর্ত্তৃক দ্বিধাকৃত হয়– "ইহা আমার উপযোগী, ইহা নহে।" যে ভোজ্যবস্তু তাঁহার অনুপযোগী তাহার প্রতি আকাঙ্খা রাখিয়া তিনি উহা বর্জ্জন করেন, যাহা তাঁহার উপযোগী তাহাতে গ্রথিত, মূর্চ্ছিত ও লগ্ন হইয়া, উহাতে যে বিপদ নিহিত তাহা না দেখিয়া, উহার কুফল চিন্তা না করিয়া, উহা আহার করেন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী লাভ, সৎকার এবং যশতৃষ্ণা হেতু তপ করেন– "রাজগণ, রাজমহামাত্রগণ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি এবং তীর্থিয়গণ আমার সৎকার করিবেন।" নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

১১। 'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণের নিন্দা করেনঃ "কেন এই পুরুষ প্রাচুর্য্যভোগী হইয়া বজ্রকঠিন দন্তের সাহায্যে সর্ব্ববিধ বস্তু ভক্ষণ করে– যথা মূলবীজ, স্কন্ধ-বীজ, গ্রন্থি-বীজ এবং পঞ্চমতঃ বীজ-বীজ? তথাপি সে শ্রমণ কথিত হয়।" নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী দেখেন কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ গৃহস্থকুলে সৎকার, শ্রদ্ধা, সম্মান এবং পূজা পাইতেছেন। উহা দেখিয়া তাঁহার মনে হয়– "গৃহস্থগণ এই প্রাচুর্য্যভোগীকে, শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা করে, তাহার সৎকার করে, কিন্তু আমি কৃচ্ছ্র-জীবী তপস্বী হইলেও গৃহস্থকুলে সৎকার, শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা পাই না।" এইরূপে তিনি গৃহস্থগণের প্রতি ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্যপরায়ণ হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী সাধারণের গমনাগমন স্থানে আসন গ্রহণ করেন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী ভিক্ষার্থ গৃহস্থকুলে গমন করিবার সময় এইরূপভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমণ করেন যাহাতে ব্যক্ত হয়– "ইহা আমার তপ, ইহা আমার তপ।" নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী গোপনে কোন কর্ম্ম করেন। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করা হয় "আপনি কি ইহার অনুমোদন করেন?" তাহা হইলে অনুমোদন না করিয়াও তিনি কহেন "অনুমোদন করি," অনুমোদন করিয়াও কহেন "অনুমোদন করি না।" এইরূপে জ্ঞানতঃ মিথ্যা কথিত হয়। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

১২। 'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তথাগত অথবা তদীয় শ্রাবকের ধর্ম্মদেশনা বিশুদ্ধ এবং আদরণীয় হইলেও উহার গুণ গ্রহণ করেন না। ইহাও, নিগ্রোধ, তপস্বীর উপক্লেশ।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী ক্রোধ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী কপটাচারী, অসূয়াপরবশ, ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্যপরায়ণ, শঠ, মায়াবী, নির্ম্মম, অহঙ্কারী, পাপেচ্ছাসম্পন্ন ও পাপেচ্ছার বশীভূত, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, উচ্ছেদ-দৃষ্টিসম্পন্ন, সংসারাসক্ত, স্বৈরী, ত্যাগে অনিচ্ছ হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।'

নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কর? এই সকল কৃচ্ছ্রসাধন উপক্লেশ অথবা নহে?

'ভন্তে, অবশ্যই এই সকল কৃচ্ছ্র-উপক্লেশ। ভন্তে, ইহা সম্ভব যে তপস্বীর মধ্যে উক্ত সর্ব্বপ্রকার উপক্লেশ বিদ্যমান, একটি দুইটির ত কথাই নাই।'

১৩। 'নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। তিনি উহাতে সন্তুষ্ট হন না, পরিপূর্ণ-সংকল্প হন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। তিনি ঐ তপ হেতু আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। তিনি ঐ তপ হেতু স্ফীত হন না, জ্ঞানশূন্য হন না, প্রমাদে পতিত হন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ঐ তপ হেতু তিনি লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করেন। ঐ লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হন না, পরিপূর্ণ-সংকল্প হন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ঐ তপ হেতু তিনি লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করেন। ঐ লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করিয়া তিনি আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ঐ তপ হেতু তিনি লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করেন। ঐ লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করিয়া তিনি স্ফীত হন না, জ্ঞানশূন্য হন না, প্রমাদে পতিত হন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। আহার্য্য দ্রব্য "ইহা আমার উপযোগী, ইহা নহে" এইরূপে তৎকর্ত্তৃক দ্বিধাকৃত হয় না। যে ভোজ্যবস্তু তাঁহার অনুপযোগী তাহার প্রতি আকাঙ্খাহীন হইয়া তিনি উহা বর্জ্জন করেন, যাহা তাঁহার উপযোগী তাহাতে গ্রথিত, মূর্ছিত ও লগ্ন না হইয়া, উহাতে যে বিপদ নিহিত তাহা দেখিয়া, উহার কুফল চিন্তা করিয়া উহা আহার করেন। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। তিনি "রাজগণ, মহামাত্রগণ, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-গৃহপতি এবং তীর্থিয়গণ আমার সৎকার করিবেন" এইরূপ লাভ, সৎকার ও যশতৃষ্ণা হেতু তপ করেন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

১৪। 'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণকে এইরূপ কহিয়া নিন্দা করেন নাঃ "কেন এই পুরুষ প্রাচুর্য্যভোগী হইয়া বজ্রকঠিন দন্তের সাহায্যে সর্ব্ববিধ বস্তু ভক্ষণ করে– যথা মূলবীজ, স্কন্ধবীজ, গ্রন্থিবীজ এবং পঞ্চমতঃ বীজ-বীজ? তথাপি সে শ্রমণ কথিত হয়।" এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী দেখেন কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ গৃহস্থকুলে সৎকার, শ্রদ্ধা, সম্মান এবং পূজা পাইতেছেন। উহা দেখিয়া তাঁহার এইরূপ মনে হয় না– "গৃহস্থগণ এই প্রাচুর্য্যভোগীকে শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা করে, তাঁহার সৎকার করে, কিন্তু আমি কৃচ্ছ্রজীবী তপস্বী হইলেও গৃহস্থকুলে সৎকার, শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা পাই না।" এইরূপে তিনি গৃহস্থগণের প্রতি ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্যপরায়ণ হন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী সাধারণের গমনাগমন স্থানে আসন গ্রহণ করেন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী ভিক্ষার্থ গৃহস্থকুলে গমন করিবার সময় এইরূপভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া গমন করেন না যাহাতে ব্যক্ত হয়– "ইহা আমার তপ, ইহা আমার তপ।" এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী গোপনে কোন কর্ম্ম করেন না। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "আপনি কি ইহার অনুমোদন করেন?" তাহা হইলে অনুমোদন না করিলে তিনি কহেন "অনুমোদন করি না," অনুমোদন করিলে কহেন, "অনুমোদন করি।" এইরূপে জ্ঞানতঃ মিথ্যা কথিত হয় না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।'

১৫। 'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তথাগত অথবা তদীয় শ্রাবকের বিশুদ্ধ এবং আদরণীয় ধর্ম্মদেশনার গুণ গ্রহণ করেন। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী ক্রোধ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হন না। এইরূপে ঐ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী কপটাচারী, অসূয়াপরবশ, ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্যপরায়ণ, শঠ, মায়াবী, নির্ম্মম, অহঙ্কারী, পাপেচ্ছাসম্পন্ন ও পাপেচ্ছার বশীভূত, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, উচ্ছেদদৃষ্টিসম্পন্ন, সংসারাসক্ত, স্বৈরী হন না, তিনি ত্যাগশীল হন। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কর? এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন পরিশুদ্ধ অথবা অপরিশুদ্ধ হয়?'

'ভন্তে, অবশ্যই এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্রসাধন পরিশুদ্ধ হয়, অপরিশুদ্ধ হয় না, উহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়।'

'নিগ্রোধ, মাত্র ইহাতেই কৃচ্ছ্রসাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয় না; ইহা বহিরাবরণ মাত্র।'

১৬। 'ভন্তে, কিরূপ হইলে কৃচ্ছ্রসাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়? ভগবান আমার কৃচ্ছ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত করিলে আমি অনুগৃহীত হইব।'

'নিগ্রোধ, তপস্বী চতুর্ব্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন। কি প্রকারে তিনি এইরূপ সুরক্ষিত হন? নিগ্রোধ, তপস্বী প্রাণনাশ করেন না, প্রাণনাশের কারণ হন না, উহার অনুমোদন করেন না; অদত্তের গ্রহণ করেন না, অদত্ত গ্রহণের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না; মিথ্যা কহেন না, মিথ্যা কথনের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না; তিনি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি জনিত সুখের অন্বেষণ করেন না; ঐ অন্বেষণের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না। নিগ্রোধ, তপস্বী এইরূপে চতুর্ব্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন। নিগ্রোধ, যেহেতু তপস্বী চতুর্ব্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন এবং উহাই তাঁহার তপস্যা হয়, সেইহেতু তিনি ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হন, তিনি নিম্নগামী হন না। তিনি বিবিক্ত শয়নাসনের ভজনা করেন; অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্ব্বত, কন্দর, গিরিগুহা শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত স্থান এবং পলাল স্তূপের ভজনা করেন। ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহারান্তে তিনি পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া, দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া, পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবিষ্ট হন। তিনি লোকে অভিধ্যার পরিহার করিয়া অভিধ্যাহীন চিত্তে বিহার করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ব্যাপাদ-প্রদোষ পরিত্যাগ করিয়া অব্যাপন্ন চিত্তে বিহার করেন; সর্ব্বপ্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া; ব্যাপাদ-প্রদোষ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি স্ত্যানমিদ্ধ পরিহার করিয়া বিগত-স্ত্যানমিদ্ধ হইয়া বিহার করেন; আলোক-সংজ্ঞী, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিহার করিয়া অনুদ্ধত হইয়া বিহার করেন, আধ্যাত্মিক শান্তিলব্ধ হইয়া ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি বিচিকিৎসার পরিহার করিয়া বিচিকিৎসাহীন হইয়া বিহার করেন, কুশলধর্ম্মে সংশয়হীন হইয়া বিচিকিৎসা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন।[১]

১৭। 'তিনি চিত্তের এই পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের উপক্লেশের বলক্ষয় করিবার নিমিত্ত মৈত্রীসহগত চিত্তে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্, সর্ব্বদিক এবং সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগত মৈত্রীসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। করুণাসহগত চিত্তে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্, সর্ব্বদিক এবং সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগত করুণাসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। মুদিতাসহগত চিত্তে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্, সর্ব্বদিক এবং সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগত মুদিতাসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। উপেক্ষা-সহগত চিত্তে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক, সর্ব্বদিক এবং সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগত উপেক্ষা-সহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অ-বৈর এবং অ-ব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কর? এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্রসাধন পরিশুদ্ধ হয় অথবা অপরিশুদ্ধ হয়?'

'ভন্তে, অবশ্যই এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন পরিশুদ্ধ হয়, অপরিশুদ্ধ হয় না, উহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়।'

'নিগ্রোধ, মাত্র ইহাতেই কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয় না, ইহা ত্বক্ মাত্র স্পর্শ করে।'

১৮। 'ভন্তে, কিরূপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়? ভগবান আমার কৃচ্ছ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত করিলে আমি অনুগৃহীত হইব।'

'নিগ্রোধ, তপস্বী– চতুর্ব্বিধ সংবর দ্বারা সুরক্ষিত হন। কি প্রকারে তিনি ঐরূপে সুরক্ষিত হন? নিগ্রোধ, তপস্বী প্রাণনাশ করেন না, প্রাণনাশের কারণ হন না, উহার অনুমোদন করেন না; অদত্তের গ্রহণ করেন না, অদত্ত গ্রহণের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না; মিথ্যা কহেন না, মিথ্যা কথনের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না; তিনি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি জনিত সুখের অন্বেষণ করেন না; ঐ অন্বেষণের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না। নিগ্রোধ,

---

[১]। ১ম খণ্ড-৭৮ পৃঃ দেখ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তপস্বী এইরূপে চতুর্ব্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন। যেহেতু তপস্বী চতুর্ব্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন এবং উহাই তাঁহার তপস্যা হয়, সেই হেতু তিনি ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হন, তিনি নিম্নগামী হন না। তিনি বিবিক্ত শয়নাসনের ভজনা করেন; অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্ব্বত, কন্দর, গিরিগুহা শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত স্থান এবং পলাল স্তূপের ভজনা করেন। ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহারান্তে তিনি পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া, দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া, পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবিষ্ট হন। তিনি লোকে অভিধ্যার পরিহার করিয়া অভিধ্যাহীন চিত্তে বিহার করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ব্যাপাদ-প্রদোষ পরিত্যাগ করিয়া অব্যাপন্ন চিত্তে বিহার করেন; সর্ব্বপ্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া; ব্যাপাদ-প্রদোষ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি স্ত্যানমিদ্ধ পরিহার করিয়া বিগত-স্ত্যানমিদ্ধ হইয়া বিহার করেন; আলোক-সংজ্ঞী, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিহার করিয়া অনুদ্ধত হইয়া বিহার করেন, আধ্যাত্মিক শান্তিলব্ধ হইয়া ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি বিচিকিৎসার পরিহার করিয়া বিচিকিৎসাহীন হইয়া বিহার করেন, কুশলধর্ম্মে সংশয়হীন হইয়া বিচিকিৎসা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি চিত্তের এই পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের উপক্লেশের বলক্ষয় করিবার নিমিত্ত মৈত্রীসহগত চিত্তে, যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্, সর্ব্বদিক এবং সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগত মৈত্রীসহগত চিত্তে, বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করেন, যথা– একজন্ম, দুইজন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, একসহস্র, একলক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্ত্তকল্প, অনেক বিবর্ত্তকল্প– "অমুক স্থানে আমার এই নাম এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুকস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্ব্বজন্ম এবং ঐ সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।' করুণাসহগত চিত্তে, যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্, সর্ব্বদিক এবং সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগত করুণাসহগত চিত্তে, বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করেন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথা– একজন্ম, দুইজন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, একসহস্র, একলক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্ত্তকল্প, অনেক বিবর্ত্তকল্প– "অমুক স্থানে আমার এই নাম এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুকস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্ব্বজন্ম এবং ঐ সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।' মুদিতাসহগত চিত্তে, যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্, সর্ব্বদিক এবং সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগত মুদিতাসহগত চিত্তে, বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করেন, যথা– একজন্ম, দুইজন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, একসহস্র, একলক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্ত্তকল্প, অনেক বিবর্ত্তকল্প– "অমুক স্থানে আমার এই নাম এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুকস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্ব্বজন্ম এবং ঐ সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।' উপেক্ষাসহগত চিত্তে, যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্, সর্ব্বদিক এবং সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগত উপেক্ষাসহগত চিত্তে, বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করেন, যথা– একজন্ম, দুইজন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, একসহস্র, একলক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্ত্তকল্প, অনেক বিবর্ত্তকল্প– "অমুক স্থানে আমার এই নাম এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুকস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্ব্বজন্ম এবং ঐ সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।'

'নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কর? এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্রসাধন পরিশুদ্ধ অথবা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপরিশুদ্ধ হয়?

'ভন্তে, অবশ্যই এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্রসাধন পরিশুদ্ধ হয়, অপরিশুদ্ধ হয় না, উহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়।'

'নিগ্রোধ, মাত্র ইহাতেই কৃচ্ছ্রসাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয় না। ইহা ফল্গু মাত্র স্পর্শ করে।

১৯। 'ভন্তে, কিরূপ হইলে কৃচ্ছ্রসাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়? ভগবান আমার কৃচ্ছ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত করিলে আমি অনুগৃহীত হইব।'

'নিগ্রোধ, তপস্বী চতুর্ব্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন। কি প্রকারে তিনি ঐরূপে সুরক্ষিত হন? নিগ্রোধ, তপস্বী প্রাণনাশ করেন না, প্রাণনাশের কারণ হন না, উহার অনুমোদন করেন না; অদত্তের গ্রহণ করেন না, অদত্ত গ্রহণের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না; মিথ্যা কহেন না, মিথ্যা কথনের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না; তিনি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি জনিত সুখের অন্বেষণ করেন না; ঐ অন্বেষণের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না। নিগ্রোধ, তপস্বী এইরূপে চতুর্ব্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন। যেহেতু তপস্বী চতুর্ব্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন এবং উহাই তাঁহার তপস্যা হয়, সেই হেতু তিনি ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হন, তিনি নিম্নগামী হন না। তিনি বিবিক্ত শয়নাসনের ভজনা করেন; অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্ব্বত, কন্দর, গিরিগুহা শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত স্থান এবং পলাল স্তূপের ভজনা করেন। ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহারান্তে তিনি পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া, দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া, পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবিষ্ট হন। তিনি লোকে অভিধ্যার পরিহার করিয়া অভিধ্যাহীন চিত্তে বিহার করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ব্যাপাদ-প্রদোষ পরিত্যাগ করিয়া অব্যাপন্ন চিত্তে বিহার করেন; সর্ব্বপ্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া; ব্যাপাদ-প্রদোষ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি স্ত্যানমিদ্ধ পরিহার করিয়া বিগত স্ত্যানমিদ্ধ হইয়া বিহার করেন; আলোক-সংজ্ঞী, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিহার করিয়া অনুদ্ধত হইয়া বিহার করেন, আধ্যাত্মিকি শান্তিলব্ধ হইয়া ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি বিচিকিৎসার পরিহার করিয়া বিচিকিৎসাহীন হইয়া বিহার করেন, কুশলধর্ম্মে সংশয়হীন হইয়া বিচিকিৎসা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি চিত্তের এই পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের উপক্লেশের বলক্ষয় করিবার নিমিত্ত মৈত্রীসহগত চিত্তে, যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্, সর্ব্বদিক এবং সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগত মৈত্রীসহগত চিত্তে, বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করেন, যথা– একজন্ম, দুইজন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, একসহস্র, একলক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্ত্তকল্প, অনেক বিবর্ত্তকল্প– "অমুক স্থানে আমার এই নাম এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুকস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্ব্বজন্ম এবং ঐ সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।' করুণাসহগত চিত্তে, যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্, সর্ব্বদিক এবং সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগত করুণাসহগত চিত্তে, বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করেন, যথা– একজন্ম, দুইজন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, একসহস্র, একলক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্ত্তকল্প, অনেক বিবর্ত্তকল্প– "অমুক স্থানে আমার এই নাম এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুকস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্ব্বজন্ম এবং ঐ সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।' মুদিতাসহগত চিত্তে, যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্, সর্ব্বদিক এবং সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগত মুদিতাসহগত চিত্তে, বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করেন, যথা– একজন্ম, দুইজন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, একসহস্র, একলক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্ত্তকল্প, অনেক বিবর্ত্তকল্প– "অমুক স্থানে আমার এই নাম এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুকস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্ব্বজন্ম এবং ঐ সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।' উপেক্ষাসহগত চিত্তে, যথাক্রমে এক, দুই,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্, সর্ব্বদিক এবং সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগত উপেক্ষাসহগত চিত্তে, বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করেন, যথা– একজন্ম, দুইজন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, একসহস্র, একলক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্ত্তকল্প, অনেক বিবর্ত্তকল্প– "অমুক স্থানে আমার এই নাম এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুকস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্ব্বজন্ম এবং ঐ সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।' তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি দর্শন করেন[১]; কর্ম্মানুযায়ী, গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের মধ্যে হীন ও উত্তমকে, সুবর্ণ ও দুর্ব্বর্ণবিশিষ্টকে, সুগত ও দুর্গতকে জানিতে পারেনঃ–

'ভদ্রগণ, এই এই সত্ত্ব কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দুরাচারসম্পন্ন, আর্য্যগণের অপবাদক, মিথ্যাদৃষ্টিসমন্বিত, মিথ্যাদৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্ম্মপ্রাপ্ত। মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই এই সত্ত্ব কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সদাচারণ সম্পন্ন, তাঁহারা আর্য্যগণের অপবাদ হইতে বিরত, সম্যক দৃষ্টিসমন্বিত, সম্যকদৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্ম্মপ্রাপ্ত; মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা সুগতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।" এইরূপে তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্য চক্ষুদ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি দর্শন করেন;

কর্ম্মানুযায়ী, গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের মধ্যে হীনও উত্তমকে, সুবর্ণ ও দুর্ব্বর্ণবিশিষ্টকে, সুগত ও দুর্গতকে জানিতে পারেন।'

'নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কর? এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্রসাধন পরিশুদ্ধ অথবা অপরিশুদ্ধ হয়?'

'ভন্তে, অবশ্যই এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্রসাধন পরিশুদ্ধ হয়, অপরিশুদ্ধ হয় না, উহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়।'

'নিগ্রোধ, এইরূপে কৃচ্ছ্রসাধন শ্রেষ্ঠত্বে ও সারত্বে উপনীত হয়। এবং তুমি যে আমাকে কহিয়াছিলে "যে ধর্ম্মে ভগবান শ্রাবকগণকে শিক্ষিত করেন, সেই ধর্ম্ম কি? কি সেই ধর্ম্ম যাহাতে শিক্ষিত হইয়া শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি ব্রহ্মচর্য্যের

[১]। ১ম খণ্ড-৮৯ পৃঃ দেখ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন?' তদুত্তরে আমি কহি ইহাই সেই মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম যাহাতে আমি আমার শ্রাবকগণকে শিক্ষিত করি, যাহাতে শিক্ষিত হইয়া আমার শ্রাবকগণ বিশ্বস্ত চিত্তে আদি ব্রহ্মচর্য্যের মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন।'

এইরূপ উক্ত হইলে সেই পরিব্রাজকগণ তুমুল কোলাহলে উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিলঃ 'এ ক্ষেত্রে আমরা আচার্য্যসহ পরাজিত, আমরা ইহাপেক্ষা মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর কিছুই জানি না।'

২০। যখন গৃহপতি সন্ধান জানিলেন– "নিশ্চয়ই এক্ষণে এই সকল অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ ভগবানের বাক্য শুনিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছে, উহাতে কর্ণপাত করিতেছে, অরহত্বাকাঙ্ক্ষী হইয়াছে,' তখন তিনি পরিব্রাজক নিগ্রোধকে এইরূপ কহিলেনঃ 'ভন্তে নিগ্রোধ, আপনি আমাকে কহিয়াছিলেন, "দেখ গৃহপতি, তুমি জান কি কাহার সহিত শ্রমণ গৌতম কথা কহেন? কাহার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হন? কাহার সহিত আলোচনায় তাঁহার প্রজ্ঞা বিকাশ প্রাপ্ত হয়? নির্জ্জনবাস হেতু শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা নষ্ট হইয়াছে, তিনি পরিষদ হইতে দূরে অবস্থান করেন, কথোপকথনে নিপুণ নহেন, তিনি বিবেকের সেবা করেন। যেইরূপ সীমাবদ্ধস্থানে বিচরণশীল দৃষ্টিহীন গাভী নিভৃতের ভজনা করে, সেইরূপই নির্জ্জনবাস হেতু শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা প্রণষ্ট, তিনি পরিষদ হইতে দূরে অবস্থান করেন, কথোপকথনে নিপুণ নহেন, তিনি বিবেকের সেবা করেন। দেখ, গৃহপতি, যদি শ্রমণ গৌতম এই পরিষদে আগমন করেন, তাহা হইলে মাত্র এক প্রশ্নদ্বারা তাঁহাকে নির্ব্বাক করিব, শূন্য কুম্ভের ন্যায় তাঁহাকে আবর্ত্তিত করিব।" ভন্তে, ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ এইস্থানে উপস্থিত, তিনি যে পরিষদ হইতে দূরে অবস্থান করেন তাহা প্রমাণ করুন, তাঁহাকে সীমাবদ্ধ স্থানে বিচরণশীল গাভীরূপে প্রতিপন্ন করুন, মাত্র এক প্রশ্নদ্বারা তাঁহাকে নির্ব্বাক করুন, তুচ্ছ কুম্ভের ন্যায় তাঁহাকে আবর্ত্তিত করুন।'

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক নিগ্রোধ তূষ্ণীভূত, বিমূঢ়, বিষণ্ন, অধোমুখ, শোচনানুতপ্ত, অপ্রতিভ হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন।

২১। অনন্তর ভগবান নিগ্রোধের ঐরূপ অবস্থা অনুভব করিয়া তাঁহাকে কহিলেনঃ 'নিগ্রোধ, সত্যই তুমি এইরূপ বাক্য কহিয়াছিলে?'

'ভন্তে, সত্যই আমি ঐরূপ কহিয়াছিলাম, আমি এতই নির্ব্বোধ, এতই মূঢ়, এতই অজ্ঞান।'

'নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কর? পরিব্রাজকদিগের মধ্যে সম্মানার্হ বৃদ্ধ আচার্য্য-প্রাচার্য্যগণকে তুমি কি ইহা কহিতে শুনিয়াছ– "অতীতে যে সকল অরহন্ত সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন, ঐ সকল ভগবান পরস্পরের সহিত সাক্ষাত এবং একত্র মিলনের কালে তুমুল কোলাহলে উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিয়া নানা প্রকার হীন আলাপে রত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইতেন,– যথা রাজকথা, চোর-কথা, মহামাত্র কথা, সেনা-সম্বন্ধীয় কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ কথা, খাদ্য ও পানীয়-কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মাল্য-কথা, গন্ধ-কথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, গ্রাম-কথা, নিগম-কথা, নগর-কথা, জনপদ-কথা, নারী-কথা, পুরুষ-কথা, বীর-কথা, পথ-কথা, কুম্ভস্থান-কথা, পূর্ব্বপুরুষ-কথা, নিরর্থক-কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা, যেইরূপ তুমি এক্ষণে আচার্য্যসহ হইতেছ?" অথবা তাঁহারা কি এইরূপ কহিয়াছেন– "ঐ সকল ভগবান অরণ্যে দূর বনপ্রস্থে বাস করিতেন, যে স্থানে শব্দ নাই, নির্ঘোষ নাই, যে স্থানে বিজনবাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্যসমাগম রহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত"– যেইরূপ আমি এক্ষণে করিতেছি?"

'ভন্তে, পরিব্রাজকদিগের মধ্যে সম্মানার্হ বৃদ্ধ আচার্য্য-প্রাচার্য্যগণকে আমি এইরূপ কহিতে শুনিয়াছিঃ "অতীতে যে সকল অরহন্ত সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন, ঐ সকল ভগবান পরস্পরের সহিত সাক্ষাত এবং একত্র মিলনের কালে তুমুল কোলাহলে উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিয়া নানা প্রকার হীন আলাপে রত হইতেন না, যথা রাজকথা, চোর-কথা, মহামাত্র কথা, সেনা-সম্বন্ধীয় কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ কথা, খাদ্য ও পানীয়-কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মাল্য-কথা, গন্ধ-কথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, গ্রাম-কথা, নিগম-কথা, নগর-কথা, জনপদ-কথা, নারী-কথা, পুরুষ-কথা, বীর-কথা, পথ-কথা, কুম্ভস্থান-কথা, পূর্ব্বপুরুষ-কথা, নিরর্থক-কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা, যেইরূপ আমি এক্ষণে আচার্য্যসহ হইতেছি। ঐ সকল ভগবান অরণ্যে দূর বনপ্রস্থে বাস করিতেন। যে স্থানে শব্দ নাই, নির্ঘোষ নাই, যে স্থানে বিজনবাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্যসমাগম রহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত", যেইরূপ ভগবান এক্ষণে করিতেছেন।'

'নিগ্রোধ, তুমি বিজ্ঞ, স্মৃতিমান ও বৃদ্ধ, তোমার কি মনে হয় নাই যে "বুদ্ধ ভগবান বোধের নিমিত্ত ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন, দান্ত ভগবান দমনার্থ ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন, শান্ত ভগবান শান্তির নিমিত্ত ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন, তীর্ণ ভগবান তরণের নিমিত্ত ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন, পরিনির্বৃত ভগবান পরিনির্ব্বাণের জন্য ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন?"

২২। এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক নিগ্রোধ ভগবানকে কহিলেনঃ

'আমি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, আমি নির্ব্বোধ, মূঢ়, অজ্ঞান, তজ্জন্যই ভগবানকে ঐরূপ কহিয়াছিলাম। ভন্তে, ভগবান আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, যাহাতে আমি ভবিষ্যতে আপনাকে সংযত করিতে পারি।'

'সত্যই, নিগ্রোধ, তুমি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলে, তুমি নির্ব্বোধ, মূঢ়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অজ্ঞান, তজ্জন্যই ভগবানের সম্বন্ধে ঐরূপ কহিয়াছিলে; যেহেতু, নিগ্রোধ, তুমি চ্যুতিকে চ্যুতিরূপে দেখিয়া উহার যথোপযুক্ত প্রতিকার করিয়াছ, সেই হেতু তোমাকে ক্ষমা করিতেছি। নিগ্রোধ, যে চ্যুতিকে চ্যুতিরূপে দেখিয়া উহার যথোপযুক্ত প্রতিবিধান করে, সে ভবিষ্যতে সংযত হয়, এই উৎকর্ষ আর্য্যবিনয়-সুলভ। নিগ্রোধ, আমার বক্তব্য এইঃ "কোন বিজ্ঞ, অশঠ, অ-মায়াবী, সরল প্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষ আমার নিকট আসিলে আমি তাহাকে শিক্ষা দিব, ধর্ম্মের উপদেশ দিব। যদি তিনি শিক্ষানুসারে আচরণ করেন, তাহা হইলে যথার্থ পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় করেন সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া এই জীবনেই সাত বৎসরের মধ্যে উহার পূর্ণতাসাধন করিবেন। নিগ্রোধ, সাত বৎসরের প্রয়োজন নাই। ঐরূপ পুরুষ শিক্ষানুসারে আচরণ করিলে এই জীবনেই ছয় বৎসরের মধ্যে পূর্ণতাসাধন করিবেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে পূর্ণতাসাধন করিবেন। চারিবৎসর, তিনবৎসর, দুইবৎসর, একবৎসর, সাতমাস, ছয়মাস, পাঁচমাস, চারিমাস, তিনমাস, দুইমাস, একমাস, অথবা অর্দ্ধ মাসের মধ্যে উক্ত প্রকার ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণতাসাধন করিবেন। নিগ্রোধ, অর্দ্ধ মাসেরও প্রয়োজন নাই। শিক্ষানুসারে আচরণ করিলে ঐরূপ পুরুষ এক সপ্তাহের মধ্যে উক্ত প্রকার ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণতাসাধন করিবেন।

২৩। 'নিগ্রোধ, তোমার মনে এইরূপ হইতে পারে,– "শিষ্য সংগ্রহের জন্য শ্রমণ গৌতম এইরূপ কহিতেছেন," কিন্তু, নিগ্রোধ, এইরূপ মনে করিও না, যিনি তোমার আচার্য্য তিনিই তোমার আচার্য্য হইয়া থাকুন। নিগ্রোধ, তোমার মনে এইরূপ হইতে পারে– "আমার অনুসৃত বিধি হইতে আমাকে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রমণ গৌতম এইরূপ কহিতেছেন," কিন্তু, নিগ্রোধ, এইরূপ মনে করিও না, তোমার যে বিধি সেই বিধিই রক্ষিত হউক। তোমার মনে এইরূপ হইতে পারে,– "আমার জীবিকা হইতে আমাকে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রমণ গৌতম এইরূপ কহিতেছেন," কিন্তু, নিগ্রোধ, এইরূপ মনে করিও না, তোমার যে জীবিকা তুমি তাহাই অবলম্বন করিয়া থাক, নিগ্রোধ, তোমার মনে এইরূপ হইতে পারে,– "যাহা আমাদিগের পক্ষে অকুশল ধর্ম্ম এবং যাহা আমরা আচার্য্য-সহ অকুশল রূপে গ্রহণ করি, ঐ সকলে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রমণ গৌতম এইরূপ কহিতেছেন," কিন্তু, নিগ্রোধ, এইরূপ মনে করিও না, যাহা তোমাদের পক্ষে অকুশল ধর্ম্ম এবং যাহা তোমরা আচার্য্যসহ অকুশলরূপে গ্রহণ কর, ঐসকল ঐরূপেই গৃহীত হউক। নিগ্রোধ, তোমার মনে হইতে পারে,– "যাহা আমাদিগের পক্ষে কুশলধর্ম্ম এবং যাহা আমরা আচার্য্যসহ কুশলরূপে গ্রহণ করি, ঐ সকল হইতে আমাদিগকে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রমণ গৌতম,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইরূপ কহিতেছেন," কিন্তু, নিগ্রোধ, এইরূপ মনে করিও না, যাহা তোমাদের পক্ষে কুশলধর্ম্ম এবং যাহা তোমরা আচার্য্যসহ কুশলরূপে গ্রহণ কর, ঐ সকলই ঐরূপেই গৃহীত হউক। এইরূপে, নিগ্রোধ, আমি শিষ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, অথবা বিধিচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা জীবিকা হইতে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা যাহা তোমাদের পক্ষে অকুশলধর্ম্ম এবং যাহা তোমরা আচার্য্যসহ অকুশলরূপে গ্রহণ কর ঐ সকলে তোমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা যাহা তোমাদের পক্ষে কুশল ধর্ম্ম এবং যাহা তোমরা আচার্য্যসহ কুশলরূপে গ্রহণ কর, ঐ সকল হইতে তোমাদিগকে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ কহি নাই। নিগ্রোধ, অকুশল ধর্ম্মের অস্তিত্ব আছে যাহা নষ্ট না হইলে সংক্লেশের কারণ হয়, পুনর্জন্মের কারণ হয়, যাহা দুঃখমিশ্রিত, দুঃখপ্রসূ হয় এবং যাহা ভবিষ্যতে জাতি জরা-মরণে পর্য্যবসিত হয়, যাহার দূরীকরণার্থে আমি ধর্ম্মোপদেশ দিই, যে উপদেশ পালনে তোমাদের ক্লেশোৎপাদকধর্ম্ম সমূহ-ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, শুদ্ধি-প্রদায়ী ধর্ম্মসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তোমরা প্রজ্ঞার পূর্ণতা ও বিপুলতা এই জীবনেই স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া উহার পূর্ণতাসাধন করিবে।'

২৪। এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজকগণ তূষ্ণীভূত, বিমূঢ়, বিষণ্ন অধোমুখ, শোচনানুতপ্ত, অপ্রতিভ হইয়া মারাভিভূত চিত্তের ন্যায় উপবিষ্ট রহিলেন।

তখন ভগবান চিন্তা করিলেনঃ 'এই সকল মূঢ়দিগের সকলেই মার কর্ত্তৃক অধিকৃত, তাহাদের এক জনেরও মনে হইতেছে না,– "চল, আমরা উচ্চজ্ঞান লাভার্থে শ্রমণ গৌতমের শাসনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব, এক সপ্তাহ কাল ত কিছুই নয়?"

অনন্তর ভগবান উদুম্বরিকার পরিব্রাজকারামে সিংহনাদ করিয়া আকাশে উত্থিত হইয়া গৃধ্রকূট পর্ব্বতে আবির্ভূত হইলেন। সেইক্ষণেই গৃহপতি সন্ধান রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন।

উদুম্বরিক-সীহনাদ সূত্রান্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৬। চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান মগধদেশে মাতুলা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ স্থানে ভগবান 'ভিক্ষুগণ!' কহিয়া ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে কহিলেন 'দেব!', ভগবান কহিলেনঃ 'ভিক্ষুগণ, আত্ম-দ্বীপ, আত্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার কর, ধর্ম্ম-দ্বীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার কর।

'ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু আত্ম-দ্বীপ, আত্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করেন? ধর্ম্ম-দ্বীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করেন?

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু জগতে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্য পরিহার করিয়া কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া, বীর্য্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন। বেদনায় বেদনানুপশ্যী হইয়া, বীর্য্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন। চিত্তে চিত্তানুপশ্যী হইয়া, বীর্য্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন। ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া, বীর্য্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এইরূপে আত্ম-দ্বীপ, আত্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করেন, ধর্ম্ম-দ্বীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করেন।

'ভিক্ষুগণ, স্বকীয় পৈতৃক গোচরভূমিতে বিচরণ কর[১]। ভিক্ষুগণ, স্বকীয় পৈতৃক গোচর ভূমিতে বিচরণ করিলে মার সুযোগ পাইবে না, অবলম্বন পাইবে না। ভিক্ষুগণ, কুশলধর্ম্ম গ্রহণ হেতু এই প্রকার পুণ্য বর্দ্ধিত হয়।'

২। ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বকালে দৃঢ়নেমি নামে চক্রবর্ত্তী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, জনপদের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্নসমন্বিত রাজা ছিলেন। তাঁহার এই সকল সপ্তরত্ন ছিল, যথা চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতি-রত্ন, পরিণায়ক-রত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র ছিল– সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন। তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করিতেন।

৩। ভিক্ষুগণ, সেই রাজা দৃঢ়নেমি, বহুবৎসর, বহুশত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে জনৈক পুরুষকে সম্বোধন করিলেনঃ 'হে পুরুষ, যখন তুমি দেখিবে দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে, তখন উহা আমার গোচরে আনিবে।'

---

[১]। যাহা ভিক্ষুর পৈতৃক গোচর ভূমি নহে তাহা পঞ্চ কাম গুণ। সকুণগ্‌ঘি জাতক [জাতক-২ খণ্ড-৫৮ পৃঃ] দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'ভিক্ষুগণ, তখন সেই পুরুষ প্রত্যুত্তরে কহিল "দেব, তথাস্তু।"'

'ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে দেখিল দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। উহা দেখিয়া রাজা দৃঢ়নেমির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলঃ 'দেব, জানেন কি আপনার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে?'

তখন, ভিক্ষুগণ, রাজা দৃঢ়নেমি জ্যৈষ্ঠ রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ 'বৎস কুমার, আমার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি– "যে রাজচক্রবর্ত্তীর দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, স্থানচ্যুত হয়, তিনি অধিক দিন জীবন ধারণ করেন না। সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখ আমি ভোগ করিয়া লইয়াছি, এখন দিব্য সুখ অন্বেষণ করিবার সময় হইয়াছে। এস, বৎস, এই আসমুদ্র পৃথিবীর ভার গ্রহণ কর। আমি কেশশ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।'

অনন্তর, ভিক্ষুগণ, রাজা দৃঢ়নেমি জ্যৈষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে উত্তমরূপে উপদেশ দিয়া কেশশ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন। ভিক্ষুগণ, রাজর্ষির প্রব্রজ্যা গ্রহণের সপ্ত দিবস অন্তে দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইল।

৪। তখন জনৈক পুরুষ মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলঃ 'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে?'

ভিক্ষুগণ, তখন সেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় দিব্য চক্ররত্নের অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত নিরানন্দ হইলেন, বিষাদ অনুভব করিলেন। তিনি রাজর্ষির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেনঃ 'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে?'

এইরূপ উক্ত হইলে, ভিক্ষুগণ, রাজর্ষি মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়কে কহিলেনঃ 'বৎস, দিব্য চক্ররত্নের অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত তুমি নিরানন্দ হইও না, বিষণ্ন হইও না। বৎস, দিব্য চক্ররত্ন তোমার পৈতৃক দায়াদ্য নহে। বৎস, তুমি আর্য্য-চক্রবর্ত্তী-ব্রতে অবস্থান কর। ইহা সম্ভব যে, আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রতে স্থিত হইয়া পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে স্নাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনে রত হইয়া তুমি যখন প্রাসাদোপরি অবস্থান করিবে, তখন সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্নের আবির্ভাব হইবে।'

৫। 'দেব, এই চক্রবর্ত্তীর-ব্রত কি?

'বৎস, উহা এই যে, তুমি ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, ধর্ম্মের সৎকার সম্মান, পূজা করিয়া, ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান হইয়া, ধর্ম্মধ্বজ, ধর্ম্মকেতু, ধর্ম্মবশবর্ত্তী হইয়া স্বজনবর্গের,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেনাবাহিনীর, ক্ষত্রিয়গণের, সামন্তরাজগণের ব্রাহ্মণগৃহপতিগণের, গ্রাম-জনপদসমূহের, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, মৃগ-পক্ষীদিগের ধর্ম্মানুরূপ রক্ষাবরণগুপ্তির বিধান কর। তোমার রাজ্যে, বৎস, যেন অধর্ম্ম কৃত না হয়। তোমার রাজ্যে যাহারা ধনহীন, তাহাদিগকে ধন দান করিবে। বৎস, তোমার রাজ্যে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মদ-প্রমাদ বিরহিত, ক্ষান্তি ও সংযমে নিবিষ্ট, কেবল আত্মদমন, আত্মশরণ ও আত্মনির্ব্বাপণে রত তাঁহাদের নিকট সময়ে সময়ে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে– "ভন্তে, কুশল কি? অকুশলই বা কি? কি নিন্দনীয়, কি অনিন্দ্য? কি সেবনীয়, কি অসেবনীয়? কি করিলে ভবিষ্যতে আমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ হইবে? কি করিলে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল ও সুখের কারণ হইবে?" তাঁহাদের কথা শুনিয়া যাহা অকুশল তাহা বর্জ্জন করিবে, যাহা কুশল তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্থিত হইবে। বৎস, ইহাই সেই আর্য্য-চক্রবর্ত্তী-ব্রত।'

'দেব, তথাস্তু' কহিয়া মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় রাজর্ষিকে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রতে ব্রতী হইলেন। ঐ ব্রতে ব্রতী হইয়া যখন তিনি পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে স্নাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনেরত হইয়া প্রাসাদোপরি অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ দিব্য-চক্ররত্নের আবির্ভাব হইল। উহা দেখিয়া রাজা চিন্তা করিলেনঃ 'আমি এইরূপ শুনিয়াছি– "মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় যখন পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে স্নাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনেরত হইয়া প্রাসাদোপরি অবস্থান করেন, তখন যদি সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্নের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সেই রাজা চক্রবর্ত্তী হন।" 'আমি চক্রবর্ত্তী রাজা হইব।'

৬। 'তখন, ভিক্ষুগণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় আসন হইতে উত্থান করিয়া এক স্কন্ধ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া বামহস্তে ভৃঙ্গার গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে চক্ররত্নের উপর জলসেচন করিতে করিতে কহিলেনঃ 'হে চক্ররত্ন, প্রবৃত্ত হও, জয়লাভ কর।' তখন, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ব সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বসীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর বশ্যতা স্বীকার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিলেন।

৭। অনন্তর, ভিক্ষুগণ, সেই চক্ররত্ন পূর্ব্ব সমুদ্রে প্রবেশ-পূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

তদনন্তর সেই চক্ররত্ন দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। পশ্চিম সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

এইরূপে, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন পশ্চিম সমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে উত্থিত হইয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। উত্তর সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে। ভিক্ষুগণ, উত্তর সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

অতঃপর, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী জয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজচক্রবর্ত্তীর অন্তঃপুরদ্বারে ন্যায়াধিকরণের সম্মুখে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাজচক্রবর্ত্তীর অন্তঃপুর শোভান্বিত করিয়া অক্ষাহতের ন্যায় স্থিত হইল।

৮। (১) ভিক্ষুগণ, সেইরূপে দ্বিতীয় রাজা চক্রবর্ত্তী, বহুবৎসর, বহুশত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে জনৈক পুরুষকে সম্বোধন করিলেনঃ 'হে পুরুষ, যখন তুমি দেখিবে দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থান চ্যুত হইয়াছে, তখন উহা আমার গোচরে আনিবে।' 'ভিক্ষুগণ, তখন সেই পুরুষ প্রত্যুত্তরে কহিল "দেব, তথাস্তু।"'

'ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে দেখিল দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। উহা দেখিয়া রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলঃ 'দেব, জানেন কি আপনার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে?'

তখন, ভিক্ষুগণ, রাজা চক্রবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ 'বৎস কুমার, আমার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি– "যে রাজচক্রবর্ত্তীর দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, স্থানচ্যুত হয়, তিনি অধিক দিন জীবন ধারণ করেন না। সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখ আমি ভোগ করিয়া লইয়াছি, এখন দিব্য সুখ অন্বেষণ করিবার সময় হইয়াছে। এস, বৎস, এই আসমুদ্র পৃথিবীর ভার গ্রহণ কর। আমি কেশশ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।'

অনন্তর, ভিক্ষুগণ, রাজা চক্রবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে উত্তমরূপে উপদেশ দিয়া কেশশ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন। ভিক্ষুগণ, রাজর্ষির প্রব্রজ্যা গ্রহণের সপ্ত দিবস অন্তে দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইল।

(২) তখন জনৈক পুরুষ মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলঃ 'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে?'

ভিক্ষুগণ, তখন সেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় দিব্য চক্ররত্নের অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত নিরানন্দ হইলেন, বিষাদ অনুভব করিলেন। তিনি রাজর্ষির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেনঃ 'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে?'

এইরূপ উক্ত হইলে, ভিক্ষুগণ, রাজর্ষি মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়কে কহিলেনঃ 'বৎস, দিব্য চক্ররত্নের অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত তুমি নিরানন্দ হইও না, বিষণ্ণ হইও না। বৎস, দিব্য চক্ররত্ন তোমার পৈতৃক দায়াদ্য নহে। বৎস, তুমি আর্য্য-চক্রবর্ত্তী-ব্রতে অবস্থান কর। ইহা সম্ভব যে, আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রতে স্থিত হইয়া পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে শ্লাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনে রত হইয়া তুমি যখন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাসাদোপরি অবস্থান করিবে, তখন সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্নের আবির্ভাব হইবে।'

(৩) 'দেব, এই চক্রবর্ত্তীর-ব্রত কি?

'বৎস, উহা এই যে, তুমি ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, ধর্ম্মের সৎকার সম্মান, পূজা করিয়া, ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান হইয়া, ধর্ম্মধ্বজ, ধর্ম্মকেতু, ধর্ম্মবশবর্ত্তী হইয়া স্বজনবর্গের, সেনাবাহিনীর, ক্ষত্রিয়গণের, সামন্তরাজগণের, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের, গ্রাম-জনপদসমূহের, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, মৃগ-পক্ষীদিগের ধর্ম্মানুরূপ রক্ষাবরণগুপ্তির বিধান কর। তোমার রাজ্যে, বৎস, যেন অধর্ম্ম কৃত না হয়। তোমার রাজ্যে যাহারা ধনহীন, তাহাদিগকে ধন দান করিবে। বৎস, তোমার রাজ্যে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মদ-প্রমাদ বিরহিত, ক্ষান্তি ও সংযমে নিবিষ্ট, কেবল আত্মদমন, আত্মশরণ ও আত্মনির্ব্বাপণে রত তাঁহাদের নিকট সময়ে সময়ে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে– "ভন্তে, কুশল কি? অকুশলই বা কি? কি নিন্দনীয়, কি অনিন্দ্য? কি সেবনীয়, কি অসেবনীয়? কি করিলে ভবিষ্যতে আমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ হইবে? কি করিলে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল ও সুখের কারণ হইবে?" তাঁহাদের কথা শুনিয়া যাহা অকুশল তাহা বর্জ্জন করিবে, যাহা কুশল তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্থিত হইবে। বৎস, ইহাই সেই আর্য্য-চক্রবর্ত্তী-ব্রত।'

'দেব, তথাস্তু' কহিয়া মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় রাজর্ষিকে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রতে ব্রতী হইলেন। ঐ ব্রতে ব্রতী হইয়া যখন তিনি পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে স্নাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনেরত হইয়া প্রাসাদোপরি অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ দিব্য-চক্ররত্নের আবির্ভাব হইল। উহা দেখিয়া রাজা চিন্তা করিলেনঃ 'আমি এইরূপ শুনিয়াছি– "মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় যখন পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে স্নাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনেরত হইয়া প্রাসাদোপরি অবস্থান করেন, তখন যদি সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্নের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সেই রাজা চক্রবর্ত্তী হন।" 'আমি চক্রবর্ত্তী রাজা হইব।'

(৪) 'তখন, ভিক্ষুগণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় আসন হইতে উত্থান করিয়া এক স্কন্ধ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া বামহস্তে ভৃঙ্গার গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে চক্ররত্নের উপর জলসেচন করিতে করিতে কহিলেনঃ 'হে চক্ররত্ন, প্রবৃত্ত হও, জয়লাভ কর।' তখন, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ব সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বসীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

(৫) অনন্তর, ভিক্ষুগণ, সেই চক্ররত্ন পূর্ব্ব সমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

তদনন্তর সেই চক্ররত্ন দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। পশ্চিম সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

এইরূপে, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন পশ্চিম সমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে উত্থিত হইয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। উত্তর সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, উত্তর সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

অতঃপর, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী জয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজচক্রবর্ত্তীর অন্তঃপুরদ্বারে ন্যায়াধিকরণের সম্মুখে রাজচক্রবর্ত্তীর অন্তঃপুর শোভান্বিত করিয়া অক্ষাহতের ন্যায় স্থিত হইল।

(৬) ভিক্ষুগণ,অতপর সেই তৃতীয় রাজা চক্রবর্ত্তী, বহুবৎসর, বহুশত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে জনৈক পুরুষকে সম্বোধন করিলেনঃ

'হে পুরুষ, যখন তুমি দেখিবে দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থান চ্যুত হইয়াছে, তখন উহা আমার গোচরে আনিবে।' 'ভিক্ষুগণ, তখন সেই পুরুষ প্রত্যুত্তরে কহিল "দেব, তথাস্তু।"'

'ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে দেখিল দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। উহা দেখিয়া রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলঃ 'দেব, জানেন কি আপনার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে?'

তখন, ভিক্ষুগণ, রাজা চক্রবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ 'বৎস কুমার, আমার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি– "যে রাজচক্রবর্ত্তীর দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, স্থানচ্যুত হয়, তিনি অধিক দিন জীবন ধারণ করেন না। সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখ আমি ভোগ করিয়া লইয়াছি, এখন দিব্য সুখ অন্বেষণ করিবার সময় হইয়াছে। এস, বৎস, এই আসমুদ্র পৃথিবীর ভার গ্রহণ কর। আমি কেশশ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।'

অনন্তর, ভিক্ষুগণ, রাজা চক্রবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে উত্তমরূপে উপদেশ দিয়া কেশশ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন। ভিক্ষুগণ, রাজর্ষির প্রব্রজ্যা গ্রহণের সপ্ত দিবস অন্তে দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইল।

(৭) তখন জনৈক পুরুষ মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলঃ 'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে?' ভিক্ষুগণ, তখন সেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় দিব্য চক্ররত্নের অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত নিরানন্দ হইলেন, বিষাদ অনুভব করিলেন। তিনি রাজর্ষির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেনঃ 'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে?'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইরূপ উক্ত হইলে, ভিক্ষুগণ, রাজর্ষি মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়কে কহিলেনঃ 'বৎস, দিব্য চক্ররত্নের অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত তুমি নিরানন্দ হইও না, বিষণ্ন হইও না। বৎস, দিব্য চক্ররত্ন তোমার পৈতৃক দায়াদ্য নহে। বৎস, তুমি আর্য্য-চক্রবর্ত্তী-ব্রতে অবস্থান কর। ইহা সম্ভব যে, আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রতে স্থিত হইয়া পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে চাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনে রত হইয়া তুমি যখন প্রাসাদোপরি অবস্থান করিবে, তখন সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্নের আবির্ভাব হইবে।'

(৮) 'দেব, এই চক্রবর্ত্তীর-ব্রত কি?

'বৎস, উহা এই যে, তুমি ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, ধর্ম্মের সৎকার সম্মান, পূজা করিয়া, ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান হইয়া, ধর্ম্মধ্বজ, ধর্ম্মকেতু, ধর্ম্মবশবর্ত্তী হইয়া স্বজনবর্গের, সেনাবাহিনীর, ক্ষত্রিয়গণের, সামন্তরাজগণের, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের, গ্রাম-জনপদসমূহের, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, মৃগ-পক্ষীদিগের ধর্ম্মানুরূপ রক্ষাবরণগুপ্তির বিধান কর। তোমার রাজ্যে, বৎস, যেন অধর্ম্ম কৃত না হয়। তোমার রাজ্যে যাহারা ধনহীন, তাহাদিগকে ধন দান করিবে। বৎস, তোমার রাজ্যে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মদ-প্রমাদ বিরহিত, ক্ষান্তি ও সংযমে নিবিষ্ট, কেবল আত্মদমন, আত্মশরণ ও আত্মনির্ব্বাপণে রত তাঁহাদের নিকট সময়ে সময়ে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে– "ভন্তে, কুশল কি? অকুশলই বা কি? কি নিন্দনীয়, কি অনিন্দ্য? কি সেবনীয়, কি অসেবনীয়? কি করিলে ভবিষ্যতে আমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ হইবে? কি করিলে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল ও সুখের কারণ হইবে?" তাঁহাদের কথা শুনিয়া যাহা অকুশল তাহা বর্জ্জন করিবে, যাহা কুশল তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্থিত হইবে। বৎস, ইহাই সেই আর্য্য-চক্রবর্ত্তী-ব্রত।'

'দেব, তথাস্তু' কহিয়া মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় রাজর্ষিকে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রতে ব্রতী হইলেন। ঐ ব্রতে ব্রতী হইয়া যখন তিনি পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে চাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনেরত হইয়া প্রাসাদোপরি অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ দিব্য-চক্ররত্নের আবির্ভাব হইল। উহা দেখিয়া রাজা চিন্তা করিলেনঃ 'আমি এইরূপ শুনিয়াছি– "মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় যখন পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে চাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনে রত হইয়া প্রাসাদোপরি অবস্থান করেন, তখন যদি সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্নের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সেই রাজা চক্রবর্ত্তী হন।" 'আমি চক্রবর্ত্তী রাজা হইব।'

(৯) 'তখন, ভিক্ষুগণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় আসন হইতে উত্থান করিয়া এক স্কন্ধ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া বামহস্তে ভৃঙ্গার গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে চক্ররত্নের উপর জলসেচন করিতে করিতে কহিলেনঃ 'হে চক্ররত্ন, প্রবৃত্ত হও,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জয়লাভ কর।' তখন, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ব সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বসীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

(১০) অনন্তর, ভিক্ষুগণ, সেই চক্ররত্ন পূর্ব্ব সমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে। ভিক্ষুগণ, দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

তদনন্তর সেই চক্ররত্ন দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। পশ্চিম সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

এইরূপে, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন পশ্চিম সমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে উত্থিত হইয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। উত্তর সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, উত্তর সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

অতঃপর, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী জয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজচক্রবর্ত্তীর অন্তঃপুরদ্বারে ন্যায়াধিকরণের সম্মুখে রাজচক্রবর্ত্তীর অন্তঃপুর শোভান্বিত করিয়া অক্ষাহতের ন্যায় স্থিত হইল।

(১১) ভিক্ষুগণ,অতপর সেই চতুর্থ রাজা চক্রবর্ত্তী, বহুবৎসর, বহুশত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে জনৈক পুরুষকে সম্বোধন করিলেনঃ 'হে পুরুষ, যখন তুমি দেখিবে দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থান চ্যুত হইয়াছে, তখন উহা আমার গোচরে আনিবে।'

'ভিক্ষুগণ, তখন সেই পুরুষ প্রত্যুত্তরে কহিল "দেব, তথাস্তু।"'

'ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে দেখিল দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। উহা দেখিয়া রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলঃ 'দেব, জানেন কি আপনার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে?'

তখন, ভিক্ষুগণ, রাজা চক্রবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ 'বৎস কুমার, আমার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি– "যে রাজচক্রবর্ত্তীর দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, স্থানচ্যুত হয়, তিনি অধিক দিন জীবন ধারণ করেন না। সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখ আমি ভোগ করিয়া লইয়াছি, এখন দিব্য সুখ অন্বেষণ করিবার সময় হইয়াছে। এস, বৎস, এই আসমুদ্র পৃথিবীর ভার গ্রহণ কর। আমি কেশশ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।'

অনন্তর, ভিক্ষুগণ, রাজা চক্রবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে উত্তমরূপে উপদেশ দিয়া কেশশ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন। ভিক্ষুগণ, রাজর্ষির প্রব্রজ্যা গ্রহণের সপ্ত দিবস অন্তে দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইল।

(১২) তখন জনৈক পুরুষ মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহাকে কহিলঃ 'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে?' ভিক্ষুগণ, তখন সেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় দিব্য চক্ররত্নের অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত নিরানন্দ হইলেন, বিষাদ অনুভব করিলেন। তিনি রাজর্ষির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেনঃ 'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে?'

এইরূপ উক্ত হইলে, ভিক্ষুগণ, রাজর্ষি মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়কে কহিলেনঃ 'বৎস, দিব্য চক্ররত্নের অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত তুমি নিরানন্দ হইও না, বিষণ্ন হইও না। বৎস, দিব্য চক্ররত্ন তোমার পৈতৃক দায়াদ্য নহে। বৎস, তুমি আর্য্য-চক্রবর্ত্তী-ব্রতে অবস্থান কর। ইহা সম্ভব যে, আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রতে স্থিত হইয়া পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে ্লাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনে রত হইয়া তুমি যখন প্রাসাদোপরি অবস্থান করিবে, তখন সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্নের আবির্ভাব হইবে।'

(১৩) 'দেব, এই চক্রবর্ত্তীর-ব্রত কি?

'বৎস, উহা এই যে, তুমি ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, ধর্ম্মের সৎকার সম্মান, পূজা করিয়া, ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান হইয়া, ধর্ম্মধ্বজ, ধর্ম্মকেতু, ধর্ম্মবশবর্ত্তী হইয়া স্বজনবর্গের, সেনাবাহিনীর, ক্ষত্রিয়গণের, সামন্তরাজগণের, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের, গ্রাম-জনপদসমূহের, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, মৃগ-পক্ষীদিগের ধর্ম্মানুরূপ রক্ষাবরণগুপ্তির বিধান কর। তোমার রাজ্যে, বৎস, যেন অধর্ম্ম কৃত না হয়। তোমার রাজ্যে যাহারা ধনহীন, তাহাদিগকে ধন দান করিবে। বৎস, তোমার রাজ্যে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মদ-প্রমাদ বিরহিত, ক্ষান্তি ও সংযমে নিবিষ্ট, কেবল আত্মদমন, আত্মশরণ ও আত্মনির্ব্বাপণে রত তাঁহাদের নিকট সময়ে সময়ে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে– "ভন্তে, কুশল কি? অকুশলই বা কি? কি নিন্দনীয়, কি অনিন্দ্য? কি সেবনীয়, কি অসেবনীয়? কি করিলে ভবিষ্যতে আমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ হইবে? কি করিলে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল ও সুখের কারণ হইবে?" তাঁহাদের কথা শুনিয়া যাহা অকুশল তাহা বর্জ্জন করিবে, যাহা কুশল তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্থিত হইবে। বৎস, ইহাই সেই আর্য্য-চক্রবর্ত্তী-ব্রত।'

'দেব, তথাস্তু' কহিয়া মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় রাজর্ষিকে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রতে ব্রতী হইলেন। ঐ ব্রতে ব্রতী হইয়া যখন তিনি পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে ্লাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনেরত হইয়া প্রাসাদোপরি অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ দিব্য-চক্ররত্নের আবির্ভাব হইল। উহা দেখিয়া রাজা চিন্তা করিলেন ঃ 'আমি এইরূপ শুনিয়াছি– "মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় যখন পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে ্লাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনেরত হইয়া প্রাসাদোপরি অবস্থান করেন, তখন যদি সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্নের আবির্ভাব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়, তাহা হইলে সেই রাজা চক্রবর্ত্তী হন।" 'আমি চক্রবর্ত্তী রাজা হইব।'

(১৪) 'তখন, ভিক্ষুগণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় আসন হইতে উত্থান করিয়া এক স্কন্ধ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া বামহস্তে ভৃঙ্গার গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে চক্ররত্নের উপর জলসেচন করিতে করিতে কহিলেনঃ 'হে চক্ররত্ন, প্রবৃত্ত হও, জয়লাভ কর।' তখন, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ব সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বসীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

(১৫) অনন্তর, ভিক্ষুগণ, সেই চক্ররত্ন পূর্ব্ব সমুদ্রে প্রবেশ-পূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

তদনন্তর সেই চক্ররত্ন দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশ-পূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। পশ্চিম সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

এইরূপে, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন পশ্চিম সমুদ্রে প্রবেশ-পূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে উত্থিত হইয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। উত্তর সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, উত্তর সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

অতঃপর, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী জয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজচক্রবর্ত্তীর অন্তঃপুরদ্বারে ন্যায়াধিকরণের সম্মুখে রাজচক্রবর্ত্তীর অন্তঃপুর শোভান্বিত করিয়া অক্ষাহতের ন্যায় স্থিত হইল।

(১৬) ভিক্ষুগণ, অতপর সেই পঞ্চম রাজা চক্রবর্ত্তী, বহুবৎসর, বহুশত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে জনৈক পুরুষকে সম্বোধন করিলেনঃ 'হে পুরুষ, যখন তুমি দেখিবে দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থান চ্যুত হইয়াছে, তখন উহা আমার গোচরে আনিবে।'

'ভিক্ষুগণ, তখন সেই পুরুষ প্রত্যুত্তরে কহিল "দেব, তথাস্তু।"'

'ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে দেখিল দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। উহা দেখিয়া রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলঃ– 'দেব, জানেন কি আপনার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে?'

তখন, ভিক্ষুগণ, রাজা চক্রবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ– 'বৎস কুমার, আমার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি– "যে রাজচক্রবর্ত্তীর দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, স্থানচ্যুত হয়, তিনি অধিক দিন জীবন ধারণ করেন না। সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখ আমি ভোগ করিয়া লইয়াছি, এখন দিব্য সুখ অন্বেষণ করিবার সময় হইয়াছে। এস, বৎস, এই আসমুদ্র পৃথিবীর ভার গ্রহণ কর। আমি কেশশ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনন্তর, ভিক্ষুগণ, রাজা চক্রবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে উত্তমরূপে উপদেশ দিয়া কেশশ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন। ভিক্ষুগণ, রাজর্ষির প্রব্রজ্যা গ্রহণের সপ্ত দিবস অন্তে দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইল।

(১৭) তখন জনৈক পুরুষ মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলঃ 'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে?'

ভিক্ষুগণ, তখন সেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় দিব্য চক্ররত্নের অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত নিরানন্দ হইলেন, বিষাদ অনুভব করিলেন। তিনি রাজর্ষির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেনঃ 'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে?'

এইরূপ উক্ত হইলে, ভিক্ষুগণ, রাজর্ষি মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়কে কহিলেনঃ 'বৎস, দিব্য চক্ররত্নের অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত তুমি নিরানন্দ হইও না, বিষণ্ন হইও না। বৎস, দিব্য চক্ররত্ন তোমার পৈতৃক দায়াদ্য নহে। বৎস, তুমি আর্য্য-চক্রবর্ত্তী-ব্রতে অবস্থান কর। ইহা সম্ভব যে, আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রতে স্থিত হইয়া পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে শিরোস্নাত ও উপোসথ পালনে রত হইয়া তুমি যখন প্রাসাদোপরি অবস্থান করিবে, তখন সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্নের আবির্ভাব হইবে।'

(১৮) 'দেব, এই চক্রবর্ত্তীর-ব্রত কি?

'বৎস, উহা এই যে, তুমি ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, ধর্ম্মের সৎকার সম্মান, পূজা করিয়া, ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান হইয়া, ধর্ম্মধ্বজ, ধর্ম্মকেতু, ধর্ম্মবশবর্ত্তী হইয়া স্বজনবর্গের, সেনাবাহিনীর, ক্ষত্রিয়গণের, সামন্তরাজগণের, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের, গ্রাম-জনপদসমূহের, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, মৃগ-পক্ষীদিগের ধর্ম্মানুরূপ রক্ষাবরণগুপ্তির বিধান কর। তোমার রাজ্যে, বৎস, যেন অধর্ম্ম কৃত না হয়। তোমার রাজ্যে যাহারা ধনহীন, তাহাদিগকে ধন দান করিবে। বৎস, তোমার রাজ্যে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মদ-প্রমাদ বিরহিত, ক্ষান্তি ও সংযমে নিবিষ্ট, কেবল আত্মদমন, আত্মশরণ ও আত্মনির্ব্বাপণে রত তাঁহাদের নিকট সময়ে সময়ে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে– "ভন্তে, কুশল কি? অকুশলই বা কি? কি নিন্দনীয়, কি অনিন্দ্য? কি সেবনীয়, কি অসেবনীয়? কি করিলে ভবিষ্যতে আমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ হইবে? কি করিলে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল ও সুখের কারণ হইবে?" তাঁহাদের কথা শুনিয়া যাহা অকুশল তাহা বর্জ্জন করিবে, যাহা কুশল তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্থিত হইবে। বৎস, ইহাই সেই আর্য্য-চক্রবর্ত্তী-ব্রত।'

'দেব, তথাস্তু' কহিয়া মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় রাজর্ষিকে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রতে ব্রতী হইলেন। ঐ ব্রতে ব্রতী হইয়া যখন তিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে স্নাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনেরত হইয়া প্রাসাদোপরি অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ দিব্য-চক্ররত্নের আবির্ভাব হইল। উহা দেখিয়া রাজা চিন্তা করিলেনঃ 'আমি এইরূপ শুনিয়াছি– "মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় যখন পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে স্নাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনে রত হইয়া প্রাসাদোপরি অবস্থান করেন, তখন যদি সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্নের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সেই রাজা চক্রবর্ত্তী হন।" 'আমি চক্রবর্ত্তী রাজা হইব।'

(১৯) 'তখন, ভিক্ষুগণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় আসন হইতে উত্থান করিয়া এক স্কন্ধ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া বামহস্তে ভৃঙ্গার গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে চক্ররত্নের উপর জলসেচন করিতে করিতে কহিলেনঃ 'হে চক্ররত্ন, প্রবৃত্ত হও, জয়লাভ কর।' তখন, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ব সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বসীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

(২০) অনন্তর, ভিক্ষুগণ, সেই চক্ররত্ন পূর্ব্ব সমুদ্রে প্রবেশ-পূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

তদনন্তর সেই চক্ররত্ন দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বহির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। পশ্চিম সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

এইরূপে, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন পশ্চিম সমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে উত্থিত হইয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। উত্তর সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, উত্তর সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

অতঃপর, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী জয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজচক্রবর্ত্তীর অন্তঃপুরদ্বারে ন্যায়াধিকরণের সম্মুখে রাজচক্রবর্ত্তীর অন্তঃপুর শোভান্বিত করিয়া অক্ষাহতের ন্যায় স্থিত হইল।

(২১) ভিক্ষুগণ,অতপর সেই ষষ্ঠ রাজা চক্রবর্ত্তী, বহুবৎসর, বহুশত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে জনৈক পুরুষকে সম্বোধন করিলেনঃ 'হে পুরুষ, যখন তুমি দেখিবে দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থান চ্যুত হইয়াছে, তখন উহা আমার গোচরে আনিবে।'

'ভিক্ষুগণ, তখন সেই পুরুষ প্রত্যুত্তরে কহিল "দেব, তথাস্তু।"'

'ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ বহু বৎসর, বহুশত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে দেখিল দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। উহা দেখিয়া রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলঃ 'দেব, জানেন কি আপনার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে?'

তখন, ভিক্ষুগণ, রাজা চক্রবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ 'বৎস কুমার, আমার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি– "যে রাজচক্রবর্ত্তীর দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, স্থানচ্যুত হয়, তিনি অধিক দিন জীবন ধারণ করেন না। সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখ আমি ভোগ করিয়া লইয়াছি, এখন দিব্য সুখ অন্বেষণ করিবার সময় হইয়াছে। এস, বৎস, এই আসমুদ্র পৃথিবীর ভার গ্রহণ কর। আমি কেশশ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।'

অনন্তর, ভিক্ষুগণ, রাজা চক্রবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে উত্তমরূপে উপদেশ দিয়া কেশশ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন। ভিক্ষুগণ, রাজর্ষির প্রব্রজ্যা গ্রহণের সপ্ত দিবস অন্তে দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইল।

(২২) তখন জনৈক পুরুষ মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলঃ 'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে?'

ভিক্ষুগণ, তখন সেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় দিব্য চক্ররত্নের অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত নিরানন্দ হইলেন, বিষাদ অনুভব করিলেন। তিনি রাজর্ষির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেনঃ 'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে?'

এইরূপ উক্ত হইলে, ভিক্ষুগণ, রাজর্ষি মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়কে কহিলেনঃ 'বৎস, দিব্য চক্ররত্নের অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত তুমি নিরানন্দ হইও না, বিষণ্ণ হইও না। বৎস, দিব্য চক্ররত্ন তোমার পৈতৃক দায়াদ্য নহে। বৎস, তুমি আর্য্য-চক্রবর্ত্তী-ব্রতে অবস্থান কর। ইহা সম্ভব যে, আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রতে স্থিত হইয়া পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে শ্রোতশীর্ষ ও উপোসথ পালনে রত হইয়া তুমি যখন প্রাসাদোপরি অবস্থান করিবে, তখন সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্নের আবির্ভাব হইবে।'

(২৩) 'দেব, এই চক্রবর্ত্তীর-ব্রত কি?

'বৎস, উহা এই যে, তুমি ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, ধর্ম্মের সৎকার সম্মান, পূজা করিয়া, ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান হইয়া, ধর্ম্মধ্বজ, ধর্ম্মকেতু, ধর্ম্মবশবর্ত্তী হইয়া স্বজনবর্গের, সেনাবাহিনীর, ক্ষত্রিয়গণের, সামন্তরাজগণের, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের, গ্রাম-জনপদসমূহের, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, মৃগ-পক্ষীদিগের ধর্ম্মানুরূপ রক্ষাবরণগুপ্তির বিধান কর। তোমার রাজ্যে, বৎস, যেন অধর্ম্ম কৃত না হয়। তোমার রাজ্যে যাহারা ধনহীন, তাহাদিগকে ধন দান করিবে। বৎস, তোমার রাজ্যে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মদ-প্রমাদ বিরহিত, ক্ষান্তি ও সংযমে নিবিষ্ট, কেবল আত্মদমন, আত্মশরণ ও আত্মনির্ব্বাপণে রত তাঁহাদের নিকট সময়ে সময়ে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে– "ভন্তে, কুশল কি? অকুশলই বা কি? কি নিন্দনীয়, কি অনিন্দ্য?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কি সেবনীয়, কি অসেবনীয়? কি করিলে ভবিষ্যতে আমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ হইবে? কি করিলে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল ও সুখের কারণ হইবে?" তাঁহাদের কথা শুনিয়া যাহা অকুশল তাহা বর্জ্জন করিবে, যাহা কুশল তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্থিত হইবে। বৎস, ইহাই সেই আর্য্য-চক্রবর্ত্তী-ব্রত।'

'দেব, তথাস্তু' কহিয়া মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় রাজর্ষিকে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রতে ব্রতী হইলেন। ঐ ব্রতে ব্রতী হইয়া যখন তিনি পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে ন্নাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনেরত হইয়া প্রাসাদোপরি অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ দিব্য-চক্ররত্নের আবির্ভাব হইল। উহা দেখিয়া রাজা চিন্তা করিলেনঃ 'আমি এইরূপ শুনিয়াছি– "মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় যখন পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে ন্নাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনে রত হইয়া প্রাসাদোপরি অবস্থান করেন, তখন যদি সহস্র অর, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকার পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্নের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সেই রাজা চক্রবর্ত্তী হন।" 'আমি চক্রবর্ত্তী রাজা হইব।'

(২৪) 'তখন, ভিক্ষুগণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয় আসন হইতে উত্থান করিয়া এক স্কন্ধ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া বামহস্তে ভৃঙ্গার গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে চক্ররত্নের উপর জলসেচন করিতে করিতে কহিলেনঃ 'হে চক্ররত্ন, প্রবৃত্ত হও, জয়লাভ কর।' তখন, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ব সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বসীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

(২৫) অনন্তর, ভিক্ষুগণ, সেই চক্ররত্ন পূর্ব্ব সমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

তদনন্তর সেই চক্ররত্ন দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। পশ্চিম সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

এইরূপে, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন পশ্চিম সমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক পুনরায় উহা হইতে উত্থিত হইয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইল, চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ রাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্ররত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে রাজা চক্রবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। উত্তর সীমান্তের প্রতিযোগী রাজগণ রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট আগমন করিয়া কহিলেনঃ 'মহারাজ, আগমন করুন, স্বাগত! সমস্তই আপনার, আপনি শাসন করুন।'

রাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেনঃ 'প্রাণনাশ করিও না। অদত্তের গ্রহণ করিও না। ব্যভিচার করিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান করিও না। পরিমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, উত্তর সীমান্তের প্রতিরাজগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

অতঃপর, ভিক্ষুগণ, চক্ররত্ন সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী জয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজচক্রবর্ত্তীর অন্তঃপুরদ্বারে ন্যায়াধিকরণের সম্মুখে রাজচক্রবর্ত্তীর অন্তঃপুর শোভান্বিত করিয়া অক্ষাহতের ন্যায় স্থিত হইল।

(২৬) ভিক্ষুগণ, সপ্তম রাজা চক্রবর্ত্তী বহুবৎসর, বহুশত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর অতীত হইবার পর জনৈক পুরুষকে সম্বোধন করিলেনঃ 'হে পুরুষ, যখন তুমি দেখিবে দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থান চ্যুত হইয়াছে, তখন উহা আমার গোচরে আনিবে।'

ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ প্রত্যুত্তরে কহিল, 'দেব, তথাস্তু।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ বহুবৎসর, বহুশত বৎসর বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে দেখিল দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। উহা দেখিয়া রাজা চক্রবর্ত্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলঃ দেব, জানেন কি আপনার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে?'

তখন ভিক্ষুগণ, রাজা চক্রবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ 'বৎস, কুমার, আমার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি– "যে রাজচক্রবর্ত্তীর দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, স্থানচ্যুত হয়, তিনি অধিক দিন জীবন ধারণ করেন না। সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখ আমি ভোগ করিয়া লইয়াছি, এখন দিব্য সুখ অন্বেষণ করিবার সময় হইয়াছে। এস, বৎস, এই আসমুদ্র পৃথিবীর ভার গ্রহণ কর। আমি কেশশ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।'

অনন্তর, ভিক্ষুগণ, রাজা চক্রবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে উত্তমরূপে উপদেশ দিয়া কেশ-শ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন। ভিক্ষুগণ, রাজর্ষির প্রব্রজ্যা গ্রহণের সপ্ত-দিবস অন্তে দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইল।

৯। তখন, ভিক্ষুগণ, জনৈক পুরুষ মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়ের নিকট গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলঃ 'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে?'

ভিক্ষুগণ, উহা শুনিয়া রাজা নিরানন্দ হইলেন, বিষাদ অনুভব করিলেন, কিন্তু তিনি রাজর্ষির নিকট গমন করিয়া আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি স্বমতের বশবর্ত্তী হইয়া জনপদ শাসন করিতে লাগিলেন। ঐ প্রকার শাসনের জন্য প্রজাগণ পূর্ব্বে আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রত পালনকারী রাজগণের সময়ে যেইরূপ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, সেইরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিল না।

তখন, ভিক্ষুগণ, অমাত্য ও পারিষদবর্গ, গণক-মহামাত্রগণ, প্রহরী ও দৌবারিকগণ, মন্ত্রজীবীগণ একত্রিত হইয়া মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলঃ 'দেব, আপনি স্বমতের বশবর্ত্তী হইয়া জনপদ শাসন করিবার নিমিত্ত প্রজাগণ পূর্ব্বে আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রত পালনকারী রাজগণের সময়ে যেইরূপ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, সেইরূপ সমৃদ্ধিলাভ করিতেছে না। দেব, আপনার রাজ্যে অমাত্য-পারিষদবর্গ, গণক-মহামাত্রগণ, প্রহরী ও দৌবারিকগণ, মন্ত্রজীবীগণ বিদ্যমান আছে, তাঁহারা এবং অপরে আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রত অবগত আছে, আপনি আমাদিগকে আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রত সম্বন্ধে প্রশ্ন করুন, আমরা উহা বিবৃত করিব।'

১০। তখন, ভিক্ষুগণ, রাজা অমাত্য ইত্যাদি সকলকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদিগকে আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা আর্য্য চক্রবর্ত্তী প্রশ্ন রাজার নিকট বিবৃত করিলেন। উহা শুনিয়া রাজা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্ম্মানুমোদিত রক্ষাবরণগুপ্তির বিধান করিলেন,কিন্তু ধনহীনকে ধনদান করিলেন না, উহার ফলে বিপুল দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল। দারিদ্র্যের বিস্তৃতির নিমিত্ত জনৈক পুরুষ পরের দ্রব্য যাহা অদত্ত তাহা গ্রহণ করিল, যাহা চৌর্য্য কথিত হয় তাহাই করিল। তাহাকে ধৃত করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করা হইল– 'দেব, এই পুরুষ পরের দ্রব্য-যাহা অদত্ত তাহা গ্রহণ করিয়াছে, যাহা চৌর্য্যকথিত হয় তাহাই করিয়াছে।'

এইরূপে উক্ত হইলে, ভিক্ষুগণ, রাজা সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'হে পুরুষ, তুমি কি সত্যই পরের দ্রব্য-যাহা অদত্ত তাহা গ্রহণ করিয়াছ– যাহা চৌর্য্য কথিত হয় তাহাই করিয়াছ?'

'দেব, ইহা সত্য।

'কি কারণে?'

'দেব, আমার জীবনোপায় নাই।'

তখন, ভিক্ষুগণ, রাজা সেই পুরুষকে ধনদান করিলেন– 'হে পুরুষ, এই ধনের দ্বারা আপনার জীবিকা-নির্ব্বাহ কর, মাতাপিতার পোষণ কর, স্ত্রী পুত্রের পোষণ কর, ইহা কর্ম্মান্তে প্রয়োগ কর, শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত আধ্যাত্মিক মঙ্গলপ্রদ দক্ষিণার প্রতিষ্ঠা কর, যাহা সৌভাগ্য ও সুখাবহ হইবে, স্বর্গসংবর্ত্তনিক হইবে।'

ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ 'দেব, 'তথাস্তু' কহিয়া রাজার নিকট প্রতিশ্রুতি দান করিল।

১১। ভিক্ষুগণ, অপর একব্যক্তিও পূর্ব্বোক্তরূপে চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়া রাজসম্মুখে আনীত হইলে রাজা তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্ন করিয়া ও ধনদান করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ উপদেশ দিলেন।

১২। ভিক্ষুগণ, প্রজাগণ শুনিলঃ 'যাহারা পরদ্রব্য-যাহা অদত্ত তাহা গ্রহণ করে, যাহা চৌর্য্য কথিত হয়, তাহাই করে, রাজা তাহাদিগকে ধনদান করিতেছেন।' ইহা শুনিয়া তাহারা চিন্তা করিল– 'আমরাও অদত্তের গ্রহণপূর্ব্বক যাহা চৌর্য্য কথিত হয় তাহাই করিব।'

অনন্তর, ভিক্ষুগণ, জনৈক পুরুষ তাহাই করিয়া ধৃত হইয়া রাজসমীপে আনীত হইলে রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অপরাধ স্বীকার করিল এবং কহিল জীবনোপায়ের অভাবে সে ঐ কর্ম্ম করিয়াছে।

ভিক্ষুগণ, তখন রাজা চিন্তা করিলেনঃ 'যাহারা পরের দ্রব্য অপহরণ করিবে, আমি যদি তাহাদিগকে ধনদান করি, তাহা হইলে এই চৌর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। অতএব এই পুরুষের প্রতি আমি আদর্শ দণ্ডের বিধান করিব, উহার মূলোচ্ছেদ করিব, উহার শিরশ্ছেদ করিব।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অতঃপর, ভিক্ষুগণ রাজা কর্ম্মচারীগণকে আদেশ দিলেনঃ 'এই পুরুষের বাহুদ্বয় পশ্চাদ্দিকে কঠিন রজ্জুর দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া উহার মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক খরনিনাদী প্রণবের সহিত উহাকে রথ্যা হইতে রথ্যান্তরে, শৃঙ্গাটক হইতে শৃঙ্গাটকান্তরে ভ্রমণ করাইয়া দক্ষিণ দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া, নগরের দক্ষিণদিকে উহার প্রতি আদর্শ দণ্ডের প্রয়োগ কর, উহার মূলোচ্ছেদ কর, উহার শিরশ্ছেদ কর।'

হে ভিক্ষুগণ, 'তথাস্তু' কহিয়া কর্ম্মচারীগণ রাজাদেশ পালন করিল।

১৩। ভিক্ষুগণ, প্রজাগণ শ্রবণ করিল যে যাহারা পরস্বাপহরণ করে রাজা তাহাদের প্রতি আদর্শ দণ্ডের বিধান করিয়া তাহাদের শিরশ্ছেদ করিতেছেন। উহা শুনিয়া তাহারা চিন্তা করিলঃ 'আমরাও তীক্ষ্ণ শস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করাইয়া যাহাদের দ্রব্য অপহরণ করিব তাহাদের প্রতি কঠিনতম দণ্ডের প্রয়োগ করিব, তাহাদের মূলোচ্ছেদ করিব, তাহাদের শিরশ্ছেদ করিব।'

তাহারা তীক্ষ্ণ শস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করাইয়া গ্রাম, নিগম ও নগর লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইল, দস্যুবৃত্তিতে রত হইল। তাহারা যাহাদের দ্রব্য অপহরণ করিল, শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক তাহাদের উচ্ছেদসাধন করিল।

১৪। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, দরিদ্রকে ধনদানের অভাবে ব্যাপকরূপে দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল, দারিদ্র্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে চৌর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, চৌর্য্যের বৃদ্ধির সহিত প্রাণাতিপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, প্রাণাতিপাতের বৃদ্ধির সহিত মৃষাবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, মৃষাবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মনুষ্যগণের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল, আয়ু ও বর্ণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অশীতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যের সন্তান সন্ততিগণ চত্বারিংশৎ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইল।

ভিক্ষুগণ, চত্বারিংশৎ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে একজন পুরুষ অদত্ত পরদ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক চৌর্য্যাপরাধ করিল। ধৃত হইয়া সে রাজ সম্মুখে আনীত হইলে রাজা কর্ত্তৃক অপরাধের সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া অপরাধ স্বীকার করিল না, স্বেচ্ছায় মিথ্যা কহিল।

১৫। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, দরিদ্রকে ধনদানের অভাবে ব্যাপকরূপে দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল, দারিদ্র্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে চৌর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল চৌর্য্যের বৃদ্ধির সহিত প্রাণাতিপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, প্রাণাতিপাতের বৃদ্ধির সহিত মৃষাবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, মৃষাবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মনুষ্যগণের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল, আয়ু ও বর্ণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে চত্বারিংশৎ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ বিংশতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইল।

ভিক্ষুগণ, বিংশতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে একজন পুরুষ অদত্ত পরদ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক চৌর্য্যাপরাধ করিল। অপর একজন পুরুষ ক্রুরতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রণোদিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে রাজার নিকট সংবাদ দিল।

১৬। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, দরিদ্রকে ধনদানের অভাবে ব্যাপকরূপে দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল, দারিদ্র্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে চৌর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, চৌর্য্যের বৃদ্ধির সহিত প্রাণাতিপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, প্রাণাতিপাতের বৃদ্ধির সহিত মৃষাবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, মৃষাবাদ বৃদ্ধির সহিত ব্যাপকরূপে পৈশুন্যের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে মনুষ্যগণের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল এবং বিংশতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ দশ সহস্র বৎসর আয়ুসম্পন্ন হইল।

ভিক্ষুগণ, দশ সহস্র বৎসর আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের কেহ কেহ সুরূপ এবং কেহ কেহ কুরূপ হইল, যাহারা কুরূপ হইল তাহারা সুরূপের প্রতি লুব্ধ হইয়া পরদার গমন করিল।

১৭। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, দরিদ্রকে ধনদানের অভাবে ব্যাপকরূপে দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে চৌর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, চৌর্য্যের বৃদ্ধির সহিত প্রাণাতিপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, প্রাণাতিপাতের বৃদ্ধির সহিত মৃষাবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, মৃষাবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে,পৈশুন্যের আবিভাব হইল, পৈশুন্যের বৃদ্ধির সহিত ব্যাপকরূপে ব্যভিচারের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে মনুষ্যগণের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইয়া দশ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ পাঁচ-সহস্র বর্ষ আয়ুবিশিষ্ট হইল।

ভিক্ষুগণ, শেষোক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে ব্যাপকরূপে দুইটি অসদ্ধর্ম্মের আবির্ভাব হইল– কর্কশ বাক্য এবং তুচ্ছ প্রলাপ। উহার ফলে ঐ সকল মনুষ্যের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল। তখন পাঁচ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্নগণের সন্তান সন্ততিগণ কেহ কেহ দ্বি-অর্দ্ধ সহস্র বৎসর, কেহ কেহ দুই সহস্র বর্ষ আয়ুবিশিষ্ট হইল।

ভিক্ষুগণ, দ্বি-অর্দ্ধ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্নের মধ্যে লোভ ও বিদ্বেষ ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইল। উহার ফলে তাহাদের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল। তদ্ধেতু তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ এক সহস্র বৎসর আয়ুষ্ক হইল।

ভিক্ষুগণ, সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টি ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইল। উহার ফলে তাহাদের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল। তখন তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ পাঁচশত বৎসর আয়ুষ্ক হইল।

ভিক্ষুগণ, শেষোক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে ত্রিবিধ ধর্ম্ম ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইল– অধর্ম্ম-রাগ (অবৈধ যৌন সংসর্গ), বিষম-লোভ এবং মিথ্যা-ধর্ম্ম (অসংযত লালসা)। উহার ফলে তাহাদের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল। তখন তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ কেহ কেহ দ্বি-অর্দ্ধশত বৎসর, কেহ কেহ দুইশত বৎসর আয়ুসম্পন্ন হইল।

ভিক্ষুগণ, দ্বি-অর্দ্ধশত বৎসর আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে মাতাপিতার প্রতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভক্তিহীনতা এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা ব্যাপকরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

১৮। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, ধনহীনকে ধনদানের অভাবে বিপুল দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে ব্যাপকভাবে চৌর্য্যের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে অত্যাচারের প্রাবল্য হইল, উহার ফলে প্রাণনাশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল, উহার ফলে মিথ্যাবাক্য, উহার ফলে পিশুনবাক্য, উহার ফলে ব্যভিচার, উহার ফলে কর্কশবাক্য ও তুচ্ছ প্রলাপ; উহার ফলে লোভ ও বিদ্বেষ, উহার ফলে মিথ্যাদৃষ্টি, উহার ফলে অধর্ম্ম-রাগ, বিষম লোভ এবং মিথ্যা-ধর্ম্ম, উহার ফলে মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীনতা এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইল। ইহার ফলে মনুষ্যগণের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল এবং দ্বি-অর্দ্ধশত বর্ষ আয়ু সম্পন্নগণের সন্তান সন্ততিগণ শতবর্ষ আয়ুষ্ক হইল।

১৯। ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসিবে যখন এইসকল মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ দশবর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইবে। ভিক্ষুগণ, দশবৎসর আয়ুসম্পন্ন ঐ সকল মনুষ্যের কুমারীগণ পাঁচবৎসর বয়সে বিবাহযোগ্য হইবে। ঐ সকল মনুষ্যগণের মধ্যে ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু, ফাণিত এবং লবণ– এই সকল রসের স্বাদ লুপ্ত হইবে। কোরদূষক[১] উহাদের শ্রেষ্ঠ ভোজন হইবে। যেইরূপ, ভিক্ষুগণ, এক্ষণে মাংস-মিশ্রিত শালিঅন্ন শ্রেষ্ঠ ভোজন, সেইরূপ কোরদূষক ঐ সকল মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ভোজন হইবে। ঐ সকল মনুষ্যগণের মধ্যে দশ কুশল-কর্ম্ম-পথ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইবে, দশ অকুশল-কর্ম্ম-পথ অতিশয় প্রবল হইবে। উহাদের মধ্যে 'কুশল' নামক কোন শব্দ থাকিবে না। কুশলের কারক কি প্রকারে থাকিবে? উহাদের মধ্যে যাহারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীন এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইবে, তাহারাই পূজ্য ও প্রশংসার্হ হইবে। যেইরূপ, ভিক্ষুগণ, এক্ষণে যাহারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তিমান, এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান তাহারাই পূজ্য ও প্রশংসার্হ হয়, সেইরূপই উহাদের মধ্যে যাহারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীন এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাহীন তাহারাই পূজ্য ও প্রশংসার্হ হইবে।

২০। ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্যগণের মধ্যে মাতা, মাতৃষ্বসা, মাতুলানী, আচার্য্য-ভার্য্যা অথবা গুরুপত্নীর জ্ঞান থকিবে না; ছাগ-মেষ, কুক্কুট-শূকর, শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় সব একাকার হইয়া যাইবে। ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্য পরস্পরের প্রতি তীব্র ক্রোধ, বিদ্বেষ, মন-প্রদোষ এবং হনন-চিত্ত পোষণ করিবে– মাতারও পুত্রের প্রতি, পুত্রেরও মাতার প্রতি, পিতার পুত্রের প্রতি, পুত্রের পিতার

[১]। ধান্য বিশেষ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতি, ভ্রাতার ভ্রাতার প্রতি, ভ্রাতার ভগিনীর প্রতি, ভগিনীর ভ্রাতার প্রতি উক্তরূপ মনোভাবের উৎপত্তি হইবে। মৃগ দেখিয়া মৃগয়াসক্তের মনে যেইরূপ ভাবের উদয় হয়, ঐ সকল মনুষ্যও পরস্পরের প্রতি ঐরূপ ভাবাপন্ন হইবে।

২১। ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্যের মধ্যে সপ্তাহব্যাপী শস্ত্রান্তরকল্পের[১] আবির্ভাব হইবে; তাহারা পরস্পরকে পশুর ন্যায় জ্ঞান করিবে; তাহাদের হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইবে; তাহারা ঐ অস্ত্রের দ্বারা– 'ইহা পশু' ইহা পশু', কহিয়া পরস্পরের প্রাণ সংহার করিবে। ভিক্ষুগণ, ঐ সকল প্রাণীগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে এইরূপ হইবে– 'আমরা কাহারও অনিষ্ট করিব না, অপরেও যেন আমাদের অনিষ্ট না করে; আমরা তৃণ অথবা বনগহনে, অথবা বৃক্ষ-গহনে, অথবা নদীবেষ্টিত দুর্গম স্থানে অথবা বিষম পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া বনমূলফলাহারী হইয়া জীবন যাপন করিব।' তাহারা ঐরূপ স্থানসমূহে গমনপূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ জীবন যাপন করিবে। তাহারা সপ্তাহ অতীত হইলে ঐ সকল স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সভাক্ষেত্রে মিলিত হইয়া একে অপরকে আশ্বাস দিয়া গাহিবে– 'কি আনন্দ! হে মনুষ্য, তুমি এখনও জীবিত!' ভিক্ষুগণ, তখন মনুষ্যগণ এইরূপ চিন্তা করিবে– 'অকুশল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের ঘোর জ্ঞাতিক্ষয় হইয়াছে, অতএব আমরা কুশলকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব। কি কুশলকর্ম্ম করিব? আমরা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইব, এই কুশলকর্ম্মে আমরা স্থিত হইব।' তাহারা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইবে, এই কুশল কর্ম্মে স্থিত হইবে। কুশলধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত তাহাদের আয়ু ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এইরূপে দশবর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ বিংশতি বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইবে।

২২। তৎপরে, ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্য চিন্তা করিবে– 'কুশল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত আমাদের আয়ু ও বর্ণ উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব আমরা অধিকমাত্রায় কুশলকর্ম্ম করিব। আমরা অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত হইব, ব্যভিচার হইতে বিরত হইব, মৃষাবাদ হইতে বিরত হইব, পিশুন বাক্য হইতে বিরত হইব, কর্কশ বাক্য হইতে বিরত হইব, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরত হইব, লোভ পরিহার করিব, বিদ্বেষ পরিহার করিব, মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করিব, অধর্ম্ম-রাগ বিষম-লোভ এবং মিথ্যা-ধর্ম্মরূপ ত্রিবিধ ধর্ম্ম পরিহার করিব; অতএব আমরা মাতৃ ও পিতৃভক্ত হইব, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইব, এই কুশল ধর্ম্মে স্থিত হইব।'

তাহারা মাতৃ ও পিতৃভক্ত হইবে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবে, এই কুশলধর্ম্মে স্থিত হইবে। কুশলধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত

---

[১]। অন্তরকল্প- দুই কল্পের মধ্যবর্ত্তী-কল্প।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাহাদের আয়ু ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। উহার ফলে বিংশতিবর্ষ আয়ুসম্পন্নগণের পুত্রগণ চত্বারিংশৎবর্ষ আয়ু প্রাপ্ত হইবে। চত্বারিংশৎ বৎসর আয়ুপ্রাপ্তগণের পুত্রগণ অশীতিবর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু একশত ষষ্টি বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু তিনশত বিশবৎসর হইবে, তাহাদের পুত্রগণ ছয়শত চল্লিশ বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু দুইসহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু চারিসহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু আট সহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু বিংশতিসহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু চল্লিশ সহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু অশীতি সহস্র বৎসর হইবে।

২৩। ভিক্ষুগণ, অশীতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের কুমারীগণ পঞ্চশতবর্ষ বয়সে বিবাহযোগ্যা হইবে। ঐ সকল মনুষ্যের মধ্যে ত্রিবিধ রোগের আবির্ভাব হইবে– ইচ্ছা, ক্ষুধা ও জরা। ঐ সময় জম্বুদ্বীপ সমৃদ্ধ ও স্ফীত হইবে। গ্রাম, নগর ও রাজধানীসমূহ এত ঘনসন্নিবিষ্ট হইবে যে, কুক্কুটগণ একস্থান হইতে অন্যস্থানে উড়িয়া যাইতে পারিবে। জম্বুদ্বীপ নলবন এবং শরবনের ন্যায় নিরন্তর মনুষ্যাকীর্ণ হইয়া অবীচির ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। ঐ সময় বারাণসী কেতুমতী নামে রাজধানী হইবে, উহা সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ হইবে। ঐ সময় জম্বুদ্বীপে রাজধানী কেতুমতী প্রমুখ চুরাশী সহস্র নগর থাকিবে।

২৪। ভিক্ষুগণ, ঐ সময়ে রাজধানী কেতুমতী নগরে শঙ্খ নামে রাজার আবির্ভাব হইবে, তিনি চক্রবর্ত্তী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্ত বিজেতা, জনপদের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত এবং সপ্তরত্ন সমন্বিত হইবেন, তাঁহার এইসকল সপ্তরত্ন হইবে, যথা– চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, এবং পরিণায়ক রত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র হইবে– সকলেই সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন; তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে, মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা, জয় করিয়া বাস করিবেন।

২৫। ভিক্ষুগণ, ঐ সময়ে জগতে মৈত্রেয় নামে অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবানের আবির্ভাব হইবে, যেইরূপ আমি এক্ষণে অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবানরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছি। তিনি ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদ্দর্শনোদ্ভুত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া উপদিষ্ট করিবেন, যেইরূপ আমি এক্ষণে ইহলোক দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদ্দর্শনোদ্ভুত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া উপদিষ্ট করিতেছি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিনি যে ধর্ম্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্যকল্যাণময়, অন্তকল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দসম্পদপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং যাহা বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য সেই ধর্ম্মের উপদেশ দান করিবেন, যেইরূপ আমি এক্ষণে করিতেছি। তিনি অনেক সহস্র ভিক্ষু সমন্বিত সঙ্ঘের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন, যেইরূপ আমি এক্ষণে হইয়াছি।

২৬। অতঃপর, ভিক্ষুগণ, রাজা শঙ্খ পূর্ব্বে রাজা মহাপনাদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রাসাদকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাতে বাস করিবেন। পরে তিনি উহা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দুর্গত পথচারী, দরিদ্র যাচকগণকে দান করিয়া অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান মৈত্রেয়ের নিকট কেশশ্মশ্রু মোচনপূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিবেন। এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি নির্জ্জনবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়-সংকল্প হইয়া অনতিবিলম্বে যথার্থ পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া এই জগতেই উহার পূর্ণতাসাধন করিবেন।

২৭। ভিক্ষুগণ, আত্ম-দ্বীপ হইয়া আত্ম-শরণ হইয়া অনন্য-শরণ হইয়া বিহার কর; ধর্ম্ম-দ্বীপ, ধর্ম্ম-শরণ হইয়া অনন্য-শরণ হইয়া বিহার কর। কিন্তু কিরূপে ভিক্ষু আত্ম-দ্বীপ হইয়া আত্ম-শরণ হইয়া অনন্য-শরণ হইয়া, ধর্ম্ম-দ্বীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া বিহার করেন? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু জগতে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্য পরিহার করিয়া কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া, উদ্দীপিত, অবহিত ও স্মৃতিমান হইয়া বিহার করেন, বেদনায় বেদনানুপশ্যী হইয়া, উদ্দীপিত, অবহিত ও স্মৃতিমান হইয়া বিহার করেন, চিত্তে চিত্তানুপশ্যী হইয়া, উদ্দীপিত, অবহিত ও স্মৃতিমান হইয়া বিহার করেন, ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপিত, অবহিত ও স্মৃতিমান হইয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু আত্ম-দ্বীপ, আত্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া, ধর্ম্ম-দ্বীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া বিহার করেন।

২৮। ভিক্ষুগণ, স্বকীয় পৈতৃক বিষয়ে গোচরার্থ ভ্রমণ কর; ঐরূপ করিলে তোমাদের আয়ু ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তোমাদের সুখ, ভোগ ও বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আয়ু কি? ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করেন, বীর্য্য-সমাধি প্রধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করেন, চিত্ত-সমাধি প্রধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করেন, মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করেন। তিনি এই চারি ঋদ্ধিপাদের অনুশীলন করিয়া এবং ঐ সকলে অনুযুক্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে কল্পকাল অথবা কল্পাবশেষকাল জীবিত থাকিতে পারেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ভিক্ষুর আয়ু।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর বর্ণ কি? ভিক্ষু শীলবান হন, তিনি প্রাতিমোক্ষ নিয়মিত হইয়া, অনুমাত্র বর্জ্জনীয়ে ভয়দর্শী হইয়া বিহার করেন, শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক উহাতে শিক্ষিত হন। ইহাই ভিক্ষুর বর্ণ।

ভিক্ষুর সুখ কি? ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন; বিতর্ক বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন; ভিক্ষু প্রীতিতে বিরাগী হইয়া উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্বচিত্তে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্য্যগণ যেই ধ্যানস্তরে আরোহণ করিলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষা সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হইয়া (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখে বাস করেন' বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন; ভিক্ষু সর্ব্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করতঃ পূর্ব্বেই সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করিয়া না দুঃখ না সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ভিক্ষুর সুখ।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর ভোগ কি? ভিক্ষু মৈত্রীসহগত চিত্তে এক, দুই, তিন এইরূপে চতুর্দ্দিক পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি ঊর্দ্ধে, অধোদিকে, তীর্য্যকদিকে সর্ব্বত্র সর্ব্বলোক মৈত্রীযুক্ত এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরহীন, দ্রোহহীন চিত্তদ্বারা পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ভিক্ষুর ভোগ।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর বল কি? ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয় হেতু অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ভিক্ষুর বল।

ভিক্ষুগণ, মারের বলের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় বল আমি দেখিতে পাই না, কিন্তু কুশল ধর্ম্মের গ্রহণ হেতু এই[১] পুণ্য বর্দ্ধিত হয়।

ভগবান এইরূপ কহিলেন। আনন্দিত হইয়া ভিক্ষুগণ ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

চক্কবত্তি সীহনাদ সূত্রান্ত সমাপ্ত।

[১]। উপরে ১ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ভিক্ষু ... কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া ... ইত্যাদি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৭। অগ্‌গঞ্ঞ সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরে পূর্ব্বারাম নামক মিগার-মাতার[১] প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে বাসেট্‌ঠ এবং ভারদ্বাজ[২] ভিক্ষুব্রত গ্রহণাভিলাষী হইয়া ভিক্ষুদিগের সহিত পরিবাস করিতেছিলেন। তখন একদিন ভগবান সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সৌধচ্ছায়ায় উন্মুক্ত স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

২। ভগবানকে ঐরূপে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া বাসেট্‌ঠ ভারদ্বাজকে কহিলেনঃ 'ভারদ্বাজ! ভগবান সায়াহ্নে ধ্যান সমাপ্ত করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সৌধচ্ছায়ায় উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতেছেন। এস, আমরা ভগবানের নিকট গমন করি। আমরা ভগবানের নিকট ধর্ম্মকথা শুনিবার সুযোগ লাভ করিব।'

'সৌম্য, উত্তম' কহিয়া ভারদ্বাজ বাসেট্‌ঠকে সম্মতি জানাইলে উভয়ে ভগবানের নিকট গমনপূর্ব্বক ভ্রমণনিরত ভগবানের পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন।

৩। তখন ভগবান বাসেট্‌ঠকে কহিলেনঃ 'বাসেট্‌ঠ, তোমরা ব্রাহ্মণ জাতীয় কুলীন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকুল পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছ। ব্রাহ্মণগণ কি তোমাদিগকে তিরস্কার করেন না, তোমাদিগের নিন্দা করেন না?'

'ভন্তে, ব্রাহ্মণগণ আমাদের প্রতি আপনাদের স্বভাবানুযায়ী তিরস্কার এবং নিন্দার প্রয়োগ করেন, বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য না করিয়া পরিপূর্ণরূপেই প্রয়োগ করেন।'

বাসেট্‌ঠ, ব্রাহ্মণগণ কিরূপভাবে উহা করেন?'

'ভন্তে, ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কহেনঃ "ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠবর্ণ, অন্য বর্ণ হীন; ব্রাহ্মণগণই শুক্লবর্ণ, অন্যে কৃষ্ণবর্ণ; ব্রাহ্মণগণই শুদ্ধ হন, অব্রাহ্মণেরা হয় না; ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার ঔরস মুখজাত পুত্র, ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম-নির্ম্মিত, ব্রহ্ম-দায়াদ। আর আপনি শ্রেষ্ঠ বর্ণ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুন্ডিত-মস্তক, শ্রমণনামধারী ইভ্য, কৃষ্ণ, ব্রহ্মার পাদদেশ হইতে উদ্ভূত সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া হীন হইয়া গিয়াছেন। আপনার এইরূপ আচরণ অনুচিত, অনুপযুক্ত।" ভন্তে, এইরূপে ব্রাহ্মণগণ আমাদের প্রতি আপনাদের স্বভাবানুযায়ী তিরস্কার এবং নিন্দার প্রয়োগ করেন, বিন্দুমাত্রও

---

[১]। ইহার নাম বিশাখা। তিনি ঐ প্রাসাদ সঙ্ঘের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

[২]। দীর্ঘ নিকায় ১ম খণ্ডের তেবিজ্জ সূত্রে এই দুই জনের উল্লেখ আছে। সুত্তনিপাতের বাসেট্‌ঠ সূত্রেও ইহারা উল্লিখিত হইয়াছেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কার্পণ্য না করিয়া পরিপূর্ণরূপেই প্রয়োগ করেন।'

৪। 'বাসেট্‌ঠ, ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়াই তোমাদিগকে কহেনঃ "ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠবর্ণ, অন্য বর্ণ হীন; ব্রাহ্মণগণই শুক্লবর্ণ, অন্যে কৃষ্ণবর্ণ; ব্রাহ্মণগণই শুদ্ধ হন, অব্রাহ্মণেরা হয় না; ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার ঔরস মুখজাত পুত্র, ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম-নির্ম্মিত, ব্রহ্ম- দায়াদ।" বাসেট্‌ঠ, ইহা দৃষ্ট হয় যে ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণীগণ ঋতুমতীও হন, গর্ভিণীও হন, প্রসবও করেন, সন্তানকে স্তন্যদানও করেন; এইসকল ব্রাহ্মণেরা যোনিজ হইয়াও কহিয়া থাকেনঃ "ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠবর্ণ, অন্য বর্ণ হীন; ব্রাহ্মণগণই শুক্লবর্ণ, অন্যে কৃষ্ণবর্ণ; ব্রাহ্মণগণই শুদ্ধ হন, অব্রাহ্মণেরা হয় না; ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার ঔরস মুখজাত পুত্র, ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম-নির্ম্মিত, ব্রহ্ম-দায়াদ।" ঐ সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মারও অপবাদ করেন, মিথ্যাও কহেন এবং বহু অপুণ্য প্রসব করেন।

৫। বাসেট্‌ঠ, এই চারিবর্ণ– ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র। বাসেট্‌ঠ ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও জীবহিংসাকারী আছে, অদত্তের গ্রহণকারী আছে, ব্যভিচারী আছে, মিথ্যাবাদী আছে, পিশুনবাদী আছে, পরুষভাষী আছে, তুচ্ছ প্রলাপরত আছে, লোভী, দ্বেষ-পরায়ণ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন আছে। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, যে সকল ধর্ম্ম অকুশল এবং অকুশলরূপে জ্ঞাত, নিন্দনীয় এবং ঐরূপে জ্ঞাত, অসেবিতব্য এবং ঐরূপে জ্ঞাত, যাহা অনার্য্য এবং ঐরূপে জ্ঞাত, পাপ এবং পাপপ্রসূ পণ্ডিত নিন্দিত, ঐ সকল ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। বাসেট্‌ঠ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যেও জীবহিংসাকারী আছে, অদত্তের গ্রহণকারী আছে, ব্যভিচারী আছে, মিথ্যাবাদী আছে, পিশুনবাদী আছে, পরুষভাষী আছে, তুচ্ছ প্রলাপরত আছে, লোভী, দ্বেষ-পরায়ণ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন আছে। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, যে সকল ধর্ম্ম অকুশল এবং অকুশলরূপে জ্ঞাত, নিন্দনীয় এবং ঐরূপে জ্ঞাত, অসেবিতব্য এবং ঐরূপে জ্ঞাত, যাহা অনার্য্য এবং ঐরূপে জ্ঞাত, পাপ এবং পাপপ্রসূ পণ্ডিত নিন্দিত, ঐ সকল ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যেও আছে।

৬। 'বাসেট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও এমন কেহ আছেন যিনি জীবহিংসা হইতে বিরত, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত, ব্যভিচার হইতে বিরত, মৃষাবাদ হইতে বিরত, পিশুন বাদ হইতে বিরত, পরুষভাষ হইতে বিরত, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরত, লোভ হইতে বিরত, দ্বেষ-মুক্ত এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, যে সকল ধর্ম্ম কুশল এবং কুশলরূপে জ্ঞাত, অনিন্দ্য এবং ঐরূপে জ্ঞাত সেবিতব্য এবং ঐরূপে জ্ঞাত, আর্য্য এবং ঐরূপে জ্ঞাত, পুণ্য এবং পুণ্যপ্রসূ পণ্ডিত-প্রশংসিত, ঐ সকল ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। বাসেট্‌ঠ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যেও এমন কেহ আছেন যিনি জীবহিংসা হইতে বিরত, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত, ব্যভিচার হইতে বিরত, মৃষাবাদ হইতে বিরত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পিশুন বাদ হইতে বিরত, পরুষভাষ হইতে বিরত, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরত, লোভ হইতে বিরত, দ্বেষ-মুক্ত এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, যে সকল ধর্ম্ম কুশল এবং কুশলরূপে জ্ঞাত, অনিন্দ্য এবং ঐরূপে জ্ঞাত সেবিতব্য এবং ঐরূপে জ্ঞাত, আর্য্য এবং ঐরূপে জ্ঞাত, পুণ্য এবং পুণ্যপ্রসূ পণ্ডিত-প্রশংসিত, ঐ সকল ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যেও দৃষ্ট হয়।

৭। 'বাসেট্‌ঠ, পণ্ডিত-নিন্দিত এবং পণ্ডিত-প্রশংসিত অকুশল এবং কুশল এই উভয় ধর্ম্মই, ঐ চারিবর্ণের মধ্যে বিদ্যমান, এইস্থলে ব্রাহ্মণগণের বাক্য– ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ অন্য বর্ণ হীন; ব্রাহ্মণগণই শুক্লবর্ণ, অন্যে কৃষ্ণবর্ণ; ব্রাহ্মণগণই শুদ্ধ হন, অব্রাহ্মণেরা হয় না; ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার ঔরস মুখজাত পুত্র, ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম-নির্ম্মিত, ব্রহ্ম-দায়াদ-পণ্ডিতগণ অনুমোদন করেন না। কি কারণে? এই চতুর্বর্ণের মধ্যে যিনি ভিক্ষু, অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, উদ্‌যাপিত-ব্রহ্মচর্য্য, কৃত-কৃত্য, ভারমুক্ত, পরমার্থ-প্রাপ্ত, ভববন্ধন-মুক্ত, সম্যকজ্ঞান-বিমুক্ত, তিনি উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথিত হন, এবং ধর্ম্মানুসারেই ঐরূপ কথিত হন, অধর্ম্মানুসারে নহে। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

৮। 'বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেও জ্ঞাতব্য–

'বাসেট্‌ঠ, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ জানেনঃ "অতুলনীয় শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত।" কিন্তু, বাসেট্‌ঠ, শাক্যগণ কোশলরাজ প্রসেনজিতের অধীনস্থ। বাসেট্‌ঠ, শাক্যগণ কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিকট প্রণতি করেন, তাঁহাকে অভিবাদন করেন, তাঁহার সম্মুখে প্রত্যুত্থান করেন, কৃতাঞ্জলি হন এবং তাঁহাকে যথারূপ সম্মান প্রদর্শন করেন। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, শাক্যগণ কোশলরাজ প্রসেনজিতের প্রতি যেইরূপ আচরণ করেন, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তথাগতের প্রতি সেইরূপ আচরণ করেন। তিনি চিন্তা করেনঃ "শ্রমণ গৌতম কি সুজাত নহেন? আমি দুর্জাত; শ্রমণ গৌতম বলবান, আমি দুর্ব্বল; শ্রমণ গৌতম রূপবান, আমি রূপহীন; শ্রমণ গৌতম শক্তিমান, আমি শক্তিহীন।" কোশলরাজ প্রসেনজিৎ যখন তথাগতের নিকট প্রণতি করেন, তাঁহাকে অভিবাদন করেন, তাঁহার সম্মুখে প্রত্যুত্থান করেন, কৃতাঞ্জলি হন এবং তাঁহাকে যথারূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, তখন উক্ত ধর্ম্মেরই সৎকার, সম্মান, শ্রদ্ধা, পূজা, এবং অর্চ্চনা করেন। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যগণের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতে জ্ঞাতব্য।

৯। 'বাসেট্‌ঠ, তোমরা নানাজাতি নানানাম নানাগোত্র বিশিষ্ট, নানাকুল হইতে গৃহত্যাগ করিয়া তোমরা গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছ। যদি তোমরা জিজ্ঞাসিত হও "তোমরা কে?" তাহা হইলে "আমরা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ" এইরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উত্তর দিবে। বাসেট্‌ঠ, তথাগতের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা নিবিষ্ট, মূলজাত, প্রতিষ্ঠিত, দৃঢ় এবং যে শ্রদ্ধা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-দেব-মার-ব্রহ্মা অথবা পৃথিবীতে অপর কাহারও কর্ত্তৃক বিচলিত হয় না তিনি যথার্থরূপে এইরূপ উক্তি করিতে পারেন ঃ "আমি ভগবানের ঔরস মুখ-জাত পুত্র, ধর্ম্ম-জ, ধর্ম্ম-নির্ম্মিত, ধর্ম্ম-দায়াদ।" কি কারণে? বাসেট্‌ঠ, যেহেতু "ধর্ম্ম-কায়" "ব্রহ্ম-কায়" "ধর্ম্ম-ভূত" "ব্রহ্ম-ভূত" এই সকল তথাগতেরই অধিবচন।

১০। 'বাসেট্‌ঠ, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক, কিম্বা কা'লই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এই জগত লয় প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ সময়ে জীবগণ বহুল পরিমাণে আভাস্বর জগতে পুনর্জন্ম লাভ করে। তাহারা তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্যস্বরূপ হয়, তাহারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে। বাসেট্‌ঠ, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কা'লই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এই জগতের বিবর্ত্তন হয়। ঐ বিবর্ত্তন কালে সত্ত্বগণ বহুল পরিমাণে আভাস্বর-কায় হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আবির্ভূত হয়। তাহারা মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্যস্বরূপ হয়, তাহারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

১১। 'বাসেট্‌ঠ, তখন সমস্ত পৃথিবী জলময় ও অন্ধকার হয়, তমিস্র অন্ধকারক হয়। চন্দ্র-সূর্য্যের আবির্ভাব হয় না, নক্ষত্র-তারকাদির প্রকাশ হয় না, রাত্রি-দিবা নাই, মাসার্দ্ধ অথবা মাস নাই, ঋতু এবং সংবৎসর নাই, স্ত্রীও নাই পুরুষও নাই। সত্ত্বগণ সত্ত্বরূপেই গণিত হয়। বাসেট্‌ঠ, এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এমন সময় আসিল যখন ঐ সকল সত্ত্বগণের নিকট জলোপরি রসসংযুক্ত পৃথিবী বিস্তৃত হইল। যেইরূপ উত্তপ্ত দুগ্ধ শীতলীভূত হইবার কালে উহার উপর শর বিস্তৃত হয়, সেইরূপ পৃথিবীর আবির্ভাব হইল। উহা বর্ণ-গন্ধ-রসসম্পন্ন হইল, উত্তমরূপে সম্পাদিত ঘৃত অথবা নবনীত যেইরূপ হয়, সেইরূপ বর্ণসম্পন্ন হইল; বিশুদ্ধ ক্ষুদ্রা-মধুর ন্যায় আস্বাদসম্পন্ন হইল।'

১২। 'অনন্তর, বাসেট্‌ঠ, কোন লোভ-প্রকৃতি[১] সম্পন্ন প্রাণী "দেখ, ইহা কি হইতে পারে?" কহিয়া অঙ্গুলির সাহায্যে রস-সংযুক্ত মৃত্তিকা আস্বাদ করিল, উহার ফলে সে রসাভিভূত হইল এবং তাহার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইল। অন্য প্রাণীগণও উক্ত সত্ত্বের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রস-মৃত্তিকা অঙ্গুলির দ্বারা আস্বাদ করিল। তাহারাও রসাভিভূত হইয়া তৃষ্ণার দ্বারা আক্রান্ত হইল। তদনন্তর, বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্ব হস্তদ্বারা রসমৃত্তিকা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া উহা আহার করিতে

[১]। এই প্রকৃতি পূর্ব্বজন্ম হইতে প্রাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আরম্ভ করিল। উহার ফলে ঐ সকল সত্ত্বের স্বয়ংপ্রভা অন্তর্হিত হইল। স্বয়ংপ্রভার অন্তর্দ্ধানের সহিত চন্দ্র-সূর্য্যের আবির্ভাব হইল। চন্দ্রসূর্য্যের আবির্ভাবের সহিত নক্ষত্রসমূহ ও তারকাগণের আবির্ভাব হইল, রাত্রি ও দিনের প্রকাশ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মাসার্দ্ধ, মাস, ঋতু ও সম্বৎসরের প্রকাশ হইল। বাসেট্‌ঠ, জগতের পুনরায় এইরূপ বিবর্ত্তন হইল।'

১৩। 'তৎপরে, বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্ব রসমৃত্তিকা উপভোগ করিয়া মৃত্তিকাভোজী হইয়া উহাতে পুষ্ট হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিল। যে পরিমাণে তাহারা এইরূপে পুষ্ট হইল সেই পরিমাণে তাহাদের দেহ কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের বর্ণেও বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইল। কোন সত্ত্ব সুরূপ হইল, কোন সত্ত্ব কুরূপ। এইস্থলে যাহারা সুরূপ হইল তাহারা কুরূপগণকে অবজ্ঞা করিল– "আমরা এই সকল সত্ত্ব অপেক্ষা সুরূপ, ইহারা আমাদিগের অপেক্ষা কুরূপ।" ঐ সকল গর্ব্বিত এবং অহমিকাসম্পন্ন প্রাণীগণের বর্ণাভিমান হেতু রস-পৃথিবী অন্তর্হিত হইল। রস-পৃথিবীর অন্তর্দ্ধানের পর তাহারা একত্রিত হইয়া বিলাপ করিল– "হায় রস! হায় রস!" বর্ত্তমানেও মনুষ্যগণ কোন স্বাদু রস লাভ করিয়া এইরূপ কহিয়া থাকে– "অহো রস, অহো রস!" তাহারা পুরাণ আদিম বাক্যেরই অনুসরণ করে, কিন্তু উহার অর্থ অবগত নয়।'

১৪। 'অতঃপর, বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্বগণের নিকট হইতে রস-পৃথিবী অন্তর্হিত হইলে ভূমি-পর্পটের আবির্ভাব হইল, যেইরূপ অহিচ্ছত্রের উৎপত্তি হয় সেইরূপেই উহা আবির্ভূত হইল। উহা বর্ণ, গন্ধ ও রসসম্পন্ন হইল। উহা সুসম্পাদিত ঘৃত অথবা নবনীতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইল; বিশুদ্ধ ক্ষুদ্রা-মধুর ন্যায় আস্বাদ বিশিষ্ট হইল। তখন ঐ সকল সত্ত্ব ভূমি-পর্পট আহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা উহা উপভোগ করিয়া উহার ভোজনে নিরত হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিল। যে পরিমাণে তাহারা এইরূপ পুষ্ট হইল সেই পরিমাণে তাহাদের দেহ অধিকতর কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের বর্ণেও অধিকতররূপে বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইল। কোন সত্ত্ব সুরূপ হইল, কোন সত্ত্ব কুরূপ। এইস্থলে যাহারা সুরূপ হইল তাহারা কুরূপগণকে অবজ্ঞা করিল– "আমরা এই সকল সত্ত্ব অপেক্ষা সুরূপ, ইহারা আমাদিগের অপেক্ষা কুরূপ।" ঐ সকল গর্ব্বিত এবং অহমিকা-সম্পন্ন প্রাণীগণের বর্ণাভিমান হেতু ভূমি-পর্পট অন্তর্হিত হইল। তৎপরে বদালতার[১] উৎপত্তি হইল। যেইরূপ কলম্বুকার[২] উৎপত্তি হয় সেইরূপেই উহা আবির্ভূত হইল। উহা বর্ণ, গন্ধ ও রসসম্পন্ন হইল। উহা

---

[১]। মধুর আস্বাদ সম্পন্ন লতা বিশেষ।

[২]। সম্ভবতঃ শাকেয় ডাঁটা অথবা কল্মী-শাক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুসম্পাদিত ঘৃত অথবা নবনীতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইল; বিশুদ্ধ ক্ষুদ্রা-মধুর ন্যায় আস্বাদ বিশিষ্ট হইল।

১৫। 'তখন, বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্বগণ বদালতা আহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা উহা উপভোগ করিয়া, উহার ভোজনে নিরত হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিল। যে পরিমাণে তাহারা এইরূপে পুষ্ট হইল সেই পরিমাণে তাহাদের দেহ অধিকতর কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের বর্ণেও অধিকতর রূপে বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইল। কোন সত্ত্ব সুরূপ হইল, কোন সত্ত্ব কুরূপ। এইস্থলে যাহারা সুরূপ হইল তাহারা কুরূপগণকে অবজ্ঞা করিল– "আমরা এই সকল সত্ত্ব অপেক্ষা সুরূপ, ইহারা আমাদিগের অপেক্ষা কুরূপ।" ঐ সকল গর্ব্বিত এবং অহমিকাসম্পন্ন প্রাণীগণের বর্ণাভিমান হেতু বদালতা অন্তর্হিত হইল। বদালতার অন্তর্দ্ধানের পর তাহারা একত্রিত হইয়া বিলাপ করিল– "আমাদের বদালতা! হায়, আমাদের বদালতা নাই!" বর্ত্তমানেও মনুষ্যগণ কোন প্রকার দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া এইরূপ কহিয়া থাকে– "আমাদের যাহা ছিল তাহা হারাইয়াছি! তাহারা পুরাণ আদিম বাক্যেরই অনুসরণ করে, কিন্তু উহার অর্থ অবগত নয়।'

১৬। 'অতঃপর, বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্বগণের নিকট হইতে বদালতা অন্তর্হিত হইলে বনহীন ক্ষেত্র হইতে সালি[১] উদ্গত হইল। উহা কণ-হীন, তুষ-হীন, সুগন্ধ তণ্ডুল। সান্ধ্যভোজনের নিমিত্ত সায়ংকালে উহা যেইস্থান হইতে সংগৃহীত হইত সেই স্থানে উহা প্রাতে পুনরায় উৎপন্ন ও পক্ক অবস্থায় দৃষ্ট হইত। প্রাতরাশের নিমিত্ত প্রাতে উহা যেইস্থান হইতে সংগৃহীত হইত, সেইস্থানে উহা সন্ধ্যায় পুনরায় উৎপন্ন ও পক্ক অবস্থায় দৃষ্ট হইত। উৎপাটনের স্থান দৃষ্ট হইত না। তৎপরে, বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্ব উক্ত সালি উপভোগ করিয়া, উহার ভোজনে নিরত হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিল। যে পরিমাণে তাহারা এইরূপে পুষ্ট হইল সেই পরিমাণে তাহাদের দেহ অধিকতর কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের বর্ণেও অধিকতররূপে বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইল। স্ত্রী-জাতীয়[২] জীবগণের স্ত্রী-লিঙ্গের বিকাশ হইল, পুরুষ-জাতীয়গণের পুরুষ লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। স্ত্রীগণ অত্যধিকরূপে পুরুষগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, পুরুষগণ স্ত্রীদিগের প্রতি ঐরূপই করিল। পরস্পরের প্রতি অত্যধিকরূপে দৃষ্টিপাত করিবার ফলে তাহাদের রাগের উৎপত্তি হইল, দেহে প্রদাহ প্রবেশ করিল। ঐ প্রদাহ হেতু তাহারা মৈথুন ধর্ম্মের সেবা করিল। বাসেট্‌ঠ, মৈথুন-নিরত সত্ত্বগণকে দেখিয়া

---

[১]। শ্রেষ্ঠ জাতীয় তণ্ডুল বিশেষ।

[২]। পূর্ব্ব জন্মে যাহারা স্ত্রী-জাতীয় ছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কেহ কেহ ধূলি নিক্ষেপ করিল, কেহ ভস্ম, কেহ বা গোময় নিক্ষেপ করিল– "দূর হও! সত্ত্ব সত্ত্বের প্রতি কেন এইরূপ আচরণ করিবে?" বর্ত্তমানেও কোন কোন স্থানে নববিবাহিতা বধূকে লইয়া যাইবার সময় কেহ কেহ ধূলি নিক্ষেপ করে, কেহ ভস্ম, কেহ বা গোময় নিক্ষেপ করে। তাহারা পুরাণ আদিম প্রথারই অনুসরণ করে, কিন্তু উহার অর্থ অবগত নয়।

১৭। 'বাসেট্‌ঠ, ঐ সময় যাহা অধর্ম্ম বিবেচিত হইত এক্ষণে তাহা ধর্ম্ম বিবেচিত হয়। ঐ সময়ে যে সকল সত্ত্ব মৈথুন ধর্ম্মের সেবা করিত তাহারা এক মাস, এমন কি দুইমাস পর্য্যন্ত গ্রামে অথবা নগরে প্রবেশ করিতে পাইত না। যেহেতু, বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্ব ঐ সময়ে অসদ্ধর্ম্মে অত্যধিকরূপে অধঃপতিত হইয়াছিল, সেই হেতু তাহারা ঐ অধর্ম্ম গোপন করিবার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর, বাসেট্‌ঠ কোন এক অলস প্রকৃতি সত্ত্ব চিন্তা করিলঃ "সায়াহ্নে সায়মাশের নিমিত্ত প্রাতে প্রাতরাশের নিমিত্ত সালি সংগ্রহ করিয়া কি আমি বিনষ্ট হইব? অতএব আমি সায়মাশ এবং প্রাতরাশের জন্য সালি একবারেই সংগ্রহ করিব।" অনন্তর, বাসেট্‌ঠ, সেই সত্ত্ব সায়-প্রাতরাশের নিমিত্ত একবারেই সালি সংগ্রহ করিল। তখন অন্য এক সত্ত্ব পূর্ব্বোক্তের নিকট গমন করিয়া তাহাকে কহিলঃ "এস, সত্ত্ব, সালি আহরণে যাই।" "হে সত্ত্ব, প্রয়োজন নাই, সায়-প্রাতরাশের সালি আমি একবারেই সংগ্রহ করিয়াছি।" অনন্তর, বাসেট্‌ঠ, সেই সত্ত্ব অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দুইদিনের জন্য সালি একবারেই সংগ্রহ করিল এবং কহিল, "ইহাই উত্তম।" তখন এক সত্ত্ব তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলঃ "এস, সত্ত্ব, সালি আহরণে যাই। "হে সত্ত্ব, প্রয়োজন নাই, আমি দুইদিনের সালি একবারেই সংগ্রহ করিয়াছি।" তৎপরে সেই সত্ত্ব অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া চারিদিনের জন্য সালি একবারেই সংগ্রহ করিল এবং কহিল, "ইহাই উত্তম।" অতঃপর অপর এক সত্ত্ব তাহার নিকট গমন করিয়া কহিল ঃ "এস, সত্ত্ব সালি আহরণে যাই।" "হে সত্ত্ব, প্রয়োজন নাই, আমি একবারেই চারিদিনের সালি সংগ্রহ করিয়াছি।" তখন সেই সত্ত্ব অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আটদিনের জন্য সালি একবারেই সংগ্রহ করিল এবং কহিল, "ইহাই উত্তম।" বাসেট্‌ঠ, যখন হইতে ঐ সকল সত্ত্ব সঞ্চিত সালি আহার করিতে আরম্ভ করিল তখন হইতেই তণ্ডুল কণবদ্ধও হইল, তুষবদ্ধও হইল, যেইস্থান হইতে উহা উৎপাটিত হইয়াছিল সেইস্থানে উহা পুনরায় উৎপন্ন হইল না এবং উৎপাটন-স্থান দৃষ্ট হইল, সালি-স্থাণুসমূহ গুল্মাকারে অবস্থান করিল।

১৮। 'তৎপরে, বাসেট্‌ঠ, সত্ত্বগণ একত্রিত হইয়া বিলাপ করিল,– "সত্ত্বগণের মধ্যে পাপধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আমরা পূর্ব্বে মনোময় ছিলাম, প্রীতি আমাদের ভক্ষ্য ছিল, আমরা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যাপন করিয়াছিলাম। দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এমন সময় আসিল যখন আমাদের নিকট জলোপরি রস-পৃথিবীর আবির্ভাব হইল। উহা বর্ণ-গন্ধ-রস সম্পন্ন হইয়াছিল। আমরা হস্তদ্বারা রসমৃত্তিকা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া উহা আহার করিতে আরম্ভ করিলাম। উহার ফলে আমাদের স্বয়ংপ্রভা অন্তর্হিত হইল। স্বয়ংপ্রভার অন্তর্দ্ধানের সহিত চন্দ্র-সূর্য্যের আবির্ভাব হইল। উহাদের আবির্ভাবের সহিত নক্ষত্র সমূহ ও তারকাগণের আবির্ভাব হইল, রাত্রি ও দিনের প্রকাশ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মাসার্দ্ধ, মাস, ঋতু ও সম্বৎসরের প্রকাশ হইল। আমরা রস-মৃত্তিকা উপভোগ করিয়া, মৃত্তিকা-ভোজী হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিলাম। আমাদের মধ্যে পাপ অকুশল ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় রস-পৃথিবী অন্তর্হিত হইল। তৎপরে ভূমি-পর্পটের আবির্ভাব হইল। উহা বর্ণ-গন্ধ-রস সম্পন্ন হইল। আমরা উহা আহার করিতে আরম্ভ করিলাম। উহা উপভোগ করিয়া, উহার ভোজনে নিরত হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া আমরা দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলাম। আমাদের মধ্যে পাপ অকুশল ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় ভূমি-পর্পট অন্তর্হিত হইল। তৎপরে বদালতার উৎপত্তি হইল। উহা বর্ণ, গন্ধ ও রস সম্পন্ন হইল। আমরা বদালতা আহার করিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা উহা উপভোগ করিয়া, উহার ভোজনে নিরত হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিলাম। আমাদের মধ্যে পাপ অকুশল ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বদালতা অন্তর্হিত হইল। তৎপরে বনহীন ক্ষেত্র হইতে সালি উদ্গত হইল, উহা কণ-হীন, তুষ-হীন সুগন্ধ তণ্ডুল। সায়মাশের নিমিত্ত সন্ধ্যায় আমরা যেইস্থান হইতে সংগ্রহ করিতাম, সেই স্থানে উহা প্রাতে পুনরায় উৎপন্ন ও পক্ক অবস্থায় দৃষ্ট হইত। এইরূপে প্রাতে যেইস্থান হইতে উহা সংগৃহীত হইত, সন্ধ্যায় উহা সেই স্থানে পুনরায় উৎপন্ন ও পক্ক অবস্থায় দৃষ্ট হইত। উৎপাটনের স্থান প্রকাশ পাইত না। আমরা ঐ সালি উপভোগ করিয়া, উহার ভোজনে নিরত হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে পাপ অকুশল ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তণ্ডুল কণবদ্ধও হইল, তুষবদ্ধও হইল, যেইস্থান হইতে উহা উৎপাটিত হইয়াছিল সেই স্থানে উহা পুনরায় উৎপন্ন হইল না এবং উৎপাটন স্থান প্রকাশ পাইল, সালিস্থাণু সমূহ গুল্মাকারে অবস্থান করিল। অতএব আমরা সালিক্ষেত্র বিভক্ত করিয়া উহার সীমা নির্দ্দেশ করিব।"

'অতঃপর, বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্ব সালিক্ষেত্র বিভক্ত করিয়া উহার সীমা নির্দ্দেশ করিল।

১৯। 'অনন্তর, বাসেট্‌ঠ, লোভপ্রকৃতি সম্পন্ন কোন এক সত্ত্ব আপনার অংশ রক্ষা করিতে করিতে অদত্ত অপরের অংশ গ্রহণপূর্ব্বক উহা উপভোগ করিল। সত্ত্বগণ তাহাকে ধৃত করিয়া কহিলঃ "হে সত্ত্ব, তুমি পাপ করিয়াছ, যেহেতু স্বকীয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অংশ রক্ষণকালে তুমি অদত্ত অপরের অংশ গ্রহণপূর্ব্বক উপভোগ করিয়াছ। হে সত্ত্ব, পুনরায় এইরূপ করিও না।" সেই সত্ত্ব "তথাস্তু" কহিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিল। ঐ সত্ত্ব দ্বিতীয় বার ঐরূপই করিল, তৃতীয় বারও করিল। সে ধৃত হইয়া সত্ত্বগণ কর্ত্তৃক পাপকর্ম্ম করিতে নিষিদ্ধ হইল। কোন কোন সত্ত্ব তাহাকে হস্তদ্বারা, কেহ বা মৃৎপিণ্ডদ্বারা, কেহ বা দণ্ডদ্বারা প্রহার করিল। বাসেট্‌ঠ, ঐ সময় হইতেই চৌর্য্যের প্রকাশ হইল, নিন্দা, মৃষাবাদ এবং দণ্ড-প্রয়োগের আবির্ভাব হইল।'

২০। 'তৎপরে, বাসেট্‌ঠ, সত্ত্বগণ একত্রিত হইয়া বিলাপ করিল– "সত্ত্বগণের মধ্যে পাপধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, চৌর্য্য, নিন্দা, মৃষাবাদ এবং দণ্ড-প্রয়োগের আবির্ভাব হইয়াছে, অতএব আমরা এক সত্ত্বকে নির্ব্বাচিত করিব। ঐ সত্ত্ব ক্রোধের উপযুক্ত স্থানে ক্রোধ প্রকাশ করিবেন, নিন্দার স্থানে নিন্দার প্রয়োগ করিবেন, যে নির্ব্বাসনের যোগ্য তাহার প্রতি নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিবেন। আমরা সালির অংশ তাঁহাকে প্রদান করিব।" তখন, বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্ব তাহাদিগের মধ্যে যে সত্ত্ব অপেক্ষাকৃত, অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক এবং মহাশক্তিশালী তাহার নিকট গমন করিয়া কহিলঃ "এস সত্ত্ব, ক্রোধের উপযুক্ত স্থানে ক্রোধ প্রয়োগ কর, নিন্দার স্থানে নিন্দার প্রয়োগ কর, যে নির্ব্বাসনের যোগ্য তাহার প্রতি নির্ব্বাসনের প্রয়োগ কর। আমরা তোমাকে সালির অংশ প্রদান করিব।" ঐ সত্ত্ব সম্মত হইয়া যথাস্থানে ক্রোধ, নিন্দা ও নির্ব্বাসনের প্রয়োগ করিল। সত্ত্বগণও তাঁহাকে সালির অংশ প্রদান করিল।'

২১। 'বাসেট্‌ঠ, মহাজন-নির্ব্বাচিত এই অর্থে মহা-সম্মত, মহা-সম্মত' এই প্রথম নামের আবির্ভাব হইল। ক্ষেত্রের পতি এই অর্থে 'ক্ষত্রিয়' রূপ দ্বিতীয় নামের আবির্ভাব হইল। ধর্ম্মের দ্বারা অপরের প্রীতি উৎপাদন করেন এই অর্থে 'রাজা' রূপ তৃতীয় নামের আবির্ভাব হইল। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, পুরাতন আদিম অক্ষরানুসারে এই ক্ষত্রিয়মণ্ডলের উৎপত্তি। তাহাদের উৎপত্তি ঐ সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোন সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশ সত্ত্বগণ হইতেই, অসদৃশ সত্ত্বগণ হইতে নহে এবং উহা ধর্ম্মানুসারেই হইয়াছিল, অধর্ম্মানুসারে নহে। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।'

২২। 'বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্বগণের কেহ কেহ চিন্তা করিলঃ "সত্ত্বগণের মধ্যে পাপধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, চৌর্য্য, নিন্দা ও মৃষাবাদের আবির্ভাব হইয়াছে, দণ্ডপ্রয়োগ এবং নির্ব্বাসনের আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব আমরা পাপ অকুশল ধর্ম্ম বর্জ্জন করিব।" তাহারা পাপ অকুশল ধর্ম্ম বর্জ্জন করিল। বাসেট্‌ঠ, পাপ-অকুশল ধর্ম্ম বর্জ্জন করে এই অর্থে 'ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ' এই নামের প্রথম আবির্ভাব হইল। তাহারা অরণ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক উহাতে ধ্যানরত হইল। তাহাদের অঙ্গার নাই, ধূম নাই, মুষল পরিত্যক্ত, তাহারা সায়ংকালে সায়মাশের নিমিত্ত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাতে প্রাতরাশের নিমিত্ত আহারান্বেষণে গ্রাম-নগর রাজধানীতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহারা আহার লাভান্তে পুনরায় অরণ্য-কুটীরে ধ্যানরত হইল। মনুষ্যগণ তাহাদিগকে দেখিয়া কহিলঃ "এই সকল সত্ত্ব অরণ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক উহাতে ধ্যানরত, উহাদের অঙ্গার নাই, ধূম নাই, মুষল নাই; সায়াহ্নে সায়মাশের নিমিত্ত প্রাতে প্রাতরাশের নিমিত্ত আহারান্বেষণে তাহারা গ্রাম-নিগম-রাজধানীতে ভ্রমণ করে। আহার লাভান্তে তাহারা পুনরায় অরণ্য-কুটীরে ধ্যানরত হয়।" "ধ্যান করে," এই নিমিত্ত, বাসেট্‌ঠ, 'ধ্যায়ী, ধ্যায়ী' এইরূপ দ্বিতীয় নামের আবির্ভাব হইল।'

২৩। 'বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্বের কেহ কেহ অরণ্যে পর্ণকুটিরে ধ্যানসম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া গ্রাম-নিগমসমূহের নিকটস্থ স্থানে গমনপূর্ব্বক গ্রন্থ[১] রচনায় প্রবৃত্ত হইল। মনুষ্যগণ তাহাদিগকে দেখিয়া কহিলঃ "এই সকল সত্ত্ব অরণ্যে পর্ণকুটিরে ধ্যানসম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া গ্রাম ও নিগম সমূহের নিকটস্থ স্থানে গমনপূর্ব্বক গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত। ইহারা এক্ষণে ধ্যান করে না।" বাসেট্‌ঠ, "ইহারা এক্ষণে ধ্যান করে না" ইহা হইতে 'অধ্যায়ক' রূপ তৃতীয় নামের আবির্ভাব হইল। ঐ সময় ইহারা হীনরূপে জ্ঞাত হইত, এক্ষণে তাহারা শ্রেষ্ঠরূপে গৃহীত। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, পুরাতন আদিম অক্ষরানুসারে এই ব্রাহ্মণ মণ্ডলের উৎপত্তি। তাহাদের উৎপত্তি ঐ সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোন সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশ সত্ত্বগণ হইতেই, অসদৃশগণ হইতে নহে, এবং উহা ধর্ম্মানুসারেই হইয়াছিল, অধর্ম্মানুসারে নহে। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।'

২৪। 'বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্বের মধ্যে কেহ কেহ মৈথুন-ধর্ম্মে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। "মৈথুন-ধর্ম্ম যুক্ত হইয়া বিভিন্ন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত" ইহা হইতে, বাসেট্‌ঠ 'বৈশ্য' এই নামের আবির্ভাব হইল। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, পুরাতন আদিম অক্ষরানুসারে এই বৈশ্যমণ্ডলের উৎপত্তি। তাহাদের উৎপত্তি ঐ সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোন সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশ সত্ত্বগণ হইতেই, অসদৃশগণ হইতে নহে, এবং উহা ধর্ম্মানুসারেই হইয়াছিল, অধর্ম্মানুসারে নহে। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।'

২৫। 'বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্বের যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা রুদ্রাচার সম্পন্ন হইল। "রুদ্রাচার, ক্ষুদ্রাচার" ইহা হইতে, বাসেট্‌ঠ, 'শূদ্র, শূদ্র' এই নামের উৎপত্তি হইল। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, পুরাতন আদিম অক্ষরানুসারে এই শূদ্রমণ্ডলের উৎপত্তি। তাহাদের উৎপত্তি ঐ সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোন সত্ত্ব হইতে

---

[১]। ত্রিবেধ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নহে, সদৃশ সত্ত্বগণ হইতেই, অসদৃশগণ হইতে নহে, এবং উহা ধর্ম্মানুসারেই হইয়াছিল, অধর্ম্মানুসারে নহে, বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।'

২৬। 'বাসেট্‌ঠ, এমন সময় আসিল যখন ক্ষত্রিয়ও স্বধর্ম্মের প্রতি বিরূপ হইয়া গৃহত্যাগপূর্ব্বক গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়া কহিল– "আমি শ্রমণ হইব।" ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রও ঐরূপ করিল। বাসেট্‌ঠ, এই চতুর্ব্বিধ মণ্ডল হইতে শ্রমণ-মণ্ডলের উৎপত্তি হইল। তাহাদের উৎপত্তি ঐ সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোন সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশগণ হইতেই, অসদৃশগণ হইতে নহে, এবং উহা ধর্ম্মানুসারেই হইয়াছিল, অধর্ম্মানুসারে নহে। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।'

২৭। 'বাসেট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ও কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা দুরাচারেরত হইয়া, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, ঐরূপ দৃষ্টির অনুযায়ী কর্ম্মের ফলে মরণান্তে দেহের বিনাশে অপায়-দুর্গতিসম্পন্ন বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়; ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, শ্রমণও ঐরূপ আচরণের ফলে ঐরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।'

২৮। 'বাসেট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ও কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা সদাচারেরত হইয়া, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, ঐরূপ দৃষ্টির অনুযায়ী কর্ম্মের ফলে মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়; ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, শ্রমণও ঐরূপ আচরণের ফলে ঐরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।'

২৯। 'বাসেট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ও কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা দ্বয়-কারী[১] হয়, মিশ্র-দৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং ঐরূপ দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া তদনুযায়ী কর্ম্মের ফলে মরণান্তে দেহের বিনাশে সুখ-দুঃখ বেদনা অনুভব করে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, শ্রমণও ঐরূপ আচরণের ফলে ঐরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।'

৩০। 'বাসেট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ও কায়-সংযত, বাক্-সংযত, চিত্ত-সংযত হইয়া সপ্ত বোধিপক্ষীয় ধর্ম্মের ভাবনা করিয়া ইহলোকেই পরিনির্ব্বাণ লাভ করে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র ও শ্রমণও ঐরূপ আচরণের ফলে ইহলোকেই পরিনির্ব্বাণ লাভ করে।'

৩১। 'বাসেট্‌ঠ, এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যিনি ভিক্ষু, অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, কৃত-কৃত্য, ভারমুক্ত, সদর্থ-প্রাপ্ত, ভববন্ধন-মুক্ত, সম্যক-জ্ঞান-বিমুক্ত হন, তিনি উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আখ্যা লাভ করেন, এবং তাহা ধর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে, অধর্ম্মানুসারে নহে। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।'

৩২। 'বাসেট্‌ঠ, ব্রহ্মা সনৎকুমারও এই গাথায় উচ্চারণ করিয়াছেন–

---

[১]। পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মের কারক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"যাহারা গোত্র-সেবী তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ,
যিনি বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, তিনি দেব-মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

বাসেট্‌ঠ, ব্রহ্মা সনৎকুমার কর্ত্তৃক গীত সেই গাথা সুগীত, দুর্গীত নহে; সুভাষিত, দুভার্ষিত নহে; অর্থ-সংহিত, নিরর্থক নহে। আমিও উহার অনুমোদন করি। আমিও কহি–

"যাহারা গোত্র-সেবী তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ,
যিনি বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, তিনি দেব-মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

ভগবান এইরূপ কহিলেন। বাসেট্‌ঠ ও ভারদ্বাজ আনন্দিত হইয়া ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

অগ্‌গঞ্ঞ সূত্রান্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৮। সম্পসাদনীয় সূত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান নালন্দায় পাবারিক[১] আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপরে তিনি ভগবানকে কহিলেন[২]ঃ 'দেব, আমি আপনার প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান যে আমার মতে উচ্চতর জ্ঞান সম্বন্ধে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কখনও কেহই ছিলনা, কখনও হইবে না এবং এখনও নাই।'

'সারিপুত্র, তোমার বাক্য সুন্দর ও সুস্পষ্ট, তুমি সত্যই সিংহনাদ করিয়াছ। তাহা হইলে অতীতে যাঁহারা অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, স্বচিত্তে তাঁহাদের চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়া, তুমি জানিয়াছ তাঁহারা কিরূপ শীলসম্পন্ন, কিরূপ মতবিশিষ্ট, কিরূপ প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন, কিরূপ তাঁহাদের জীবন যাত্রার প্রণালী ছিল এবং কিরূপ মুক্তি তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তবে কি ভবিষ্যতে যাঁহারা অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন, স্বচিত্তে তাঁহাদের চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়া, তুমি জানিয়াছ তাঁহারা কিরূপ শীলসম্পন্ন, কিরূপ মতবিশিষ্ট, কিরূপ প্রজ্ঞার অধিকারী হইবেন, কিরূপ তাঁহাদের জীবন যাত্রার প্রণালী হইবে এবং কিরূপ মুক্তি তাঁহারা লাভ করিবেন?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তাহা হইলে, সারিপুত্র, বর্ত্তমানে আমি অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, তুমি স্বচিত্তে আমার চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়া জানিয়াছ আমি কিরূপ শীলসম্পন্ন, কিরূপ মতবিশিষ্ট, কিরূপ প্রজ্ঞার অধিকারী, কিরূপ আমার জীবন যাত্রার প্রণালী এবং কিরূপ মুক্তি আমি লাভ করিয়াছি?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'সারিপুত্র, তাহা হইলে অতীত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান বুদ্ধগণ সম্বন্ধে তোমার চেত-পর্য্যায় জ্ঞান নাই; তবে কিরূপে তুমি এইরূপ মহৎ ও স্পষ্ট উক্তি করিলে, এইরূপ সিংহনাদ করিলে?'

২। 'ভন্তে, অতীত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান বুদ্ধগণ সম্বন্ধে আমার চেত-পর্য্যায় জ্ঞান নাই, তথাপি, ভন্তে, ধর্ম্ম-অন্বয় আমার বিদিত। মনে করুন কোন রাজার সীমান্তে স্থিত নগরী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত, দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত, উহার মাত্র

---

[১]। জনৈক ধনী শ্রেষ্ঠী।

[২]। দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রান্ত, পদচ্ছেদ সং ১৬ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একটি দ্বার; রাজা সেখানে বন্ধু ভিন্ন অপর সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিবার জন্য চতুর, দক্ষ এবং বুদ্ধিমান প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। রাজা নগরাভিমুখী পথগুলি পরিদর্শনে যাইয়া প্রাকারে এমন কোনও সন্ধি অথবা বিবর দেখিতে পাইলেন না যাহার মধ্য দিয়া বিড়ালের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও বাহির হইতে পারে। তিনি চিন্তা করিলেন,– "যে সকল বৃহত্তর প্রাণী এই নগরে প্রবেশ করিবে অথবা উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে, তাহারা সকলেই এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে অথবা নিষ্ক্রান্ত হইবে।" ভন্তে, এইরূপেই ধর্ম্মার্থ আমার বিদিত। অতীতে যাঁহারা অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন– সেই সকল ভগবান চিত্তের উপক্লেশ-ভূত, প্রজ্ঞার দৌর্ব্বল্যজনক পঞ্চনীবরণ পরিহার করিয়া, চতুর্ব্বিধ স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, যথারূপে সপ্তবোধ্যঙ্গের ভাবনা করিয়া অনুত্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ভবিষ্যতে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন তাঁহারাও ঐরূপেই সম্যক সম্বোধি লাভ করিবেন। এইক্ষণে ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ, তিনিও ঐরূপেই সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভন্তে, আমি ধর্ম্ম শ্রবণার্থে একসময় এইস্থানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। ঐ সময় ভগবান সুন্দর-অসুন্দর বিভক্ত করিয়া আমাকে উত্তরোত্তর প্রণীত প্রণীত ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। ভন্তে, ভগবান আমাকে যে যে ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, ঐ সকলে জ্ঞান লাভ করিয়া উহাদের মধ্যে আমি একটির পূর্ণতা সাধন করিয়াছিলাম, আমি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ হইয়াছিলাম– "ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ, ভগবান কর্ত্তৃক ধর্ম্ম স্বাখ্যাত, সঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন।"

৩। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান কুশলধর্ম্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন তাহা অতুলনীয়। এই সকল কুশলধর্ম্ম[১],– যথা চতুর্ব্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান, চতুর্ব্বিধ সম্যক-প্রধান, চতুর্ব্বিধ-ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ইহার অনুশীলনে ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়হেতু অনাস্রবচিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া বিহার করেন। ভন্তে, কুশল ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহার তুলনা নাই। ভগবান তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। ভগবান যাহা অশেষে জ্ঞাত আছেন তাঁহার অধিক জানিবার এমন কিছুই নাই যাহা জানিয়া অন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম্ম সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হইবে।'

৪। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান আয়তন-প্রজ্ঞপ্তি বিষয়ে যে উপদেশ দান করেন তাহাও অতুলনীয়। এই সকল ছয় আধ্যাত্মিক এবং বাহির আয়তনসমূহঃ– চক্ষু ও রূপ, শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন

[১]। সপ্ত-ত্রিংশতি বোধিপক্ষীয় ধর্ম্ম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং ধর্ম্ম। ভন্তে, আয়তন-প্রজ্ঞপ্তি বিষয়ে ইহা অতুলনীয়। ভগবান তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। ভগবান যাহা অশেষে জ্ঞাত আছেন তাহার অধিক জানিবার এমন কিছুই নাই যাহা জানিয়া অন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ আয়তন-প্রজ্ঞপ্তি বিষয়ে ভগবান অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হইবে।'

৫। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান গর্ভপ্রবেশ সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন তাহাও অতুলনীয়। ভন্তে, এই চারি প্রকার গর্ভপ্রবেশঃ– কেহ সম্মূঢ়াবস্থায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, ঐ অবস্থায় তথায় অবস্থান করে, ঐ অবস্থায় ঐ স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহা প্রথম প্রকার গর্ভপ্রবেশ। পুনরায়, ভন্তে, কেহ সজ্ঞানে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, সম্মূঢ়াবস্থায় তথায় অবস্থান করে, সম্মূঢ়াবস্থায় তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহা দ্বিতীয় প্রকার গর্ভপ্রবেশ। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ সজ্ঞানে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, ঐ অবস্থায় তথায় অবস্থান করে, সম্মূঢ়াবস্থায় তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহা তৃতীয় প্রকার গর্ভপ্রবেশ। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ সজ্ঞানে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, ঐ অবস্থায় তথায় অবস্থান করে, ঐ অবস্থায় তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহা চতুর্থ প্রকার গর্ভপ্রবেশ[১]। ভন্তে, গর্ভপ্রবেশের বিষয়ে ইহার তুলনা নাই।'

৬। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান পরচিত্ত উদ্‌ঘাটন সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন তাহাও অতুলনীয়। উহা চারি প্রকারে কৃত হয়, যথা– কেহ নিমিত্তের দ্বারা পরচিত্ত প্রকাশ করে– এইরূপ তোমার মন, এইস্থানে তোমার মন, এইরূপ তোমার চিত্ত। সে যতই প্রকাশ করুক তাহার উক্তি ঐ প্রকারই হইবে, অন্যপ্রকার নহে, ইহাই প্রথম প্রকার পরচিত্ত উদ্‌ঘাটন। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ নিমিত্তের দ্বারা পরচিত্ত প্রকাশ না করিয়া, মনুষ্য, অমনুষ্য অথবা দেবতাগণের শব্দ শ্রবণ করিয়া উহা করিয়া থাকে– এইরূপ তোমার মন, এইস্থানে তোমার মন, এইরূপ তোমার চিত্ত। সে যতই প্রকাশ করুক তাহার উক্তি ঐ প্রকারই হইবে, অন্যপ্রকার নহে, ইহা দ্বিতীয় প্রকার পরচিত্ত উদ্‌ঘাটন। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ নিমিত্তের দ্বারাও পরচিত্ত প্রকাশ করে না, মনুষ্য, অমনুষ্য অথবা দেবতাগণের শব্দ শ্রবণ করিয়াও উহা করে না, কিন্তু বিতর্ক এবং বিচাররতের বিতর্ক-বিস্ফার শব্দ শ্রবণ করিয়া উহা করিয়া থাকে– এইরূপ তোমার মন, এইস্থানে তোমার মন, এইরূপ তোমার চিত্ত। সে যতই প্রকাশ করুক তাহার উক্তি ঐ প্রকারই হইবে, অন্যপ্রকার নহে, ইহা তৃতীয় প্রকার পরচিত্ত-উদ্‌ঘাটন। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ নিমিত্তের দ্বারাও পরচিত্ত প্রকাশ

---

[১]। টীকাকার বুদ্ধ ঘোষের মতে এই চারিপ্রকার গর্ভপ্রবেশ যথাক্রমে (১) মনুষ্য সাধারণের; (২) অশীতি সংখ্যক মহাথেরগণের; (৩) কোন বুদ্ধের, পচ্চেক বুদ্ধগণের এবং বোধিসত্ত্বগণের অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের; (৪) সর্ব্বজ্ঞ বোধিসত্ত্বগণের (যাঁহারা পুনর্জন্মের শেষ জন্মে উপনীত হইয়াছেন) পুনর্জন্মকালীন মানসিক অভিব্যক্তি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেনা, মনুষ্য, অমনুষ্য অথবা দেবতাগণের শব্দ শ্রবণ করিয়াও উহা করে না, বিতর্ক-বিচাররতের বিতর্ক-বিস্ফার শব্দ শ্রবণ করিয়াও উহা করে না, কিন্তু অবিতর্ক অবিচার সমাধি সম্পন্নের চিত্ত দ্বারা অপরের চিত্ত-পর্য্যায় অবগত হয়– এই পুরুষের মানসিক সংস্কার যেরূপে প্রণিহিত, সেইরূপে সে পরমুহূর্ত্তে এই এই প্রকার বিতর্ক করিবে। সে যতই প্রকাশ করুক তাহার উক্তি ঐ প্রকারই হইবে, অন্যপ্রকার নহে, ইহা চতুর্থ প্রকার পরচিত্ত-উদ্‌ঘাটন। ভন্তে, পরচিত্ত উদ্‌ঘাটনের বিষয়ে ইহার তুলনা নাই।

৭। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান দর্শন-সমাপত্তি বিষয়ে যে উপদেশ দান করেন তাহাও অতুলনীয়। ভন্তে, চারি প্রকার দর্শন সমাপত্তি,– কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি এই দেহকে পদতল হইতে ঊর্দ্ধে এবং মস্তকের কেশাগ্র হইতে নিম্নে ত্বক-পরিবেষ্টিত নানাপ্রকার অশুচির আধার রূপে প্রত্যবেক্ষণ করেনঃ– এই দেহে কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মূত্রাশয়, হৃদ-যন্ত্র, যকৃৎ, পিত্ত-কোষ, প্লীহা, বায়ু-কোষ, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, করীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, লোহিত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, খেল, নাসামল, লসীকা, মূত্র আছে। ইহা প্রথম দর্শনসমাপত্তি। পুনশ্চ, ভন্তে, ঐ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্তরূপ চিত্ত-সমাধিতে উপনীত হইয়া সেই প্রত্যবেক্ষণ সমাপ্তে আরও অগ্রসর হইয়া চর্ম্ম-মাংস-রক্তাবৃত পুরুষ-কঙ্কাল প্রত্যবেক্ষণ করেন। ইহা দ্বিতীয় দর্শন-সমাপত্তি। ভন্তে, পুনশ্চ, ঐরূপ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ আরও অগ্রসর হইয়া ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্র অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত পুরুষের বিজ্ঞান-স্রোত প্রত্যবেক্ষণ করেন। ইহা তৃতীয় দর্শন-সমাপত্তি। পুনশ্চ, ভন্তে, তিনি আরও অগ্রসর হইয়া দেখিতে পান ঐ বিজ্ঞান স্রোত ইহলোক এবং পরলোকে অপ্রতিষ্ঠিত[১]। ইহা চতুর্থ দর্শন সমাপত্তি! ভন্তে, দর্শন-সমাপত্তি বিষয়ে ইহার তুলনা নাই।'

৮। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান পুদ্গল প্রজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন, তাহাও অতুলনীয়। ভন্তে, এই সাত পুদ্গল,– উভয়ভাগ[২]-বিমুক্ত, প্রজ্ঞা-বিমুক্ত, কায়ানুদর্শী, দৃষ্টিপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধা-বিমুক্ত, ধর্ম্মানুসারী, শ্রদ্ধানুসারী। ভন্তে, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে ইহার তুলনা নাই।'

৯। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান প্রধান সমূহ সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন তাহাও অতুলনীয়। বোধ্যঙ্গ এই সাত প্রকারঃ– স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্ম্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ,

---

[১]। ইহা অরহতের বিজ্ঞান, তাঁহার উপর কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলের প্রভাব নাই।

[২]। নামরূপ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বীর্য্য-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভন্তে, প্রধানসমূহ সম্বন্ধে ইহা অতুলনীয়।'

১০। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান প্রতিপদা সমূহ সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন, তাহাও অতুলনীয়। এই সকল চারি প্রতিপদাঃ– দুঃসাধ্য এবং বিলম্বিত-জ্ঞানপ্রসূ প্রতিপদা, দুঃসাধ্য এবং ত্বরিতে জ্ঞানদায়ী প্রতিপদা, সুসাধ্য এবং বিলম্বিত-জ্ঞানপ্রসূ প্রতিপদা, সুসাধ্য এবং ত্বরিতে জ্ঞানদায়ী প্রতিপদা। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত প্রতিপদা দুঃসাধ্যতা এবং ধীরগামিতা উভয় কারণেই হীন উক্ত হয়; দ্বিতীয় প্রতিপদা দুঃসাধ্যতার নিমিত্ত হীন কথিত হয়; তৃতীয় প্রতিপদা ধীরগামিতার নিমিত্ত হীন কথিত হয়; চতুর্থ প্রতিপদা সুসাধ্যতা এবং ক্ষিপ্রগতি এই উভয় কারণেই উৎকৃষ্ট কথিত হয়। ভন্তে, প্রতিপদা সমূহ সম্বন্ধে ইহার তুলনা নাই।'

১১। 'পুনশ্চ, ভন্তে, বাক্ সমাচার বিষয়ে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয়। কেহ মিথ্যাবাদ-উপসংহিত বাক্য কহেন না, জয়াপেক্ষী হইয়া ভেদ-জনক, পিশুন, ক্রোধজনক বাক্য কহেন না, যথাসময়ে জ্ঞানগর্ভ মূল্যবান বাক্য কহিয়া থাকেন। বাক্-সমাচার বিষয়ে ইহা অতুলনীয়।'

১২। 'পুনশ্চ, ভন্তে, মনুষ্যের শীলাচার সম্বন্ধে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয়। কেহ সৎ, শ্রদ্ধাবান হইয়া থাকেন, কূহক ও লপক হন না, নৈমিত্তিক হন না, নিষ্পেষিক হন না, লাভোপরি লাভগৃধ্নু হন না, রক্ষিতেন্দ্রিয় হন, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হন, অপক্ষপাতী, জাগর্য্যানুযুক্ত, অতন্দ্রিত, বীর্য্যবান, ন্যায়-প্রতিপন্ন, স্মৃতিমান, বাক্-পটু, গতিমান, ধৃতিমান, মতিমান হন, পার্থিব ভোগে লোভপরায়ণ হন না, অবহিত ও প্রাজ্ঞ হন। ভন্তে, মনুষ্যের শীলাচার সম্বন্ধে ইহা অতুলনীয়।'

১৩। 'ভন্তে, পুনশ্চ, অনুশাসন-বিধি সম্বন্ধে ভগবানের যে উপদেশ তাহা অতুলনীয়। চারি অনুশাসন-বিধি। ভগবান সম্যক মনঃসংযোগ দ্বারা প্রত্যেক মনুষ্যকে জানিতে পারেন– ঐ মনুষ্য শিক্ষানুরূপ আচরণসম্পন্ন হইয়া ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়া দুর্গতিমুক্ত নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হইবেন। ঐরূপে ভগবান জানিতে পারেন– এই মনুষ্য শিক্ষানুরূপ আচরণসম্পন্ন হইয়া ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু রাগ, দ্বেষ ও মোহের নাশে সকৃদাগামী হইয়া মাত্র একবার এই জগতে আগমন করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবেন; এই মনুষ্য শিক্ষানুরূপ আচরণসম্পন্ন হইয়া পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন এবং ঐস্থান হইতে পুনরাগমন না করিয়া তথায় পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবেন; এই মনুষ্য শিক্ষানুরূপ আচরণসম্পন্ন হইয়া আস্রবসমূহের ক্ষয়হেতু অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জানিয়া ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করিবেন। ভন্তে, অনুশাসনবিধি সম্বন্ধে ভগবানের এই উপদেশ অতুলনীয়।'

১৪। 'পুনশ্চ, ভন্তে, মনুষ্যের বিমুক্তিবিষয়ক জ্ঞানে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয়। ভগবান সম্যক মনঃসংযোগের দ্বারা প্রত্যেক মনুষ্যকে জানিতে পারেন,– এই মনুষ্য ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়া দুর্গতি-মুক্ত নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ; এই মনুষ্য ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু রাগ, দ্বেষ ও মোহের নাশে সকৃদাগামী হইয়া মাত্র একবার এই জগতে আগমন করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবেন; এই মনুষ্য পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন এবং ঐস্থান হইতে পুনরাগমন না করিয়া তথায় পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবেন; এই মনুষ্য আস্রবসমূহের ক্ষয়হেতু অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জানিয়া ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করিবেন। ভন্তে, মনুষ্যের বিমুক্তি বিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে ইহা অতুলনীয়।

১৫। 'পুনশ্চ, ভন্তে, শাশ্বতবাদ সম্বন্ধে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয়। ভন্তে, শাশ্বতবাদ ত্রিবিধ। কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, এইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনেক পূর্ব্ব-নিবাস স্মরণ করেন– একজন্ম, দুইজন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, একসহস্র, একলক্ষ, অনেক শত, অনেক সহস্র, অনেক লক্ষ জন্ম। "অমুক স্থানে আমার এইনাম, এইগোত্র, এইবর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া আমি অমুক স্থানে জন্মিয়াছিলাম। তথায় আমার এইনাম, এইগোত্র, এইবর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে জন্মিয়াছি।" এইরূপ বহুবিধ পূর্ব্বজন্মের আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ করেন। তৎপরে তিনি কহেন, "অতীত কালে জগতের সংবর্ত্ত ও বিবর্ত্ত উভয়ই আমার জ্ঞাত, ভবিষ্যতে জগতের সংবর্ত্ত অথবা বিবর্ত্ত হইবে তাহা আমার জ্ঞাত। আত্মা ও জগত শাশ্বত, অপরিণামী, কূটস্থ এবং অচল; যদিও সত্ত্বগণ জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত।" ইহা প্রথম শাশ্বতবাদ। পুনশ্চ, ভন্তে, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, এইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনেক পূর্ব্বনিবাস স্মরণ করেন– যথা এক সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত। "অমুক স্থানে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেখান হইতে চ্যুত হইয়া আমি অমুক স্থানে জন্মিয়াছিলাম। তথায় আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে জন্মিয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্ব্বজন্মের আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ করেন। তৎপরে তিনি কহেন, "অতীতকালে জগতের সংবর্ত্ত ও বিবর্ত্ত উভয়ই আমার জ্ঞাত, ভবিষ্যতে জগতের সংবর্ত্ত অথবা বিবর্ত্ত হইবে তাহাও আমার জ্ঞাত। আত্মা ও জগত শাশ্বত, অপরিণামী, কূটস্থ এবং অচল; যদিও সত্ত্বগণ জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত।" ইহা দ্বিতীয় শাশ্বতবাদ। পুনশ্চ, ভন্তে, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, এইরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনেক পূর্ব্বনিবাস স্মরণ করেন– যথা দশ সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত। "অমুক স্থানে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া আমি অমুক স্থানে জন্মিয়াছিলাম। তথায় আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে জন্মিয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্ব্বজন্মের আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ করেন। তৎপরে তিনি কহেন, "অতীতকালে জগতের সংবর্ত্ত ও বিবর্ত্ত উভয়ই আমার জ্ঞাত, ভবিষ্যতে জগতের সংবর্ত্ত অথবা বিবর্ত্ত হইবে তাহাও আমার জ্ঞাত। আত্মা ও জগত শাশ্বত, অপরিণামী, কূটস্থ এবং অচল; যদিও সত্ত্বগণ জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত। ইহা তৃতীয় শাশ্বত-বাদ। ভন্তে, শাশ্বত-বাদ বিষয়ে ইহা অতূলনীয়।

১৬। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান পূর্ব্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন, তাহা অতুলনীয়ঃ কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনেক পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করেন,– যথা এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্ত্ত-কল্প, অনেক বিবর্ত্ত-কল্প, অনেক সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত কল্প। "অমুকস্থানে আমার এইনাম, এইগোত্র, এইবর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেখান হইতে চ্যুত হইয়া আমি অমুক স্থানে জন্মিয়াছিলাম। তথায় আমার এইনাম, এইগোত্র, এইবর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি। এইরূপে বহু পূর্ব্বজন্ম এবং ঐ সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন। ভন্তে, দেবতাগণ আছেন যাঁহাদের আয়ু গণনার দ্বারা অথবা অনুমান দ্বারা নির্ণয় করা যায় না, তথাপি পূর্ব্বে তাঁহাদের যেইরূপ জন্মই হইয়া থাকুক– রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী অথবা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী– তাঁহারা ঐ সকল পূর্ব্ব জন্মের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।'

১৭। 'পুনশ্চ, ভন্তে, প্রাণীগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি বিষয়ে জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয়। কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যচক্ষুদ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি দর্শন করেন; কর্ম্মানুযায়ী গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের মধ্যে হীন ও উত্তমকে, সুবর্ণ দুর্ব্বর্ণ বিশিষ্টকে, সুগত ও দুর্গতকে জানিতে পারেনঃ "ভদ্রগণ, এই এই সত্ত্ব কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দুরাচারসম্পন্ন, আর্য্যগণের অপবাদক, মিথ্যাদৃষ্টি সমন্বিত, মিথ্যাদৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্ম্মপ্রাপ্ত; মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই এই সত্ত্ব কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সদাচরণসম্পন্ন, তাঁহারা আর্য্যগণের অপবাদ হইতে বিরত, সম্যক-দৃষ্টি সমন্বিত, সম্যকদৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্ম্মপ্রাপ্ত, মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা সুগতিপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।" এইরূপে তিনি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষুদ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি উৎপত্তি দর্শন করেন; কর্ম্মানুযায়ী গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের মধ্যে হীন ও উত্তমকে, সুবর্ণ দুর্ব্বর্ণ বিশিষ্টকে, সুগত ও দুর্গতকে জানিতে পারেন। ভন্তে, সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান সম্বন্ধে ইহা অতুলনীয়।

১৮। 'পুনশ্চ, ভন্তে নানাবিধ ঋদ্ধিবিষয়ে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয়। ঋদ্ধি দুই প্রকার। এক প্রকার যাহা আস্রব-যুক্ত, উপাধি-যুক্ত, যাহা "অনার্য্য" উক্ত হয়। আর এক প্রকার যাহা আস্রব-হীন, উপাধি-হীন, যাহা 'আর্য্য' উক্ত হয়। প্রথমোক্ত ঋদ্ধি কি প্রকার? কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এইরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন– এক হইয়াও বহু হইতে সক্ষম হন, বহু হইয়াও পুনরায় এক হইতে সক্ষম হন, তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, আকাশে গমনের ন্যায় তিনি ভিত্তি, প্রাকার ও পর্ব্বতের গাত্র ভেদ করিয়া অপর পারে অবাধে গমন করেন, জলে উন্মুজ্জন নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতেও উন্মুজ্জন নিমজ্জন করেন, তিনি ভূমিতে গমনের ন্যায় জলতল ভেদ না করিয়া জলের উপর গমন করেন, তিনি পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশে গমন করেন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহাপরাক্রমশালী মহাবল চন্দ্র-সূর্য্যকে তিনি হস্তদ্বারা স্পর্শ করেন, পরিমর্দ্দন করেন, সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন[১]। ইহাই আস্রব-যুক্ত, উপাধি-যুক্ত ঋদ্ধি যাহা 'অনার্য্য' কথিত হয়। আস্রব-হীন, উপাধি-হীন ঋদ্ধি যাহা 'আর্য্য' উক্ত হয় উহা কি প্রকার? ভিক্ষু যদি ইচ্ছা করেন "প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করিব," তাহা হইলে তিনি ঐরূপ স্থানে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন "অপ্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করিব," তাহা হইলে তিনি ঐরূপ স্থানে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন "প্রতিকূলে এবং অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করিব", তাহা হইলে তিনি ঐরূপ স্থানে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন, "অপ্রতিকূল এবং প্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করিব," তাহা হইলে তিনি ঐরূপ স্থানে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন, "প্রতিকূল এবং অপ্রতিকূল উভয়ই বর্জ্জনপূর্ব্বক উপেক্ষা সম্পন্ন হইয়া বিহার করিব," তাহা হইলে তিনি ঐরূপ স্থানে উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া বিহার করেন। ভন্তে, ইহাই আস্রব-হীন, উপাধি-হীন ঋদ্ধি যাহা 'আর্য্য' উক্ত হয়।

১৯। 'ঋদ্ধি বিষয়ে ইহা অতুলনীয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের জ্ঞাত। ভগবান যাহা অশেষে জ্ঞাত আছেন তাহার অধিক জানিবার এমন কিছুই নাই যাহা জানিয়া অন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ ঋদ্ধি সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হইবেন।'

২০। 'ভন্তে, শ্রদ্ধা ও বীর্য্য সম্পন্ন, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, কুলপুত্রগণ পুরুষোচিত বল, বীর্য্য, পরাক্রম এবং ধৈর্য্য দ্বারা যাহা লাভ করেন, তাহা ভগবানের লব্ধ। ভন্তে, যে কামসুখ ভোগহীন, ইতরসেবিত, সাধারণজনীয়, অনার্য্য, নিষ্ফল, ভগবান তাহার অনুসরণ করেন না; যাহা আক্রমথরূপ দুঃখ, যাহা অনার্য্য এবং নিষ্ফল তাহারও অনুসরণ করেন না; ভগবান এই জগতেই সুখপ্রদায়ী চতুর্ব্বিধ উচ্চতর ধ্যান ইচ্ছানুসারে, বিনা-কৃচ্ছ্রে এবং বিনা আয়াসে লাভ করেন। ভন্তে, যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে, "আবুস সারিপুত্র! অতীতকালে সম্বোধি সম্বন্ধে ভগবানের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান সম্পন্ন কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ ছিলেন কি?," তাহা হইলে আমি কহিব "ছিলেন না।" "ভবিষ্যতে সম্বোধি সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান-সম্পন্ন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ হইবেন কি?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব "হইবেন না।" "বর্ত্তমানে এমন কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ আছেন কি যিনি সম্বোধি সম্বন্ধে ভগবান "অপেক্ষা অধিকতর

[১]। প্রথম খণ্ড, কেবদ্ধ সূত্র, দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জ্ঞান সম্পন্ন?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব "নাই।" ভন্তে, যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আবুস সারিপুত্র! অতীতকালে সম্বোধি বিষয়ে ভগবানের সদৃশ কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ ছিলেন কি?," তাহা হইলে আমি কহিব "ছিলেন"। "ভবিষ্যতে ঐ বিষয়ে ভগবানের সদৃশ কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ হইবেন কি?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব, "হইবেন"। "বর্ত্তমানে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আছেন কি যিনি ঐ বিষয়ে ভগবানের সদৃশ?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব "নাই"। ভন্তে, যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আয়ুষ্মান সারিপুত্র কি হেতু একজনের অনুমোদন করেন, একজনের করেন না?" তাহা হইলে আমি কহিব "আমি ভগবানের উপস্থিতিতে তাঁহাকে কহিতে শুনিয়াছি এবং তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিঃ 'অতীতে সম্বোধি বিষয়ে আমার সদৃশ অরহন্ত সম্যক সম্বুদ্ধগণ হইয়াছিলেন।' ঐরূপেই আমি ভগবানের নিকট হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছিঃ 'ভবিষ্যতে সম্বোধি বিষয়ে আমার সদৃশ অরহন্ত সম্যক সম্বুদ্ধগণ হইবেন।' ঐরূপেই আমি ভগবানের নিকট হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছিঃ 'একই জগতে একই সময়ে যে দুইজন অরহন্ত সম্যক সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন ইহা অসম্ভব, এইরূপ ঘটনার অবকাশ নাই।" ভন্তে, উক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া এবং উক্ত প্রকার উত্তর দিয়া কি আমি ভগবদ্বাক্যের যথারূপ প্রকাশক হইব এবং অসত্য দ্বারা উহাকে বিকৃত করিব না? ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করিব এবং কোন বাদশীল সহধর্ম্মী নিন্দা করিবার অবসর পাইবে না?'

'সারিপুত্র, ঐরূপ উত্তর দিয়া তুমি যথার্থই আমার বাক্যের সত্যানুরূপ প্রকাশক হইবে এবং অসত্যাবৃত করিয়া উহাকে বিকৃত করিবে না, কোন বাদশীল সহধর্ম্মীও নিন্দা করিবার অবসর পাইবে না।'

২১। এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান উদায়ি ভগবানকে কহিলেনঃ 'আশ্চর্য্য, অদ্ভূত, ভন্তে! তথাগতের অল্পেচ্ছা, সন্তুষ্টি ও কৃচ্ছ্র, যেহেতু তিনি এইরূপ মহাবল এবং মহানুভাব হইয়াও আপনাকে প্রকাশ করেন না। এই সকলের মধ্যে মাত্র একটি ধর্ম্মও যদি অন্য-তীর্থিয় পরিব্রাজকগণ আপনার মধ্যে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ পতাকা উত্তোলন করিবে। আশ্চর্য্য, অদ্ভূত ভন্তে! তথাগতের অল্পেচ্ছা, সন্তুষ্টি ও কৃচ্ছ্র, যেহেতু তিনি এইরূপ মহাবল এবং মহানুভাব হইয়াও আপনাকে প্রকাশ করেন না।'

'উদায়ি, দেখঃ "ভগবানের অল্পেচ্ছা, সন্তুষ্টি ও কৃচ্ছ্র, যেহেতু তিনি এইরূপ মহাবল এবং মহানুভাব হইয়াও আপনাকে প্রকাশ করেন না।" উদায়ি, এই সকলের মধ্যে মাত্র একটি ধর্ম্মও যদি অন্য-তীর্থিয় পরিব্রাজকগণ আপনার মধ্যে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ পতাকা উত্তোলন করিবে। উদায়ি, দেখঃ "তথাগতের অল্পেচ্ছা সন্তুষ্টি ও কৃচ্ছ্র, যেহেতু তিনি এইরূপ মহাবল এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহানুভাব হইয়াও আপনাকে প্রকাশ করেন না।"

২২। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে সম্বোধন করিলেনঃ 'অতএব, সারিপুত্র, তুমি এই ধর্ম্মপর্য্যায় ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের নিকট, উপাসক ও উপাসিকাগণের নিকট অনুক্ষণ প্রকাশ করিবে। যে সকল নির্ব্বোধ পুরুষের তথাগতের সম্বন্ধে সংশয় অথবা দ্বিধা হইবে, এই ধর্ম্মপর্য্যায় শ্রবণ করিয়া তাহাদের সংশয় অথবা দ্বিধা দূর হইবে।'

এইরূপে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের সম্মুখে আপনার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। তন্নিমিত্ত এই ধর্ম্মব্যাখ্যানের নাম 'সম্পসাদনীয়' হইয়াছে।

সম্পসাদনীয় সূত্রান্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৯। পাসাদিক সূত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান শাক্যদিগের দেশে অবস্থান করিতেছিলেন। (বেধঞ্ঞা নামক এক শাক্য পরিবারের আম্রবনস্থ প্রাসাদে[১]।) ঐ সময়ে অল্পকাল পূর্ব্বেই পাবায় নিগণ্ঠ নাথপুত্তের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বন্ধ, কলহ, বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মুখাস্ত্র দ্বারা আহত করিতেছিল– 'তুমি এই ধর্ম্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কি প্রকারে এই ধর্ম্ম ও বিনয় জানিবে?– তুমি মিথ্যা দৃষ্টির অনুবর্ত্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন– আমি প্রাসঙ্গিক কথা কহিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক কহিতেছ– পূর্ব্বে কথনীয় তুমি পশ্চাতে কহিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্ব্বে কহিয়াছ– তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে– তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ– স্বকীয় দৃষ্টি পরিশুদ্ধ কর, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশমুক্ত কর।'[২] নাথপুত্তের অনুচর নিগণ্ঠগণ যেন পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। নিগণ্ঠ নাথপুত্তের শ্বেতাম্বরধারী গৃহী-শ্রাবকগণও নিগণ্ঠগণের প্রতি উদাসীন হইয়াছিল, বিরক্ত হইয়াছিল, তাহাদের বিরোধী হইয়াছিল, তাহাদের ধর্ম্ম-বিনয়ের ব্যাখ্যান এতই অপটু হইয়াছিল, উহার প্রচার এতই অফল-প্রদ হইয়াছিল, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা এতই অক্ষম হইয়াছিল, যেহেতু উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হয় নাই এবং ভিন্নস্তুপ[৩] ও অপ্রতিশরণে পরিণত হইয়াছিল।

২। অনন্তর শ্রামণের চুন্দ পাবায় বর্ষাবাস করিয়া সামাগামে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপরে তিনি আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেনঃ 'ভন্তে, নিগণ্ঠ নাথপুত্ত সম্প্রতি পাবায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বন্ধ, কলহ, বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মুখাস্ত্র দ্বারা আহত করিতেছে– 'তুমি এই ধর্ম্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কি প্রকারে এই ধর্ম্ম ও বিনয় জানিবে?– তুমি মিথ্যা দৃষ্টির অনুবর্ত্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন– আমি প্রাসঙ্গিক কথা কহিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক কহিতেছ– পূর্ব্বে কথনীয় তুমি পশ্চাতে কহিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্ব্বে কহিয়াছ– তোমার বিচার ব্যর্থ

---

[১]। শিল্প শিক্ষাদানের নিমিত্ত ঐ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

[২]। দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, ৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[৩]। ভিত্তিহীন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়াছে– তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ– স্বকীয় দৃষ্টি পরিশুদ্ধ কর, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশমুক্ত কর।'[১] নাথপুত্তের অনুচর নিগণ্ঠগণ যেন পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নাথপুত্তের গৃহী-শ্রাবকগণও নিগণ্ঠগণের প্রতি উদাসীন হইয়াছে, বিরক্ত হইয়াছে, তাহাদের বিরোধী হইয়াছে, তাহাদের ধর্ম্ম-বিনয়ের ব্যাখ্যান এতই অপটু হইয়াছে, উহার প্রচার এতই অফল-প্রদ হইয়াছে, লক্ষ্যে চালিত করিবার এবং শান্তি প্রদানে উহা এতই অক্ষম হইয়াছে, যেহেতু উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হয় নাই এবং ভিন্নস্তূপ ও অপ্রতিশরণে পরিণত হইয়াছে।'

এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ চুন্দকে কহিলেনঃ 'চুন্দ, এই বৃত্তান্ত ভগবানের নিকট জ্ঞাপন করিবার যোগ্য, এস, আমরা ভগবানের নিকট গমন করিয়া ইহা তাঁহার গোচরে আনয়ন করি।'

'ভন্তে, তথাস্তু' কহিয়া চুন্দ সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

৩। তৎপরে আয়ুষ্মান আনন্দ ও চুন্দ ভগবানের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দ ভগবানকে কহিলেনঃ 'ভন্তে, শ্রামণের চুন্দ কহিতেছেন– নিগণ্ঠ নাথপুত্ত সম্প্রতি পাবায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বন্দ্ব, কলহ, বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মুখাস্ত্র দ্বারা আহত করিতেছে– 'তুমি এই ধর্ম্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কি প্রকারে এই ধর্ম্ম ও বিনয় জানিবে?– তুমি মিথ্যাদৃষ্টির অনুবর্ত্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন-আমি প্রাসঙ্গিক কথা কহিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক কহিতেছ– পূর্ব্বে কথনীয় তুমি পশ্চাতে কহিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্ব্বে কহিয়াছ– তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে– তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ– স্বকীয় দৃষ্টি পরিশুদ্ধ কর, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশমুক্ত কর। নাথপুত্রের অনুচর নিগণ্ঠগণ যেন পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নিগণ্ঠ নাথপুত্তের শ্বেতাম্বরধারী গৃহী-শ্রাবকগণও নিগণ্ঠগণের প্রতি উদাসীন হইয়াছে, বিরক্ত হইয়াছে, তাহাদের বিরোধী হইয়াছে, তাহাদের ধর্ম্ম-বিনয়ের ব্যাখ্যান এতই অপটু হইয়াছে, উহার প্রচার এতই অফল-প্রদ হইয়াছিল, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা এতই অক্ষম হইয়াছিল, যেহেতু উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হয় নাই এবং ভিন্নস্তূপ ও অপ্রতিশরণে পরিণত হইয়াছে।

'চুন্দ, যখন ধর্ম্ম-বিনয়ের ব্যাখ্যান অপটু হয়, উহার প্রচার অফল-প্রদ হয়, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা অক্ষম হয়, এবং সম্যক সম্বুদ্ধ

[১]। দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, ৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর্ত্তৃক ঘোষিত হয় না, তখন এইরূপই হইয়া থাকে।

৪। 'চুন্দ, শাস্তা সম্যক সম্বুদ্ধ না হইলে, ধর্ম্মের ব্যাখ্যান অপটু হইলে, উহার প্রচার অফল-প্রদ হইলে, উহা লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে অক্ষম হইলে এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত না হইলে শ্রাবকও যখন ঐ ধর্ম্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ় হয়না, উহাতে বিহিত আচার সম্পন্ন হয়না, ধর্ম্মের অনুসরণ করেনা, উহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করে; তাহাকে এইরূপ বলিতে পারা যায়– 'মিত্র, তোমার লাভ দুলব্ধ, তোমার শাস্তাও সম্যক সম্বুদ্ধ নহেন, ধর্ম্মও সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত নহে, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে অক্ষম, উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত নহে; তুমি ঐ ধর্ম্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ় নহ, উহাতে বিহিত আচার সম্পন্ন নহ, ধর্ম্মের অনুসরণকারী নহ, তুমি উহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান কর।' এইরূপে, চুন্দ, শাস্তা ও ধর্ম্ম উভয়ই নিন্দনীয় হয়, শ্রাবক প্রশংসনীয় হয়। চুন্দ, এইরূপ শ্রাবককে যে কহে– 'আয়ুষ্মান' আপনার শাস্তা কর্ত্তৃক ধর্ম্ম যেরূপে উপদিষ্ট এবং ঘোষিত হইয়াছে সেইরূপেই উহার অনুসরণ করুন,' তাহা হইলে উদ্দীপক, উদ্দীপিত এবং উদ্দীপিত হইয়া যে তদনুরূপ আচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা সকলেই বহু অপুণ্য প্রসব করে। কি কারণে? চুন্দ, যখন ধর্ম্ম-বিনয়ের ব্যাখ্যান অপটু হয়, উহার প্রচার অফল-প্রদ হয়, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা অক্ষম হয়, এবং উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হয় না, তখন এইরূপই হইয়া থাকে।

৫। 'চুন্দ, শাস্তা সম্যক সম্বুদ্ধ না হইলে, ধর্ম্মের ব্যাখ্যান অপটু হইলে, উহার প্রচার অফল-প্রদ হইলে, উহা লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে অক্ষম হইলে এবং সম্যক-সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত না হইলে শ্রাবক যখন ঐ ধর্ম্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ় হয়, উহাতে বিহিত আচার সম্পন্ন হয়, ধর্ম্মের অনুসরণ করে, উহাতে লগ্ন হইয়া অবস্থান করে; তাহাকে এইরূপ বলিতে পারা যায়– 'মিত্র, তোমার লাভ নাই, তোমার ক্ষতি, তোমার শাস্তা ও সম্যক সম্বুদ্ধ নহেন, ধর্ম্মও সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত নহে, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে অক্ষম, উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত নহে; তুমি ঐ ধর্ম্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ়, উহাতে বিহিত আচার সম্পন্ন, উহার অনুসরণকারী, তুমি উহাতে লগ্ন হইয়া অবস্থান কর।' এইরূপে চুন্দ, শাস্তাও নিন্দনীয় হন, ধর্ম্মও নিন্দনীয় হয়, শ্রাবকও নিন্দনীয় হয়। চুন্দ, এইরূপ শ্রাবককে যে কহে– 'আয়ুষ্মান অবশ্যই সত্যমার্গে প্রতিষ্ঠিত, আপনি উহাতে পরিপূর্ণতা লাভ করিবেন,' তাহা হইলে যে প্রশংসা করে, এবং যে প্রশংসিত হইয়া অধিকতর উৎসাহ সম্পন্ন হয়, তাহারা সকলেই বহু অপুণ্য প্রসব করে। কি কারণে? চুন্দ, যখন ধর্ম্ম বিনয়ের ব্যাখ্যান অপটু হয়, উহার প্রচার অফল-প্রদ হয়, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা অক্ষম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়, এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হয় না, তখন এইরূপই হইয়া থাকে।

৬। চুন্দ, শাস্তা সম্যক সম্বুদ্ধ হইলে, ধর্ম্মের ব্যাখ্যান যথাযথ হইলে, উহার প্রচার ফলপ্রদ হইলে, উহা লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে সক্ষম হইলে এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হইলে শ্রাবক যখন ঐ ধর্ম্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ় হয়না, উহাতে বিহিত আচার সম্পন্ন হয়না, ধর্ম্মের অনুসরণ করেনা, উহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করে, তাহাকে এইরূপ বলিতে পারা যায়– 'মিত্র তোমার লাভ নাই, তোমার ক্ষতি, তোমার শাস্তা সম্যক সম্বুদ্ধ, ধর্ম্ম সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম, উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত; তুমি ঐ ধর্ম্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ় নহ, উহাতে বিহিত আচার সম্পন্ন নহ, উহার অনুসরণে বিরত, তুমি উহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান কর।' এইরূপে, চুন্দ, শাস্তা প্রশংসনীয় হন, ধর্ম্ম প্রশংসনীয় হয়, শ্রাবক নিন্দনীয় হয়। চুন্দ, এইরূপ শ্রাবককে যে কহে– 'আয়ুষ্মান, আপনার শাস্তা কর্ত্তৃক ধর্ম্ম যেরূপে উপদিষ্ট এবং ঘোষিত হইয়াছে সেইরূপেই উহার অনুসরণ করুন,' তাহা হইলে উদ্দীপক, উদ্দীপিত এবং উদ্দীপিত হইয়া যে তদনুরূপ আচরণ করে, তাহারা সকলেই বহু পুণ্য প্রসব করে। কি কারণে? চুন্দ, যখন ধর্ম্ম-বিনয় সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত হয়, লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম হয়, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হয়, তখন এইরূপই হইয়া থাকে।

৭। চুন্দ, মনে কর শাস্তা সম্যক সম্বুদ্ধ, ধর্ম্ম সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত, শ্রাবকও ঐ ধর্ম্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ়, উহাতে বিহিত আচার সম্পন্ন, উহার অনুসরণকারী, উহাতেই লগ্ন; এইরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে বলিতে পারা যায়– 'মিত্র, তোমার লাভ সুলব্ধ, তোমার শাস্তা অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, ধর্ম্ম সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত; তুমি ঐ ধর্ম্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ়, উহাতে বিহিত আচার সম্পন্ন, ধর্ম্মের অনুসরণকারী, উহাতে লগ্ন হইয়া তুমি অবস্থান কর।' এইরূপে, চুন্দ, শাস্তাও প্রশংসনীয় হন, ধর্ম্মও প্রশংসনীয় হয়, শ্রাবকও প্রশংসনীয় হয়। যে এইরূপ শ্রাবককে এইরূপ কহে– 'আয়ুষ্মান অবশ্যই সত্যমার্গে প্রতিষ্ঠিত, আপনি উহাতে পরিপূর্ণতালাভ করিবেন,' যে প্রশংসা করে, যাহাকে প্রশংসা করে, প্রশংসিত হইয়া যে অধিকমাত্রায় উৎসাহসম্পন্ন হয়, তাহারা সকলেই বহু পুণ্য প্রসব করে। কি কারণে? চুন্দ, যখন ধর্ম্ম-বিনয় সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত হয়, লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম হয়, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হয়, তখন এইরূপই হইয়া থাকে।

৮। চুন্দ, মনে কর অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্তা জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্ম্মও সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত, কিন্তু শ্রাবকগণ সদ্ধর্ম্মে পারদর্শী হন নাই, সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাদের নিকট প্রকট হয় নাই, বিবৃত হয় নাই, ব্যাপক ও বিস্ময়কর রূপে প্রকাশিত হয় নাই, সর্ব্বজনমধ্যে ঘোষিত হয় নাই, এইরূপ সময়ে শাস্তার অন্তর্দ্ধান হইল। চুন্দ, এইরূপ শাস্তার মৃত্যু শ্রাবকগণের পক্ষে শোচনীয়। কি কারণে? অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্তা জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মও সুব্যাখ্যাত, সুপ্রচারিত, লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা সদ্ধর্ম্মে পারদর্শী হই নাই, সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য আমাদের নিকট প্রকট হয় নাই, বিবৃত হয় নাই, ব্যাপক ও বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত হয় নাই, সর্ব্বজনমধ্যে ঘোষিত হয় নাই, এইরূপ সময়ে আমাদের শাস্তার অন্তর্দ্ধান হইল।' চুন্দ, এইরূপ শাস্তার মৃত্যু শ্রাবকগণের পক্ষে শোচনীয়।

৯। চুন্দ, মনে কর, অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্তা জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, ধর্ম্মও সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত, শ্রাবকগণও সদ্ধর্ম্মে পারদর্শী, সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাদের নিকট প্রকট, বিবৃত, ব্যাপক ও বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সর্ব্বজনমধ্যে ঘোষিত হইয়াছে, এইরূপ সময়ে শাস্তার অন্তর্দ্ধান হইল। চুন্দ, এইরূপ শাস্তার মৃত্যু শ্রাবকগণের পক্ষে শোচনীয় নয়। কি কারণে? 'অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্তা জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মও সুব্যাখ্যাত, সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়াছিল, আমরাও সদ্ধর্ম্মে পারদর্শী, সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য আমাদের নিকট প্রকট, বিবৃত, ব্যাপক ও বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত, সর্ব্বজনমধ্যে ঘোষিত, এইরূপ সময়ে আমাদের শাস্তার অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। চুন্দ, এইরূপ শাস্তার মৃত্যু শ্রাবকগণের পক্ষে শোচনীয় নয়।

১০। চুন্দ, ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলেও, শাস্তা যদি থের না হন, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্দ্ধক্যে উপনীত না হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপূর্ণ হয়। চুন্দ, যখন ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হয়, শাস্তাও থের, দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্দ্ধক্যে উপনীত হন, তখন ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

১১। চুন্দ, ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলেও, শাস্তা থের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেও যদি তাঁহার থের ভিক্ষু শ্রাবকগণ, পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেমপ্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

১২। চুন্দ! ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলে এবং শাস্তা-স্থবির, দীর্ঘ অভিজ্ঞাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেও যদি তাঁহার বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রাবকগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন না এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীণ হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

চুন্দ! যখন ব্রহ্মচর্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলে এবং শাস্তা-স্থবির দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে যদি তাঁহার বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রাবকগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীণ হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সর্ম্পূণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

চুন্দ! ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলে এবং শাস্তা- স্থবির দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রবজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে এবং তাঁহার বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রাবকগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, কিন্তু যদি তাঁহার মধ্যবয়স্ক ভিক্ষু শ্রাবকগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

মধ্যবয়স্ক ভিক্ষু শ্রাবকগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহার নব ভিক্ষু শ্রাবকগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

নব ভিক্ষু শ্রাবকগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহার বয়োবৃদ্ধা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

বয়োবৃদ্ধা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহার মধ্য বয়স্কা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

মধ্যবয়স্কা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহার নবা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

নবা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহার গৃহী শুভ্রবসন ধারী ব্রহ্মচারী উপাসক শ্রাবকগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

গৃহী শুভ্রবসনধারী ব্রহ্মচারী উপাসক শ্রাবকগণ- পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহার গৃহী শুভ্রবসন ধারী কামভোগী উপাসক শ্রাবকগণ- পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

গৃহী শুভ্রবসন ধারী কামভোগী উপাসক শ্রাবকগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহার গৃহিণী শুভ্রবসনা ব্রহ্মচারিনী উপাসিকা শ্রাবিকাগণ-পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

গৃহিণী শুভ্রবসনা ব্রহ্মচারিনী উপাসিকা শ্রাবিকাগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেও যদি তাঁহার গৃহিণী শুভ্র বসনা কামভোগিনী উপাসিকা শ্রাবিকাগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

গৃহিণী শুভ্র বসনা কামভোগিনী উপাসিকা শ্রাবিকাগণ– পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হইলেও যদি ব্রহ্মচর্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত, বহুজনাদৃত, বিশেষত্ব প্রাপ্ত, সর্ব্বসাধারণে সুপ্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

ব্রহ্মচর্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত, বহুজনাদৃত, বিশেষত্ব প্রাপ্ত, সর্ব্বসাধারণে সুপ্রকাশিত হইলেও যদি শ্রেষ্ঠ লাভ ও শ্রেষ্ঠ যশ প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

চুন্দ! যখন ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলে এবং শাস্তা- স্থবির, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, বহুবর্ষপ্রব্রজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে, যদি তাঁহার বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রাবকগণ– পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

মধ্যবয়স্ক ভিক্ষু শ্রাবকগণ– পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

নব ভিক্ষু শ্রাবকগণ– পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

বয়োবৃদ্ধা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ– পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

মধ্যবয়স্কা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ– পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসন পূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

নবা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ– পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

গৃহী শুভ্রবসনধারী ব্রহ্মচারী উপাসক শ্রাবকগণ– পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

গৃহী শুভ্রবসনধারী কামভোগী উপাসক শ্রাবকগণ– পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

গৃহিণী শুভ্রবসনা ব্রহ্মচারিণী উপাসিকা শ্রাবিকাগণ– পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসন–পূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

গৃহিণী শুভ্রবসনা কামভোগিনী উপাসিকা শ্রাবিকাগণ– পণ্ডিত, বিনীত বিশারদ, যোগক্ষেম-প্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম হন এবং বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

ব্রহ্মচর্য্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত, বহুজনাদৃত, বিশেষত্বপ্রাপ্ত, সর্ব্বসাধারণে সুপ্রকাশিত হয় এবং শ্রেষ্ঠ লাভ ও শ্রেষ্ঠ যশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

১৩। চুন্দ, যখন ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসম্পন্ন হয় এবং তৎসহ শ্রেষ্ঠ লাভ ও শ্রেষ্ঠ যশ প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

১৪। চুন্দ, আমি এক্ষণে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্তারূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছি, ধর্ম্মও সুব্যাখ্যাত, সুপ্রচারিত, লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত, শ্রাবকগণও সদ্ধর্ম্মে পারদর্শী, সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাদের নিকট প্রকট, বিবৃত, ব্যাপক ও বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সর্ব্বজনমধ্যে ঘোষিত হইয়াছে। চুন্দ, আমি এক্ষণে শাস্তা থের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণায়ু ও বার্দ্ধক্যে উপনীত।

১৫। চুন্দ, আমার ভিক্ষু শ্রাবকগণ আছেন– তাঁহারা থের, পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগ-ক্ষেমপ্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম। আমার মধ্যবয়স্ক পণ্ডিত ভিক্ষু শ্রাবকগণ আছেন– তাঁহারা থের, পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগ-ক্ষেমপ্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম। আমার নব ভিক্ষু শ্রাবকগণ আছেন– তাঁহারা থের, পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগ-ক্ষেমপ্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম। আমার থেরী ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আছেন– তাঁহারা থেরী, পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগ-ক্ষেমপ্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম। আমার মধ্যবয়স্কা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আছেন– তাঁহারা থেরী, পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগ-ক্ষেমপ্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম। আমার নবা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আছেন– তাঁহারা থেরী, পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগ-ক্ষেমপ্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম। আমার উপাসক শ্রাবকগণ আছেন– তাঁহারা গৃহী, শ্বেতাম্বর-পরিহিত ব্রহ্মচারী। আমার ঐরূপ গৃহী শ্রাবকগণ আছেন যাঁহারা বিত্তসম্পন্ন। আমার উপাসিকা শ্রাবিকাগণ আছেন– তাঁহারা গৃহিণী; শ্বেতাম্বর পরিহিতা, ব্রহ্মচারিণী। আমার ঐরূপ উপাসিকা শ্রাবিকাগণ আছেন যাঁহারা বিত্তসম্পন্ন পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগ-ক্ষেমপ্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম। আমার ব্রহ্মচর্য্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত, বহুজনাদৃত, বিশেষত্বপ্রাপ্ত, সর্ব্বসাধারণের সুপ্রকাশিত।

১৬। চুন্দ, বর্ত্তমানে যে সকল শাস্তা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তুলনায় তাঁহাদের মধ্যে আমি অপর একজন শাস্তাও দেখিনা যিনি আমার ন্যায় লাভাগ্র ও যশাগ্র প্রাপ্ত। চুন্দ, বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যে সকল সঙ্ঘ অথবা গণের আবির্ভাব হইয়াছে, তুলনায় তাহাদের মধ্যে আমি একটি সঙ্ঘও দেখিনা যাহা ভিক্ষুসঙ্ঘের ন্যায় লাভাগ্র ও যশাগ্র প্রাপ্ত। চুন্দ, সম্যক ভাষী যাহাকে কহিবেন– সর্ব্বাকার-সম্পন্ন, সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ, অন্যূন, অনধিক, সুব্যাখ্যাত, পরিপূর্ণাঙ্গ, সুপ্রকাশিত ব্রহ্মচর্য্য,' তাহা এই ব্রহ্মচর্য্য। চুন্দ, উদ্দক রামপুত্ত এইরূপ কহিতেনঃ 'দেখিয়াও দেখে না।' কি দেখিয়াও দেখে না? উত্তমরূপে শাণিত ক্ষুরের তলদেশ দেখে, উহার ধার দেখে না। ইহাকেই বলে 'দেখিয়াও দেখেনা।' চুন্দ, উদ্দক রামপুত্ত কথিত ক্ষুর সম্বন্ধীয় বাক্য হীন, গ্রাম্য, সাধারণোচিত, অনার্য্য অনর্থ-সংহিত। চুন্দ, সম্যকভাষী যখন কহিবেন 'দেখিয়াও দেখেনা,' তখন তিনি এইরূপ কহিবেনঃ দেখিয়াও দেখেনা। কি দেখিয়াও দেখেনা? এবম্প্রকার সর্ব্বাকার-সম্পন্ন, সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ, অন্যূন, অনধিক, সুব্যাখ্যাত, পরিপূর্ণাঙ্গ, সুপ্রকাশিত ব্রহ্মচর্য্য। ইহাই দেখে। উহাকে বিশুদ্ধতর করিবার অভিপ্রায়ে যদি উহা হইতে কোন অংশ বিচ্ছিন্ন করে তাহা হইলে দেখেনা। উহাকে পূর্ণতর করিবার অভিপ্রায়ে যদি উহাতে কিছু প্রক্ষেপ করে, তাহা হইলে দেখে না। ইহাকেই বলে দেখিয়াও দেখে না। চুন্দ, সম্যকভাষী যদি সর্ব্বাকারসম্পন্ন, সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্যূন, অনধিক, সুব্যাখ্যাত, পরিপূর্ণাঙ্গ, সুপ্রকাশিত ব্রহ্মচর্য্যের উল্লেখ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই ব্রহ্মচর্য্যেরই উল্লেখ করিতে হইবে।

১৭। অতএব, চুন্দ, আমার অনুভূত যে সকল সত্য আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি উহা সকলে একত্রিত ও মিলিত হইয়া, বহুজনের– দেবমনুষ্যের– হিত ও সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া, সর্ব্ব অর্থ ও ব্যঞ্জনের সহিত আবৃত্তি করিবে, বিবাদ করিবে না, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য দূরবিস্তৃত ও চিরস্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়। চুন্দ, ঐ সকল সত্য কি কি? উহা চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যকপ্রধান, চারিঋদ্ধিপাদ, পঞ্চইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, আর্য্যঅষ্টাঙ্গমার্গ। চুন্দ, এইগুলিই ঐ সকল সত্য।

১৮। চুন্দ, তোমরা একত্রিত ও মিলিত হইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া ঐ সকল সত্যে শিক্ষিত হইবে। মনে কর কোন সব্রহ্মচারী সঙ্ঘে ধর্ম্ম-ভাষণ করিতেছেন। ঐস্থানে তোমাদের মনে হইতে পারে– 'এই আয়ুষ্মান মিথ্যা অর্থ গ্রহণ করিতেছেন, মিথ্যা ব্যঞ্জনের প্রয়োগ করিতেছেন,' তাঁহার বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, নিন্দাও করিবে না। অভিনন্দন ও নিন্দা না করিয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিতে হইবে– 'আয়ুষ্মান, এই অর্থের এইরূপ এইরূপ ব্যঞ্জন, কোন্‌টি অধিকতর প্রযোজ্য? এই সকল ব্যঞ্জনের এই এই অর্থ, কোন্‌টি অধিকতর প্রযোজ্য?' তিনি যদি কহেন– 'এই অর্থের এই সকল ব্যঞ্জন অধিকতর প্রযোজ্য, এই সকল ব্যঞ্জনের এই এই অর্থ অধিকতর প্রযোজ্য,' তাঁহার বাক্য গ্রহণও করিবে না, বর্জ্জনও করিবে না। গ্রহণ ও বর্জ্জন না করিয়া অর্থ ও ব্যঞ্জন তাঁহাকে উত্তমরূপে সর্ব্ব মনোযোগের সহিত বুঝাইতে হইবে।

১৯। চুন্দ, মনে কর অপর একজন সব্রহ্মচারী সঙ্ঘে ধর্ম্মভাষণ করিতেছেন। ঐস্থানে তোমাদের মনে হইতে পারে– 'এই আয়ুষ্মান মিথ্যা অর্থ গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু ব্যঞ্জনের সম্যক প্রয়োগ করিতেছেন,' তাঁহার বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, নিন্দাও করিবে না। অভিনন্দন ও নিন্দা না করিয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিতে হইবে– 'আয়ুষ্মান, এই সকল ব্যঞ্জনের এই এই অর্থ, কোন্‌টি অধিকতর প্রযোজ্য?' যদি তিনি কহেন, 'আয়ুষ্মান এই সকল ব্যঞ্জনের এই এই অর্থ অধিকতর প্রযোজ্য,' তাঁহার বাক্য গ্রহণও করিবে না, বর্জ্জনও করিবে না। গ্রহণ ও বর্জ্জন না করিয়া অর্থ তাঁহাকে উত্তমরূপে সর্ব্বমনোযোগের সহিত বুঝাইতে হইবে।

২০। চুন্দ, মনে কর অপর একজন সব্রহ্মচারী সঙ্ঘে ধর্ম্ম-ভাষণ করিতেছেন। ঐ স্থানে তোমাদের মনে হইতে পারে,– 'এই আয়ুষ্মান অর্থ সম্যকরূপে গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু ব্যঞ্জনের সম্যক প্রয়োগ করিতেছেন না,' তাঁহার বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, নিন্দাও করিবে না। অভিনন্দন ও নিন্দা না করিয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহাকে এইরূপ কহিতে হইবে,– 'আয়ুষ্মান, এই অর্থের এই এই ব্যঞ্জন, কোন্‌টি অধিকতর প্রযোজ্য? তিনি যদি কহেন,– 'এই অর্থের এই এই ব্যঞ্জন অধিকতর প্রযোজ্য,' তাঁহার বাক্য গ্রহণও করিবে না, বর্জ্জনও করিবে না। গ্রহণ ও বর্জ্জন না করিয়া ব্যঞ্জন তাঁহাকে উত্তমরূপে সর্ব্বমনোযোগের সহিত বুঝাইতে হইবে।

২১। চুন্দ, মনে কর অপর একজন সব্রহ্মচারী সঙ্ঘে ধর্ম্ম-ভাষণ করিতেছেন, ঐস্থানে তোমাদের মনে হইতে পারে– 'এই আয়ুষ্মান অর্থ সম্যকরূপে গ্রহণ করিতেছেন, ব্যঞ্জনের সম্যক প্রয়োগ করিতেছেন,' তখন সাধুকার দিয়া তাঁহার বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিবে। ঐরূপ করিয়া তাঁহাকে কহিতে হইবে– 'আয়ুষ্মান, আমরা সৌভাগ্যবান, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা আপনার ন্যায় অর্থ ও ব্যঞ্জনকুশল সব্রহ্মচারী পাইয়াছি।'

২২। চুন্দ, এই জীবনেই যে সকল আস্রবের উৎপত্তি হয়, ঐ সকলের সংযমের নিমিত্ত আমি নবধর্ম্মের উপদেশ দিতেছি। আমি যে কেবল পরজীবনের আস্রব সমূহের বিনাশের জন্যই ধর্ম্মোপদেশ দিতেছি তাহা নহে; চুন্দ, আমি প্রত্যক্ষ জীবনের আস্রব সমূহের সংযমের জন্য এবং পরজীবনের আস্রব সমূহের বিনাশের জন্য ধর্ম্মোপদেশ দিতেছি। অতএব, চুন্দ, তোমাদের জন্য আমি যে চীবরের অনুমোদন করিয়াছি উহা শীতোষ্ণের নিবারণের জন্য, দংশ-মশক-বাতাতপ-সরীসৃপের স্পর্শ নিবারণের জন্য পর্য্যাপ্ত, সেইরূপেই লজ্জানিবারণের জন্য পর্য্যাপ্ত। আমি যে পিণ্ডপাতের অনুমোদন করিয়াছি উহা এই দেহের স্থিতি এবং পুষ্টির পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে; বিহিংসা নিবারণার্থে, ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপনার্থে পর্য্যাপ্ত হইবে– 'এইরূপে পুরাতন বেদনার বিনাশ-সাধন করিব এবং নূতন বেদনার উৎপাদন করিব না, যাহার ফলে আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইবে এবং আমি অনিন্দ্য ও সুখবিহারী হইব।' আমি তোমাদের জন্য যে শয়নাসনের অনুমোদন করিয়াছি, উহা শীতোষ্ণের নিবারণের জন্য, দংশ-মশক-বাতাতপ-সরীসৃপের স্পর্শ নিবারণের জন্য, ঋতু প্রকোপ পরিহারের জন্য, নিভৃতবাসের আনন্দের জন্য পর্য্যাপ্ত হইবে। আমি তোমাদের জন্য রোগীর ঔষধ ও পথ্যাদি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছি উহা উৎপন্ন ব্যাধির বেদনা নিবারণের জন্য এবং সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের জন্য পর্য্যাপ্ত হইবে।

২৩। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ কহিবেন– 'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখভোগে লিপ্ত হইয়া বিহার করেন।' চুন্দ, যে সকল অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজক ঐরূপ কহিবেন তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতে হইবে– 'আয়ুষ্মান, সুখভোগানুযোগ কি? উহা অনেক প্রকারের।' চুন্দ, চারি প্রকার আছে যাহা হীন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইতরসেবিত, সাধারণজনীয়, অনার্য্য, নিষ্ফল, যাহা নির্বেদ[১], বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্ব্বাণের অনুকূল নহে। কোন্ চারি প্রকার? চুন্দ, কোন নির্ব্বোধ প্রাণী-হত্যা করিয়া আপনাকে সুখী অনুভব করে, প্রীত হয়, ইহাই প্রথম প্রকার সুখভোগানুযোগ। পুনশ্চ, চুন্দ, কেহ অদত্তের গ্রহণ করিয়া আপনাকে সুখী অনুভব করে, প্রীত হয়, ইহা দ্বিতীয় সুখভোগানুযোগ। পুনশ্চ, চুন্দ, কেহ মৃষাবাদ কহিয়া আপনাকে সুখী অনুভব করে, প্রীত হয়, ইহা তৃতীয় সুখভোগানুযোগ । পুনশ্চ, চুন্দ, কেহ পঞ্চেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিরূপ ভোগে বেষ্টিত হইয়া বাস করে। ইহা চতুর্থ প্রকার সুখভোগানুযোগ । চুন্দ, এই সকলই চারি প্রকার সুখভোগ যাহা হীন ইতরসেবিত, সাধারণজনীয়, অনার্য্য, নিষ্ফল, যাহা নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্ব্বাণের অনুকূল নহে।

২৪। চুন্দ, ইহা, সম্ভব যে অন্যতীর্থিয়গণ জিজ্ঞাসা করিবে,– 'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কি ঐ সকল চারি প্রকার সুখভোগে অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন? 'তাহা নহে' এইরূপ উত্তর উহাদিগকে দিতে হইবে, তাহারা সম্যকভাষী হইবে না, মিথ্যা কুৎসা রটনা করিবে। চুন্দ, চারি প্রকার সুখভোগানুযোগ আছে যাহা সম্পূর্ণরূপে নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্ব্বাণের অনুকূল। কোন্ চারি প্রকার? চুন্দ, ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। ইহাই প্রথম প্রকার। পুনশ্চ, চুন্দ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক শান্তিপ্রদায়ী, চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনকারী অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখ-মণ্ডিত দ্বিতীয়ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। ইহাই দ্বিতীয় প্রকার। পুনশ্চ, চুন্দ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার করেন; তিনি কায়ে সুখ অনুভব করেন– যে সুখ সম্বন্ধে আর্যগণ কহিয়া থাকেন উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী'– এবং এইরূপে তৃতীয়ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। ইহাই তৃতীয় প্রকার। পুনশ্চ, চুন্দ, ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বেই সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া অ-দুঃখ অ-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। ইহাই চতুর্থ প্রকার। এই সকল চারি সুখভোগানুযোগ যাহা সম্পূর্ণরূপে নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্ব্বাণের অনুকূল। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ কহিবেন– 'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ এই সকল চারি সুখভোগে অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন।' এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে কহিতে হইবে– 'আপনারা যথার্থ কহিয়াছেন,' তাঁহারা সম্যকভাষী

[১]। জাগতিক জীবনে বিরক্তি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইবেন, মিথ্যা কুৎসারটনাকারী হইবেন না।

২৫। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ কহিবেন– 'যাঁহারা এই চারি সুখভোগে অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন, তাঁহাদের কি ফললাভ হইবে, কি ইষ্ট সাধিত হইবে?' তাঁহাদিগকে এইরূপ কহিতে হইবে– 'যাঁহারা ঐ চারি প্রকার সুখভোগে অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন তাঁহাদের চারি প্রকার ফললাভ হইতে পারে, চারি প্রকার ইষ্ট সাধিত হইতে পারে। কি কি প্রকার? এইস্থলে ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজনের[১] ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন ও দুর্গতিমুক্ত হন, তাঁহার সম্বোধি প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহা প্রথমফল, প্রথম ইষ্ট। পুনশ্চ, ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু রাগ, দ্বেষ ও মোহের নাশে সকৃদাগামী হইয়া মাত্র একবার এই জগতে আগমন করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহা দ্বিতীয়ফল, দ্বিতীয় ইষ্ট। পুনশ্চ, ভিক্ষু পঞ্চ অবরভাগীয়[২] সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া তথায় পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন, ঐ স্থান হইতে তাঁহার পুনরাগমন হয় না। ইহা তৃতীয়ফল, তৃতীয় ইষ্ট। পুনশ্চ, ভিক্ষু আস্রব সমূহের ক্ষয়হেতু অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞা-বিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জানিয়া ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। ইহা চতুর্থ ফল, চতুর্থ ইষ্ট। যাঁহারা উক্ত চারি প্রকার সুখভোগে অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন, তাঁহাদের এই চারিপ্রকার ফল লাভ হইতে পারে, চারিপ্রকার ইষ্ট সাধিত হইতে পারে।'

২৬। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ কহিবেন– 'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ধর্ম্মে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া বিহার করেন।' চুন্দ, তাঁহাদিগকে এইরূপ কহিতে হইবে– 'আয়ুষ্মান, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক শ্রাবকগণের নিকট ধর্ম্ম উপদিষ্ট ও ঘোষিত হইয়াছে, ঐ ধর্ম্ম যাবজ্জীবন অনুল্লঙ্ঘনীয়। যেইরূপ গভীররূপে প্রোথিত প্রস্তর অথবা লৌহস্তম্ভ অচল অটল হইয়া অবস্থান করে, সেইরূপই জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক শ্রাবকগণের নিকট উপদিষ্ট ও ঘোষিত ধর্ম্ম যাবজ্জীবন অনুল্লঙ্ঘনীয়। যে ভিক্ষু অরহত, ক্ষীণাস্রব, উদ্‌যাপিত-ব্রহ্মচর্য্য, কৃত-কৃত্য, ভারমুক্ত, পরমার্থপ্রাপ্ত, ভববন্ধন-মুক্ত, সম্যক জ্ঞান-বিমুক্ত, নয় প্রকার কর্ম্ম তদ্দ্বারা কৃত হওয়া অসম্ভব। ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রাণী-হত্যা করণে অসমর্থ, চৌর্য্য-কথিত অদত্তের গ্রহণে অসমর্থ, মৈথুন, ধর্ম্মের সেবা করিতে অসমর্থ,

---

[১]। যে সকল বন্ধন মানুষকে পুনর্জন্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। ত্রিবিধ সংযোজন ঃ সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ।

[২]। হীনাংশভাগীয়, কামজগত সম্পর্কীয়। উপরোক্ত ত্রিবিধ সংযোজন এবং তৎসহ কামচ্ছন্দ ও ব্যাপাদ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংকল্পিত মিথ্যাভাষণে অসমর্থ, পূর্ব্বে গৃহস্থজীবনে পার্থিব সুখভোগের নিমিত্ত যেইরূপ সঞ্চয় করিতেন সেইরূপ সঞ্চয় করণে অসমর্থ, রাগ, দ্বেষ ও মোহের বশবর্ত্তী হইতে অসমর্থ, ভয়াভিভূত হইতে অসমর্থ। যে ভিক্ষু অরহত, ক্ষীণাস্রব, উদ্‌যাপিত-ব্রহ্মচর্য্য, কৃত-কৃত্য, ভারমুক্ত, পরমার্থপ্রাপ্ত, ভববন্ধন-মুক্ত, সম্যক জ্ঞান-বিমুক্ত এই নয় প্রকার কর্ম্ম তদ্দ্বারা কৃত হওয়া অসম্ভব।

২৭। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থীয় পরিব্রাজকগণ কহিবেন– 'শ্রমণ গৌতম অতীত সম্বন্ধে অসীম জ্ঞান-দর্শন প্রকাশ করেন, কিন্তু অনাগত সম্বন্ধে ঐরূপ জ্ঞান-দর্শন প্রকাশ করেন না; ইহা কি প্রকার? কেন এইরূপ হয়?' নির্ব্বোধ অজ্ঞান অন্যতীর্থীয় পরিব্রাজকগণ এক প্রকার জ্ঞান-দর্শন দ্বারা অন্য প্রকার জ্ঞান-দর্শন জ্ঞাপিতব্য মনে করে। চুন্দ, অতীত সম্বন্ধে তথাগতের বিজ্ঞান স্মৃতি-অনুসারী। তিনি যতদূর ইচ্ছা ততদূর অনুস্মরণ করেন। ভবিষ্যদ্বিষয়ে তথাগতের বোধিজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়– 'ইহা অন্তিম জন্ম, আর পুনর্জন্ম নাই।'

২৮। চুন্দ, যদি অতীত মিথ্যা হয়, তথ্যানুরূপ না হয়, যদি উহা নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে তথাগত ঐ বিষয়ে কিছু কহেন না। যদি অতীত সত্য ও তথ্যানুরূপ হয়, কিন্তু অনর্থক হয়, তাহা হইলেও তথাগত ঐ বিষয়ে কিছু কহেন না। যদি অতীত সত্য, তথ্যানুরূপ এবং ইষ্টসাধক হয়, তাহা হইলে তথাগত ঐ প্রশ্নের উত্তর দান সম্বন্ধে কালজ্ঞ হন।

চুন্দ, যদি ভবিষ্যত মিথ্যা হয়, তথ্যানুরূপ না হয়, যদি উহা নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে তথাগত ঐ বিষয়ে কিছু কহেন না। যদি ভবিষ্যত সত্য ও তথ্যানুরূপ হয়, কিন্তু অনর্থক হয়, তাহা হইলেও তথাগত ঐ বিষয়ে কিছু কহেন না। যদি ভবিষ্যত সত্য, তথ্যানুরূপ এবং ইষ্টসাধক হয়, তাহা হইলে তথাগত ঐ প্রশ্নের উত্তর দান সম্বন্ধে কালজ্ঞ হন।

চুন্দ, যদি বর্ত্তমান মিথ্যা হয়, তথ্যানুরূপ না হয়, যদি উহা নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে তথাগত ঐ বিষয়ে কিছু কহেন না। যদি বর্ত্তমান সত্য ও তথ্যানুরূপ হয়, কিন্তু অনর্থক হয়, তাহা হইলেও তথাগত ঐ বিষয়ে কিছু কহেন না। যদি বর্ত্তমান সত্য, তথ্যানুরূপ এবং ইষ্টসাধক হয়, তাহা হইলে তথাগত ঐ প্রশ্নের উত্তর দান সম্বন্ধে কালজ্ঞ হন।

এইরূপে চুন্দ, অতীত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান ধর্ম্মসমূহে তথাগত কাল-বাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্ম্মবাদী ও বিনয়বাদী। তন্নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন।

২৯। চুন্দ, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ এই জগত ও সর্ব্বদেবমনুষ্য কর্ত্তৃক যাহা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, পর্য্যেষিত, মনে বিচারিত, ঐ সমস্তই তথাগতের জ্ঞাত। তন্নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন। চুন্দ, যে রাত্রিতে তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যে রাত্রে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিনি উপাধিশূন্য নির্ব্বাণ-ধাতুতে পরিনির্বৃত হইয়াছিলেন, এই দুই সময়ের অন্তরে তিনি আলোচনা, কথোপকথন ও নির্দ্দেশ দানের কালে যাহা কহিয়াছেন, তৎসমস্তই সত্য, উহার অন্যথা নাই। তন্নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন। চুন্দ, তথাগত বাক্যানুরূপ কর্ম্মকারী, কর্ম্মানুরূপ ভাষণকারী। এইরূপে, চুন্দ, তিনি যথাবাদী তথাকারী, যথাকারী তথাবাদী, এই নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন। দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ এই জগত ও সর্ব্বদেবমনুষ্যের মধ্যে তথাগত সর্ব্ববিজয়ী, অপরাজিত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান। এই নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন।

৩০। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ কহিবেন– 'আয়ুষ্মান, মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে? ইহাই কি সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা?' যাঁহারা এইরূপ কহেন তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে– 'আয়ুষ্মান, ভগবান কহেন নাইঃ 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।' ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ কহিবেন– 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না, ইহাই কি সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা?' যাঁহারা এইরূপ কহেন তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে– 'ভগবান ইহাও কহেন নাই।' সম্ভবতঃ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ কহিবেন– 'মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে এবং থাকেও না ইহাই সত্য অন্যপ্রকার দৃষ্ঠি মিথ্যা? যাঁহারা এইরূপ কহেন তাহাদিগকে বলিতে হইবে 'আয়ুষ্মান, ভগবান কহেন নাই; মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না তাহাও নয়, ইহাই কি সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা?' এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল পরিব্রাজকদিগকে ঐ একই প্রকার উত্তর দিতে হইবে।

৩১। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ কহিবেন– 'আয়ুষ্মান, শ্রমণ গৌতম কর্ত্তৃক ইহা কেন প্রকাশিত হয় নাই?' এইরূপক্ষেত্রে তাহাদিগকে বলিতে হইবে– 'এই প্রশ্ন অর্থ-সংহিত নহে, ধর্ম্ম-সংহিত নহে, সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল নহে; নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্ব্বাণের অনুকূল নহে। এই কারণে ভগবান কর্ত্তৃক ইহা প্রকাশিত হয় নাই।

৩২। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ কহিবেন– 'আয়ুষ্মান, শ্রমণ গৌতম কোন্ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন?' এইরূপক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে কহিতে হইবে– 'ভগবান দুঃখ কি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধগামী মার্গ প্রকাশ করিয়াছেন।

৩৩। চুন্দ, ঐ সকল পরিব্রাজকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন– 'কি হেতু শ্রমণ গৌতম ঐ সকল প্রকাশ করিয়াছেন?' এইরূপক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে কহিতে হইবে– 'যেহেতু ইহা অর্থ-সংহিত, ধর্ম্ম-সংহিত, সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল; নির্বেদ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্ব্বাণের অনুকূল। এই হেতু ভগবান উহা ব্যক্ত করিয়াছেন।'

৩৪। চুন্দ, পূর্ব্বান্তের[১] সম্পর্কে যে সকল দৃষ্টি আছে ঐ সকল যেরূপে ব্যক্ত হওয়া উচিত আমি সেইরূপেই তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছি; ঐ সকল যেরূপে প্রকাশিত হইবার যোগ্য নয়, আমি কি সেইরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিব? অপরান্ত সম্পর্কে যে সকল দৃষ্টি আছে ঐসকলও যেরূপে ব্যক্ত হওয়া উচিত আমি সেইরূপেই তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছি; ঐ সকল যেরূপে প্রকাশিত হইবার যোগ্য নয়, আমি কি সেইরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিব?

চুন্দ, পূর্ব্বান্ত সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টি আছে যাহা আমি যথানুরূপ তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছি ঐ সকল, এবং যে সকল প্রকাশের যোগ্য নয়, ঐ সকল কি? কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– 'আত্মা ও জগত শাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– 'আত্মা ও জগত অশাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– 'আত্মা ও জগত শাশ্বত এবং অশাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– 'আত্মা ও জগত শাশ্বতও নহে, অশাশ্বতও নহে, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– 'আত্মা ও জগত স্বয়ংকৃত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– 'আত্মা ও জগত পর-কৃত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন-'আত্মা ও জগত একাধারে স্বয়ংকৃত ও পরকৃত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– 'আত্মা ও জগত স্বয়ংকৃতও নহে, পরকৃতও নহে, উহারা অধীত্য-সমুৎপন্ন; ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– সুখ-দুঃখ শাশ্বত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– সুখ-দুঃখ অশাশ্বত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

---

[১]। প্রথম খণ্ড, ১৬-১৯, ৩৩-৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন–সুখ-দুঃখ একাধারে শাশ্বত ও অশাশ্বত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– সুখ-দুঃখ শাশ্বতও নহে, অশাশ্বতও নহে ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– সুখ-দুঃখ স্বয়ংকৃত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– সুখ-দুঃখ পরকৃত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– সুখ-দুঃখ একাধারে স্বয়ংকৃত ও পরকৃত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– সুখ-দুঃখ স্বয়ংকৃত ও নহে, পরকৃতও নহে, উহারা অধীত্য-সমুৎপন্ন। ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

৩৫। চুন্দ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কহেন– 'আত্মা ও জগত শাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা,' তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া আমি কহি– 'আপনারা কি কহেন আত্মা ও জগত শাশ্বত?' যখন তাঁহারা কহেন 'ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা' তখন আমি উহা অনুমোদন করি না। কি হেতু? এই বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী সত্ত্বগণও আছেন। এই প্রজ্ঞপ্তিতে আমি আমার সদৃশ কাহাকেও দেখিনা, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোথা হইতে হইবে? প্রজ্ঞপ্তি বিষয়ে আমিই শ্রেষ্ঠতর।

৩৬। চুন্দ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ মত ও দৃষ্টিসম্পন্ন– 'আত্মা ও জগত অশাশ্বত ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– 'আত্মা ও জগত শাশ্বত এবং অশাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– 'আত্মা ও জগত শাশ্বতও নহে, অশাশ্বতও নহে, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– 'আত্মা ও জগত স্বয়ংকৃত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– 'আত্মা ও জগত পর-কৃত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– 'আত্মা ও জগত একাধারে স্বয়ংকৃত ও পরকৃত, ইহাই সত্য, অন্য মত মিথ্যা।'

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– 'আত্মা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও জগত স্বয়ংকৃতও নহে, পরকৃতও নহে, উহারা অধীত্য-সমুৎপন্ন; ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– সুখ-দুঃখ শাশ্বত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– সুখ-দুঃখ অশাশ্বত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– সুখ-দুঃখ একাধারে শাশ্বত ও অশাশ্বত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– সুখ-দুঃখ শাশ্বতও নহে, অশাশ্বতও নহে ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– সুখ-দুঃখ স্বয়ংকৃত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন-সুখ-দুঃখ পরকৃত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– সুখ-দুঃখ একাধারে স্বয়ংকৃত ও পরকৃত ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন– সুখ-দুঃখ স্বয়ংকৃতও নহে, পরকৃতও নহে, উহারা অধীত্য-সমুৎপন্ন। ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা,' আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন করি, তাঁহারাও পূর্ব্বের ন্যায় কহেন 'ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।' আমি তাঁহাদের বাক্য অনুমোদন করি না। কি হেতু? এই বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী সত্ত্বগণও আছেন। এই প্রজ্ঞপ্তিতে আমি আমার সদৃশ কাহাকেও দেখিনা, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোথা হইতে হইবে? প্রজ্ঞপ্তি বিষয়ে আমিই শ্রেষ্ঠতর। এই সকলই পূর্ব্বান্ত সম্বন্ধীয় দৃষ্টি যাহা যেরূপে প্রকাশিত হওয়া উচিত সেইরূপেই আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি; ঐ সকল যেরূপে প্রকাশিত হইবার যোগ্য নয়, আমি কি সেইরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিব?

৩৭। চুন্দ, অপরান্ত সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টি আছে যাহা আমি যথানুরূপ তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছি ঐ সকল, এবং যে সকল প্রকাশের যোগ্য নয়, ঐ সকল কি?

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ মত ও দৃষ্টিসম্পন্ন– 'মরণান্তে আত্মা রূপী ও অরোগ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ মত এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন– 'আত্মা অরূপ অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী হইয়া থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে, এই অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

আত্মা সচৈতন্য অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

আত্মা অচৈতন্য অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

আত্মা না সচৈতন্য না অচৈতন্য অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

আত্মার উচ্ছেদ ও বিনাশ হয়, মরণের পর উহার অস্তিত্ব থাকে না, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

৩৮। চুন্দ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কহেন– 'মরণান্তে আত্মা রূপী ও অরোগ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা,' তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া আমি কহি– 'আপনারা কি কহেন মরণান্তে আত্মা রূপী ও অরোগ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে?' যখন তাঁহারা কহেন 'ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা,' তখন আমি উহা অনুমোদন করি না। কি হেতু? এই বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী সত্ত্বগণও আছেন। এই প্রজ্ঞপ্তিতে আমি আমার সদৃশ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোথা হইতে হইবে? প্রজ্ঞপ্তি বিষয়ে আমিই শ্রেষ্ঠতর।

৩৯। চুন্দ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ মত ও দৃষ্টিসম্পন্ন–আত্মা অরূপ অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী হইয়া থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে, এইরূপ অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

আত্মা সচৈতন্য অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

আত্মা অচৈতন্য অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

আত্মা না সচৈতন্য না অচৈতন্য অবস্থায় থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।

আত্মার উচ্ছেদ ও বিনাশ হয়, মরণের পর উহার অস্তিত্ব থাকে না, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহি– আপনারা কি কহেন– 'আত্মার উচ্ছেদ ও বিনাশ হয়, মরণের পর উহার অস্তিত্ব থাকে না?' যখন তাঁহারা কহেন 'ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা,' তখন আমি উহা অনুমোদন করিনা। কি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হেতু? এই বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী সত্ত্বগণও আছেন। এই প্রজ্ঞপ্তিতে আমি আমার সদৃশ কাহাকেও দেখিনা, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোথা হইতে হইবে? প্রজ্ঞপ্তি বিষয়ে আমিই শ্রেষ্ঠতর। এই সকলই অপরান্ত সম্বন্ধীয় দৃষ্টি যাহা যেরূপে প্রকাশিত হওয়া উচিত সেইরূপেই আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি, ঐ সকল যেরূপে প্রকাশিত হইবার যোগ্য নয়, আমি কি সেইরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিব?

৪০। চুন্দ, পূর্ব্বান্ত ও অপরান্ত সম্বন্ধীয় এই সকল দৃষ্টির বর্জ্জনের নিমিত্ত, উহাদের অতীত হইবার নিমিত্ত আমি চারি 'স্মৃতি-প্রস্থান'[১] উপদেশ দিয়াছি। ঐ সকল কি কি? চুন্দ, ভিক্ষু উৎসাহপূর্ণ, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান হইয়া, জগতে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্য দমন করিয়া, কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করেন, বেদনায় বেদনানুদর্শী হইয়া বিহার করেন,চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া বিহার করেন,ধর্ম্মে ধর্ম্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন। চুন্দ, পূর্ব্বান্ত ও অপরান্ত সম্বন্ধীয় এই সকল দৃষ্টির বর্জ্জনের নিমিত্ত উহাদের অতীত হইবার নিমিত্ত আমি চারি স্মৃতি-প্রস্থান উপদেশ দিয়াছি।

৪১। ঐ সময় আয়ুষ্মান উপবান ভগবানকে ব্যজননিরত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্দেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান উপবান ভগবানকে কহিলেনঃ 'ভন্তে, এই ধর্ম্ম-পর্য্যায় আশ্চর্য্য, অদ্ভূত, মনোহর, ভন্তে, এই ধর্ম্ম-পর্য্যায় অতি মনোহর। এই ধর্ম্ম-পর্য্যায়ের নাম কি?'

'তাহা হইলে, উপবান, এই ধর্ম্ম-পর্য্যায়কে 'পাসাদিক' নামে গ্রহণ করিতে পার।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। আনন্দিত হইয়া আয়ুষ্মান উপবান ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

পাসাদিক সূত্রান্ত সমাপ্ত।

[১]। দ্বিতীয় খণ্ড, মহাসতিপট্ঠান সূত্র দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩০। লক্ষণ সূত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। ১। এক সময় ভগবান জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন, 'ভিক্ষুগণ!' ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে কহিলেন, 'ভন্তে!' তখন ভগবান কহিলেন ঃ 'ভিক্ষুগণ, যিনি মহাপুরুষ তিনি দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত, ঐ লক্ষণযুক্ত মহাপুরুষের মাত্র দুই প্রকার গতি, অন্য নাই। গৃহবাসী হইলে তিনি রাজচক্রবর্ত্তী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যথা– চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র– সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন, তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে, মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন তিনি পৃথিবীতে আবরণমুক্ত সম্যক সম্বুদ্ধ অরহত পদ প্রাপ্ত হন।[১]

২। 'ভিক্ষুগণ! ঐ সকল মহাপুরুষ-লক্ষণ কি কি– যদ্বারা যুক্ত মহাপুরুষের মাত্র দুই প্রকার গতি, অন্য নাই? গৃহবাসী হইলে তিনি রাজচক্রবর্ত্তী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যথা– চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন, তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে, মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরণমুক্ত সম্যক সম্বুদ্ধ অরহত পদপ্রাপ্ত হন।

'ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষ সুপ্রতিষ্ঠিত-পাদ। ইহা মহাপুরুষের লক্ষণ।

'পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষের পদতলের নিম্নে চক্র দৃষ্ট হয়, উহা সহস্র অর, নেমি, ও নাভিযুক্ত, সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ এবং সুবিভক্ত। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষ আয়ত পাষ্ণি-সম্পন্ন ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'দীর্ঘ অঙ্গুলিসম্পন্ন। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'মৃদু-তরুণ হস্ত-পাদসম্পন্ন। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'জাল হস্ত-পাদসম্পন্ন। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

---

[১]। সুত্তনিপাত, সেল সূত্র এবং দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, ৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'পাদতলের মধ্যস্থলে স্থিত গুল্‌ফ-সন্ধি বিশিষ্ট। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'এণী-জঙ্ঘা বিশিষ্ট। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'দণ্ডায়মান অবস্থায়ই অবনত না হইয়া উভয় হস্ততল দ্বারা জানুদেশ স্পর্শ ও মর্দ্দনে সক্ষম। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় সম্পন্ন। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'সুবর্ণবর্ণ ও কাঞ্চনসন্নিভ ত্বক-বিশিষ্ট। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাহার চর্ম্ম এতই সূক্ষ্ম যে ধূলি ও মল উহাতে লিপ্ত হয় না। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপে মাত্র একটি লোম উৎপন্ন হয়। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাঁহার লোমসমূহ ঊর্দ্ধাগ্র, নীলাঞ্জনবর্ণ, দক্ষিণাবর্ত্ত-সম্পন্নকুণ্ডল বিশিষ্ট। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিব্য ঋজুতাসম্পন্ন। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি সপ্ত-উৎসেধসম্পন্ন। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাঁহার দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ সিংহের ন্যায়। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি উন্নত-বক্ষঃ। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ন্যায় অঙ্গ-সৌষ্ঠব সম্পন্ন, তাঁহার কায়ানুযায়ী ব্যাম এবং ব্যামানুযায়ী কায়। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি সমবর্ত্ত-স্কন্ধ। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি শ্রেষ্ঠরুচি সম্পন্ন। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি সিংহ-হনু। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি চত্বারিংশৎ দন্তবিশিষ্ট। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি সমদন্তবিশিষ্ট। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি অবিবর-দন্ত। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাঁহার শুভ্রোজ্জ্বল শ্বাদন্ত। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি দীর্ঘ-জিহ্বা। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তিনি দিব্যস্বরসম্পন্ন। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'করবীক পক্ষীর স্বরের ন্যায় মধুর তাঁহার স্বর। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাঁহার নেত্র গাঢ় নীলবর্ণ। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাঁহার গো-সদৃশ অক্ষি-পক্ষ্ম। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।'

'তাঁহার ভ্রূযুগমধ্যস্থ ঊর্ণ শুভ্র মৃদু তূলসন্নিভ, ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষের ভ্রূযুগমধ্যস্থ ঊর্ণ শুভ্র মৃদু তূলসন্নিভ হয়। ইহাও মহাপুরুষ লক্ষণ।'

'পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষ উষ্ণীষ-শীর্ষ হন। ইহাও মহাপুরুষ লক্ষণ।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। 'ভিক্ষুগণ, এই সকলই দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষলক্ষণ। যাহাতে যুক্ত মহাপুরুষের মাত্র দুইপ্রকার গতি, অন্য নাই। গৃহবাসী হইলে তিনি রাজচক্রবর্ত্তী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যথা– চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র– সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন, তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে, মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন তিনি পৃথিবীতে আবরণমুক্ত সম্যক সম্বুদ্ধ অরহত পদপ্রাপ্ত হন। ভিক্ষুগণ, এই সকল মহাপুরুষ-লক্ষণ ভিন্নধর্ম্মীয় ঋষিগণও অবগত আছেন, কিন্তু কোন্ কর্ম্মের ফলে কোন্ লক্ষণ লাভ হয় তাহা তাঁহাদের জ্ঞাত নহে।

৪। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বজন্ম, পূর্ব্বভব ও পূর্ব্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কুশল ধর্ম্মাচরণে দৃঢ়-সংকল্প হইয়াছিলেন, কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সদাচারে, দান বিতরণে, শীল গ্রহণে, উপোসথ পালনে, মাতৃসেবায়, পিতৃসেবায়, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের সেবায়, কুল-জ্যেষ্ঠের সৎকারে এবং অপরাপর মহৎ কুশল কর্ম্মে– অবিচলিত-সংকল্প হইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন– দিব্যআয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। তিনি ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া ইহলোকে আগমন করিয়া এই সকল মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন,– সুপ্রতিষ্ঠিত পাদ হইয়া তিনি সমভাবে ভূমিতে পদক্ষেপ করেন, সমভাবে পদ উত্তোলন করেন, সমভাবে সম্পূর্ণ পদতলের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করেন।

৫। 'ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া গৃহবাসী হইলে তিনি রাজচক্রবর্ত্তী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যথা– চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র– সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন; তিনি সসাগরা, উর্ব্বরা, অনিমিত্ত[১] অকণ্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীকে বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া তিনি কি লাভ করেন? কোন মনুষ্য শত্রু অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাঁহার প্রতিরোধে অক্ষম হয়। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি

[১]। দস্যুতস্করাদিজনিত অমঙ্গলের চিহ্নশূন্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ হন। তিনি বুদ্ধ হইয়া কি লাভ করেন? রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ অভ্যন্তর শত্রু এবং বহিঃশত্রু স্বরূপ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্মা অথবা জগতে অপর কেহ তাঁহার প্রতিরোধে অক্ষম। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৬। ঐ সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

সত্য, ধর্ম্ম, দম, সংযম, শৌচ, শীল,
উপোসথ, দান, অহিংসায় রত হইয়া,
বলপ্রয়োগে বিরত হইয়া, দৃঢ় সংকল্পের
সহিত তিনি সমতার আচরণ করিয়া–
ছিলেন। সেই কর্ম্মের ফলে তিনি স্বর্গে
গমন করিয়া সুখ ও ক্রীড়া-রতি অনুভব
করিয়াছিলেন।
ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া তিনি পৃথিবীতে
পুনরাগমন করিয়া সম-পদবিক্ষেপে ভূমি স্পর্শ
করিয়াছিলেন। লক্ষণজ্ঞগণ একত্রিত
হইয়া ঘোষণা করিলেনঃ 'যিনি
সুপ্রতিষ্ঠিতপাদ, তাঁহার অন্তরায় নাই,
গৃহীই হউক অথবা প্রব্রজিতই হউক,
ঐ লক্ষণের ঐ অর্থ
গৃহবাসী হইলে তিনি বিজয়ী-শত্রুমর্দ্দন
হন, কোন শত্রু তাঁহার প্রতিরোধ
করিতে পারে না, ঐ ধর্ম্মের ফলে কোন
মনুষ্য তাঁহার পথে অন্তরায় হইতে পারে না।
ঐরূপ পুরুষ যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন,
তাহা হইলে তিনি নৈষ্কাম্য-রত ও
বিচক্ষণ হইয়া শ্রেষ্ঠ নরোত্তমে পরিণত
হন, ইহা নিশ্চিত যে তিনি আর গর্ভে
প্রবেশ করেন না; ইহাই তাঁহার স্বাভাবিক নিয়তি।'

৭। 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্ব্বজন্ম, পূর্ব্বভব ও পূর্ব্বনিবাসে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া বহুজনের সুখবিধান করিয়াছিলেন, তাহাদের উদ্বেগ, উত্রাস, ভয় অপনোদন করিয়াছিলেন, তাহাদের ধর্ম্মানুযায়ী আশ্রয় ও রক্ষার বিধান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রয়োজনীয় বস্তু দান করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন– দিব্যাআয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। তিনি ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া ইহলোকে আগমন করিয়া এই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন,– তাঁহার পাদতলে সহস্র অর, নেমি ও নাভিযুক্ত, সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ সুবিভক্ত চক্র প্রকাশিত হয়।

৮। 'তিনি ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যথা– চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র– সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন; তিনি সসাগরা, উর্ব্বরা, অনিমিত্ত, অকন্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীতে বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তিনি বহু অনুচরবেষ্টিত হইয়া থাকেন,– ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নগর ও জনপদবাসীগণ, কোষাধ্যক্ষ, প্রহরী, দৌবারিক, অমাত্য, পারিষদ, ক্ষুদ্র রাজগণ, ধনী অভিজাত বংশীয়গণ এবং তরুণ রাজকুমারগণ কর্ত্তৃক তিনি বেষ্টিত হইয়া থাকেন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত, অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ হন। তিনি বুদ্ধ হইয়া কি লাভ করেন। তিনি বহু অনুচরবেষ্টিত হন,– ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ, উপাসক ও উপাসিকাগণ, দেব-মনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক তিনি বেষ্টিত হইয়া থাকেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৯। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

অতীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে মনুষ্যরূপে তিনি
বহু জনের সুখবিধান করিয়াছিলেন,
উদ্বেগ, উত্রাস ও ভয় অপনোদন করিয়াছিলেন,
সাগ্রহে তাহাদের আশ্রয় ও রক্ষার বিধান করিয়াছিলেন।
সেই কর্ম্মের ফলে স্বর্গে গমন করিয়া
তিনি সুখ ও ক্রীড়া-রতি অনুভব
করিয়াছিলেন। ঐ স্থান হইতে চ্যুত
হইয়া এই পৃথিবীতে পুনরাগমন করিলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাঁহার পাদদ্বয়ে সনেমি সহস্র অরযুক্ত চক্র দৃষ্ট হইয়াছিল।
লক্ষণজ্ঞগণ একত্রিত হইয়া শত পুণ্যলক্ষণ
সম্পন্ন কুমারকে দেখিয়া কহিলেনঃ
'তিনি বহু অনুচরবেষ্টিত ও শত্রুমর্দ্দনক্ষম
হইবেন, যেহেতু সম্পূর্ণ নেমিযুক্ত চক্র দৃষ্ট হইয়াছে।
ঈদৃশ পুরুষ যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করেন,
তাহা হইলে তিনি চক্রের প্রবর্ত্তন করিয়া
পৃথিবী শাসন করেন, ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার
অনুগামী হন, তিনি বিপুল যশের অধিকারী হন।
ঈদৃশ পুরুষ যদি নৈষ্কাম্য-রত ও বিচক্ষণ হইয়া
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দেব-মনুষ্য-
অসুর-শত্রু-রাক্ষসগণ, গন্ধর্ব্ব-নাগ-বিহঙ্গগণ,
চতুষ্পদগণ সেই অনুত্তর দেব-মনুষ্য-পূজিত,
মহা যশশ্বী পুরুষের সেবা করেন।'

১০। 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্ব্বজন্মে পূর্ব্বভবে পূর্ব্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণাতিপাত বর্জ্জনপূর্ব্বক উহাতে বিরত হইয়াছিলেন, দণ্ড ও শস্ত্র পরিহার করিয়া, পাপে-ভয়দর্শী, দয়াপন্ন এবং সর্ব্ব প্রাণীর হিতানুকম্পী হইয়া বিহার করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন– দিব্যআয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি এই তিন মহাপুরুষ লক্ষণের অধিকারী হন– তিনি আয়তপাষ্ণি সম্পন্ন, দীর্ঘাঙ্গুলিবিশিষ্ট এবং তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিব্য ঋজুতা সম্পন্ন।

১১। 'তিনি ঐ ত্রিবিধ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন। ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যথা– চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র– সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন; তিনি সসাগরা, উর্ব্বরা, অনিমিত্ত, অকন্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীতে বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দীর্ঘায়ু হন, বহুকাল স্থায়ী হন, বহুদিন জীবন ধারণ করেন, এই সময়ের মধ্যে কোন মনুষ্য প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা শত্রু তাঁহার জীবন নাশ করিতে পারে না। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত, অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তিনি দীর্ঘায়ু ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হন, বহুকাল জীবনধারণ করেন, এই সময়ের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা শত্রু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্মা অথবা জগতে অপর কেহ তাঁহার জীবন নাশ করিতে পারে না। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ'।

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১২। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

আপনার মরণ-বধ-ভয় বিদিত হইয়া
তিনি অপরের প্রাণবধে বিরত ছিলেন।
সেই সুকর্ম্মের ফলে তিনি স্বর্গে গমন
করিয়াছিলেন এবং তথায় সুকৃতির
ফল-বিপাক অনুভব করিয়াছিলেন।
ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় এই
পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি তিনটি
লক্ষণযুক্ত হন– দীর্ঘ বিপুল পাণি লাভ
করেন, ব্রহ্মার ন্যায় ঋজু, সুদর্শন এবং
অঙ্গ-সৌষ্ঠবসম্পন্ন হন, সুভুজ, তরুণকান্তি বিশিষ্ট,
শান্তমূর্ত্তি ও সৌভাগ্যযুক্ত হন।
তিনি মৃদু-তরুণ দীর্ঘ অঙ্গুলিবিশিষ্ট হন,
এই ত্রিবিধ মহাপুরুষলক্ষণ সমন্বিত কুমার
দীর্ঘজীবিরূপে ঘোষিত হন।
যদি গৃহী হন, তিনি বহুকাল জীবনধারণ
করিবেন, যদি প্রব্রজিত হন, তাহা হইলে
আরও অধিককাল জীবিত থাকিবেন;
তিনি আজয়ী হইয়া ঋদ্ধি-ভাবনায়
কালাতিপাত করেন, ইহা দীর্ঘায়ুতার
লক্ষণ।

১৩। 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্ব্বজন্ম, পূর্ব্বভব এবং পূর্ব্বনিবাসে মনুষ্যরূপে প্রণীত, সুমিষ্ট খাদ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও পেয় দান করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন– দিব্যআয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া তিনি এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া সপ্ত উৎসেধরূপ মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন– তাঁহার উভয় হস্তে, উভয় পদে, উভয় অংসদেশে এবং স্কন্ধে উৎসেধ লক্ষিত হয়।

১৪। 'তিনি ঐ লক্ষণসমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন। ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যথা– চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র– সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন; তিনি সসাগরা, উর্ব্বরা, অনিমিত্ত, অকন্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীতে বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি প্রণীত, সুমিষ্ট খাদ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় প্রাপ্ত হন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরন্মুক্ত, অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তিনি প্রণীত, সুমিষ্ট, খাদ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় লাভ করেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১৫। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

তিনি সুমিষ্ট খাদ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও পেয়
দান করিয়াছিলেন। ঐ সুকর্ম্মের ফলে
তিনি বহুকাল নন্দন কাননে আনন্দে
অতিবাহিত করিয়াছিলেন।
তিনি সপ্তউৎসেধ ও মৃদু হস্ত ও পাদযুক্ত
হইয়া এই জগতে আগমন করেন।
লক্ষণজ্ঞগণ তাঁহাকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য
লাভীরূপে ব্যক্ত করেন।
তিনি গৃহী-জীবনের জন্যই ঐ লক্ষণযুক্ত
হন নাই, প্রব্রজিত হইয়াও তিনি ঐ
লক্ষণ লাভ করেন; সর্ব্ব গৃহী-বন্ধন
ছিন্ন করিয়াও তিনি উত্তম খাদ্য-ভোজ্য
লাভীরূপে উক্ত হন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬। যেহেতু ভিক্ষুগণ, তিনি পূর্ব্বজন্মে, পূর্ব্বভবে, পূর্ব্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া দান, প্রিয় বাক্য, অর্থচর্য্যা ও সমান্নতারূপ চতুর্ব্বিধ সংগ্রহবস্তু দ্বারা জনপ্রিয় হইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি এই দুই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন– মৃদু-তরুণ হস্ত-পাদ এবং জালহস্ত-পাদ।

১৭। 'তিনি ঐ সকল লক্ষণযুক্ত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যথা– চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র– সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন; তিনি সসাগরা, উর্ব্বরা, অনিমিত্ত, অকন্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীতে বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি পরিজনবর্গ, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নগর ও জনপদবাসীগণ, কোষাধ্যক্ষগণ, প্রহরী ও দৌবারিকগণ, অমাত্য ও পারিষদগণ, ক্ষুদ্র রাজগণ, ধনী-অভিজাতবংশীয়গণ এবং তরুণ রাজকুমারগণের প্রিয় হন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরন্মুক্ত, অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তিনি পরিজনগণ, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ, উপাসক ও উপাসিকাগণ, দেবমনুষ্য অসুর নাগ গন্ধর্ব্বগণের প্রিয় হন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১৮। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

দান, অর্থচর্য্যা, প্রিয় বাক্য, সমান্নতা
দ্বারা বহুজনের চিত্ত জয় করিয়া, উক্ত
গুণসমূহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি স্বর্গে
গমন করেন।
ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় ইহলোকে
আগমন পূর্ব্বক তিনি কান্তি ও সৌকুমার্য্য
সমন্বিত হইয়া পরম সুন্দর দর্শনীয় মৃদু
এবং জালহস্তপদ লাভ করেন।
পারিজনবর্গ তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী হয়,
তিনি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া পৃথিবীতে
বাস করেন, প্রিয়বাদী ও হিত-সুখান্বেষী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়া তিনি প্রীতিপ্রদ গুণ সমূহের আচরণ
করেন।
যদি তিনি সর্ব্বপার্থিবসুখ ভোগ পরিহার
করেন, তাহা হইলে অজয়ী হইয়া
তিনি জনগণের নিকট ধর্ম্মপ্রকাশ করেন,
তাহারা উপদেষ্টার বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন
হইয়া ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন পালনে
রত হয়।

১৯। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বজন্মে, পূর্ব্বভবে, পূর্ব্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুজনকে অর্থোপসংহিত, ধর্ম্মোপসংহিত হিতবাক্য কহিয়াছিলেন, বহুজনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, ধর্ম্ম-যজ্ঞের দ্বারা প্রাণীগণের হিত ও সুখবিধান করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি এই দুই মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন,– পাদ-মধ্যস্থ গুল্‌ফ-সন্ধি এবং ঊর্দ্ধাগ্রলোম।

২০। 'তিনি ঐ লক্ষণসমূহ প্রাপ্ত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন। ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যথা– চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র– সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন; তিনি সসাগরা, উর্ব্বরা, অনিমিত্ত, অকন্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীতে বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি কাম-ভোগীগণের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রমুখ, উত্তম, প্রবর হন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরণমুক্ত, অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? সর্ব্ব সত্বের মধ্যে তিনি অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রমুখ, উত্তম, প্রবর, হন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

২১। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

তিনি পূর্ব্বে অর্থ ও ধর্ম্মোপসংহিত বাক্য কহিয়া
বহুজনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রাণীগণের হিত
ও সুখের বিধান করিয়াছিলেন, মাৎসর্য্যরহিত
হইয়া ধর্ম্মযজ্ঞ করিয়াছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঐ সুকর্ম্মের ফলে তিনি স্বর্গে গমন করিয়া তথায়
আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, এই পৃথিবীতে
আগমন করিয়া দুইটি লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া উত্তম
সুখ অনুভব করিয়াছিলেন।
তাঁহার রোমরাজী ঊর্দ্ধাগ্র এবং পাদগ্রন্থি সুব্যবস্থিত
ছিল, তদুপরি মাংস ও রক্তসহ বিস্তৃত ত্বক শোভন
হইয়াছিল।
ঐরূপ পুরুষ গৃহবাসী হইলে কাম-ভোগীদিগের মধ্যে
শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই,
তিনি জম্বুদ্বীপ জয়ী হইয়া বিহার করেন।
তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেও উহা অসাধারণ হয়,
তিনি সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন,
তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই, তিনি সর্ব্বজয়ী
হইয়া বিহার করেন।

২২। 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্ব্বজন্মে, পূর্ব্বভবে পূর্ব্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া "কিরূপে শীঘ্র জানিতে পারা যায়, শীঘ্র শিক্ষা করিতে পারা যায়, শীঘ্র শিক্ষার সম্যক অনুসরণ হয়, দীর্ঘকাল ক্লিষ্ট হইতে না হয়?" ইহা চিন্তা করিয়া সযত্নে শিল্প, বিদ্যা, আচরণ এবং কর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এণী-জঙ্ঘারূপ মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন।

২৩। ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি তিনি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা-চক্রবর্ত্তী হন। রাজা হইয়া তিনি কি লাভ করেন? যাহা রাজার্হ, রাজচিহ্ন, রাজভোগ্য, রাজোচিত, তাহা তিনি শীঘ্র লাভ করেন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? যাহা শ্রমণার্হ, শ্রমণ-লক্ষণ, শ্রমণোপভোগ্য, শ্রমণোচিত, তাহা তিনি শীঘ্র লাভ করেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

২৪। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

শিল্প, বিদ্যা, আচরণ এবং কর্ম্ম 'কিরূপে শীঘ্র শিক্ষা
করা যায়' ইহা ইচ্ছা করিয়া যাহাতে কাহারও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কষ্ট না হয় এবং দীর্ঘকাল কাহাকেও ক্লেশ স্বীকার করিতে না হয়, সেইরূপে তিনি শীঘ্র শিক্ষা দেন। সেই কুশল সুখবিধায়ক কর্ম্ম করিয়া তিনি মনোজ্ঞ, সুসংস্থিত, সুগোল, সুজাত, ক্রমোন্নত জঙ্ঘা লাভ করেন, সূক্ষ্ম ত্বকোপরি তাঁহার রোমরাজী ঊর্দ্ধাগ্র বিশিষ্ট হয়।

সেইপুরুষ এণী-জঙ্ঘ কথিত হন, এবং উহা অবিলম্বিত সমৃদ্ধিলাভের লক্ষণ কথিত হয়, তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপ হইতে মাত্র একটি লোম উদ্গত হয়, প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিলে যাহা ঈপ্সিত তাহা তিনি অবিলম্বে লাভ করেন।

তাদৃশ পুরুষ নৈষ্কাম্য-চিত্ত ও বিচক্ষণ হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে সেই মহান্ গৃহত্যাগী অবিলম্বে যোগ্যতানুরূপ প্রাপ্তিতে মণ্ডিত হন।

২৫। 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্ব্বজন্মে, পূর্ব্বভবে, পূর্ব্বনিবাসে, মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণদিগের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিতেনঃ "ভন্তে, কুশল কি? অকুশল কি? কি নিন্দনীয়, কি অনিন্দ্য? কি সেবিতব্য, কি সেবিতব্য নহে? কোন্ কর্ম্ম করিলে উহা দীর্ঘকাল আমার অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে? কোন্ কর্ম্মই বা করিলে উহা দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের কারণ হইবে?" সেই হেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন,– সুমসৃণ ত্বক বিশিষ্ট হন, ত্বকের সূক্ষ্মতার জন্য ধূলি ও মল দেহে লিপ্ত হয় না।

২৬। 'তিনি ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হন। ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যথা– চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র– সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন; তিনি সসাগরা, উর্ব্বরা, অনিমিত্ত, অকন্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীতে বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তিনি মহাপ্রাজ্ঞ হন, কামভোগীদিগের মধ্যে কেহই তাঁহার সদৃশ অথবা তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় না। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহাপ্রাজ্ঞ হন, পৃথুপ্রাজ্ঞ, নির্ম্মল জ্ঞানসম্পন্ন, ক্ষিপ্রবুদ্ধি, তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ, নির্বেধিক-প্রাজ্ঞ হন, সর্ব্ব সত্ত্বগণের মধ্যে কেহই প্রজ্ঞায় তাঁহার সদৃশ অথবা তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় না। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

২৭। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

অতীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তিনি জ্ঞানার্থী হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উপদেশ শ্রবণেচ্ছায় প্রব্রজিতগণের সেবা করিয়াছিলেন, জ্ঞাতার্থ হইয়া মঙ্গলোপদেশে কর্ণপাত করিয়াছিলেন। তিনি প্রজ্ঞালাভরূপ কর্ম্মহেতু মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মত্বকবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। জন্ম-লক্ষণজ্ঞগণ ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'তিনি সূক্ষ্মার্থসমূহের সম্যক-দর্শী হইবেন।' তাদৃশ জন প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া পৃথিবী শাসন করেন। অর্থানুশাসনে এবং উহার পরিগ্রহে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা তাঁহার সমান কেহই থাকে না। যদি তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে নৈষ্কাম্যরত ও বিচক্ষণ হন, অনুত্তর বিশিষ্ট প্রজ্ঞার অধিকারী হন, মহাপ্রজ্ঞ হইয়া বোধি প্রাপ্ত হন।

২৮। 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্ব্বজন্মে, পূর্ব্বভবে, পূর্ব্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রোধহীন ও শান্তচিত্ত ছিলেন, বহু বাক্যের বিষয়ীভূত হইলেও ক্ষোভ, কোপ, দ্বেষ অথবা বিরোধের বশবর্ত্তী হইতেন না; কোপ, দ্বেষ ও দৌর্ম্মনস্য প্রকাশ করিতেন না, সূক্ষ্ম, সুচিক্কণ ও মৃদু ক্ষৌম, কার্পাস, কৌষেয়, ঔর্ণ আস্তরণ ও আচ্ছাদন দান করিতেন, সেইহেতু তিনি সেই কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন– সুবর্ণ বর্ণ ও কাঞ্চন সন্নিভ ত্বক বিশিষ্ট হন।

২৯। 'তিনি ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি সূক্ষ্ম সুচিক্কণ ও মৃদু কার্পাস, কৌষেয় ও ঔর্ণ আস্তরণ ও আচ্ছাদন লাভ করেন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত, অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া কি লাভ করেন? তিনি সূক্ষ্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুচিক্কণ ও মৃদু কার্পাস, কৌষেয় ও ঔর্ণ আস্তরণ ও আচ্ছাদন লাভ করেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৩০। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

তিনি ক্রোধ-হীন হইয়া বিরাজ করিতেন এবং সূক্ষ্ম
সুচিক্কণ বস্ত্রাদি দান করিতেন। পৃথিবীতে দেবের
বর্ষণের ন্যায় পূর্ব্ব জন্মে তিনি দান করিয়াছিলেন,
ঐ কর্ম্ম করিয়া এইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া সুকৃতির
ফল স্বরূপ স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এইস্থানে তিনি
কনকতুল্যদেহবিশিষ্ট হইয়া সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের ন্যায়
অবস্থান করেন। যদি তিনি প্রব্রজ্যা ইচ্ছা না করিয়া
গৃহবাসী হন, তাহা হইলে বিশাল পৃথিবী সবিক্রমে
শাসন করেন, বিপুল, সূক্ষ্ম, সুচিক্কণ মহার্ঘ বসনাদি
লাভ করেন। যদি তিনি গৃহহীন জীবন আশ্রয়
করেন, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ আচ্ছাদন-আবরণ বস্ত্রাদি
প্রাপ্ত হন,
বিজয়ী হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত
হন, কৃতের নাশ নাই।

৩১। 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্ব্বজন্মে, পূর্ব্বভবে, পূর্ব্বনিবাসে, মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুকাল পূর্ব্বে হৃত, চির-প্রবাসী জ্ঞাতি-মিত্র-সুহৃৎ-সখাগণকে পুনর্মিলিত করিয়াছিলেন, মাতাকে পুত্রের সহিত, পুত্রকে মাতার সহিত, পিতাকে পুত্রের সহিত, পুত্রকে পিতার সহিত, ভ্রাতাকে ভ্রাতার সহিত, ভ্রাতাকে ভগ্নীর সহিত, ভগ্নীকে ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের ফলে মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন– কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় সম্পন্ন হন।

৩২। 'তিনি ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি বহু-পুত্রবান হন, তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র হয়– সকলেই সুর, বীর পরসেনা মর্দ্দনক্ষম। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরন্মুক্ত, অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তিনি পুত্র লাভ করেন, তাঁহার সুর, বীর, পরসেনা মর্দ্দনক্ষম সহস্রাধিক পুত্র হয়। বুদ্ধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৩৩। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

অতীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তিনি চিরহৃত
চির প্রবাসী জ্ঞাতি-সুহৃৎ-সখাগণকে
পুনর্মিলিত করিয়াছিলেন, তাহাদের
মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া আনন্দ লাভ
করিয়াছিলেন। তিনি ঐ কর্ম্মের ফলে
স্বর্গে গমনপূর্ব্বক সুখ ও ক্রীড়া-
রতি অনুভব করিয়াছিলেন। ঐ স্থান
হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় এই পৃথিবীতে
জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি কোষরক্ষিত
গুহ্যেন্দ্রিয় সম্পন্ন হইয়া থাকেন। তিনি
সুর, বীর, শত্রু-জয়ী, গৃহীর প্রীতিজনক,
প্রিয়ম্বদ সহস্রাধিক পুত্র লাভ করেন।
তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তাঁহার
আজ্ঞানুবর্ত্তী বহু পুত্র হয়। এইরূপে
গৃহীই হউন অথবা প্রব্রজিতই হউন,
ঐ লক্ষণ উক্ত মঙ্গলের দ্যোতক।

প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।

২। ১। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বজন্মে, পূর্ব্বভবে, পূর্ব্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জনসাধারণের হিতকামী ছিলেন, তাহাদের মধ্যে সাম্য ও বৈষম্য জানিতেন, মানুষ বুঝিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহা বুঝিতেনঃ "এই পুরুষ ইহার যোগ্য, এই পুরুষ উহার যোগ্য," এবং এইরূপে মানুষের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দর্শন করিতেন। সেইহেতু ঐ কর্ম্মের ফলে মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া এই দুই মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন– ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ন্যায় অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন হন এবং দণ্ডায়মান অবস্থায়ই অবনত না হইয়া উভয় হস্ততল দ্বারা জানুদেশ স্পর্শ ও মর্দ্দনে সক্ষম হন।

২। 'ঐ সকল লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি তিনি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হন। ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যথা– চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র– সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন; তিনি সসাগরা, উর্ব্বরা, অনিমিত্ত, অকন্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীতে বিনাদণ্ডে ও বিনাঅস্ত্রে মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি আঢ্য, মহাধনশালী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণ রৌপ্যর অধিকারী, প্রভূত ধনধান্য সম্পন্ন হন, তাঁহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে। রাজা হইয়া তিনি এই লাভ করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরন্মুক্ত, অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া কি লাভ করেন? আঢ্য, প্রভূত ধন সম্পন্ন মহাভোগী হন। তিনি এই সকল ধন লাভ করেন,– যথা শ্রদ্ধা-ধন, শীল-ধন, হ্রী-ধন, শ্রুতি-ধন, উত্তপ্য-ধন, ত্যাগ-ধন, প্রজ্ঞা-ধন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৩। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

তিনি পূর্ব্বে জনসাধারণের হিতকামী
হইয়া, তুলনা বিচার ও চিন্তা করিয়া
"এই পুরুষ ইহার যোগ্য" ইহা বুঝিয়া
সর্ব্বস্থানে মানুষের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দর্শন
করিতেন।
এক্ষণে তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায়
অবনত না হইয়া হস্ত দ্বারা উভয় জানু
স্পর্শ করেন, এবং অপরাপর সুকর্ম্মের
ফলস্বরূপ মহীরূহের ন্যায় অঙ্গসৌষ্ঠব
সম্পন্ন হইয়াছেন।
বহুবিধ নিমিত্ত লক্ষণজ্ঞ নিপুণ ব্যক্তিগণ
ঘোষণা করিয়াছিলেন "অতি তরুণ
কুমার সর্ব্বশ্রেণীর গৃহস্থের যোগ্য
ভোগ্য-বস্তু লাভ করেন। তিনি রাজো
উপযুক্ত এবং গৃহীগণের ভোগ্য বহুবিধ
বস্তু লাভ করেন।"

৪। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বজন্মে, পূর্ব্বভবে, পূর্ব্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুজনের অর্থাকাঙ্ক্ষী, হিতাকাঙ্ক্ষী, সুখাকাঙ্ক্ষী, নিরাপত্তাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন এবং কিরূপে তাহাদের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয়, শীল বর্দ্ধিত হয়, শ্রুত বর্দ্ধিত হয়, ত্যাগ-ধর্ম্ম-প্রজ্ঞা-ধনধান্য-ক্ষেত্রবস্তু-দ্বিপদ-চতুষ্পদ-পুত্র-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দার-দাসকর্ম্মকার-পুরুষ-জ্ঞাতি-মিত্র-বান্ধব বর্দ্ধিত হয় তাহা চিন্তা করিয়াছিলেন,– সেইহেতু তিনি সেই কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন– দিব্যআয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি এই তিন মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন,– সিংহ-পূর্ব্বার্দ্ধ-কায়, উন্নত বক্ষঃ এবং সমবর্ত্ত স্কন্ধ।

৫। তিনি ঐ লক্ষণসমূহ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হন। রাজা হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তাঁহার কোন বস্তুরই হ্রাস হয় না; ধন-ধান্য, ক্ষেত্র-বস্তু, দ্বিপদ-চতুষ্পদ, পুত্র-দার, দাস-কর্ম্মকার-পুরুষ, জ্ঞাতি-মিত্র-বান্ধব প্রভৃতির হ্রাস হয় না, কোন সম্পত্তির হ্রাস হয় না। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত, অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তাঁহার কোন বস্তুরই হ্রাস হয় না; শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত, ত্যাগ, প্রজ্ঞা, ইত্যাদির হ্রাস হয় না, কোন সম্পত্তির হ্রাস হয় না। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৬। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত, বুদ্ধি, ত্যাগ ইত্যাদি বহু কুশল ধর্ম্ম;
ধন-ধান্য-ক্ষেত্র-বস্তু, পুত্র-দার, চতুষ্পদ;
জ্ঞাতি মিত্র-বান্ধব, বল, বর্ণ ও সুখ– এই সমুদয়ে
কিরূপে অপরের হ্রাস না হয় তিনি ইহাই ইচ্ছা
করিয়াছিলেন এবং তাহাদের অর্থসমৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা
করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি হেতু
সুসংস্থিত সিংহ-পূর্ব্বার্দ্ধকায়, সমবর্ত্ত-স্কন্ধ এবং
উন্নতবক্ষঃ হইয়াছেন এবং লক্ষণানুসারে কোন
প্রকার হ্রাস তাঁহাকে স্পর্শ করে না।
গৃহী হইলে তাঁহার ধন-ধান্য, পুত্র-দার,
চতুষ্পদগণ বর্দ্ধিত হয়, অকিঞ্চন হইয়া
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তিনি অনুত্তর
অক্ষয় বোধিপ্রাপ্ত হন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বজন্মে, পূর্ব্বভবে, পূর্ব্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া হস্ত, প্রস্তর-খণ্ড, দণ্ড অথবা শস্ত্রের প্রয়োগে প্রাণীগণের প্রতি হিংসাচরণ করেন নাই, সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন– দিব্যআয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া তিনি এই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন,– তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রুচিসম্পন্ন হন, তাঁহার রস-বাহিনী-স্নায়ুগুলি ঊর্দ্ধাগ্র হইয়া গ্রীবাদেশে জাত এবং সমভাবে বিক্ষিপ্ত।

৮। তিনি ঐ লক্ষণমণ্ডিত হইয়া গৃহবাসী হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি নীরোগ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হন, পূর্ণাঙ্গ নাতিশীতোষ্ণ গ্রহণীসম্পন্ন হন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত, অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া কি লাভ করেন? তিনি নীরোগ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হন, পূর্ণাঙ্গ নাতিশীতোষ্ণ গ্রহণী-সম্পন্ন হন, উদ্দ্যোগ ও ধৈর্য্যে সমভাবাপন্ন হন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৯। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

তিনি হস্ত, দণ্ড, প্রস্তর-খণ্ড শস্ত্র, হত্যা-সাধন,
উৎপীড়ন অথবা তর্জ্জন দ্বারা প্রাণীগণের প্রতি
হিংসাচরণ করেন নাই, তিনি অহিংস ছিলেন।
ঐ কারণে তিনি সুগতি প্রাপ্ত হইয়া
সুকর্ম্মপ্রসূত ফলোপভোগে আনন্দ লাভ
করেন।
এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি
সুসংস্থিত রসবাহিনী-স্নায়ু এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট
রুচিসম্পন্ন হন।
তন্নিমিত্ত নিপুণ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কহিয়াছিলেন ঃ
'এই মনুষ্য বহু সুখের অধিকারী
হইবেন, তিনি গৃহীই হউন অথবা
প্রব্রজিতই হউন, এই লক্ষণ ঐ সুখময়
অবস্থা সূচক।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বজন্মে, পূর্ব্বভবে, পূর্ব্বনিবাসে, পূর্ব্বকালে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বক্র, তির্য্যক অথবা প্রচ্ছন্ন দৃষ্টিপাত করিতেন না, তিনি ঋজু ও অকপট দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, উদারচিত্তে প্রিয় চক্ষুর দ্বারা বহুজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, সেইহেতু ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য তিনি মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন– দিব্যআয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। তিনি ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এই দুই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন,– তিনি গাঢ় নীল নেত্র ও গো-পক্ষ্ম বিশিষ্ট হন।

১১। 'তিনি ঐ লক্ষণদ্বয় সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি বহুজনের প্রিয়দর্শন হন; ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের, নিগম-জনপদবাসীগণের, গণক-মহামাত্রগণের, রক্ষী ও দৌবারিকগণের, অমাত্য ও পারিষদগণের, ভোজরাজগণের এবং অভিজাতবংশীয় কুমারগণের প্রিয় ও আনন্দ-দায়ক হন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরন্মুক্ত, অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? বহুজনের প্রিয়দর্শন হন; ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের, উপাসক ও উপাসিকাগণের, দেব-মনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্ব্বগণের প্রিয় ও আনন্দ দায়ক হন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১২। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

তিনি বক্র, তির্য্যক অথবা প্রচ্ছন্ন দৃষ্টিপাত করিতেন
না, তিনি ঋজু ও অকপট দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন,
উদারচিত্তে প্রিয় চক্ষুর দ্বারা বহুজনের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিতেন। ঐ কর্ম্মের ফলে তিনি স্বর্গে গমন
করিয়া তথায় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন,
এই জগতে আসিয়া তিনি গোপক্ষ্ম ও গাঢ়নীল
নেত্র সমন্বিত ও সুদর্শন হন। দক্ষ, নিপুণ, সূক্ষ্ম
দৃষ্টিসম্পন্ন বহু লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'প্রিয়দর্শন'
রূপে অভিহিত করেন। গৃহী হইয়া তিনি প্রিয়দর্শন
ও বহুজনের প্রিয় হন, যদি গৃহী না হইয়া তিনি
শ্রমণ হন, তাহা হইলে বহুজনের শোকাপনোদন
করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩। 'যেহেতু' ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বজন্মে, পূর্ব্বভবে, পূর্ব্বনিবাসে, পূর্ব্বে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কুশলধর্ম্মসমূহে বহুজনপ্রমুখ হইয়াছিলেন, কায়, বাক্য ও মানসিক সদাচরণে, দান বিতরণে, শীল গ্রহণে, উপোসথ পালনে, মাতৃভক্তিতে, পিতৃভক্তিতে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ভক্তিতে, কুলজ্যেষ্ঠগণের প্রতি সম্মানে, অপরাপর কুশলধর্ম্মের বহুজনের অগ্রণী হইয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিরূপ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন– দিব্যআয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। তিনি ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন,– তিনি উষ্ণীষ-শীর্ষ হন।

১৪। তিনি ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন। রাজা হইয়া তিনি কি লাভ করেন? বহুজন তাঁহার অনুসরণ করে, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নিগম-জনপদবাসীগণ, গণক-মহামাত্রগণ, রক্ষী ও দৌবারিকগণ, অমাত্য ও পারিষদগণ, ভোজরাজগণ এবং অভিজাতবংশীয় কুমারগণ তাঁহার অনুসরণ করে। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরন্মুক্ত, অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? বহুজন তাঁহার অনুসরণ করে, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ-দেব-মনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার অনুসরণ করে। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১৫। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

ধর্ম্মচর্য্যাভিরত হইয়া তিনি সদাচরণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন,
তিনি বহুজনের সহচর ছিলেন, স্বর্গে গমন করিয়া তিনি
পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সদাচরণের
ফলভোগ করিয়া এই জগতে আসিয়া তিনি
উষ্ণীষ-শীর্ষ হইয়াছেন, লক্ষণজ্ঞগণ কহিয়াছিলেন,
"এই পুরুষ বহুজনের অগ্রগামী হইবেন। ইহলোকে
মনুষ্যের ভোগ্য বস্তু সমূহ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার নিকট
আহৃত হইবে, যদি তিনি ভূমিপতি ক্ষত্রিয় হন,
তাহা হইলে বহুজনের সেবা লাভ করিবেন। যদি
তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মের
জ্ঞানসম্পন্ন ও পারদর্শী হন। বহুজন তাঁহার শিক্ষায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুরক্ত হইয়া তাঁহার অনুগামী হয়।'

১৬। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বজন্মে, পূর্ব্বভবে, পূর্ব্বনিবাসে, পূর্ব্বে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া মৃষাবাদ পরিহারপূর্ব্বক উহা হইতে বিরত ছিলেন, সত্যবাদী, সত্যাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, প্রত্যয়যোগ্য, অবিসংবাদী ছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিরূপ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন– দিব্যআয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এই দুই মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন,– তিনি এক-এক লোমবিশিষ্ট হন, তাঁহার ভ্রূযুগ মধ্যস্থ উর্ণ শুভ্র মৃদু তুলসন্নিভ হয়।

১৭। 'তিনি ঐ লক্ষণদ্বয় সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি ব্রাহ্মণ-গৃহপতি, নিগম-জনপদবাসী, গণক-মহামাত্র, রক্ষীবর্গ, দৌবারিক, অমাত্য, পারিষদ, ভোজরাজগণ এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় কুমারগণ ইত্যাদি বহু অনুচর লাভ করেন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরণমুক্ত, অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ, দেব-মনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্ব্ব ইত্যাদি বহু অনুচর লাভ করেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১৮। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

পূর্ব্বজন্মে তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, সর্ব্বান্তঃকরণে
সরল বাক্য কহিতেন, অলীক বর্জ্জন করিতেন,
কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেন না, যাহা প্রকৃত,
যাহা সত্য তাহাই কহিয়া সকলকে তুষ্ট করিতেন।
তিনি ভ্রূযুগ মধ্য-জাত শ্বেত সুশুভ্র মৃদু তূলসন্নিভ
ঊর্ণ বিশিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার এক লোমকূপ হইতে
দুইটি লোম উদ্গত হয় নাই, তাঁহার অঙ্গের প্রতি
লোমকূপ হইতে মাত্র একটি লোম উদ্গত। বহু
জন্মলক্ষণজ্ঞগণ আসিয়া কহিয়াছিলেন ঃ বহুজন,
সুসংস্থিত লোম ও ঊর্ণ বিশিষ্ট ঈদৃশ পুরুষের
সেবানিরত হইবে। গৃহী হইলেও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জন্য বহুজন তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবে, যদি তিনি
অকিঞ্চন, প্রব্রজিত, অনুত্তর বুদ্ধ হন তাহা হইলেও
বহুজন তাঁহার অনুবর্ত্তী হয়।

১৯। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বজন্মে পূর্ব্বভবে, পূর্ব্বনিবাসে, পূর্ব্বকালে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পিশুন বাক্য পরিহার করিয়া উহা হইতে বিরত ছিলেন, এক স্থানে যাহা শ্রুত ভেদোৎপাদনের অভিপ্রায়ে তাহা অপর স্থানে প্রকাশ করিতেন না, যাহারা ভিন্ন তাহাদের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, যাহারা মিত্র তাহাদের মধ্যে মৈত্রীর উৎসাহদাতা, ঐক্যকারক, ঐক্যপ্রিয়, ঐক্যানন্দ, ঐক্যোৎপাদক বাক্যের কথনকারী ছিলেন[১], সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিরূপ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন– দিব্যআয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এই দুই মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন,– তিনি চত্বারিংশৎ দন্ত ও অবিবর দন্ত বিশিষ্ট হন।

২০। 'তিনি ঐ লক্ষণদ্বয় সমন্বিত হইয়া যদি গৃহে বাস করেন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? 'তাঁহার পারিষদবর্গ-ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নিগম-জনপদবাসীগণ, গণক-মহামাত্রগণ, রক্ষীগণ, দৌবারিকগণ, সভাসদবর্গ, ভোজরাজগণ এবং অভিজাতবংশীয় কুমারগণ অভেদ্য হইয়া থাকেন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরনমুক্ত, অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তাঁহার অনুবর্ত্তী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ, দেব-মনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্ব্বগণ অভেদ্য হইয়া থাকেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়। ভগবান এইরূপ কহিলেন।

২১। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

তিনি মিত্রভেদকারী, ভেদপ্রবর্দ্ধক, বিবাদোৎপাদক,
কলহ-প্রবর্দ্ধক, অকৃত্য-কারী, মিত্রতানাশক দুর্ব্বাক্য
কহেন নাই। তিনি সর্ব্বদা অবিবাদবর্দ্ধক, ভিন্নের
মধ্যে ঐক্যোৎপাদক বাক্য কহিতেন। মৈত্রীসহগত
চিত্তে তিনি জনগণের কলহ অপনোদন করিয়া
আনন্দলাভ করিতেন। ঐ কর্ম্মের ফলে স্বর্গে

[১]। প্রথম খণ্ড, ৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গমন করিয়া তিনি তথায় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।
এই জগতে পুনরাগমন করিয়া তিনি সুসংস্থিত
চত্বারিংশৎ সম ও অবিবর দন্তবিশিষ্ট হন। তিনি
যদি ক্ষত্রিয় হন, তাহা হইলে ভূমিপতি হন এবং
তাঁহার অনুচরবর্গ অবিরোধী হয়। যদি তিনি
শ্রমণ হন, তাহা হইলে বিরজ ও বীতমল হন
এবং তাঁহার অনুচরবর্গ অনুগত ও অচল হইয়া থাকে।

২২। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ তথাগত পূর্ব্বজন্মে, পূর্ব্বভবে, পূর্ব্বনিবাসে, পূর্ব্বে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কর্কশবাক্য পরিহারপূর্ব্বক উহা হইতে বিরত হইয়াছিলেন, যে বাক্য সদয়, শ্রুতিসুখকর, প্রেমনীয়, হৃদয়গ্রাহী, বিনীত, বহুজনের প্রীতিজনক ও মনোজ্ঞ সেইরূপ বাক্য কহিতেন, সেইহেতু ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য তিনি মরণান্তে দেহের বিনাশে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন– দিব্যআয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক তিনি এই দুই মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন,– তিনি দীর্ঘ জিহ্বা এবং করবীকের মধুর স্বরবিশিষ্ট হন।

২৩। 'ঐ লক্ষণদ্বয় সমন্বিত হইয়া যদি তিনি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তাঁহার বাক্য সর্ব্বজনের নিকট অভিনন্দনীয় হয়, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নগর-জনপদবাসীগণ, গণক-মহামাত্রগণ, রক্ষী ও দৌবারিকগণ, অমাত্য-পারিষদগণ, ভোজরাজগণ এবং অভিজাতবংশীয় কুমারগণ তাঁহার বাক্য গ্রহণ করেন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরন্মুক্ত, অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তাঁহার বাক্য অভিনন্দনীয় হয়, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ, দেব-মনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার বাক্য গ্রহণ করেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

২৪। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

তিনি তিরস্কার-সূচক, কলহ-জনক, অনিষ্টকর,
পীড়াদায়ক, বহুজনের ক্লেশোৎপাদক, কঠোর,
পরুষ বাক্য কহিতেন না। তিনি মধুর, সুসংহিত,
মৃদু, চিত্তরঞ্জক, হৃদয়গ্রাহী, শ্রুতিসুখকর বাক্য
কহিতেন। তিনি সুবাক্য কথনের ফল অনুভব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়াছিলেন, স্বর্গে গমনপূর্ব্বক পুণ্যফল প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। পরে তিনি এই জগতে আগমন
করিয়া ব্রহ্মস্বর এবং বিপুল স্থূল জিহ্বাসম্পন্ন
হইয়াছেন, তাঁহার বাক্য সর্ব্বজনের অভিনন্দনীয়।
গৃহী হইলে তাঁহার বাক্য সুফলপ্রদ হয়, যদি
তিনি প্রব্রজিত হন তাহা হইলে বহুজনের নিকট
কথিত তাঁহার বহু বাক্য, জনগণের নিকট
আদরণীয় হয়।

২৫। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বজন্মে, পূর্ব্বভবে, পূর্ব্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তুচ্ছ প্রলাপ পরিহারপূর্ব্বক উহা হইতে বিরত ছিলেন, তিনি কালবাদী, ভূতবাদী, ধর্ম্মবাদী, বিনয়বাদী হইয়া যথাকালে যুক্তিপূর্ণ, সুবিভক্ত, অর্থসংহিত, মূল্যবান বাক্য কহিতেন[১], সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি লাভ করিয়া স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন– দিব্যআয়ুতে, দিব্যবর্ণে, দিব্যসুখে, দিব্যযশে, দিব্যআধিপত্যে, দিব্যরূপে, দিব্যশব্দে, দিব্যগন্ধে, দিব্যরসে, দিব্যস্পর্শে। ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া তিনি এই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন– তিনি সিংহ হনু বিশিষ্ট হইয়াছেন।

২৬। 'তিনি ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি বিরুদ্ধ ও শত্রুভাবাপন্ন মনুষ্য কর্ত্তৃক অজেয় হন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়। 'যদি তিনি গৃহত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা-অবলম্বন করেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে আবরণমুক্ত অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তিনি অভ্যন্তর অথবা বাহির বিরোধী শত্রুগণ কর্ত্তৃক– রাগ, দ্বেষ অথবা মোহ কর্ত্তৃক– কিম্বা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্মা অথবা জগতের অপর কাহারও কর্ত্তৃক অজেয় হন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

২৭। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

তিনি তুচ্ছ প্রলাপে রত হইতেন না, মূঢ়তা প্রকাশ
করিতেন না, তিনি বাক্-সংযত ছিলেন, অহিতের

[১]। প্রথম খণ্ড, ৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপনোদন করিতেন এবং বহুজনের হিত ও
সুখকর বাক্য কহিতেন। ঐরূপ কর্ম্ম করিয়া
এই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া স্বর্গে গমনপূর্ব্বক
তিনি সুকর্ম্মের ফল লাভ করিয়াছিলেন। ঐস্থান
হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় এই জগতে আগমন
করিয়া সিংহ-হনুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি রাজা
হইয়া অপরাজেয় মনুজেন্দ্র নরাধিপ মহানুভব
হইয়া থাকেন এবং ত্রিদিবপুরে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়
বিরাজ করেন। গন্ধর্ব্ব-অসুর-শক্র-রাক্ষস-সুরগণ
কর্ত্তৃক তিনি পরাজিত হন না। উক্তরূপ পুরুষ
গৃহী হইলে পৃথিবীর দিক প্রতিদিক এবং বিদিকে
ঐরূপই হইয়া থাকেন।

২৮। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বজন্মে পূর্ব্বভবে, পূর্ব্বনিবাসে, পূর্ব্বকালে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মিথ্যা জীবনোপায় পরিহারপূর্ব্বক সম্যক আজীব দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেন, তুলা, কংস ও মান সম্বন্ধিত প্রবঞ্চনা, উৎকোচ-বঞ্চনা-শাঠ্যরূপ বক্রগতি, এবং ছেদনবধ-বন্ধন-দস্যুতা, লুণ্ঠন ও আক্রমণ হইতে বিরত ছিলেন[১] সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয় বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমনপূর্ব্বক এই দুই মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন,– তিনি সমদন্ত ও শভ্রোজ্জ্বল শ্বাদন্ত বিশিষ্ট হইয়াছেন।

২৯। 'তিনি ঐ লক্ষণদ্বয় সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজচক্রবর্ত্তী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তা-প্রাপ্ত, সপ্তরত্ন-সমন্বিত হন। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যথা– চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্নস্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র-সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন। তিনি সসাগরা, উর্ব্বর, নিষ্কলুষ, নিষ্কণ্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, শান্তিপূর্ণ, মঙ্গলময় নিষ্কলঙ্ক বিশাল পৃথিবীকে বিনাদণ্ডে বিনাশস্ত্রে ধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। তিনি রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তাঁহার পরিবারবর্গ শুদ্ধচিত্ত হয়, তাঁহার পরিবারভুক্ত ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নগর-গ্রামবাসীগণ, গণক-মহামাত্রগণ, রক্ষীবর্গ ও দৌবারিকগণ, অমাত্য-পারিষদগণ, ভোজরাজগণ, অভিজাতবংশীয় কুমারগণ শুদ্ধচিত্ত হয়।

---

[১]। প্রথম খণ্ড, ৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।

৩০। 'যদি তিনি গৃহত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা-অবলম্বন করেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে আবরন্মুক্ত অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তাঁহার পরিবারবর্গ শুদ্ধ-চিত্ত হয়, তাঁহার পরিবারভুক্ত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ, দেব-মনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্ব্বগণ শুদ্ধচিত্ত হয়। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৩১। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছেঃ

মিথ্যা জীবনোপায় পরিহারপূর্ব্বক তিনি ন্যায়, আচার
ও ধর্ম্মসঙ্গত বৃত্তি অবলম্বন করিতেন। অহিতের
অপনোদন করিয়া তিনি বহুজনের হিত ও সুখ
সম্পাদনে নিরত ছিলেন। নিপুণ, বিজ্ঞ, সৎপুরুষগণ
কর্ত্তৃক প্রশংসিত কর্ম্ম করিয়া ঐ পুরুষ স্বর্গে সুখময়
ফল অনুভব করিয়াছিলেন, স্বর্গাধিপতির ন্যায়
রতি-ক্রীড়ানুযুক্ত হইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।
ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া
সুকর্ম্মের ফলস্বরূপ তিনি সমান, সুবিশুদ্ধ, সুশুভ্র
দন্ত লাভ করিয়াছেন। বহুসংখ্যক সমাগত দৈবজ্ঞ
শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগণ কহিয়াছিলেনঃ 'এই পুরুষের
পরিবারবর্গ শুদ্ধচিত্ত হইবে তিনি বিহগপক্ষসন্নিভ
সৌম্য-শুভ্র-শুদ্ধ-উজ্জ্বল দন্তবিশিষ্ট। বিশাল পৃথিবীর
শাসনকর্ত্তা রাজারূপে তাঁহার বহুসংখ্যক পরিবারবর্গ
শুদ্ধাচার সম্পন্ন হয়। তাহারা বলপ্রয়োগে জনপদের
পীড়নে বিরত হইয়া সকলের হিত ও সুখবিধায়ক
হয়। যদি তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তাহা
হইলে নিষ্পাপ, বিরজ ও আবরণ মুক্ত হন, বেদনা
ও শ্রান্তিহীন হইয়া তিনি ইহলোক ও পরলোকের
প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাঁহার উপদেশানুবর্ত্তী
বহু গৃহী ও প্রব্রজিত অশুদ্ধ, বিগর্হিত, পাপের
বর্জ্জন করেন। তিনি শুদ্ধিবেষ্টিত হইয়া থাকেন,
মালিন্য, বিঘ্ন, অমঙ্গল রূপ ক্লেশ বিনষ্ট করেন।

লক্ষণ সূত্র সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩১। সিংগালোবাদ সূত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময়ে ভগবান রাজগৃহে বেনুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় সিংগালক নামক গৃহপতি-পুত্র প্রত্যূষে উত্থান করিয়া রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আর্দ্রবস্ত্রে, আর্দ্রকেশে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, নিু, ঊর্দ্ধ,– সর্ব্বদিককে নমস্কার করিতেছিল।

২। তখন ভগবান পূর্ব্বাহ্নের পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর হস্তে রাজগৃহে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় পূজানিরত সিংগালককে দেখিয়া কহিলেনঃ 'গৃহপতি-পুত্র! তুমি কি নিমিত্ত প্রত্যূষে উঠিয়া রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আর্দ্রবস্ত্র ও আর্দ্রকেশে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, নিু, ঊর্দ্ধ, সর্ব্বদিককে নমস্কার করিতেছ?'

'ভন্তে, পিতা মৃত্যুকালে আমাকে কহিয়াছিলেন– "পুত্র, দিক্সমূহকে নমস্কার করিতে হইবে।" সেই নিমিত্ত আমি পিতৃবাক্যের সৎকার, গুরুত্ব স্বীকার, সম্মান ও পূজাস্বরূপ প্রত্যূষে উঠিয়া রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আর্দ্রবস্ত্র ও আর্দ্রকেশে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব,দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, নিু, ঊর্দ্ধ, সর্ব্বদিককে নমস্কার করিতেছি।'

'গৃহপতি-পুত্র, এইরূপে ছয়দিককে নমস্কার করিতে হয় না।'

'ভন্তে, তবে কিরূপে করিতে হয়? আর্য্য বিনয়ানুসারে যেরূপে ছয়দিককে নমস্কার করিতে হয় তাহা ভগবান অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় শিক্ষা দিন।'

'তাহা হইলে শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

"উত্তম, ভন্তে," কহিয়া গৃহপতি-পুত্র সিংগালক ভগবানের নিকট সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান এইরূপ কহিলেনঃ

৩। 'গৃহপতি-পুত্র, যখন আর্য্য-শ্রাবকের চতুর্ব্বিধ কর্ম্মক্লেশ নষ্ট হয়, তিনি চতুর্ব্বিধ স্থানে পাপকর্ম্মে বিরত হন, ভোগহানিকর ষড়্বিধ কারণে অনুযুক্ত হন না, তখন তিনি উক্ত চতুর্দ্দশবিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ছয়দিক আচ্ছাদিত করেন, উভয় লোক জয় করিবার মার্গে প্রতিষ্ঠিত হন, ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেরই প্রীতিকর হন। তিনি মরণান্তে দেহের বিনাশে স্বর্গে উৎপন্ন হন।

'তাঁহার কোন্ কোন্ চারি কর্ম্মক্লেশ নষ্ট হইয়া যায়? গৃহপতি-পুত্র! প্রাণাতিপাত, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ– তাঁহার এই চারি কর্ম্মক্লেশ বিনষ্ট হয়।

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৪। এইরূপ কহিয়া সুগত শাস্তা পুনরায় কহিলেনঃ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'প্রাণাতিপাত, অদত্তের গ্রহণ, মৃষাবাদ, এবং
ব্যভিচার– এইসকল পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক
প্রশংসিত হয় না।'

৫। 'কোন্ কোন্ চারিস্থানে পাপকর্ম্ম করেন না? ছন্দের বশবর্ত্তী হইয়া, দ্বেষ-মোহ-ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ পাপকর্ম্ম করে। যেহেতু, গৃহপতি পুত্র, আর্য্যশ্রাবক ছন্দের বশবর্ত্তী হন না, দ্বেষ-মোহ-ভয়ের বশবর্ত্তী হন না, সেইহেতু এই চারিস্থানে তিনি পাপকর্ম্ম করেন না।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৬। এইরূপ কহিয়া সুগত শাস্তা পুনরায় কহিলেনঃ

'ছন্দ, দ্বেষ, ভয় ও মোহের বশবর্ত্তী হইয়া যে
ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করে, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তাহার
যশ ক্ষীণ হইয়া যায়। ঐ সকলের বশবর্ত্তী হইয়া
যে ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করে না, শুক্লপক্ষের চন্দ্রের
ন্যায় তাহার যশ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।'

৭। 'কোন্ কোন্ ষড়্বিধ ভোগহানিকর কর্ম্মে লিপ্ত হন না? গৃহপতি পুত্র, সুরা, মেরয়াদি মদ্যপান ভোগহানিকর। অসময়ে পথে পথে ভ্রমণানুরক্তি ভোগহানিকর। নৃত্য-গীতাদির অভিনয় দর্শনে আসক্তি ভোগহানিকর। দ্যূতাসক্তি ভোগহানিকর। পাপমিত্রের সংসর্গে অনুযুক্ত হওয়া ভোগহানিকর। আলস্যপরায়ণতা ভোগহানিকর।

৮। 'গৃহপতি পুত্র, সুরা মেরয়াদি মদ্যে আসক্তি হইতে ছয় প্রকার অনিষ্টের উৎপত্তি হয়ঃ প্রত্যক্ষ ধননাশ, কলহ বৃদ্ধি, বিবিধ রোগের উৎপত্তি, অযশের প্রচার, উলঙ্গ অবস্থা, বুদ্ধিনাশ।

৯। 'গৃহপতি-পুত্র, অসময়ে পথে পথে ভ্রমণের আনুরক্তি হইতে ছয় প্রকার অনিষ্টকর ফল উৎপন্ন হয়ঃ আপনার অসংবৃত এবং অরক্ষিত অবস্থা, স্ত্রী-পুত্রগণেরও অসংবৃত ও অরক্ষিত অবস্থা; ধন সম্পত্তির অসংবৃত এবং অরক্ষিত অবস্থা; অবাঞ্ছনীয় স্থানে আপনাকে সন্দেহের পাত্রে পরিণত করণ; মিথ্যা অপবাদের বিষয়ীভূত হওয়া; বহুবিধ দুঃখের সম্মুখীন হওয়া।

১০। 'নৃত্য-গীতাদির অভিনয় দর্শনে আসক্তি হইতে ছয় প্রকার অনিষ্টের উৎপত্তি হয়ঃ "কোথায় নৃত্য, কোথায় গীত, কোথায় বাদ্য, কোথায় আখ্যান, কোথায় পাণিস্বর, কোথায় দামামা বাদ্য?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১। 'দ্যূতাসক্তির ছয় প্রকার অনিষ্টকর ফলঃ জয়লাভে শত্রুতার উৎপত্তি, পরাজিত হইলে অনুতাপ, সাক্ষাতে ধননাশ, দ্যূতাসক্তের বাক্য সভাস্থলে গৃহীত হয় না, মিত্র ও রাজকর্মচারীগণ কর্তৃক সে অবজ্ঞাত হয়, আবাহ-বিবাহে সে কাহারও প্রার্থিত নয়, কারণ জনসাধারণ মনে করে দ্যূতাসক্ত স্ত্রীর ভরণ পোষণে অক্ষম।

১২। 'পাপ-মিত্রের সংসর্গের ছয় প্রকার অনিষ্টকর ফলঃ যাহারা ধূর্ত্ত, সুরাসক্ত, অভাবগ্রস্ত, বঞ্চক, শঠ, দুর্ব্বৃত্ত, তাহারাই মিত্র হয়। গৃহপতি-পুত্র, পাপমিত্র সংসর্গের এই ছয় প্রকার অনিষ্টকর ফল।

১৩। 'আলস্যপরায়ণতার ছয় প্রকার অনিষ্টকর ফলঃ "অত্যন্ত-শীত" এই ছলে কাজকর্ম্ম করে না, "অত্যন্ত উষ্ণ" এই ছলে কাজকর্ম্ম করে না, "এখন অতি বিলম্ব হইয়া গিয়াছে" এই ছলে কাজকর্ম্ম করে না, "এখন অতিশয় সকাল" এই ছলে কাজকর্ম্ম করে না, "অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি" এই ছলে কাজকর্ম্ম করে না, "অত্যন্ত অধিক আহার হইয়া গিয়াছে" এই ছলে কাজকর্ম্ম করে না, এই সকল ছলে কাজকর্ম্ম করে না। এইরূপ সর্ব্ববিষয়ে কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখতার ফলে অনুৎপন্ন ভোগের উৎপত্তি হয় না, উৎপন্ন ভোগ ক্ষীণ হইয়া যায়। গৃহপতি-পুত্র, আলস্যপরায়ণতার এই ছয় অনিষ্টকর ফল।'

শাস্তা এইরূপ কহিলেন।

১৪। অতঃপর সুগত শাস্তা পুনরায় কহিলেনঃ

'কেহ পান কালে সখা হয়, কেহ "মিত্র, মিত্র"
রূপে সম্বোধন করে, কিন্তু যে প্রয়োজনের সময়ে
মিত্র হয় সেই সখা।
সূর্য্যোদয়ের পরেও নিদ্রাসক্তি, পরদার গমন,
বৈর-প্রসঙ্গ, অনিষ্ট-রতি, পাপ-মিত্র এবং হীন
স্বার্থপরতা– এই ষড়বিধ কারণে মানুষের ধ্বংস
সাধন হয়।
যে মনুষ্য দুষ্টকে মিত্ররূপে গ্রহণ করে, দুষ্টের সংসর্গ
করে, পাপাচরণে রত হয়, সে ইহলোক ও
পরলোক উভয়লোক হইতেই দুঃখময় অবস্থায়
নিক্ষিপ্ত হয়।
দ্যূত-ক্রীড়া ও নারী, মদ্য ও নৃত্য-গীত, দিবানিদ্রা
অকাল ভ্রমণ, পাপমিত্র ও হীন স্বার্থপরতা– এই
ছয় কারণে পুরুষ বিনষ্ট হয়।
সে অক্ষ-ক্রীড়ায় রত হয়, সুরা পান করে, অপরের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাণসম স্ত্রীতে গত হয়, জ্ঞানীর অনুসরণে বিরত
হইয়া হীনের অনুসরণ করে এবং কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের
ন্যায় ক্ষীণ হইয়া যায়।
সুরাপান করিয়া, সুরাসক্ত, নির্ধন ও বিত্তহীন
হইয়া, পাপাচরণ করিয়া সে অবিলম্বে ঋণরূপ
অকুল সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়।
দিবাভাগে নিদ্রাশীল ও রাত্রিকালে জাগরণশীল
হইয়া, মত্ত ও সুরাসক্ত গৃহবাসের উপযুক্ত
হয় না।
"অতি শীত, অতি উষ্ণ, আর সময় নাই"
এইরূপ করিয়া কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া মানুষ ইষ্টলাভে
বঞ্চিত হয়। কিন্তু যে শীতোষ্ণকে তৃণাধিক
জ্ঞান করে না, পুরুষের কর্ত্তব্য পালন করে, সে
সুখলাভে বঞ্চিত হয় না।'

১৫। 'গৃহপতি-পুত্র, এই চারিজনকে মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রু বলিয়া জানিবেঃ– পরস্বাপহরণকারী, বাক্‌সর্ব্বস্ব, তোষামোদকারী, হানিকর কর্ম্মে সহায়ক।

১৬। 'চারি লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ পরস্বাপহরণকারীকে জানিতে পারা যায়ঃ– সে পরধনহরণকারী, অল্পের পরিবর্ত্তে অত্যধিক লাভ করিতে ইচ্ছা করে, ভয়োৎপাদক কর্ম্মের কারক, সে স্বার্থসেবী। গৃহপতি পুত্র, এই চারি লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ পরস্বাপহরণকারীকে জানিতে পারা যায়।

১৭। চারি লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ বাক্-সর্ব্বস্বকে জানিতে পারা যায়ঃ– সে অতীতের উল্লেখপূর্ব্বক বন্ধুত্বের ছল করে[১]; ভবিষ্যতের উল্লেখপূর্ব্বক বন্ধুত্বের ছল করে; নিরর্থক বাক্য কহিয়া অনুগ্রহ লাভের প্রয়াসী; সাহায্যের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সে আপনার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করে[২]। গৃহপতি-পুত্র, এই চারি লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ বাক্-সর্ব্বস্বকে জানিতে পারা যায়ঃ–

১৮। 'চতুর্ব্বিধ লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ তোষামোদকারীকে

---

[১]। যথা– "তোমার জন্য তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল, আমরা তোমার জন্য পথে অপেক্ষা করেতেছিলাম, কিন্তু তুমি আসিলে না, এক্ষণে ঐ সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"
[২]। যথা– "তোমার শকটের প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমার শকটের একখানি চক্র নাই" ইত্যাদি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জানিতে পারা যায়ঃ– সে পাপকর্ম্মেরও অনুমোদন করে, কল্যাণকর কর্ম্মের প্রতিকূল আচরণেরও অনুমোদন করে; সে সম্মুখে প্রশংসা করিবে কিন্তু পরোক্ষে নিন্দা করিবে। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুর্ব্বিধ লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ তোষামোদকারীকে জানিতে পারা যায়।'

১৯। 'চতুর্ব্বিধ লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ হানিকর কর্ম্মের সহায়ককে জানিতে পারা যায়ঃ– সে মদ্যাদি পানকালে সহায় হয়; সন্ধ্যার অন্ধকারে পথে পথে ভ্রমণের সহায়ক হয়; নাটকাদি প্রদর্শনীতে গমনে সহায় হয়, দ্যূতক্রীড়াদি প্রমোদস্থানে সহায় হয়। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুর্ব্বিধ লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ সহায়ককে জানিতে পারা যায়।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

২০। এইরূপ কহিয়া সুগত শাস্তা পুনরায় কহিলেনঃ

যে মিত্র পরস্বাপহরণকারী, যে মিত্র বাক্-সর্ব্বস্ব,
যে মিত্র তোষামোদকারী, যে মিত্র হানিকর
কর্ম্মের সহায়ক, পণ্ডিত ব্যক্তি এই চারিজনকে
শত্রু জ্ঞান করিয়া ভয়-সঙ্কুল মার্গের ন্যায় দূর
হইতে তাহাদিগকে বর্জ্জন করিবেন।

২১। 'গৃহপতি-পুত্র, এই চারি প্রকার মিত্রকে সুহৃৎ বলিয়া জানিবে; যিনি উপকারী তিনি সুহৃৎ, যিনি সুখ দুঃখের সমভাগী, যিনি হিত প্রদর্শনকারী, যিনি দয়ার্দ্র– এই সকলকে সুহৃৎ বলিয়া জানিবে।'

২২। 'চতুর্ব্বিধ ক্ষেত্রে উপকারী মিত্রকে সুহৃৎ বলিয়া জানিবে; প্রমত্ত হইলে তিনি রক্ষা করেন, প্রমত্তের ধন সম্পত্তি রক্ষা করেন, ভয়ার্ত্তের শরণ হন, কর্ত্তব্যের সম্পাদনে প্রয়োজনীয় অর্থের দ্বিগুণ তিনি দান করেন। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুর্ব্বিধ ক্ষেত্রে উপকারী মিত্রকে সুহৃৎ বলিয়া জানিবে।'

২৩। 'চতুর্ব্বিধ স্থানে সুখ দুঃখের সমভাগী মিত্রকে সুহৃৎ বলিয়া জানিবে; তিনি আপনার যাহা গোপনীয় তাহা প্রকাশ করেন, মিত্রের যাহা গুপ্ত বিষয় তাহা তিনি উত্তমরূপে গুপ্ত রাখেন, বিপদে পরিত্যাগ করেন না, মিত্রের জন্য তিনি অপ্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করেন। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুর্ব্বিধ স্থানে সুখ দুঃখের সমভাগী মিত্রকে সুহৃৎ বলিয়া জানিবে।'

২৪। 'চতুর্ব্বিধ স্থানে হিত-প্রদর্শনকারী মিত্রকে সুহৃৎ বলিয়া জানিবেঃ

তিনি পাপ হইতে সংযত করেন, কল্যাণে নিয়োজিত হইতে প্রবুদ্ধ করেন, যাহা অশ্রুত তাহা ব্যক্ত করেন, স্বর্গের মার্গ প্রদর্শন করেন। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুর্ব্বিধ স্থানে হিত-প্রদর্শনকারীকে সুহৃৎ বলিয়া জানিবে।'

২৫। 'চতুর্ব্বিধ স্থানে দয়ার্দ্র মিত্রকে সুহৃৎ বলিয়া জানিবে ঃ মিত্রের অমঙ্গলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিনি আনন্দিত হন না, মিত্রের মঙ্গলে আনন্দ লাভ করেন, কেহ মিত্রের নিন্দা করিলে তিনি নিবারণ করেন, প্রশংসা করিলে তিনি প্রশংসা করেন। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুর্ব্বিধ স্থানে দয়ার্দ্র মিত্রকে সুহৃৎ বলিয়া জানিবে।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

২৬। এইরূপ কহিয়া সুগত শাস্তা পুনরায় কহিলেনঃ

যে মিত্র উপকারী,
যিনি সুখে ও দুঃখে মিত্র,
যে মিত্র হিত প্রদর্শনকারী,
যে মিত্র দয়ার্দ্র,
পণ্ডিত ব্যক্তি এই চারিজনকে
মিত্র রূপে জ্ঞান করিয়া,
ঔরস পুত্রের সেবারত মাতার
ন্যায় তাঁহাদের সেবা করিবেন।
শীলসম্পন্ন পণ্ডিত নর
জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান হন।
মধু সংগ্রহ-রত ভ্রাম্যমান
ভ্রমরের ন্যায় ধনাহরণরতের
ভোগ সঞ্চিত হইয়া বল্মিক-
স্তূপের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।
এইরূপে ভোগাহরণ করিয়া
তিনি স্বকুলের মঙ্গল স্বরূপ হন।
তিনি স্বকীয় বিত্ত চারিভাগে
বিভক্ত করিবেন, এবং এইরূপে
জীবনের সর্ব্ববিধ কাম্য
তাঁহার লাভ হইবে।
এক অংশ স্বয়ং ভোগ করিবেন,
দুই অংশ কর্ম্মে প্রয়োগ করিবেন,
চতুর্থ অংশ দুঃসময়ের নিমিত্ত
সঞ্চয় করিবেন।

২৭। গৃহপতি-পুত্র! আর্য্যশ্রাবক কি প্রকারে ছয় দিক আচ্ছাদনকারী হন? এই ছয় বস্তুকে ছয়দিকরূপে জানিতে হইবেঃ মাতাপিতাকে পূর্ব্বদিকরূপে জানিতে হইবে; আচার্য্যগণকে দক্ষিণদিকরূপে জানিতে হইবেঃ স্ত্রী-পুত্রগণকে পশ্চিমদিকরূপে, মিত্রাদিকে উত্তরদিকরূপে, দাস কর্ম্মকারগণকে অধোদিকরূপে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণকে ঊর্দ্ধদিকরূপে জানিতে হইবে।

২৮। 'পুত্র পঞ্চ প্রকারে পূর্ব্বদিকরূপ মাতাপিতার সেবা করিবেন– "তাঁহারা ভরণ পোষণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের ভরণ পোষণ করিতে হইবে, তাঁহাদের কৃত্য করিতে হইবে; কুলবংশ রক্ষা করিতে হইবে, আমি উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছি, আমাকেও উহা প্রতিপাদন করিতে হইবে; যাঁহারা মৃত তাঁহাদের দক্ষিণা (শ্রদ্ধাদি) দান করিতে হইবে।" এইরূপ পাঁচ প্রকারে সেবিত হইয়া মাতাপিতা পাঁচ প্রকারে পুত্রকে অনুকম্পা করেন– পাপ হইতে রক্ষা করেন, কল্যাণে নিয়োজিত করেন, শিল্পশিক্ষা দেন, যোগ্য স্ত্রীর সহিত বিবাহ দেন, যথাসময়ে উত্তরাধিকার দেন। গৃহপতি-পুত্র! এই পাঁচ প্রকারে পূর্ব্ব দিকরূপ মাতাপিতা পুত্র কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে পুত্রকে অনুকম্পা করেন। এইরূপে পূর্ব্বদিক রক্ষিত হয়, শান্তিপূর্ণ হয়, ভয়হীন হয়।'

২৯। 'গৃহপতি পুত্র! শিষ্য পাঁচ প্রকারে দক্ষিণ দিকরূপ আচার্য্যগণের সেবা করিবেন– তৎপরতা, সেবা, শুশ্রূষা, পরিচর্য্যা দ্বারা এবং সসম্মানে শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করিয়া। এই পাঁচ প্রকারে সেবিত হইয়া আচার্য্যগণ পাঁচ প্রকারে শিষ্যকে অনুকম্পা করেন– তাঁহারা শিষ্যকে সুবিনীত করেন, উত্তমরূপে শিক্ষা দেন, সর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা দেন, মিত্র সহায়কবর্গের নির্ব্বাচন করিয়া দেন, সর্ব্বদিক রক্ষা করেন। গৃহপতি-পুত্র! এই পাঁচ প্রকারে দক্ষিণ দিকরূপ আচার্য্যগণ শিষ্য কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে শিষ্যকে অনুকম্পা করেন। এইরূপে দক্ষিণদিক সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ এবং ভয়হীন হয়।'

৩০। 'গৃহপতি-পুত্র! এই পাঁচ প্রকারে স্বামী পশ্চিম দিকরূপ ভার্য্যার সেবা করিবেন– সম্মানের দ্বারা, অবজ্ঞা বর্জ্জন দ্বারা, অবিচলিত আনুরক্তির দ্বারা, ঐশ্বর্য্য প্রদানের দ্বারা, অলঙ্কার প্রদানের দ্বারা। এইরূপে সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে পত্নী স্বামীর প্রতি অনুকম্পা করেন– গৃহকর্ম্ম তৎকর্ত্তৃক সুসম্পাদিত হয়, পরিজনবর্গ উত্তমরূপে প্রতিপালিত হয়, তিনি ব্যভিচারিণী হন না, ধন সম্পত্তি রক্ষা করেন, তিনি দক্ষ এবং সর্ব্বকার্য্যে আলস্যহীন হন। এই পাঁচ প্রকারে স্বামী কর্ত্তৃক পশ্চিমদিকরূপ ভার্য্যা সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে স্বামীকে অনুকম্পা করেন। এইরূপে পশ্চিমদিক সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ এবং ভয়হীন হয়।'

৩১। 'গৃহপতি-পুত্র! পাঁচ প্রকারে কুলপুত্র উত্তর দিকরূপ মিত্র সহায়কবর্গের সেবা করিবেন– দান, প্রিয়বাক্য, অর্থচর্য্যা, সমানত্মতা এবং অবিসংবাদিতা দ্বারা। এইরূপে সেবিত হইয়া তাঁহারা পাঁচ প্রকারে কুলপুত্রের প্রতি অনুকম্পা করেন– প্রমত্ত হইলে রক্ষা করেন, তাঁহার ধন সম্পত্তি রক্ষা করেন, ভীত হইলে তাঁহার আশ্রয়স্থল হন, বিপদে পরিত্যাগ করেন না, তাঁহার পরিবারবর্গের অপর সকলেরও সম্মান রক্ষা করেন। এই পাঁচ প্রকারে কুলপুত্র কর্ত্তৃক উত্তর দিকরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মিত্র সহায়কবর্গ সেবিত হইয়া পাঁচপ্রকারে তাঁহার প্রতি অনুকম্পা করেন। এইরূপে উত্তরদিক সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ ও ভয়হীন হয়।'

৩২। 'গৃহপতি-পুত্র! সম্ভ্রান্ত কুলপুত্র পাঁচ প্রকারে অধোদিকরূপ দাস কর্ম্মকারগণের সেবা করিবেন– বলানুরূপ কর্ম্মের বিধান করিয়া, আহার ও বেতন প্রদানের দ্বারা, অসুস্থতায় সেবা করিয়া, উৎকৃষ্ট ভোজনের অংশ প্রদান করিয়া, যথাসময়ে কর্ম্ম হইতে অবকাশ প্রদান দ্বারা। এইরূপে সেবিত হইয়া দাস কর্ম্মকারগণ পাঁচ প্রকারে প্রভুর প্রতি অনুকম্পা করে– তাহারা প্রত্যূষে প্রভুর পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করে, সর্ব্বপশ্চাতে শয়ন করে, বদান্য হয়, উত্তমরূপে কর্ম্ম সম্পাদন করে, প্রভুর কীর্ত্তি ও প্রশংসা ঘোষণা করে। এই পাঁচ প্রকারে সম্ভ্রান্ত কুলপুত্র কর্ত্তৃক দাস কর্ম্মকারগণ সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে তাঁহার সেবা করে। এইরূপে অধোদিক সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ ও ভয়হীন হয়।

৩৩। 'পাঁচ প্রকারে কুলপুত্র ঊর্দ্ধদিকরূপ শ্রমণ-ব্রাহ্মণের সেবা করিবেন– মৈত্রীভাবযুক্ত কায়কর্ম্মের দ্বারা, মৈত্রীভাবযুক্ত বাচনিক কর্ম্মের দ্বারা, মৈত্রীভাবযুক্ত মানসিক কর্ম্মের দ্বারা, অবারিত দ্বার হইয়া খাদ্য ভোজ্যাদি প্রদানের দ্বারা। এইরূপে সেবিত হইয়া তাঁহারা ছয় প্রকারে কুলপুত্রের প্রতি অনুকম্পা করেন– পাপ হইতে রক্ষা করেন, কল্যাণে নিয়োজিত করেন, কল্যাণকামী হইয়া অনুকম্পা করেন, অলব্ধ বিদ্যা দান করেন, লব্ধ বিদ্যা পরিমার্জ্জিত করেন, স্বর্গের মার্গ প্রদর্শন করেন। এই পাঁচ প্রকারে সম্ভ্রান্ত কুলপুত্র কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধদিকরূপ শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ সেবিত হইয়া ছয় প্রকারে কুলপুত্রের অনুকম্পা করেন। এইরূপ ঊর্দ্ধদিক সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ ও ভয়হীন হয়।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৩৪। এইরূপ কহিয়া সুগত শাস্তা পুনরায় কহিলেনঃ

'মাতাপিতা পূর্ব্বদিক, আচার্য্যগণ দক্ষিণ দিক,
স্ত্রী-পুত্র পশ্চিম দিক, জ্ঞাতি ও মিত্রগণ উত্তরদিক,
দাস কর্ম্মকারগণ অধোদিক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ঊর্দ্ধদিক,
গৃহী কুলের মঙ্গলার্থে এই সকল দিককে নমস্কার
করিবেন। পণ্ডিত, শীলসম্পন্ন, বিনয়ী, এইরূপ
পূজানিরত, নিরহঙ্কারী, নম্র যশ লাভ করেন।
উৎসাহসম্পন্ন, অনলস, বিপদে ধৈর্য্যসম্পন্ন, নির্দ্দোষ
এবং মেধাবী পুরুষ যশ লাভ করেন। যিনি জনপ্রিয়,
মিত্র-সংগ্রাহক, বদান্য, বীত-মাৎশর্য্য, নেতা, বিনেতা,
শান্তি-প্রতিষ্ঠাতা, তিনি যশ লাভ করেন। দান,
প্রিয়বাক্য, অর্থচর্য্যা, সর্ব্বত্র, সর্ব্বভূতে যথার্থ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমান্তরতা– এই সকলের কারণেই, কীলক যেইরূপ
রথচক্রের আবর্ত্তন সম্পাদন করে, সেইরূপ জগতও
চলিতেছে। যদি এই সকল না থাকিত, তাহা
হইলে মাতা পুত্রের নিকট সম্মান ও পূজা পাইতেন
না, পিতাও পুত্রের নিকট তাহা পাইতেন না।
এই সকলের মূল্য পণ্ডিতগণ যথার্থরূপে দর্শন করিয়া
মহত্ত্ব প্রাপ্ত এবং প্রশংসনীয় হন।'

৩৫। এইরূপ উক্ত হইলে গৃহপতি-পুত্র সিংগালক ভগবানকে এইরূপ কহিলেনঃ 'অতি উত্তম, ভন্তে, অতি উত্তম। যেইরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথপ্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমি ভগবানের, ধর্ম্মের ও ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।'

সিংগালোবাদ সূত্রান্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩২। আটানাটিয় সূত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় চারি মহারাজা সুবৃহৎ যক্ষসেনা, গন্ধর্ব্বসেনা, কুম্ভণ্ডসেনা এবং নাগসেনা দ্বারা চতুর্দ্দিকে রক্ষিদল, সেনাব্যূহ এবং পরিভ্রমণকারী প্রহরী স্থাপন করিয়া রাত্রির অবসানে অত্যুজ্জ্বল দেহপ্রভায় সমগ্র গৃধ্রকূট পর্ব্বত উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদনপূর্ব্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। কেহ কেহ ভগবানের দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন, কেহ কেহ আপনাদের নাম-গোত্র প্রকাশ করিয়া, কেহ কেহ মৌন হইয়া একপ্রান্তে আসন গ্রহণ করিলেন।

২। এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া মহারাজ বৈশ্রবণ ভগবানকে কহিলেনঃ 'ভন্তে, প্রখ্যাত যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন, ঐরূপ যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি প্রসন্ন; মধ্যম শ্রেণীর যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন, ঐরূপ যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি প্রসন্ন; নিম্ন শ্রেণীর যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন, ঐরূপ যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি প্রসন্ন। কিন্তু যাহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন তাহাদের সংখ্যাই অধিক। কি কারণে? ভগবান প্রাণাতিপাত হইতে বিরতির উপদেশ দেন; অদত্তের গ্রহণ হইতে, ব্যভিচার হইতে, মৃষাবাদ হইতে, সুরাদির মদ্য হইতে বিরতির উপদেশ দেন। ভন্তে, যক্ষদিগের মধ্যে যাহারা ঐ সকল কর্ম্মে বিরত নহে তাহাদের সংখ্যাই অধিক। এইজন্যই ভগবানের উপদেশ তাহাদের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। ভগবানের শ্রাবকগণ আছেন যাঁহারা দূর অরণ্যে বনপ্রস্থে বাস করেন, যেইস্থানে শব্দ নাই, নির্ঘোষ নাই, যেইস্থানে বিজন বাত প্রবাহিত, যেইস্থান মনুষ্য সমাগমরহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত[১]। তথায় প্রতিষ্ঠাবান যক্ষগণ বাস করেন যাহারা ভগবানের এই উপদেশে শ্রদ্ধাহীন। যাহাতে তাহারা শ্রদ্ধাবান হয় সেই নিমিত্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাঁহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য ভগবান আটানাটিয় রক্ষা মন্ত্রের ঘোষণা অনুমোদন করুন।

ভগবান মৌন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

৩। অনন্তর মহারাজ বৈশ্রবণ ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া সেই সময় এই আটানাটিয় রক্ষা মন্ত্র উচ্চারণ করিলেনঃ

---

[১]। উদুম্বরিক সীহনাদ সূত্রান্ত, ৪ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চক্ষুষ্মান শ্রীমান
বিপস্সিকে নমস্কার।
সর্ব্বভূতানুকম্পী
সিখিকেও নমস্কার।
স্নাতক তপস্বী
বেস্সভূকে নমস্কার।
মারসেনা-প্রমর্দ্দনকারী
ককুসন্ধকে নমস্কার।
পূর্ণব্রহ্মচর্য্য ব্রাহ্মণ
কোনাগমনকে নমস্কার।
সর্ব্বরূপে বিমুক্ত
কস্সপকে নমস্কার।
শাক্যপুত্র শ্রীমান
অঙ্গীরসকে[১] নমস্কার,
তিনি সর্ব্বদুঃখমোচনকারী
ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন।
যাঁহারা এই জগতে নির্বৃত,
যাঁহারা যথার্থদর্শী,
তাঁহারা প্রিয়বাদী, মহান ও প্রশান্ত।
তাঁহারা দেব-মনুষ্যগণের হিতকামী
বিদ্যাচরণসম্পন্ন, মহান,
প্রশান্ত গৌতমকে নমস্কার করেন।

৪। যেইস্থান হইতে মহান, মণ্ডলী, আদিত্য সূর্য্যের উদয় হয়, যাহার উদয়ে সর্ব্বরীও নিরুদ্ধ হয়, এবং যাহার উদয় 'দিবস' উক্ত হয়, সেইস্থানে এক গভীর জলাশয়– জলপ্রবাহের আধার সমুদ্র। এইরূপে উহা "জলপ্রবাহের আধার সমুদ্র" কথিত হয়। এই স্থান হইতে "উহা পূর্ব্বদিক" এইরূপ জনগণ কহিয়া থাকে। ঐ দিকের পালনকর্ত্তা যশস্বী-গন্ধর্ব্বাধিপতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, তিনি গন্ধর্ব্বগণ

[১]। গৌতম বুদ্ধকে উল্লেখ করা হইয়াছে। "অন্দীরস" শব্দ জ্যোতির অধিবচন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে রত থাকেন। তাঁহার বহুপুত্র, সকলেই একই নামবিশিষ্ট, এইরূপ শ্রুত হয়, তাঁহাদের সংখ্যা একনবতি, তাঁহারা মহাবলশালী এবং ইন্দ্রনামধারী। তাঁহারাও মহান প্রশান্ত আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর হইতে তাঁহাকে নমস্কার করেন। 'হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে!' আমরা ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ কহিতেছি, "বিজয়ী গৌতমের বন্দনা কর, আমরা বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি, বিদ্যাচরণসম্পন্ন বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।"

৫। যে স্থানে যাহারা প্রেত কথিত হয়, যাহারা ক্রুর, পৃষ্ঠমাংসখাদক, প্রাণহিংসারত, রুদ্র, চোর ও প্রবঞ্চক, তাহারা বাস করে, সেইস্থান এখান হইতে "দক্ষিণ দিকে", জনগণ এইরূপ কহিয়া থাকে। কুম্ভণ্ডগণের অধিপতি বিরূঢ় নামক যশস্বী মহারাজ ঐ দিক পালন করেন, কুম্ভণ্ডগণ পরিবেষ্টিত তিনি নৃত্যগীতে রত থাকেন। আমি শুনিয়াছি তাঁহার একই নামধারী বহুপুত্র, তাহাদের সংখ্যা একনবতি, তাহারা ইন্দ্রনামধারী ও মহাবলসম্পন্ন। তাঁহারাও মহান প্রশান্ত আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর হইতে তাঁহাকে নমস্কার করেন। 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে!' আমরা ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ কহিতেছি, "বিজয়ী গৌতমের বন্দনা কর, আমরা বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।"

৬। 'যে স্থানে মহান, মণ্ডলী, আদিত্য সূর্য্যের অস্তগমন হয়, যাহার অস্তগমনে দিবসও নিরুদ্ধ হয়, এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাত্রির আবির্ভাব হয়, সেইস্থানে এক গভীর
জলাশয়– জল প্রবাহের আধার সমুদ্র। এইরূপে
উহা "জল প্রবাহের আধার সমুদ্র" কথিত হয়।
এইস্থান হইতে "উহা পশ্চিম দিক" এইরূপ জনগণ
কহিয়া থাকে। ঐ দিকের পালনকর্ত্তা যশস্বী
নাগাধিপতি মহারাজ বিরূপাক্ষ, তিনি নাগগণ
কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে রত থাকেন।
আমি শুনিয়াছি তাঁহার একই নামধারী বহুপুত্র,
তাঁহাদের সংখ্যা একনবতি, তাঁহারা ইন্দ্রনামধারী
ও মহাবল সম্পন্ন। তাঁহারাও মহান, প্রশান্ত
আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর হইতে তাঁহাকে
নমস্কার করেন। 'হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! তোমাকে
নমস্কার, হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার,
তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর,
অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে!'
আমরা ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ
কহিতেছি, "বিজয়ী গৌতমের বন্দনা কর,
আমরা বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি,
বিদ্যাচরণ সম্পন্ন বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।"

৭। 'যে স্থানে রমণীয় উত্তর কুরু এবং সুদর্শন সুমেরু
পর্ব্বত সেইস্থানে মনুষ্যগণ বাস করে যাঁহারা
নিঃস্বার্থ এবং 'আমার' কহিয়া নারীতে স্বত্ব স্থাপনে বিরত।
তাঁহারা বীজ বপন করে না, হলকর্ষণও করে না,
স্বয়ংজাত সালি আহার করে। তাঁহারা কণহীন,
তুষহীন, শুদ্ধ, সুগন্ধ তণ্ডুল উখাতাপে সিদ্ধ করিয়া
আহার করে। তাহারা গাভীকে একোপযুক্ত
যানে পরিণত করিয়া উহাতে আরোহণপূর্ব্বক
দিকে দিকে ভ্রমণ করে, পশুদলকেও ঐরূপে
চালিত করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে,
স্ত্রী, পুরুষ, কুমারী ও কুমারগণ ঐরূপ যানযোগে
গমনাগমন করে, স্বীয় যানে আরোহণ করিয়া
তাহারা রাজসেবায় সর্ব্বদিকে ভ্রমণ করে। যশস্বী
মহারাজের নিমিত্ত হস্তীযান, অশ্বযান, দিব্যযান,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাসাদ ও শিবিকাসমূহ রক্ষিত।
আটানাটা, কুসিনাটা, পরকুসিনাটা, নাটপুরিয়া,
পরকুসিতনাটা নামক তাঁহার নগরসমূহ অন্তরীক্ষে
সুনির্ম্মিত। উত্তরে কপীবন্ত, জনোঘ, নবনবতিয়
এবং অম্বর-অম্বরবতিয় নামক অপরাপর নগর এবং
রাজধানী আলকমন্দা। আয়ুষ্মান! মহারাজ
কুবেরের বিষাণা নামক রাজধানী। তজ্জন্য
মহারাজ কুবের 'বেস্‌সবণ' (বৈশ্রবণ), উক্ত হন।
যাহারা তাহার রাজবার্ত্তা বহনপূর্ব্বক উহার
ঘোষণা করেন তাহাদের নাম ততোলা, তত্তলা,
ততোতলা, ওজসি, তেজসি, ততোজসি, সূর,
রাজা অরিষ্ট এবং নেমি। ঐস্থানে ধরণী নামক
জলাশয় হইতে মেঘের উৎপত্তি হইয়া বর্ষণ হয়,
বৃষ্টিপাত হয়। ঐ স্থানের ভগলবতি নামক
সভায় যক্ষগণ পূজা করেন। ঐস্থানে ময়ূর-
ক্রৌঞ্চ-কোকিলাদির মধুর কণ্ঠ-ধ্বনিত, নানা
বিহঙ্গম সমাকুল, নিত্য ফলবান বৃক্ষরাজী বিদ্যমান।
ঐ স্থানে 'জীব' জীব' পক্ষীর রব শ্রুত হয়,
বনদেশ ওট্‌ঠব-চিত্তক-কুকুথক-পোক্ষর
সাতকাদির দ্বারা কূজিত। এই স্থানে শুক
ও সারিকার শব্দ শ্রুত হয়, দণ্ড-মানবক নামক পক্ষী
দৃষ্ট হয়, সর্ব্বদা সর্ব্বকালে কুবের-নলিনী-শোভমান
হয়। এই স্থান হইতে "উহা উত্তর দিক"
এইরূপ জনগণ কহিয়া থাকে। ঐ দিকের
পালনকর্ত্তা যশস্বী যক্ষাধিপতি মহারাজ কুবের,
তিনি যক্ষগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে
রত থাকেন। আমি শুনিয়াছি তাঁহার একই
নামধারী বহু পুত্র, তাঁহাদের সংখ্যা একনবতি,
তাঁহারা ইন্দ্র নামধারী ও মহাবলসম্পন্ন। তাঁহারাও
মহান, প্রশান্ত, আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর
হইতে তাঁহাকে নমস্কার করেন। 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!
তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম। তোমাকে
নমস্কার, তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর, অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে!'
আমরা ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ
কহিতেছি, "বিজয়ী গৌতমের বন্দনা কর, আমরা
বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি, বিদ্যাচরণ
সম্পন্ন বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।"

৮। 'ভন্তে! ইহাই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র।

'ভন্তে, যে কোন ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী, উপাসক অথবা উপাসিকা এই আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র উত্তমরূপে শিক্ষা করিবেন, সম্পূর্ণরূপে হৃদয়স্থ করিবেন, তাঁহাকে যদি কোন অ-মনুষ্য– যক্ষ অথবা যক্ষিণী, যক্ষ-বৎস অথবা বৎসা, যক্ষ-পারিষদ অথবা যক্ষ-সেবক, গন্ধর্ব্ব অথবা গন্ধর্ব্বী, গন্ধর্ব্ব-বৎস অথবা বৎসা, গন্ধর্ব্ব-পারিষদ অথবা গন্ধর্ব্ব সেবক, কুম্ভণ্ড অথবা কুম্ভণ্ডী, কুম্ভণ্ড-বৎস অথবা বৎসা, কুম্ভণ্ড-পারিষদ অথবা কুম্ভণ্ড সেবক। নাগ অথবা নাগিনী, নাগ বৎস অথবা বৎসা, নাগ পারিষদ অথবা নাগ-সেবক। প্রদুষ্ট চিত্তে গমনে, দণ্ডায়মানে, উপবেশনে অথবা শয়নে অনুসরণ করে, (বিপর্য্যস্ত করায়), তাহা হইলে, ভন্তে, সেই অ-মনুষ্য মদীয় গ্রাম বা নগরে সৎকার অথবা সম্মান পাইবে না। ভন্তে, সেই অ-মনুষ্য আমার রাজধানী আলকমন্দায় বাসভূমি অথবা বাসগৃহ পাইবে না। যক্ষদিগের সভায় সে গমন করিতে পাইবে না। সে আবাহের নিমিত্ত কন্যা পাইবে না এবং বিবাহের নিমিত্ত তাহার কন্যা কেহ গ্রহণ করিবে না। অধিকন্তু, ভন্তে, সেই অ-মনুষ্যগণের নিকট প্রভূতরূপে উপহাসের পাত্র হইবে। অমনুষ্যগণ রিক্তভাজনের ন্যায় তাহার মস্তক বিপর্য্যস্ত করিবে, সপ্তধা বিদীর্ণ করিবে।

৯। 'ভন্তে, কোন কোন অমনুষ্য আছে যাহারা চণ্ড, রুদ্র, দুর্দ্দান্ত। তাহারা মহারাজগণের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাহাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণের অথবা ঐ সকলের অধীনস্থগণের বশবর্ত্তী নহে। তাহারা মহারাজগণের বিদ্রোহীরূপে জ্ঞাত। যেইরূপ মগধরাজের রাজ্যে যেইসকল মহাচোর আছে, তাহারা মগধরাজের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণের অথবা ঐ সকলের অধীনস্থগণের বশবর্ত্তী নহে, যেইরূপ ঐ সকল মহাচোর মগধরাজের বিদ্রোহী কথিত হয়, সেইরূপ অ-মনুষ্যগণ আছে যাহারা চণ্ড, রুদ্র, দুর্দ্দান্ত। তাহারা মহারাজগণের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাহাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের অথবা ঐ সকলের অধীনস্থগণের বশবর্ত্তী নহে এবং মহারাজগণের বিদ্রোহী কথিত হয়। যদি কোন অ-মনুষ্য-যক্ষ অথবা যক্ষিণী, যক্ষ-বৎস অথবা বৎসা, যক্ষ-পারিষদ অথবা যক্ষ-সেবক, গন্ধর্ব্ব অথবা গন্ধর্ব্বী, গন্ধর্ব্ব-বৎস অথবা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বৎসা, গন্ধর্ব্ব-পারিষদ অথবা গন্ধর্ব্ব সেবক, কুম্ভণ্ড অথবা কুম্ভণ্ডী, কুম্ভণ্ড-বৎস অথবা বৎসা, কুম্ভণ্ড-পারিষদ অথবা কুম্ভণ্ড সেবক। নাগ অথবা নাগিনী, নাগ বৎস অথবা বৎসা, নাগ পারিষদ অথবা নাগ-সেবক। প্রদুষ্ট চিত্তে কোন ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী, উপাসক অথবা উপাসিকাকে গমনে, দণ্ডায়মানে, উপবেশনে অথবা শয়নে অনুসরণ (বিপর্য্যস্ত) করে, তাহা হইলে তাহাকে এই সকল যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহা-সেনাপতিগণকে এইরূপে উদ্দীপিত করিতে হইবে, তাঁহাদের উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিতে হইবে, উচ্চরবে তাঁহাদিগকে কহিতে হইবে– "এই যক্ষ আমাকে ধৃত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আক্রমণ করিতেছে, এই যক্ষ আমার অনিষ্ট করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আঘাত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে মুক্তি দিতেছে না।"

১০। 'কোন্ কোন যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহাসেনাপতিগণকে?

ইন্দ্র, সোম, বরুণ,
ভারদ্বাজ, প্রজাপতি,
চন্দন, কামসেট্‌ঠ,
কিন্নু ঘণ্ডু, নিঘণ্ডু,
পণাদ, ওপমঞ্ঞ,
দেবসূত মাতলি,
গন্ধর্ব্ব চিত্রসেন,
রাজা নল, জনেষভ
সাতাগির, হেমবত,
পুণ্ণক, করতিয়, গুল,
সীবক, মুচলিন্দ,
বেস্‌সামিত্ত, যুগন্ধর
গোপাল, সূপ্পগেধ,
হিরী, নেত্তী, মন্দিয়,
পঞ্চাল-চণ্ড আলবক,
পজ্জুন্ন, সুমন, সুমুখ,
দধিমুখ, মণি, মণিচর, দীঘ,
এই সকলের সহিত সেরিস্‌সক।

'এই সকল যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহাসেনাপতিগণকে এইরূপে উদ্দীপিত করিতে হইবে, তাঁহাদের উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিতে হইবে, উচ্চরবে তাঁহাদিগকে কহিতে হইবে– "এই যক্ষ আমাকে ধৃত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আক্রমণ করিতেছে, এই যক্ষ আমার অনিষ্ট করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আঘাত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে মুক্তি দিতেছে না।"

১১। 'ভন্তে! ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য ইহাই আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র।'

'এক্ষণে, ভন্তে, আমরা বিদায় লইব, আমাদের বহু কৃত্য, বহু করণীয় আছে।'

'মহারাজগণের যেইরূপ অভিরুচি।'

অনন্তর চারি মহারাজা আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সেইস্থানে অন্তর্দ্ধান করিলেন। যক্ষগণের মধ্যেও কেহ কেহ আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সেইস্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন, কেহ কেহ ভগবানের সহিত মধুর চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপান্তে সেইস্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন, কেহ কেহ ভগবানের দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া সেইস্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন, কেহ কেহ আপনাদের নাম-গোত্র প্রকাশ করিয়া, কেহ কেহ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া সেইস্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন।

দ্বিতীয় ভানভার

ভগবানের উক্তি

১২। তদনন্তর ভগবান রাত্রির অবসানে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেনঃ "ভিক্ষুগণ! রাত্রিকালে চারি মহারাজ বৃহৎ যক্ষসেনাবাহিনী সহ গন্ধর্ব্বসেনা, কুম্ভণ্ডসেনা এবং নাগসেনা দ্বারা চতুর্দিকে রক্ষিদল, সেনাব্যুহ এবং পরিভ্রমণকারী প্রহরী স্থাপন করিয়া রাত্রির অবসানে অত্যুজ্জ্বল দেহপ্রভায় সমগ্র গৃধ্রকূট পর্বত উদ্ভাসিত করিয়া যেখানে আমি ছিলাম সেখানে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া একপাশে উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুগণ! সেই যক্ষগণ কেহ কেহ আমাকে অভিবাদন করিয়া একপাশে উপবেশন করিলেন। কেহ কেহ আমার সহিত মধুর চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপ করিয়া একপাশে উপবেশন করিলেন। কেহ কেহ আমার দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া একপাশে উপবেশন করিলেন। কেহ কেহ আপনাদের নাম গোত্র প্রকাশ করিয়া একপাশে উপবেশন করিলেন। কেহ কেহ মৌন হইয়া একপাশে উপবেশন করিলেন।

ভিক্ষুগণ! একপাশে উপবিষ্ট মহারাজ বৈশ্রবণ আমাকে কহিলেনঃ– ভন্তে, প্রখ্যাত যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন, ঐরূপ যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি প্রসন্ন; মধ্যম শ্রেণীর যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন, ঐরূপ যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি প্রসন্ন; নিম্ন শ্রেণীর যক্ষগণ আছেন যাহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন। ঐরূপ যক্ষগণ আছেন যাহারা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানের প্রতি প্রসন্ন। কিন্তু যাহারা ভগবানে অপ্রসন্ন তাহাদের সংখ্যাই অধিক। কি কারণে? ভগবান প্রাণাতিপাত হইতে বিরতির উপদেশ দেন; অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতির উপদেশ দেন, ব্যভিচার হইতে বিরতির উপদেশ দেন; মৃষাবাদ হইতে বিরতির উপদেশ দেন, সুরাদি মদ্যপান হইতে বিরতির উপদেশ দেন। ভন্তে, যক্ষদিগের মধ্যে যাহারা ঐসকল কর্ম্মে বিরত নহে তাহাদের সংখ্যাই অধিক। এই জন্যই ভগবানের উপদেশ তাহাদের নিকট অপ্রিয়, ও অমনোজ্ঞ। ভগবানের শ্রাবকগণ আছেন যাঁহারা দূর অরণ্যে বনপ্রস্থে বাস করেন, যেইস্থানে শব্দ নাই, নির্ঘোষ নাই, যেইস্থানে বিজন বাত প্রবাহিত, যেইস্থানে মনুষ্য সমাগম রহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত। তথায় প্রতিষ্ঠাবান যক্ষগণ বাস করেন যাহারা ভগবানের এই উপদেশে শ্রদ্ধাহীন। যাহাতে তাহারা শ্রদ্ধাবান হয় সেই নিমিত্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য ভগবান আটানাটিয় রক্ষা মন্ত্রের ঘোষণা অনুমোদন করুন।

আমি মৌন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। অনন্তর ভিক্ষুগণ! মহারাজ বৈশ্রবণ আমার মৌন সম্মতি অবগত হইয়া সেই সময় এই আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করিলেনঃ-

চক্ষুষ্মান শ্রীমান
বিপস্‌সিকে নমস্কার।
সর্ব্বভূতানুকম্পী
সিখিকেও নমস্কার।
ূাতক তপস্বী
বেস্‌সভূকে নমস্কার।
মারসেনা-প্রমর্দ্দনকারী
ককুসন্ধকে নমস্কার।
পূর্ণব্রহ্মচর্য্য ব্রাহ্মণ
কোনাগমনকে নমস্কার।
সর্ব্বরূপে বিমুক্ত
কস্‌সপকে নমস্কার।
শাক্যপুত্র শ্রীমান
অঙ্গীরসকে নমস্কার,
তিনি সর্ব্বদুঃখমোচনকারী
ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন।
যাঁহারা এই জগতে নির্বৃত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যাঁহারা যথার্থদর্শী,
তাঁহারা প্রিয়বাদী, মহান ও প্রশান্ত।
তাঁহারা দেব-মনুষ্যগণের হিতকামী
বিদ্যাচরণসম্পন্ন, মহান,
প্রশান্ত গৌতমকে নমস্কার করেন।

১৩। যেইস্থান হইতে মহান, মণ্ডলী, আদিত্য সূর্য্যের উদয় হয়, যাহার উদয়ে সর্ব্বরীও নিরুদ্ধ হয়, এবং যাহার উদয় 'দিবস' উক্ত হয়, সেইস্থানে এক গভীর জলাশয়- জলপ্রবাহের আধার সমুদ্র। এইরূপে উহা "জলপ্রবাহের আধার সমুদ্র" কথিত হয়। এই স্থান হইতে "উহা পূর্ব্বদিক" এইরূপ জনগণ কহিয়া থাকে। ঐ দিকের পালনকর্ত্তা যশস্বী- গন্ধর্ব্বাধিপতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, তিনি গন্ধর্ব্বগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে রত থাকেন। তাঁহার বহুপুত্র, সকলেই একই নামবিশিষ্ট, এইরূপ শ্রুত হয়, তাহাদের সংখ্যা একনবতি, তাঁহারা মহাবলশালী এবং ইন্দ্রনামধারী। তাঁহারাও মহান প্রশান্ত আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর হইতে তাঁহাকে নমস্কার করেন। 'হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে!' আমরা ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ কহিতেছি, "বিজয়ী গৌতমের বন্দনা কর, আমরা বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি, বিদ্যাচরণসম্পন্ন বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।"

১৪। যেইস্থানে যাহারা প্রেত কথিত হয়, যাহারা ক্রুর, পৃষ্ঠমাংসখাদক, প্রাণহিংসারত, রুদ্র, চোর ও প্রবঞ্চক, তাহারা বাস করে, সেইস্থান এখান হইতে "দক্ষিণ দিকে", জনগণ এইরূপ কহিয়া থাকে। কুম্ভণ্ডগণের অধিপতি বিরূঢ় নামক যশস্বী মহারাজ ঐ দিক পালন করেন, কুম্ভণ্ডগণ পরিবেষ্টিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিনি নৃত্যগীতে রত থাকেন। আমি শুনিয়াছি
তাহার একই নামধারী বহুপুত্র, তাহাদের সংখ্যা
একনবতি, তাঁহারা ইন্দ্রনামধারী ও মহাবলসম্পন্ন।
তাঁহারাও মহান প্রশান্ত আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে
দেখিয়া দূর হইতে তাঁহাকে নমস্কার করেন।
'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম!
তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময়
দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে!'
আমরা ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ
কহিতেছি, "বিজয়ী গৌতমের বন্দনা কর, আমরা
বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি, বিদ্যাচরণ
সম্পন্ন বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।"

১৫। 'যে স্থানে মহান, মণ্ডলী, আদিত্য সূর্য্যের অস্তগমন
হয়, যাহার অস্তগমনে দিবসও নিরুদ্ধ হয়, এবং
রাত্রির আবির্ভাব হয়, সেইস্থানে এক গভীর
জলাশয়- জল প্রবাহের আধার সমুদ্র। এইরূপে
উহা "জল প্রবাহের আধার সমুদ্র" কথিত হয়।
এইস্থান হইতে "উহা পশ্চিম দিক" এইরূপ জনগণ
কহিয়া থাকে। ঐ দিকের পালনকর্ত্তা যশস্বী
নাগাধিপতি মহারাজ বিরূপাক্ষ, তিনি নাগগণ
কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে রত থাকেন।
আমি শুনিয়াছি তাঁহার একই নামধারী বহুপুত্র,
তাঁহাদের সংখ্যা একনবতি, তাঁহারা ইন্দ্রনামধারী
ও মহাবল সম্পন্ন। তাঁহারাও মহান, প্রশান্ত
আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর হইতে তাঁহাকে
নমস্কার করেন। 'হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! তোমাকে
নমস্কার, হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার,
তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর,
অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে!'
আমরা ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ
কহিতেছি, "বিজয়ী গৌতমের বন্দনা কর,
আমরা বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি,
বিদ্যাচরণ সম্পন্ন বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬। 'যে স্থানে রমণীয় উত্তর কুরু এবং সুদর্শন সুমেরু
পর্ব্বত সেইস্থানে মনুষ্যগণ বাস করে যাহারা
নিঃস্বার্থ এবং 'আমার' কহিয়া নারীতে স্বত্ব স্থাপনে বিরত।
তাহারা বীজ বপন করে না, হলকর্ষণও করে না,
স্বয়ংজাত সালি আহার করে। তাহারা কণহীন,
তুষহীন, শুদ্ধ, সুগন্ধ তণ্ডুল উখাতাপে সিদ্ধ করিয়া
আহার করে। তাহারা গাভীকে একোপযুক্ত
যানে পরিণত করিয়া উহাতে আরোহণ পূর্ব্বক
দিকে দিকে ভ্রমণ করে, পশুদলকেও ঐরূপে
চালিত করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে,
স্ত্রী, পুরুষ, কুমারী ও কুমারগণ ঐরূপ যানযোগে
গমনাগমন করে, স্বীয় যানে আরোহণ করিয়া
তাহারা রাজসেবায় সর্ব্বদিকে ভ্রমণ করে। যশস্বী
মহারাজের নিমিত্ত হস্তীযান, অশ্বযান, দিব্যযান,
প্রাসাদ ও শিবিকাসমূহ রক্ষিত।
আটানাটা, কুসিনাটা, পরকুসিনাটা, নাটপুরিয়া,
পরকুসিতনাটা নামক তাঁহার নগরসমূহ অন্তরীক্ষে
সুনির্ম্মিত। উত্তরে কপীবন্ত, জনোঘ, নবনবতিয়
এবং অম্বর-অম্বরবতিয় নামক অপরাপর নগর এবং
রাজধানী আলকমন্দা। আয়ুষ্মান! মহারাজ
কুবেরের বিষাণা নামক রাজধানী। তজ্জন্য
মহারাজ কুবের 'বেস্‌সবণ' (বৈশ্রবণ), উক্ত হন।
যাহারা তাহার রাজবার্ত্তা বহন পূর্ব্বক উহার
ঘোষণা করেন তাহাদের নাম ততোলা, তত্তলা,
ততোতলা, ওজসি, তেজসি, ততোজসি, সূর,
রাজা অরিষ্ট এবং নেমি। ঐস্থানে ধরণী নামক
জলাশয় হইতে মেঘের উৎপত্তি হইয়া বর্ষণ হয়,
বৃষ্টিপাত হয়। ঐ স্থানের ভগলবতি নামক
সভায় যক্ষগণ পূজা করেন। ঐস্থানে ময়ূর-
ক্রৌঞ্চ-কোকিলাদির মধুর কণ্ঠ-ধ্বনিত, নানা
বিহঙ্গম সমাকুল, নিত্য ফলবান বৃক্ষরাজী বিদ্যমান।
ঐ স্থানে 'জীব' জীব' পক্ষীর রব শ্রুত হয়,
বনদেশ ওট্‌ঠব-চিত্তক-কুকুত্থক-পোক্ষর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সাতকাদির দ্বারা কূজিত। এই স্থানে শুক
ও সারিকার শব্দ শ্রুত হয়, দণ্ড-মানবক নামক পক্ষী
দৃষ্ট হয়, সর্ব্বদা সর্ব্বকালে কুবের-নলিনী-শোভমান
হয়। এই স্থান হইতে "উহা উত্তর দিক"
এইরূপ জনগণ কহিয়া থাকে। ঐ দিকের
পালনকর্ত্তা যশস্বী যক্ষাধিপতি মহারাজ কুবের,
তিনি যক্ষগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে
রত থাকেন। আমি শুনিয়াছি তাঁহার একই
নামধারী বহু পুত্র, তাঁহাদের সংখ্যা একনবতি,
তাঁহারা ইন্দ্র নামধারী ও মহাবলসম্পন্ন। তাঁহারাও
মহান, প্রশান্ত, আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর
হইতে তাঁহাকে নমস্কার করেন। 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!
তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম। তোমাকে
নমস্কার, তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ
কর, অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে।'
আমরা ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ
কহিতেছি, "বিজয়ী গৌতমের বন্দনা কর, আমরা
বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি, বিদ্যাচরণ
সম্পন্ন বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।"

১৭। 'ভন্তে! ইহাই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র।

'ভন্তে, যে কোন ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী, উপাসক অথবা উপাসিকা এই আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র উত্তমরূপে শিক্ষা করিবেন, সম্পূর্ণরূপে হৃদয়স্থ করিবেন, তাঁহাকে যদি কোন অ-মনুষ্য- যক্ষ অথবা যক্ষিণী, যক্ষ-বৎস অথবা বৎসা, যক্ষ-পারিষদ অথবা যক্ষ-সেবক, গন্ধর্ব্ব অথবা গন্ধর্ব্বী, গন্ধর্ব্ব-বৎস অথবা বৎসা, গন্ধর্ব্ব-পারিষদ অথবা গন্ধর্ব্ব সেবক, কুম্ভণ্ড অথবা কুম্ভণ্ডী, কুম্ভণ্ড-বৎস অথবা বৎসা, কুম্ভণ্ড-পারিষদ অথবা কুম্ভণ্ড সেবক। নাগ অথবা নাগিনী, নাগ বৎস অথবা বৎসা, নাগ পারিষদ অথবা নাগ-সেবক। প্রদুষ্ট চিত্তে গমনে, দণ্ডায়মানে, উপবেশনে অথবা শয়নে অনুসরণ করে, (বিপর্য্যস্ত করায়) তাহা হইলে, ভন্তে, সেই অ-মনুষ্য মদীয় গ্রাম বা নগরে সৎকার অথবা সম্মান পাইবে না। ভন্তে, সেই অ-মনুষ্য আমার রাজধানী আলকমন্দায় বাসভূমি অথবা বাসগৃহ পাইবে না। যক্ষদিগের সভায় সে গমন করিতে পাইবে না। সে আবাহের নিমিত্ত কন্যা পাইবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

না এবং বিবাহের নিমিত্ত তাহার কন্যা কেহ গ্রহণ করিবে না। অধিকন্তু, ভন্তে, সে অ-মনুষ্যগণের নিকট প্রভূতরূপে উপহাসের পাত্র হইবে। অমনুষ্যগণ রিক্তভাজনের ন্যায় তাহার মস্তক বিপর্য্যস্ত করিবে, সপ্তধা বিদীর্ণ করিবে।

১৮। 'ভন্তে, কোন কোন অমনুষ্য আছে যাহারা চণ্ড, রুদ্র, দুর্দ্দান্ত। তাহারা মহারাজগণের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাহাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণের অথবা ঐ সকলের অধীনস্থগণের বশবর্ত্তী নহে। তাহারা মহারাজগণের বিদ্রোহীরূপে জ্ঞাত। যেইরূপ মগধরাজের রাজ্যে যে সকল মহাচোর আছে, তাহারা মগধরাজের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণের অথবা ঐ সকলের অধীনস্থগণের বশবর্ত্তী নহে, যেইরূপ ঐ সকল মহাচোর মগধরাজের বিদ্রোহী কথিত হয়, সেইরূপ অ-মনুষ্যগণ আছে যাহারা চণ্ড, রুদ্র, দুর্দ্দান্ত। তাহারা মহারাজগণের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাহাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের অথবা ঐ সকলের অধীনস্থগণের বশবর্ত্তী নহে এবং মহারাজগণের বিদ্রোহী কথিত হয়। যদি কোন অ-মনুষ্য- যক্ষ অথবা যক্ষিণী, যক্ষ-বৎস অথবা বৎসা, যক্ষ-পারিষদ অথবা যক্ষ-সেবক, গন্ধর্ব্ব অথবা গন্ধর্ব্বী, গন্ধর্ব্ব-বৎস অথবা বৎসা, গন্ধর্ব্ব-পারিষদ অথবা গন্ধর্ব্ব সেবক, কুম্ভণ্ড অথবা কুম্ভণ্ডী, কুম্ভণ্ড-বৎস অথবা বৎসা, কুম্ভণ্ড-পারিষদ অথবা কুম্ভণ্ড সেবক। নাগ অথবা নাগিনী, নাগ বৎস অথবা বৎসা, নাগ পারিষদ অথবা নাগ-সেবক। প্রদুষ্ট চিত্তে কোন ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী, উপাসক অথবা উপাসিকাকে গমনে, দণ্ডায়মানে, উপবেশনে অথবা শয়নে অনুসরণ (বিপর্য্যস্ত) করে, তাহা হইলে তাঁহাকে এই সকল যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহা-সেনাপতিগণকে এইরূপে উদ্দীপিত করিতে হইবে, তাঁহাদের উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিতে হইবে, উচ্চরবে তাঁহাদিগকে কহিতে হইবে– "এই যক্ষ আমাকে ধৃত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আক্রমণ করিতেছে, এই যক্ষ আমার অনিষ্ট করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আঘাত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে মুক্তি দিতেছে না।"

১৯। 'কোন্ কোন্ যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহাসেনাপতিগণকে?

ইন্দ্র, সোম, বরুণ,
ভারদ্বাজ, প্রজাপতি,
চন্দন, কামসেট্‌ঠ,
কিন্নু ঘণ্ডু, নিঘণ্ডু,
পণাদ, ওপমঞ্ঞ,
দেবসূত মাতলি,
গন্ধর্ব্ব চিত্রসেন,
রাজা নল, জনেষভ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সাতাগির, হেমবত,
পুণ্নক, করতিয়, গুল,
সীবক, মুচলিন্দ,
বেস্‌সামিত্ত, যুগন্ধর
গোপাল, সূপ্পগেধ,
হিরী, নেত্তী, মন্দিয়,
পঞ্চাল-চণ্ড আলবক,
পজ্জুন্ন, সুমন, সুমুখ,
দধিমুখ, মণি, মণিচর, দীঘ,
এই সকলের সহিত সেরিস্‌সক।

'এই সকল যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহাসেনাপতিগণকে এইরূপে উদ্দীপিত করিতে হইবে, তাঁহাদের উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিতে হইবে, উচ্চরবে তাঁহাদিগকে কহিতে হইবে– "এই যক্ষ আমাকে ধৃত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আক্রমণ করিতেছে, এই যক্ষ আমার অনিষ্ট করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আঘাত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে মুক্তি দিতেছে না।"

২০। 'ভন্তে! ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাঁহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য ইহাই আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র।'

'এক্ষণে, ভন্তে, আমরা বিদায় লইব, আমাদের বহু কৃত্য, বহু করণীয় আছে।'

'মহারাজগণের যেইরূপ অভিরুচি।'

অনন্তর ভিক্ষুগণ! চারিমহারাজ আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক আমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সেইস্থানে অন্তর্ধান করিলেন। যক্ষগণের মধ্যেও কেহ কেহ আসন হইতে উত্থানপূর্বক আমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সেইস্থানে অন্তর্ধান করিলেন। কেহ কেহ আমার সহিত মধুর চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপান্তে সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন। কেহ কেহ ভগবানের দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া সেইস্থানেই অন্তর্ধান করিলেন, কেহ কেহ আপনাদের নাম-গোত্র প্রকাশ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। কেহ কেহ তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া সেইস্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।

২১। 'ভিক্ষুগণ, আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র শিক্ষা কর, সম্পূর্ণরূপে হৃদয়স্থ কর; এই মন্ত্র ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য অর্থপূর্ণ।

ভগবান এইরূপ কহিলেন। সেই ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানের ভাষণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভিনন্দন করিলেন।

আটানাটিয় সূত্রান্ত সমাপ্ত।

৩৩। সংগীতি সূত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। ১। এক সময় ভগবান মল্লদিগের দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে পাঁচশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত মল্লদিগের পাবা নামক নগরে উপনীত হইয়া ঐস্থানে চুন্দ নামক কর্ম্মকারের আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন।

২। ঐ সময় পাবা-বাসী মল্লগণের 'উব্‌ভটক'[১] নামক অচিরনির্ম্মিত নূতন মন্ত্রণাগারে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ অথবা অপর কোন মনুষ্য বাস করে নাই। পাবার মল্লগণ শুনিল– 'ভগবান মল্লদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত পাবায় উপনীত হইয়া তথায় কর্ম্মকার চুন্দের আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর পাবার মল্লগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিল। তৎপরে তাহারা ভগবানকে কহিলঃ 'ভন্তে, এইস্থানে পাবা-বাসী মল্লদিগের 'উব্‌ভটক' নামক অচির নির্ম্মিত মন্ত্রণাগৃহে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ অথবা অপর কোন মনুষ্য বাস করে নাই। ভগবান ঐস্থান সর্ব্বপ্রথম উপভোগ করুন। প্রথমেই ভগবান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে উহা পরে মল্লদিগের স্থায়ী সুখ ও মঙ্গল বিধায়ক হইবে।'

ভগবান মৌনদ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

৩। অতঃপর মল্লগণ ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রণাগৃহে গমনপূর্ব্বক উহা সম্পূর্ণরূপে আস্তরণাচ্ছাদিত করিয়া আসনাদি নির্দ্দিষ্ট করণান্তর তৈল প্রদীপ স্থাপনপূর্ব্বক ভগবানের নিকট গমন করিল। তাঁহারা ভগবানকে অভিবাদনপূর্ব্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল। পরে তাঁহারা ভগবানকে কহিলঃ 'ভন্তে, মন্ত্রণাগৃহ সম্পূর্ণরূপে আস্তরণাচ্ছাদিত, আসনাদি নির্দ্দিষ্ট, তৈল প্রদীপ স্থাপিত, এক্ষণে ভগবানের যেইরূপ ইচ্ছা।'

---

[১]। গৃহের উচ্চতার নিমিত্ত ঐ নাম হইয়াছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। তখন ভগবান পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর হস্তে ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত মন্ত্রণাগৃহে গমন করিলেন। পাদ প্রক্ষালনান্তে কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক মধ্যস্থ স্তম্ভ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘও পাদ ধৌত করিয়া কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক পশ্চিমদিকস্থ ভিত্তি আশ্রয় করিয়া ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। পাবার মল্লগণও পাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক কক্ষে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বকদিকস্থ ভিত্তি আশ্রয় করিয়া ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া পশ্চিম মুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। অতঃপর ভগবান পাবার মল্লগণকে বহুরাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। পরে তিনি তাহাদিগকে 'বাসেট্ঠগণ, রাত্রি অবসান, এক্ষণে তোমাদের যাহা ইচ্ছা', এইকথা বলিয়া বিদায় দিলেন।

প্রত্যুত্তরে মল্লগণ 'তথাস্তু' কহিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

৫। মল্লগণের প্রস্থানের অল্পকাল পরে ভগবান নীরব ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সারিপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ 'সারিপুত্র, ভিক্ষুসঙ্ঘ স্ত্যান-মিদ্ধ রহিত, তুমি ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হও, আমি পৃষ্ঠদেশে বেদনা অনুভব করিতেছি, আমি উহা প্রসারিত করিব।'

উত্তরে সারিপুত্র ভগবানকে কহিলেন, 'উত্তম, ভন্তে'।

তৎপরে ভগবান সংঘাটি চতুর্গুণ করিয়া বিছাইয়া পাদোপরি পাদ রক্ষাপূর্ব্বক স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া মনে উত্থান-সংজ্ঞা রক্ষা করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহ-শয্যা আশ্রয় করিলেন।

৬। ঐ সময় নিগণ্ঠ নাথ-পুত্র সম্প্রতি পাবায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বন্দ্ব, কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মুখাস্ত্রদ্বারা আহত করিতেছিল– 'তুমি এই ধর্ম্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কি প্রকারে এই ধর্ম্ম ও বিনয় জানিবে?– তুমি মিথ্যাদৃষ্টির অনুবর্ত্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন– আমি প্রাসঙ্গিক কথা কহিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক কহিতেছ– পূর্ব্বে কথনীয় তুমি পশ্চাতে কহিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্ব্বে কহিয়াছ– তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে– তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ– স্বকীয় দৃষ্টি পরিশুদ্ধ কর, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশমুক্ত কর। নাথ-পুত্রের অনুচর নিগণ্ঠগণ যেন পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাঁহার শ্বেতাম্বরধারী গৃহী শ্রাবকগণও নিগণ্ঠগণের প্রতি উদাসীন হইয়াছিল, বিরক্ত হইয়াছিল, তাহাদের বিরোধী হইয়াছিল, তাহাদের ধর্ম্ম-বিনয়ের ব্যাখ্যান এতই অপটু হইয়াছিল, উহার প্রচার এতই অফলপ্রদ হইয়াছিল, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা এতই অক্ষম হইয়াছিল, যেহেতু উহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হয় নাই এবং ভিন্নস্তূপ ও অপ্রতিশরণে পরিণত হইয়াছিল।

৭। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেনঃ বন্ধুগণ, নিগণ্ঠ নাথ-পুত্র সম্প্রতি পাবায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বন্দ্ব, কলহ, বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মুখাস্ত্রদ্বারা আহত করিতেছিল– 'তুমি এই ধর্ম্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কি প্রকারে এই ধর্ম্ম ও বিনয় জানিবে?– তুমি মিথ্যাদৃষ্টির অনুবর্ত্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন– আমি প্রাসঙ্গিক কথা কহিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক কহিতেছ– পূর্ব্বে কথনীয় তুমি পশ্চাতে কহিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্ব্বে কহিয়াছ– তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে– তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ– স্বকীয় দৃষ্টি পরিশুদ্ধ কর, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশমুক্ত কর। নাথ-পুত্রের অনুচর নিগণ্ঠগণ যেন পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাঁহার শ্বেতাম্বরধারী গৃহী শ্রাবকগণও নিগণ্ঠগণের প্রতি উদাসীন হইয়াছিল, বিরক্ত হইয়াছিল, তাহাদের বিরোধী হইয়াছিল, তাহাদের ধর্ম্ম-বিনয়ের ব্যাখ্যান এতই অপটু হইয়াছিল, উহার প্রচার এতই অফলপ্রদ হইয়াছিল, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা এতই অক্ষম হইয়াছিল, যেহেতু উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হয় নাই এবং ভিন্নস্তূপ ও অপ্রতিশরণে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও বিনয়ের সুব্যাখ্যার অভাব, উহার নিষ্ফল প্রচার, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহার অক্ষমতা এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত না হওয়া– এই সকলই ইহার কারণ। কিন্তু, বন্ধুগণ, আমাদিগের ভগবান কর্ত্তৃক ধর্ম্ম স্বাখ্যাত, সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে এবং শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়।

ঐ ধর্ম্ম কি?

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক একধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়।

৮। একধর্ম্ম কি?

সর্ব্বপ্রাণী আহারোপরি স্থিত, সংস্কারোপরি স্থিত। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্পন্ন ভগবান কর্তৃক এই 'একধর্ম্ম' সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়।

৯। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন অরহত ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক দুই-ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়।

কোন্ কোন্ দুই-ধর্ম্ম?

(১) নাম ও রূপ।
(২) অবিদ্যা ও ভব-তৃষ্ণা।
(৩) ভব-দৃষ্টি ও বিভব-দৃষ্টি[১]।
(৪) অবিবেকিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা।
(৫) বিবেকিতা ও বিমৃষ্যকারিতা।
(৬) স্বৈরচারিতা ও পাপ-সাহচর্য্য।
(৭) কোমলতা ও সাধু সাহচর্য্য।
(৮) আপত্তি[২] কুশলতা ও উহার প্রতিরোধ কুশলতা।
(৯) সমাপত্তি[৩] কুশলতা ও উহা হইতে পুনরুত্থান কুশলতা।
(১০) ধাতুসমূহের সম্যক জ্ঞান এবং উহাতে অভিনিবেশ।
(১১) আয়তনসমূহ এবং প্রতীত্য সমুৎপাদের সম্যক জ্ঞান।
(১২) স্থান-অস্থান কুশলতা।
(১৩) ঋজুতা ও মৃদুতা।
(১৪) ক্ষান্তি ও কোমলতা।
(১৫) মধুর বাক্য ও হৃদয়গ্রাহী আচরণ।
(১৬) করুণা ও অন্তরের পবিত্রতা।
(১৭) বিস্মৃতিশীলতা ও অনবধানতা।
(১৮) স্মৃতি ও অবহিত দৃষ্টি।
(১৯) অরক্ষিত ইন্দ্রিয় ও মাত্রাহীন ভোজন।

১। শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদ।
২। সঙ্ঘসম্বন্ধীয় অপরাধ।
৩। ধ্যানের অবস্থা বিশেষ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২০) রক্ষিত ইন্দ্রিয় ও মিতাহার।

(২১) বিচারবুদ্ধি বল ও ভাবনা বল।

(২২) স্মৃতিবল ও সমাধি-বল।

(২৩) শমথ ও বিপশ্যনা।

(২৪) শমথ-নিমিত্ত ও প্রগ্রহ-নিমিত্ত।

(২৫) প্রগ্রহ ও অবিক্ষেপ।

(২৬) শীল-সম্পদা ও দৃষ্টি-সম্পদা।

(২৭) শীল-বিপত্তি ও দৃষ্টি-বিপত্তি।

(২৮) শীল-বিশুদ্ধি ও দৃষ্টি-বিশুদ্ধি।

(২৯) দৃষ্টি-বিশুদ্ধি ও যথাদৃষ্টি অনুযায়ী প্রয়াস।

(৩০) সংবেগ এবং সংবেজনীয় স্থানে সংবিগ্নের আন্তরিক প্রয়াস।

(৩১) কুশলধর্ম্মে অসন্তুষ্টিতা ও প্রয়াসের প্রয়োগে অধ্যবসায়।

(৩২) বিদ্যা ও বিমুক্তি।

(৩৩) ক্ষয়ের জ্ঞান ও পুনরাবির্ভাব নিবারণের জ্ঞান।

বন্ধুগণ, এই সকল দুই-ধর্ম্ম জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন অরহত ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্তি না হইয়া সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়।

১০। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন অরহত ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ত্রয়াত্মক ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়। ঐ সকল কি কি?

(১) তিন অকুশল-মূল– লোভ দ্বেষ ও মোহ।

(২) তিন কুশল-মূল– লোভহীনতা, দ্বেষহীনতা, ও মোহহীনতা।

(৩) তিন দুশ্চরিত– কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত, মন-দুশ্চরিত।

(৪) তিন সুচরিত– কায়-সুচরিত, বাক্-সুচরিত, মন-সুচরিত।

(৫) তিন অকুশল বিতর্ক– কাম বিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক।

(৬) তিন কুশল-বিতর্ক– নৈষ্কাম্য বিতর্ক, অব্যাপাদ বিতর্ক, অবিহিংসা বিতর্ক।

(৭) তিন অকুশল সংকল্প– কাম সংকল্প, ব্যাপাদ সংকল্প, বিহিংসা সংকল্প।

(৮) তিন কুশল সংকল্প– নৈষ্কাম্য সংকল্প, অব্যাপাদ সংকল্প, অবিহিংসা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংকল্প।

(৯) তিন অকুশল সংজ্ঞা– কাম-সংজ্ঞা, ব্যাপাদ-সংজ্ঞা, বিহিংসা-সংজ্ঞা।

(১০) তিন কুশল সংজ্ঞা– নৈষ্কাম্য সংজ্ঞা, অ-ব্যাপাদ সংজ্ঞা, অবিহিংসা সংজ্ঞা।

(১১) তিন অকুশল ধাতু– কামধাতু, ব্যাপাদধাতু, বিহিংসাধাতু।

(১২) তিন কুশল ধাতু– নৈষ্কাম্য ধাতু, অ-ব্যাপাদ ধাতু, অবিহিংসা ধাতু।

(১৩) অপর তিন ধাতু– কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু।

(১৪) অপর তিন ধাতু– রূপধাতু, অরূপধাতু, নিরোধধাতু[১]।

(১৫) অপর তিন ধাতু– হীনধাতু, মধ্যমধাতু, প্রণীতধাতু।

(১৬) তিন তৃষ্ণা– কাম-তৃষ্ণা, ভব-তৃষ্ণা, বিভব-তৃষ্ণা।

(১৭) অপর তিন তৃষ্ণা– কাম-তৃষ্ণা, রূপ-তৃষ্ণা, অরূপ-তৃষ্ণা।

(১৮) অপর তিন তৃষ্ণা– রূপ-তৃষ্ণা, অরূপ-তৃষ্ণা, নিরোধ-তৃষ্ণা[২]।

(১৯) তিন সংযোজন– সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ।

(২০) তিন আসব– কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব।

(২১) তিন ভব– কাম-ভব, রূপ-ভব, অরূপ-ভব।

(২২) তিন এষণা– কামেষণা, ভবেষণা, ব্রহ্মচর্য্যেষণা।

(২৩) তিন অহমিকা– 'আমি শ্রেষ্ঠ', 'আমি সদৃশ', 'আমি হীন'।

(২৪) তিন কাল– অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান।

(২৫) তিন অন্ত– সৎকায়[৩], উহার উৎপত্তি, উহার নিরোধ।

(২৬) তিন বেদনা– সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ বেদনা।

(২৭) তিন দুঃখতা (দুঃখময় অবস্থা)– দুঃখ (দুঃখ বেদনা), সংস্কার (জন্ম, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর জ্ঞান), বিপরিণাম।

(২৮) তিন রাশি– কুকর্ম্ম রাশি যাহার অপরিবর্ত্তনীয় ফল অমঙ্গল; সুকর্ম্ম রাশি যাহার অপরিবর্ত্তনীয় ফল মঙ্গল; অনিয়ত রাশি।

(২৯) তিন সংশয়– অতীত, অনাগত এবং বর্ত্তমান সম্বন্ধে সংশয়, বিচিকিৎসা (বিহ্বলতা, কর্ত্তব্যাবধারণে অসামর্থ্য), অসন্তুষ্টি।

---

[১]। নির্ব্বাণ

[২]। এই স্থানে 'নিরোধ' উচ্ছেদ দৃষ্টির অর্থে কথিত হইয়াছে। ১৬-১৮ অনুচ্ছেদের মর্ম্ম এই- কাম সম্পর্কে, অস্তিত্বের সর্ব্বপ্রকার সংস্কার, যাহা তৃষ্ণা কথিত হয়, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত; এবং যেহেতু সর্ব্বতৃষ্ণা ইন্দ্রিয়স্পর্শী-বাসনা দ্বারা পরিব্যাপ্ত সেই হেতু অপর দুই তৃষ্ণা উহা হইতেই সিদ্ধ।

[৩]। পঞ্চস্কন্ধ (নাম-রূপ)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৩০) তথাগতের তিন অরক্ষ্য[১]– বন্ধুগণ, তথাগত পরিশুদ্ধ কায়সমাচার সম্পন্ন, বাক্ সমাচার সম্পন্ন, মনোসমাচার সম্পন্ন; তাঁহার এমন কোন কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত, মনো-দুশ্চরিত নাই যাহা অপরের নিকট গোপন করা প্রয়োজন।

(৩১) তিন কিঞ্চন (মল)– রাগ, দ্বেষ ও মোহ।

(৩২) তিন অগ্নি– রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নি।

(৩৩) অপর তিন অগ্নি– আহবণীয় অগ্নি, গার্হপত্য অগ্নি, দক্ষিণেয়্য অগ্নি[২]।

(৩৪) ত্রিবিধ রূপ-সংগ্রহ– সনিদর্শন-সপ্রতিঘ রূপ, অনিদর্শন-সপ্রতিঘ রূপ, অনিদর্শন-অপ্রতিঘ রূপ।

(৩৫) তিন সংস্কার– পুণ্য-অভিসংস্কার, অপুণ্য-অভিসংস্কার, অবিক্ষোভ-অভিসংস্কার[৩]।

(৩৬) তিন পুদ্গল (পুরুষ)– শিক্ষার্থী, যাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, যিনি উভয় শ্রেণীর কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নহেন[৪]।

(৩৭) তিন থের– জাতি-থের[৫], ধর্ম্ম-থের[৬], সম্মতি-থের[৭]।

(৩৮) তিন পুণ্য-ক্রিয়াবস্তু– দানময়, শীলময়, ভাবনাময়।

(৩৯) তিন প্রবর্ত্তনা-বস্তু– যাহা দৃষ্ট, যাহা শ্রুত, যাহা শঙ্কার বিষয়ীভূত।

(৪০) কামলোকে ত্রিবিধ উৎপত্তি– বন্ধুগণ, সত্ত্বগণ আছে যাহাদের কামনা উপস্থিত ভোগ্যবস্তুতে বদ্ধ, যথা কোন কোন মনুষ্য, কোন কোন দেব, কোন বিনিপাতিক। ইহাই কামলোকে প্রথম উৎপত্তি। বন্ধুগণ, সত্ত্বগণ আছে যাহারা ভোগ্যের সৃষ্টি করিয়া উহার বশবর্ত্তী হয়, যথা নির্ম্মাণরতি দেবগণ। ইহাই কামলোকে দ্বিতীয় উৎপত্তি। বন্ধুগণ, সত্ত্বগণ আছে যাহারা পরসৃষ্ট ভোগ্যের বশবর্ত্তী হয়, যথা পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী দেবগণ। ইহাই কামলোকে তৃতীয় উৎপত্তি।

(৪১) ত্রিবিধ সুখময় উৎপত্তি– বন্ধুগণ, সত্ত্বগণ আছেন যাঁহারা (পূর্ব্ব জন্মে) পুনঃপুনঃ সুখ উৎপাদন করিয়া এক্ষণে সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যথা ব্রহ্মকায়িক দেবগণ। ইহাই প্রথম সুখময় উৎপত্তি। সত্ত্বগণ আছেন যাঁহারা

---

[১]। যাহাতে অবহিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন।

[২]। অর্থাৎ পিতামাতার সেবা; সন্তান সন্ততি, স্ত্রী ও অধীনস্থগণের সেবা; ধর্ম্মের সেবা।

[৩]। ইহা অরূপ স্বর্গে পুনর্জন্মের সংকল্পের অধিবচন।

[৪]। অর্থাৎ পৃথগ্‌জন, সাধারণ মনুষ্য।

[৫]। বয়োবৃদ্ধ পুরুষ।

[৬]। প্রতিষ্ঠাপিত ভিক্ষু।

[৭]। যথারীতি 'থের পদে স্থাপিত ভিক্ষু।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুখসিক্ত, সুখানুপ্রবিষ্ট, সুখপূর্ণ, সুখ-পরিব্যাপ্ত, তাঁহারা সময়ে সময়ে উদান উচ্চারণ করেন 'অহো সুখ, অহো সুখ!', যথা আভাস্বর দেবগণ। ইহাই দ্বিতীয় সুখময় উৎপত্তি। সত্ত্বগণ আছেন যাঁহারা সুখসিক্ত, সুখানুপ্রবিষ্ট, সুখপূর্ণ, সুখ-পরিব্যাপ্ত, তাঁহারা পরম সন্তুষ্টিসহ প্রণীত সুখ অনুভব করেন, যথা শুভ-কৃৎস্ন দেবগণ। ইহাই তৃতীয় সুখময় উৎপত্তি।

(৪২) তিন প্রজ্ঞা– শৈক্ষ্য প্রজ্ঞা, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞা, নৈব শৈক্ষ্য-নাশৈক্ষ্য প্রজ্ঞা।

(৪৩) অপর তিন প্রজ্ঞা– চিন্তাময়[১] প্রজ্ঞা, শ্রুতময়[২] প্রজ্ঞা, ভাবনাময়[৩] প্রজ্ঞা।

(৪৪) তিন আয়ুধ– শ্রুত-আয়ুধ, প্রবিবেক-আয়ুধ, প্রজ্ঞা-আয়ুধ।

(৪৫) তিন ইন্দ্রিয়– অজ্ঞাতের জ্ঞানলাভ-ইন্দ্রিয়, জ্ঞান-ইন্দ্রিয়, পূর্ণজ্ঞান-ইন্দ্রিয়।

(৪৬) তিন চক্ষু– মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু, প্রজ্ঞাচক্ষু।

(৪৭) তিন শিক্ষা– অধিশীল-শিক্ষা, অধিচিত্ত-শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষা।

(৪৮) তিন ভাবনা– কায় ভাবনা, চিত্ত ভাবনা, প্রজ্ঞা ভাবনা।

(৪৯) তিন অনুত্তর– দর্শন-অনুত্তর, প্রতিপদা-অনুত্তর, বিমুক্তি-অনুত্তর[৪]

(৫০) তিন সমাধি– সবিতর্ক সবিচার-সমাধি, অবিতর্ক বিচার মাত্র- সমাধি, অবিতর্ক-অবিচার সমাধি।

(৫১) অপর তিন সমাধি– শূন্যতা সমাধি[৫] অনিমিত্ত[৬] সমাধি, অপ্রণিহিত[৭] সমাধি।

(৫২) ত্রিবিধ শৌচ– কায়-শৌচ, বাক্-শৌচ, মন-শৌচ।

(৫৩) ত্রিবিধ মৌনেয়[৮]– কায়-মৌনেয়, বাক্-মৌনেয়, মন-মৌনেয়।

(৫৪) ত্রিবিধ কৌশল্য– আয়-কৌশল্য, অপায়-কৌশল্য, উপায়-কৌশল্য[৯]

---

[১]। চিন্তা-প্রসূত।

[২]। অপরের নিকট হইতে লব্ধ।

[৩]। চিত্তের উৎকর্ষ সাধক।

[৪]। এই তিনটিতে মার্গ, ফল এবং নির্ব্বাণ উল্লিখিত হইয়াছে।

[৫]। যাহা রাগ, দ্বেষ ও মোহ হইতে মুক্ত, বিশেষতঃ আত্ম হইতে মুক্ত।

[৬]। নির্গুণ।

[৭]। বাসনা-মুক্ত।

[৮]। মুনি ভাবজনক ধর্ম্ম।

[৯]। অগ্রগতি, পশ্চাদ্গতি, সাফল্য। 'আয়, অপায়, উপায়' তিনটি শব্দই 'ই' ধাতু (গমন করা) হইতে নিষ্পন্ন। 'অপায়' শব্দ সাধারণতঃ সর্ব্বপ্রকার দুর্গতিজনক পুনর্জন্মের প্রতি প্রযুক্ত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৫৫) ত্রিবিধ মদ– আরোগ্য-মদ, যৌবন-মদ, জীবন-মদ।

(৫৬) তিন আধিপত্য– আত্মাধিপত্য[১], লোকাধিপত্য[২], ধর্ম্মাধিপত্য[৩]।

(৫৭) তিন কথা-বস্তু– অতীত সম্বন্ধে কথা 'অতীতে এইরূপ হইয়াছিল', অনাগত সম্বন্ধে কথা 'ভবিষ্যতে এইরূপ হইবে', বর্ত্তমান সম্বন্ধে কথা 'বর্ত্তমানে এইরূপ হইয়াছে।'

(৫৮) তিন বিদ্যা– পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির জ্ঞানরূপ বিদ্যা, সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তির জ্ঞানরূপ বিদ্যা, আস্রবসমূহের ক্ষয়ের জ্ঞানরূপ বিদ্যা।

(৫৯) তিন বিহার– দিব্য বিহার[৪], ব্রহ্ম-বিহার[৫], আর্য্য বিহার[৬]।

(৬০) তিন প্রাতিহার্য্য– ঋদ্ধি প্রাতিহার্য্য, আদেশনা[৭]-প্রাতিহার্য্য, অনুশাসনী-প্রাতিহার্য্য।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই সকল ত্রয়ক ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়।

১১। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক চারিধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্র হইয়া উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়। কোন্ চারিধর্ম্ম?

(১) চারিস্মৃতি-প্রস্থান– বন্ধুগণ, ভিক্ষু উৎসাহপূর্ণ, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান হইয়া, জগতে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্য দমন করিয়া, কায়ে কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; বেদনায় বেদনানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; চিত্তে চিত্তানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; ধর্ম্মে ধর্ম্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন।

(২) চারি সম্যক প্রধান– বন্ধুগণ, ভিক্ষু যাহাতে অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম্ম

---

[১]। আত্মনির্ভরতা, স্বাতন্ত্র্য।

[২]। মানুষের উপর পার্থিব বস্তুর প্রভাব।

[৩]। ধর্ম্মের শাসন।

[৪]। অষ্ট সমাপত্তি লাভ।

[৫]। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার অনুশীলন।

[৬]। মার্গফল প্রাপ্তি।

[৭]। পরচিত্ত-জ্ঞান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্ন না হয় তজ্জন্য ইচ্ছাশক্তির উৎপাদন করেন, প্রয়াস ও বীর্য্য প্রয়োগ করেন, সংকল্পবদ্ধ প্রযত্নের সহিত চিত্তকে দৃঢ় করেন। যাহাতে উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম্ম প্রহীন হয়, তজ্জন্য ইচ্ছাশক্তির উৎপাদন করেন, প্রয়াস ও বীর্য্য প্রয়োগ করেন, সংকল্পবদ্ধ প্রযত্নের সহিত চিত্তকে দৃঢ় করেন। যাহাতে অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম্মসমূহ উৎপন্ন হয় তজ্জন্য ইচ্ছাশক্তির উৎপাদন করেন, প্রয়াস ও বীর্য্য প্রয়োগ করেন, সংকল্পবদ্ধ প্রযত্নের সহিত চিত্তকে দৃঢ় করেন। যাহাতে উৎপন্ন কুশলধর্ম্ম সমূহ স্থায়ী হয়, বিশৃঙ্খল না হয়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বিস্তৃত হয়, বিকশিত হয়, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য ইচ্ছাশক্তির উৎপাদন করেন, প্রয়াস ও বীর্য্য প্রয়োগ করেন, সংকল্পবদ্ধ প্রযত্নের সহিত চিত্তকে দৃঢ় করেন।

(৩) চারি ঋদ্ধি পাদ– বন্ধুগণ, ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি প্রধান-সংস্কার সমন্নাগত ঋদ্ধি-পাদ ভাবনা করেন। চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্নাগত ঋদ্ধি-পাদ ভাবনা করেন। বীর্য্য-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্নাগত ঋদ্ধি-পাদ ভাবনা করেন। মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্নাগত ঋদ্ধি-পাদ ভাবনা করেন।

(৪) চারি ধ্যান– বন্ধুগণ, ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথমধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। বিতর্ক বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয়ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার করেন; তিনি কায়ে সুখ অনুভব করেন– যে সুখ সম্বন্ধে আর্য্যগণ কহিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী'– এবং এইরূপে তৃতীয়ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জ্জন করিয়া, পূর্ব্বেই সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া অ-দুঃখ অ-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন।

(৫) চারি সমাধিভাবনা– বন্ধুগণ, সমাধি-ভাবনা আছে যাহা অনুশীলিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এই জগতেই সুখ বিধায়ক হয়। সমাধি-ভাবনা আছে যাহা অনুশীলিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জ্ঞান-দর্শন লাভ হয়। সমাধি-ভাবনা আছে যাহা অনুশীলিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান লাভ হয়। সমাধি-ভাবনা আছে যাহা অনুশীলিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে আস্রবের ক্ষয় হয়।

বন্ধুগণ, কি প্রকার সমাধি-ভাবনা-অনুশীলিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এই জগতেই সুখবিধায়ক হয়? ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথমধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। বিতর্ক বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয়ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার করেন; তিনি কায়ে সুখ অনুভব করেন– যে সুখ সম্বন্ধে আর্য্যগণ কহিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী'– এবং এইরূপে তৃতীয়ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জ্জন করিয়া, পূর্ব্বেই সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া অ-দুঃখ অ-সুখ রূপ অপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। ইহাই সমাধি-ভাবনা যাহা অনুশীলিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এই জগতেই সুখবিধায়ক হয়। কি প্রকার সমাধি-ভাবনা অনুশীলিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জ্ঞান-দর্শন লাভ হয়? ভিক্ষু আলোক-সংজ্ঞা মনে ধারণ করেন, দিবা-সংজ্ঞাতে চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করেন, 'যেইরূপ দিবা সেইরূপই রাত্রি, যেইরূপ রাত্রি সেইরূপই দিবা', এই প্রকারে উন্মুক্ত অবাধ মনে সপ্রভাস চিত্ত উৎপাদন করেন। এই প্রকার সমাধি ভাবনা অনুশীলিত ও বর্দ্ধিত হইলে জ্ঞান দর্শন লাভ হয়। কি প্রকার সমাধি-ভাবনা অনুশীলিত ও বর্দ্ধিত হইয়া স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান লাভের সহায়ক হয়? বেদনাসমূহ, সংজ্ঞা ও বিতর্ক সমূহ যথাক্রমে উৎপন্ন, স্থিত ও অস্তগত হইলে ঐ সকল ভিক্ষুর বিদিত। ইহাই সমাধি-ভাবনা যাহা অনুশীলিত ও বর্দ্ধিত হইলে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান লাভ হয়। কি প্রকার সমাধি-ভাবনা অনুশীলিত ও বর্দ্ধিত হইলে আস্রব সমূহের ক্ষয় সাধন হয়? ভিক্ষু পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে উৎপত্তি-বিলয় দশা হইয়া বিহার করেন– 'ইহা রূপ, ইহা রূপের উদয়, ইহা রূপের বিলয়; ইহা বেদনা, ইহা বেদনার উদয়, ইহা বেদনার বিলয়; ইহা সংজ্ঞা, ইহা সংজ্ঞার উদয়, ইহা সংজ্ঞার বিলয়, ইহা সংস্কার, ইহা সংস্কারের উদয়, ইহা সংস্কারের বিলয়; ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের উদয়, ইহা বিজ্ঞানের বিলয়।' ইহাই সমাধি-ভাবনা যাহা অনুশীলিত ও বর্দ্ধিত হইলে আস্রব সমূহের ক্ষয় সাধন হয়।

(৬) চারি অপ্রমাণ্য[১]– ভিক্ষু মৈত্রী– সহগত চিত্তে এক-দুই-তিন, এইরূপে চতুর্দ্দিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি ঊর্দ্ধে, অধোদিকে, তির্য্যকদিকে সর্ব্বত্র সর্ব্বলোক মৈত্রীযুক্ত এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈর-হীন, দ্রোহ-হীন, চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। করুণাসহগত চিত্তে এক-দুই-তিন, এইরূপে চতুর্দ্দিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি ঊর্দ্ধে, অধোদিকে, তির্য্যকদিকে সর্ব্বত্র সর্ব্বলোক করুণাসহগত চিত্তে এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈর-হীন, দ্রোহ-হীন, চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। মুদিতা সহগত চিত্তে এক-দুই-তিন, এইরূপে চতুর্দ্দিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি ঊর্দ্ধে, অধোদিকে, তির্য্যকদিকে সর্ব্বত্র সর্ব্বলোক

[১]। ব্রহ্মবিহার রূপে কথিত মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মুদিতা সহগত চিত্তে এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈর-হীন, দ্রোহ-হীন, চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। উপেক্ষা সহগত চিত্তে এক-দুই-তিন, এইরূপে চতুর্দ্দিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি ঊর্দ্ধে, অধোদিকে, তির্য্যকদিকে সর্ব্বত্র সর্ব্বলোক উপেক্ষাসহগত চিত্তে এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈর-হীন, দ্রোহ-হীন, চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন।

(৭) চারি অরূপ– ভিক্ষু সর্ব্বতোভাবে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ সংজ্ঞার অস্ত গমনান্তে নানাত্ব সংজ্ঞার চিন্তা পরিহার করিয়া, 'আকাশ অনন্ত' এইরূপ চিন্তা করিয়া আকাশ-আনন্ত্য-আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। সর্ব্বতোভাবে আকাশ-আনন্ত্য-আয়তন অতিক্রম করিয়া, 'বিজ্ঞান অনন্ত' এইরূপ চিন্তা করিয়া বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন[১]। বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আয়তন সর্ব্বাংশে অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এইরূপ আকিঞ্চণ্য আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। আকিঞ্চণ্য আয়তন সর্ব্বাংশে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন।

(৮) ভিক্ষু সম্যক বিচারান্তে বস্তুবিশেষের সেবা করেন, ঐরূপে বস্তুবিশেষ স্বীকার করিয়া লন, বস্তুবিশেষ বর্জ্জন করেন, বস্তু বিশেষ দমন করেন।

(৯) চারি আর্য্যবংশ– ভিক্ষু যে কোন প্রকার চীবরে সন্তুষ্ট হন, ঐ প্রকার চীবরে সন্তুষ্টির প্রশংসা করেন, চীবর হেতু অনুপযুক্ত অসঙ্গত উপায় অবলম্বন করেন না, চীবর লাভ না হইলে বিক্ষুব্ধ হন না, হইলে উহাতে গ্রথিত হন না, মূর্ছিত হন না, অভিভূত হন না; অমঙ্গল ও পরিণামদর্শী হইয়া উহা উপভোগ করেন। উক্তরূপ সন্তুষ্টির নিমিত্ত তিনি আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন না। এইরূপে যিনি দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতি সমন্বিত, তিনি পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্য্যবংশে স্থিত কথিত হন। পুনশ্চ, বন্ধুগণ, ভিক্ষু যে কোন প্রকার পিণ্ডপাতে সন্তুষ্ট হন, ঐ প্রকার পিণ্ডপাতে সন্তুষ্টির প্রশংসা করেন, পিণ্ডপাত হেতু অনুপযুক্ত অসঙ্গত উপায় অবলম্বন করেন না, পিণ্ডপাত লাভ না হইলে বিক্ষুব্ধ হন না, হইলে উহাতে গ্রথিত হন না, মূর্ছিত হন না, অভিভূত হন না; অমঙ্গল ও পরিণামদর্শী হইয়া উহা উপভোগ করেন। উক্তরূপ সন্তুষ্টির নিমিত্ত তিনি আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন না। এইরূপে যিনি দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতি সমন্বিত, তিনি পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্য্যবংশে স্থিত কথিত হন। পুনশ্চ, ভিক্ষু যে কোন প্রকার বাসস্থান হেতু সন্তুষ্ট হন, ঐ প্রকার বাসস্থানে সন্তুষ্টির প্রশংসা করেন, বাসস্থান হেতু অনুপযুক্ত অসঙ্গত উপায় অবলম্বন করেন না, বাসস্থান লাভ না হইলে বিক্ষুব্ধ হন না, হইলে উহাতে গ্রথিত হন না, মূর্চ্ছিত হন না,

---

[১]। প্রথম খণ্ড, পোট্ঠপাদ সূত্র, ১৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভিভূত হন না; অমঙ্গল ও পরিণামদর্শী হইয়া উহা উপভোগ করেন। উক্তরূপ সন্তুষ্টির নিমিত্ত তিনি আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন না। এইরূপে যিনি দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতি সমন্বিত, তিনি পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্য্যবংশে স্থিত কথিত হন। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রহানে[১] আনন্দ লাভ করেন, প্রহানরত হন, উহার বৃদ্ধিতে আনন্দ লাভ করে, উহার বৃদ্ধিতেরত হন, এবং উক্ত প্রহানে আনন্দ লাভ প্রহানে রতি হেতু, উহার বৃদ্ধিতে আনন্দ লাভ ও রতি হেতু আত্ম-প্রশংসা ও পরগ্লানিতেরত হন না। এইরূপে যিনি দক্ষ অনলস, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসমন্বিত, তিনি পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্য্যবংশে স্থিত কথিত হন।

(১০) চারি প্রধান[২]– সংবর-প্রধান, প্রহান-প্রধান, ভাবনা-প্রধান, অনুরক্ষণা প্রধান।

সংবর-প্রধান কি? ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া নিমিত্ত-গ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জন-গ্রাহী হন না, চক্ষু ইন্দ্রিয়কে সংযত না করিলে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্য রূপ যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তি হয়, ঐ সকলের সংযমে প্রবৃত্ত হন, চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করেন, উহাকে বশীভূত করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া নিমিত্ত-গ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জন-গ্রাহী হন না, শ্রোত্র ইন্দ্রিয়কে সংযত না করিলে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্য রূপ যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তি হয়, ঐ সকলের সংযমে প্রবৃত্ত হন, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করেন, উহাকে বশীভূত করেন। নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া নিমিত্ত-গ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জন-গ্রাহী হন না, নাসিকা ইন্দ্রিয়কে সংযত না করিলে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্য রূপ যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তি হয়, ঐ সকলের সংযমে প্রবৃত্ত হন, নাসিকা-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করেন, উহাকে বশীভূত করেন। জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া নিমিত্ত-গ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জন-গ্রাহী হন না, জিহ্বা ইন্দ্রিয়কে সংযত না করিলে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্য রূপ যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তি হয়, ঐ সকলের সংযমে প্রবৃত্ত হন, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করেন, উহাকে বশীভূত করেন। ত্বক্ দ্বারা স্পর্শানুভব করিয়া নিমিত্ত-গ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জন-গ্রাহী হন না, ত্বক্ ইন্দ্রিয়কে সংযত না করিলে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্য রূপ যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তি হয়, ঐ সকলের সংযমে প্রবৃত্ত হন, ত্বক-ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করেন, উহাকে বশীভূত করেন। মন দ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া নিমিত্ত-গ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জন-গ্রাহী হন না, মনেন্দ্রিয়কে সংযত না করিলে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্যরূপ যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তি হয় ঐ সকলের সংযমে

---

[১]। বর্জ্জন।

[২]। উত্তম-বীর্য্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রবৃত্ত হন, মনেন্দ্রিয়কে রক্ষা করেন, উহাকে বশীভূত করেন। বন্ধুগণ, ইহাই সংবর-প্রধান।

প্রহান-প্রধান কি? ভিক্ষু উৎপন্ন কাম-বিতর্কের প্রশ্রয় দেন না, উহা বর্জ্জন করেন, দমন করেন, উহার অন্তসাধন করেন, উহার অস্তিত্বের লোপ সাধন করেন। উৎপন্ন ব্যাপাদ-বিতর্কের প্রশ্রয় দেন না, উহা বর্জ্জন করেন, দমন করেন, উহার অন্তসাধন করেন, উহার অস্তিত্বের লোপ সাধন করেন। উৎপন্ন বিহিংসা-বিতর্কের প্রশ্রয় দেন না, উহা বর্জ্জন করেন, দমন করেন, উহার অন্তসাধন করেন, উহার অস্তিত্বের লোপ সাধন করেন। উৎপন্ন বিভিন্ন পাপ অকুশল ধর্ম্মের প্রশ্রয় দেন না, উহা বর্জ্জন ও দমন করেন, উহার অন্তসাধন ও উহার অস্তিত্বের লোপ-সাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাই প্রহান-প্রধান।

ভাবনা-প্রধান কি? ভিক্ষু বিবেক, বিরাগ, নিরোধ নিঃশ্রিত ত্যাগ-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা করেন। ভিক্ষু বিবেক, বিরাগ, নিরোধ নিঃশ্রিত ত্যাগ-পরিণামী বীর্য্য সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা করেন। ভিক্ষু বিবেক, বিরাগ, নিরোধ নিঃশ্রিত ত্যাগ-পরিণামী প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা করেন। ভিক্ষু বিবেক, বিরাগ, নিরোধ নিঃশ্রিত ত্যাগ-পরিণামী প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা করেন। ভিক্ষু বিবেক, বিরাগ, নিরোধ নিঃশ্রিত ত্যাগ-পরিণামী সমাধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা করেন। ভিক্ষু বিবেক, বিরাগ, নিরোধ নিঃশ্রিত ত্যাগ-পরিণামী উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা করেন। বন্ধুগণ, ইহাই ভাবনা প্রধান।

অনুরক্ষণা প্রধান কি? ভিক্ষু উৎপন্ন উত্তম সমাধি-নিমিত্ত সযত্নে রক্ষা করেন, যথা অস্থি-সংজ্ঞা, পূয-সংজ্ঞা, বিনীল-সংজ্ঞা, বিচ্ছিদ্র-সংজ্ঞা, স্ফীত-সংজ্ঞা[১]। বন্ধুগণ, ইহাই অনুরক্ষণা প্রধান।

(১১) চারি জ্ঞান– ধর্ম্ম-জ্ঞান, অন্বয়-জ্ঞান, পরিচ্ছেদ-জ্ঞান, সম্মতি-জ্ঞান।

(১২) অপর চারি জ্ঞান– দুঃখ জ্ঞান, সমুদয় জ্ঞান, নিরোধ জ্ঞান, মার্গ-জ্ঞান।

(১৩) চারি স্রোতাপত্তি-অঙ্গ– সৎপুরুষের সাহচর্য্য, সদ্ধর্ম্মশ্রবণ, প্রণালীবদ্ধ চিন্তাধারা, ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন অনুশীলন।

(১৪) চারি স্রোতাপন্নের অঙ্গ– আর্য্যশ্রাবক বুদ্ধে অবিচলিত শ্রদ্ধা সম্পন্ন হন– 'ইনিই সেই ভগবান অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথি, দেব ও মনুষ্যের শাস্তা, ভগবান বুদ্ধ।' ধর্ম্মে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন– 'ধর্ম্ম ভগবান কর্ত্তৃক সুপ্রচারিত, উহা সাংদৃষ্টিক, অবিলম্বে ফলপ্রসূ, আসিয়া দেখিবার নিমিত্ত সাদরে আহ্বানকারী, নির্ব্বাণের পথ প্রদর্শনকারী, উহা বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক স্ব স্ব অন্তরে অনুভূতি-সাপেক্ষ, সঙ্ঘে অবিচলিত

[১]। মহাসতিপট্ঠান সূত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন– 'ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজু-প্রতিপন্ন, ন্যায়-প্রতিপন্ন, সামীচি-প্রতিপন্ন, উহা চারি পুরুষ-যুগল এবং অষ্ট পুরুষ-পুদ্গল সমন্বিত, তাঁহারা আহুতির যোগ্য, সৎকারের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি-করণীয়, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' তাঁহারা আর্য্য, কান্ত, অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অশবল, অকল্মাষ, মুক্তি-দায়ী, বিজ্ঞ-প্রশংসিত, নিষ্কলঙ্ক, সমাধি-সংবর্ত্তনিক শীল সমন্বিত।

(১৫) চারি শ্রামণ্য-ফল– স্রোতাপত্তি-ফল, সকৃদাগামী-ফল, অনাগামী-ফল, অরহত্ব-ফল।

(১৬) চারি ধাতু– পৃথিবী-ধাতু, অপ্-ধাতু, তেজ-ধাতু, বায়ু-ধাতু।

(১৭) চারি আহার– কবলিঙ্কার[১] (কবলী-করণীয়) আহার, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম; দ্বিতীয় আহার স্পর্শ[২]; তৃতীয় আহার মনোসঞ্চেতনা[৩]; চতুর্থ আহার বিজ্ঞান[৪]।

(১৮) চারি বিজ্ঞান-স্থিতি– বন্ধুগণ, যখন বিজ্ঞান আশ্রয়স্থান লাভ করিয়া স্থিত হয়, তখন রূপলগ্ন, রূপাবলম্বন, রূপ-প্রতিষ্ঠিত, সুখান্বেষী হইয়া উহা বিকাশ, বৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। বেদনা-লগ্ন বেদনাবলম্বন, বেদনা-প্রতিষ্ঠিত, সুখান্বেষী হইয়া উহা বিকাশ, বৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। সংজ্ঞা-লগ্ন সংজ্ঞাবলম্বন, সংজ্ঞা-প্রতিষ্ঠিত, সুখান্বেষী হইয়া উহা বিকাশ, বৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। সংস্কার-লগ্ন, সংস্কারাবলম্বন, সংস্কার-প্রতিষ্ঠিত, সুখান্বেষী হইয়া উহা বিকাশ, বৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়।

(১৯) চারি অগতি-গমন– ছন্দ-অগতি, দ্বেষ-অগতি, মোহ-অগতি, ভয়-অগতি।

(২০) চারি তৃষ্ণোৎপাদ– চীবর হেতু-ভিক্ষুর তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। পিণ্ডপাত হেতু ভিক্ষুর তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। শয়নাসন-হেতু ভিক্ষুর তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। ভবিষ্যত জন্ম অথবা উচ্ছেদ হেতু[৫] ভিক্ষুর তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়।

(২১) চারি প্রতিপদ (অগ্রগতির পরিমাণ)– যখন প্রতিপদ আয়াস-সাধ্য এবং অভিজ্ঞা মন্দ, প্রতিপদ আয়াস-সাধ্য এবং অভিজ্ঞা ক্ষিপ্র, প্রতিপদ সহজ-সাধ্য এবং অভিজ্ঞা মন্দ, প্রতিপদ সহজ-সাধ্য এবং অভিজ্ঞা ক্ষিপ্র।

---

[১]। শারীরিক।

[২]। যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিভোগ্য।

[৩]। যাহা মনের উপভোগ্য।

[৪]। যাহা চিত্তের উপভোগ্য, যে হেতু হইতে পুনর্জন্মের উদ্ভব হয়; পুনর্জন্মের ক্ষেত্রে বীজ স্বরূপ।

[৫]। মূলের 'ইতি-ভবাভব' শব্দের অর্থ এইস্থলে বুদ্ধ ঘোষের মতে তৈল, মধু, ঘৃত ইত্যাদি খাদ্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২২) অপর চারি প্রতিপদ– অক্ষম প্রতিপদ, ক্ষম প্রতিপদ, দম প্রতিপদ, শম প্রতিপদ[১]।

(২৩) চারিধর্ম্মপদ– অনভিধ্যা ধর্ম্মপদ, অব্যাপাদ ধর্ম্মপদ, সম্যক স্মৃতি ধর্ম্মপদ, সম্যক সমাধি ধর্ম্মপদ।

(২৪) চারিধর্ম্ম সমাদান– এক প্রকার যাহা বর্ত্তমানে দুঃখ-দায়ী এবং ভবিষ্যতে দুঃখ-বিপাক সম্পন্ন। এক প্রকার যাহা বর্ত্তমানে দুঃখময় এবং ভবিষ্যতে সুখবিপাক সম্পন্ন। এক প্রকার যাহা বর্ত্তমানে সুখময় এবং ভবিষ্যতে দুঃখবিপাক সম্পন্ন। এক প্রকার যাহা বর্ত্তমানে সুখময় এবং ভবিষ্যতে সুখবিপাক সম্পন্ন[২]।

(২৫) চারি ধর্ম্মস্কন্ধ– শীলস্কন্ধ, সমাধি-স্কন্ধ, প্রজ্ঞা-স্কন্ধ, বিমুক্তি-স্কন্ধ।

(২৬) চারি বল– বীর্য্য-বল, স্মৃতি-বল, সমাধি-বল, প্রজ্ঞা-বল।

(২৭) চারি অধিষ্ঠান (সংকল্প)– প্রজ্ঞা-অধিষ্ঠান, সত্য-অধিষ্ঠান, ত্যাগ[৩]-অধিষ্ঠান, উপশম[৪]-অধিষ্ঠান।

(২৮) চারি প্রশ্ন-ব্যাকরণ– একাংশ ব্যাকরণ, প্রতিপ্রশ্নের দ্বারা ব্যাকরণ, বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাকরণ, উত্তরদানের অনুপযুক্তরূপে ব্যাকরণ।

(২৯) চারি কর্ম্ম– এক প্রকার কর্ম্ম কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-বিপাক, এক প্রকার শুক্ল, শুক্লবিপাক; এক প্রকার কৃষ্ণ-শুক্ল, কৃষ্ণ-শুক্লবিপাক; এক প্রকার অকৃষ্ণ-অশুক্ল, অকৃষ্ণ-অশুক্ল-বিপাক যাহা কর্ম্মক্ষয় কারক[৫]।

(৩০) চারি সাক্ষাৎ করণীয় ধর্ম্ম– স্মৃতি দ্বারা সাক্ষাৎ করণীয় পূর্ব্বনিবাস (পূর্ব্ব জন্ম); চক্ষু দ্বারা সাক্ষাৎ করণীয় চ্যুতি ও উৎপত্তি; কায় দ্বারা সাক্ষাৎ করণীয় অষ্টবিমোক্ষ, প্রজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করণীয় আস্রব ক্ষয়।

(৩১) চারি ওঘ– কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, দৃষ্টি-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ।

(৩২) চারি যোগ– কাম-যোগ, ভব-যোগ, দৃষ্টি-যোগ, অবিদ্যা-যোগ।

(৩৩) চারি বিসংযোগ– কর্ম্মযোগ-বিসংযোগ, ভবযোগ-বিসংযোগ, দৃষ্টি-যোগ-বিসংযোগ, অবিদ্যাযোগ-বিসংযোগ।

---

[১]। অর্থাৎ ধ্যানানুশীলনে শীতোষ্ণ সহনীয় হয় কি? ইন্দ্রিয়স্পর্শী চিন্তাসমূহ উপেক্ষিত হয় কি?- টীকা।

[২]। প্রথম পন্থা অচেলক তপস্বীগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত। যে ধর্ম্ম- শিক্ষার্থী কামাদি রিপু দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়াও সাশ্রুনয়নে অধ্যবসায় যুক্ত হন, তিনি দ্বিতীয় পন্থার অনুগামী। যাহারা ভোগাসক্ত তাহারা তৃতীয় পন্থার অনুগামী। চতুর্থ পন্থা বৌদ্ধ ভিক্ষু কর্ত্তৃক অনুসৃত।

[৩]। সর্ব্বপাপের পরিহার।

[৪]। আত্মদমন।

[৫]। এই শেষোক্ত কর্ম্ম চতুরঙ্গ মার্গজ্ঞান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৩৪) চারি গ্রন্থ[১]– অভিধ্যা কায়-গ্রন্থ, ব্যাপাদ কায়-গ্রন্থ, শীলব্রত-পরামর্শ কায়-গ্রন্থ, ('ইহাই সত্য' রূপ) নিবিশ্যবাদ কায়-গ্রন্থ।

(৩৫) চারি উপাদান– কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান, আত্মবাদ-উপাদান।

(৩৬) চারি যোনি– অণ্ডজ-যোনি, জরায়ুজ-যোনি, সংস্বেদজ[২]-যোনি, ঔপপাতিক যোনি।

(৩৭) চারি গর্ভ-অবক্রান্তি (গর্ভপ্রবেশ)–কেহ অজ্ঞাতসারে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে, অজ্ঞাতসারে তথায় অবস্থান করে, অজ্ঞাতসারে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহাই প্রথম গর্ভ-অবক্রান্তি। পুনশ্চ, কেহ জ্ঞাতসারে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে, অজ্ঞাতসারে তথায় অবস্থান করে, অজ্ঞাতসারে উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহাই দ্বিতীয় গর্ভ-অবক্রান্তি। পুনশ্চ, কেহ জ্ঞাতসারে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে, জ্ঞাতসারে তথায় অবস্থান করে, অজ্ঞাতসারে উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহাই তৃতীয় গর্ভ-অবক্রান্তি। পুনশ্চ, কেহ জ্ঞাতসারে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে, জ্ঞাতসারে তথায় অবস্থান করে, জ্ঞাতসারে উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহাই চতুর্থ গর্ভ-অবক্রান্তি।

(৩৮) চারি আত্মভাব (ব্যক্তিত্ব) প্রতিলাভ– এক প্রকার যাহাতে আত্ম-সঞ্চেতনা ক্রিয়াশীল হয়, পর-সঞ্চেতনা নহে; এক প্রকার যাহাতে পর-সঞ্চেতনাই ক্রিয়াশীল হয়, আত্ম-সঞ্চেতনা নহে; এক প্রকার যাহাতে আত্ম-সঞ্চেতনা ও পর-সঞ্চেতনা উভয়ই ক্রিয়াশীল হয়; এক প্রকার যাহাতে উভয় সঞ্চেতনার কোনটিই ক্রিয়াশীল হয় না।

(৩৯) চারি দক্ষিণা-বিশুদ্ধি– দক্ষিণা যাহা দায়ক দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণে দত্ত কিন্তু প্রতিগ্রাহকদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণে গৃহীত নহে; দক্ষিণা যাহা প্রতিগ্রাহক দ্বারা শুদ্ধীকৃত কিন্তু দায়ক দ্বারা নহে; দক্ষিণা যাহা দায়ক ও প্রতিগ্রাহক কাহারও কর্তৃক শুদ্ধীকৃত নহে; দক্ষিণা যাহা দায়ক ও প্রতিগ্রাহক উভয় কর্তৃক শুদ্ধীকৃত।

(৪০) চারি সংগ্রহ-বস্তু– দান, প্রিয়বাক্য, অর্থচর্য্যা, সমানাত্মতা।

(৪১) চারি অনার্য্য বাক্-সমাচার– মৃষা-বাদ, পিশুন-বাক্য, কর্কশ-বাক্য, তুচ্ছ প্রলাপ।

(৪২) চারি আর্য্য বাক্-সমাচার– মৃষাবাদ হইতে বিরতি, পিশুন বাক্য হইতে বিরতি, কর্কশ বাক্য হইতে বিরতি, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরতি।

(৪৩) অপর চারি অনার্য্য বাক্-সমাচার– অদৃষ্টের দৃষ্টরূপে ঘোষণা, অশ্রুতের

---

[১]। সংযোজন যাহা মানুষকে সংসারে বদ্ধ করে।

[২]। স্বেদ হইতে উৎপন্ন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রুতরূপে ঘোষণা, অননুভূতের অনুভূতরূপে ঘোষণা, অবিজ্ঞাতের বিজ্ঞাতরূপে ঘোষণা।

(৪৪) অপর চারি আর্য্য বাক্-সমাচার– অদৃষ্টের অদৃষ্টরূপে ঘোষণা, অশ্রুতের অশ্রুতরূপে ঘোষণা, অননুভূতের অননুভূতরূপে ঘোষণা, অবিজ্ঞাতের অবিজ্ঞাতরূপে ঘোষণা।

(৪৫) অপর চারি অনার্য্য বাক্-সমাচার– দৃষ্টের অদৃষ্টরূপে ঘোষণা; শ্রুতের অশ্রুতরূপে ঘোষণা, অনুভূতের অননুভূতরূপে ঘোষণা, বিজ্ঞাতের অবিজ্ঞাতরূপে ঘোষণা।

(৪৬) অপর চারি আর্য্য বাক্-সমাচার– দৃষ্টের দৃষ্টরূপে ঘোষণা, শ্রুতের শ্রুতরূপে ঘোষণা, অনুভূতের অনুভূতরূপে ঘোষণা, বিজ্ঞাতের বিজ্ঞাতরূপে ঘোষণা।

(৪৭) চারি পুদ্গল– কেহ আত্মপীড়ক ও আত্মপীড়নানুযুক্ত হন। কেহ পরপীড়ক ও পরপীড়নানুযুক্ত হন। কেহ আত্মপীড়ক, আত্মপীড়নানুযুক্ত এবং পরপীড়ক, পরপীড়নানুযুক্ত হন। কেহ আত্মপীড়কও হন না, আত্মপীড়নানুযুক্তও হন না; পরপীড়কও হন না, পরপীড়নানুযুক্তও হন না। ঐরূপ পুরুষ আত্মপীড়ক ও পরপীড়ক না হইয়া এই জগতেই তৃষ্ণাহীন, নির্বৃত, শীতিভূত, সুখ-প্রতিসংবেদী হইয়া ব্রহ্মার ন্যায় অবস্থান করেন।

(৪৮) অপর চারি পুদ্গল– কেহ আত্ম-হিতে রত থাকেন, পরহিতে নহে। কেহ পর-হিতে রত থাকেন, আত্ম-হিতে নহে। কেহ আত্ম-হিতেও রত নহেন, পর-হিতেও নহে। কেহ আত্ম-হিতেও রত, পর-হিতেও রত।

(৪৯) অপর চারি পুদ্গল– তমোগুণাচ্ছন্ন তম-পরায়ণ; তমোগুণাচ্ছন্ন জ্যোতি-পরায়ণ; জ্যোতি-সমাপন্ন, তমো-পরায়ণ; জ্যোতি-সমাপন্ন– জ্যোতি-পরায়ণ।

(৫০) অপর চারি পুদ্গল– অচল শ্রমণ, পদ্ম-শ্রমণ, পুণ্ডরীক-শ্রমণ, সুকুমার-শ্রমণ[১]।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক-সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই চারিধর্ম্ম সম্যক রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়।

প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।

---

[১]। চারি মার্গে স্থিত শ্রমণগণের উল্লেখ হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। ১। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক-সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক পঞ্চধর্ম্ম সম্যক রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়। কোন্ কোন্ পঞ্চধর্ম্ম?

(১) পঞ্চস্কন্ধ। রূপ-স্কন্ধ, বেদনা-স্কন্ধ, সংজ্ঞা-স্কন্ধ, সংস্কার-স্কন্ধ, বিজ্ঞান-স্কন্ধ।

(২) পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ। রূপ-উপাদান-স্কন্ধ, বেদনা-উপাদান-স্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদান-স্কন্ধ, সংস্কার-উপাদান-স্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদান-স্কন্ধ।

(৩) পঞ্চ কামগুণ। চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ যাহা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয়, কাম-জড়িত, রঞ্জনীয়; শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ যাহা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয়, কাম-জড়িত, রঞ্জনীয়; ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, যাহা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয়, কাম-জড়িত, রঞ্জনীয়; জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, যাহা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয়, কাম-জড়িত, রঞ্জনীয়; কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ যাহা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয় কামজড়িত, রঞ্জনীয়।

(৪) পঞ্চগতি। নিরয়, তির্য্যকযোনি, প্রেতযোনি, মনুষ্য, দেব।

(৫) পঞ্চ মাৎসর্য্য। আবাস-মাৎসর্য্য, কুল-মাৎসর্য্য, লাভ-মাৎসর্য্য, বর্ণ-মাৎসর্য্য, ধর্ম্ম-মাৎসর্য্য।

(৬) পঞ্চ নীবরণ। কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা।

(৭) পঞ্চ অবরভাগীয়[১] সংযোজন। সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ।

(৮) পঞ্চ ঊর্দ্ধভাগীয় সংযোজন। রূপ-রাগ[২], অরূপ-রাগ[৩], মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা।

(৯) পঞ্চ শিক্ষাপদ। প্রাণাতিপাত হইতে বিরতি, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি, মৃষাবাদ হইতে বিরতি, সুরাদি পানরূপ প্রমাদ হইতে বিরতি।

(১০) চারি অসম্ভাব্য। ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু যে ইচ্ছা করিয়া প্রাণী-হত্যা করিবেন তাহা অসম্ভব। অদত্তের গ্রহণরূপ চৌর্য্য তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। মৈথুন ধর্ম্মের সেবা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সংকল্প পূর্ব্বক মিথ্যা-ভাষণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

---

[১]। কামলোক সম্বন্ধীয়।

[২]। রূপলোকে উৎপত্তির বাসনা।

[৩]। অরূপলোকে উৎপত্তির বাসনা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূর্ব্বে গৃহস্থ জীবনে তিনি যেইরূপ করিয়াছিলেন সেইরূপ সঞ্চিত পার্থিব সম্পত্তির পরিভোগ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

(১১) পঞ্চ ব্যসন। জ্ঞাতি-ব্যসন, ভোগ-ব্যসন, রোগ-ব্যসন, শীল-ব্যসন, দৃষ্টি-ব্যসন। সত্ত্বগণ জ্ঞাতি-ব্যসন হেতু অথবা ভোগ-ব্যসন হেতু অথবা রোগ-ব্যসন হেতু মরণান্তে দেহের বিনাশে দুর্গতি সম্পন্ন বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয় না। শীল-ব্যসন হেতু অথবা দৃষ্টি-ব্যসন হেতু তাহারা মরণান্তে দেহের বিনাশে দুর্গতি সম্পন্ন বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

(১২) পঞ্চ সম্পদ। জ্ঞাতি-সম্পদ, ভোগ-সম্পদ, আরোগ্য-সম্পদ, শীল-সম্পদ, দৃষ্টি-সম্পদ। সত্ত্বগণ জ্ঞাতি সম্পদ হেতু অথবা ভোগ-সম্পদ হেতু অথবা আরোগ্য-সম্পদ হেতু মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয় না। শীল-সম্পদ হেতু অথবা দৃষ্টি-সম্পদ হেতু তাহারা মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

(১৩) দুঃশীলের শীলচ্যুতির পঞ্চ দুর্ব্বিপাক। দুঃশীল শীলভ্রষ্ট প্রমাদ হেতু মহৎ ভোগহানিতে উপনীত হয়। ইহাই দুঃশীলের শীলবিপত্তির প্রথম দুর্ব্বিপাক। পুনশ্চ, তাহার পাপাচরণ জনসমাজে ঘোষিত হয়। ইহাই দ্বিতীয় দুর্ব্বিপাক। পুনশ্চ, সে যে কোন পরিষদেই গমন করুক– ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ-পরিষদ, গৃহপতি-পরিষদ, অথবা শ্রমণ-পরিষদ– তথায় সে অপ্রত্যয়হীন ও হতবুদ্ধি হইয়া অবস্থান করে। ইহাই তৃতীয় দুর্ব্বিপাক। পুনশ্চ, সে প্রমত্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাই চতুর্থ দুর্ব্বিপাক। পুনশ্চ, সে মরণান্তে দেহের বিনাশে দুর্গতি সম্পন্ন বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। ইহাই পঞ্চম দুর্ব্বিপাক।

(১৪) শীলবানের শীলসম্পদের পঞ্চবিধ উপকারিতা। শীলবান শীলসম্পন্ন অপ্রমাদ-হেতু মহান ভোগের অধিকারী হন। ইহাই প্রথম উপকারিতা। পুনশ্চ, তাঁহার যশ জনসমাজে ঘোষিত হয়। ইহা দ্বিতীয় উপকারিতা। পুনশ্চ, তিনি যে কোন পরিষদেই গমন করুন– ক্ষত্রিয়-পরিষদ, ব্রাহ্মণ-পরিষদ, গৃহপতি-পরিষদ, অথবা শ্রমণ-পরিষদ- তথায় তিনি অপ্রত্যয় সম্পন্ন ও অবিচলিত হইয়া অবস্থান করেন। ইহা তৃতীয় উপকারিতা। পুনশ্চ, তিনি অপ্রমত্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহা চতুর্থ উপকারিতা। পুনশ্চ, তিনি মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। ইহা পঞ্চম উপকারিতা[১]।

(১৫) অপরের সংশোধনেচ্ছু সংশোধক ভিক্ষু পাঁচটি ধর্ম্ম আপনার মধ্যে রক্ষা করিয়া অপরের সংশোধনে প্রবৃত্ত হইবেনঃ– 'যথাসময়ে কহিব, অসময়ে নহে; যাহা সত্য তাহাই কহিব, যাহা কল্পিত তাহা নহে; মৃদুভাবে কহিব, পরুষভাবে

[১]। দীর্ঘ নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রান্ত, ২৩ ও ২৪ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নহে; অর্থ-সংহিত বাক্য কহিব, অনর্থ-সংহিত নহে; মৈত্রীচিত্ত-যুক্ত হইয়া কহিব, দ্বেষ-যুক্ত চিত্তে নহে।' অপরের সংশোধনেচ্ছু সংশোধক ভিক্ষু এই পাঁচটি ধর্ম্ম আপনার মধ্যে রক্ষা করিয়া অপরের সংশোধনে প্রবৃত্ত হইবেন।

(১৬) পঞ্চ প্রধানীয় অঙ্গ। ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হন, তথাগতের বুদ্ধত্বে শ্রদ্ধা রক্ষা করেনঃ– 'ইনিই সেই ভগবান অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয় দম্য-পুরুষ-সারথি দেব ও মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' তিনি স্বাস্থ্যসম্পন্ন, ব্যাধিমুক্ত, নাতিশীতোষ্ণ মধ্যবর্ত্তী পরিপাকশক্তি সম্পন্ন যাহা প্রধানের উপযোগী। তিনি অ-শঠ অ-মায়াবী তিনি শাস্তার নিকট, অথবা পণ্ডিতগণের নিকট অথবা স-ব্রহ্মচারীগণের নিকট আপনাকে যথারূপে প্রকাশ করেন। তিনি অকুশল ধর্ম্মসমূহের দূরীকরণের জন্য, কুশল ধর্ম্মসমূহের উদ্বোধনের জন্য আরব্ধ-বীর্য্য হইয়া বিহার করেন, তিনি উদ্যম সম্পন্ন, দৃঢ়-পরাক্রম এবং কুশল ধর্ম্মসমূহে স্বীয় কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য-হীন। তিনি বস্তুসমূহের উৎপত্তি ও ক্ষয়ের জ্ঞান এবং সর্ব্বদুঃখনাশী আর্য্য তীক্ষ্ণ অন্তদৃষ্টিজনক প্রজ্ঞা সমন্বিত হন।

(১৭) পঞ্চ শুদ্ধাবাস। অবিহ, অতপ্প, সুদস্‌স, সুদস্‌সী, অকনিট্‌ঠ[১]।

(১৮) পঞ্চ অনাগামী। যিনি আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন[২], যিনি আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন, যিনি অনায়াসে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন, যিনি আয়াসান্তে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন, যিনি 'ঊর্দ্ধস্রোত' হইয়া অকনিট্‌ঠ দেবলোকগামী হন।

(১৯) চিত্তের পঞ্চ অন্তরায়। ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সংশয় ও দ্বিধা-সম্পন্ন হন, শাস্তার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যেই ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ঐরূপ ভাব পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের প্রথম অন্তরায়। পুনশ্চ, ভিক্ষু ধর্ম্মে সংশয় ও দ্বিধাযুক্ত হন, ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যেই ভিক্ষু ধর্ম্মের প্রতি ঐরূপ ভাব পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের দ্বিতীয় অন্তরায়। ভিক্ষু সঙ্ঘের প্রতি সংশয় ও দ্বিধাযুক্ত হন, সঙ্ঘের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যেই ভিক্ষু সঙ্ঘের প্রতি ঐরূপ ভাব পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের তৃতীয় অন্তরায়। ভিক্ষু শিক্ষায় সংশয় ও দ্বিধাযুক্ত হন, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যেই ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি ঐরূপ ভাব

---

[১]। দীর্ঘ নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৪ পৃঃ, পদচ্ছেদ সং ৩১ দ্রষ্টব্য।

[২]। যে জগতে তাঁহার পুনর্জন্ম হইয়াছে, সেই জগতে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের চতুর্থ অন্তরায়। ভিক্ষু স-ব্রহ্মচারীগণের প্রতি কুপিত হন, বিরক্ত হন, ক্ষুব্ধ হন, নির্ম্মম হন। যেই ভিক্ষু এইরূপ ভাবাপন্ন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের পঞ্চম অন্তরায়।

(২০) চিত্তের পঞ্চ বন্ধন। ভিক্ষু কামে রাগহীন হন না, ছন্দ হীন হন না, প্রেম-হীন হন না, পিপাসা-হীন হন না, প্রদাহ-হীন হন না, তৃষ্ণা-হীন হন না। যেই ভিক্ষু এইরূপ ভাবাপন্ন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য, প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের প্রথম বন্ধন। পুনশ্চ, ভিক্ষু কায়ে রাগহীন হন না, ছন্দ হীন হন না, প্রেম-হীন হন না, পিপাসা-হীন হন না, প্রদাহ-হীন হন না, তৃষ্ণা-হীন হন না। যেই ভিক্ষু এইরূপ ভাবাপন্ন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য, প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহা চিত্তের দ্বিতীয় বন্ধন। ভিক্ষু রূপে রাগহীন হন না, ছন্দ হীন হন না, প্রেম-হীন হন না, পিপাসা-হীন হন না, প্রদাহ-হীন হন না, তৃষ্ণা-হীন হন না। যেই ভিক্ষু এইরূপ ভাবাপন্ন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য, প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহা চিত্তের তৃতীয় বন্ধন। ভিক্ষু যথেচ্ছা উদরপূর্ত্তি করিয়া ভোজনপূর্ব্বক শয্যা আশ্রয় করিয়া পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে আবর্ত্তন সুখ, এবং তন্দ্রাসুখে অনুযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। এইরূপ ভিক্ষুর চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য, প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহা চিত্তের চতুর্থ বন্ধন। পুনশ্চ, ভিক্ষু কোন দেবকুলভুক্ত হইবার অভিপ্রায় করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন– 'এই ব্রত, শীল, তপ অথবা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা আমি মহাশক্তিশালী অথবা অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তি সম্পন্ন দেবতা হইব।' এইরূপ ভিক্ষুর চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য, প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের পঞ্চম বন্ধন।

(২১) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ঃ– চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়।

(২২) অপর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ঃ– সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্ম্মনস্য-ইন্দ্রিয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়।

(২৩) অপর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ঃ– শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়।

(২৪) পঞ্চ নিঃসরণীয় ধাতু। ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে পার্থিব ভোগসমূহকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত ঐ সকলের দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি নৈষ্কাম্যে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত নৈষ্কাম্যের দিকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, কাম হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত কামহেতু উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহাই কাম হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে ব্যাপাদকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি অ-ব্যাপাদে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত অব্যাপাদের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, ব্যাপাদ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত ব্যাপাদ হেতু উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা ব্যাপাদ হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে বিহিংসাকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি অ-বিহিংসাতে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত অবিহিংসার দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, বিহিংসা হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত বিহিংসা হেতু উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা বিহিংসা হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে রূপকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি অরূপে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত অরূপের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, রূপ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত রূপ হেতু উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা রূপ হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে আত্ম-বাদকে (সৎকায়) নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি আত্ম-বাদের নিরোধে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত আত্মবাদ-নিরোধের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, আত্মবাদ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত আত্মবাদ হইতে উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা আত্মবাদ হইতে নিঃসরণ কথিত হয়।

(২৫) পঞ্চ বিমুক্তি-আয়তন। ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোন গুরুস্থানীয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সব্রহ্মচারী ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। শাস্তা অথবা উক্তরূপ সব্রহ্মচারী যেইরূপ ভাবে ভিক্ষুকে উপদেশ দেন, ভিক্ষু সেইরূপভাবেই উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করেন। এইরূপে অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহের ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপত্তি হয়, প্রীতিসংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখ-বেদনা অনুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধি লাভ করে। ইহাই প্রথম বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, শাস্তা অথবা উক্তরূপ কোন সব্রহ্মচারী ভিক্ষুকে ধর্ম্মদেশনা না করিলেও ভিক্ষু ধর্ম্ম যেইরূপ শ্রবণ করিয়াছেন এবং উহা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন সেইরূপই বিস্তৃতভাবে অপরকে উপদেশ দেন। উহা হইতে পূর্ব্বোক্তরূপে তিনি অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা দ্বিতীয় বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, শাস্তা অথবা উক্তরূপ কোন সব্রহ্মচারী ভিক্ষুকে ধর্ম্মদেশনা না করিলেও, এবং ভিক্ষু স্বয়ং পূর্ব্বোক্তরূপে অপরকে ধর্ম্মদেশনা না করিলেও তৎকর্ত্তৃক যথাশ্রুত এবং যথাধৃত ধর্ম্ম তিনি আবৃত্তি করেন, উহা হইতে পূর্ব্বোক্তরূপে তিনি অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিসংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা তৃতীয় বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোন সব্রহ্মচারী ধর্ম্মদেশনা না করিলেও এবং ভিক্ষু পূর্ব্বোক্তরূপে অপরকে ধর্ম্মদেশনা না করিলেও, এবং তৎকর্ত্তৃক যথাশ্রুত এবং যথা ধৃত ধর্ম্ম তিনি আবৃত্তি না করিলেও, তিনি উহাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করেন, ধ্যানের বিষয়ীভূত করেন, উহাতে একাগ্রচিত্ত হন। এইরূপ করিয়া উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা চতুর্থ বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোন সব্রহ্মচারী ধর্ম্মদেশনা না করিলেও, এবং ভিক্ষু পূর্ব্বোক্তরূপে অপরকে ধর্ম্মদেশনা না করিলেও, এবং তৎকর্ত্তৃক যথা- শ্রুত এবং যথা- ধৃত ধর্ম্ম তিনি আবৃত্তি না করিলেও, তিনি উহাকে চিন্তা ও ধ্যানের বিষয়ীভূত না করিলেও এবং উহাতে একাগ্রচিত্ত না হইলেও, কোন এক সমাধি নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক সুগৃহীত, সুমনসীকৃত, সুপ্রচারিত হয় এবং প্রজ্ঞা দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। এইরূপে তিনি উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা পঞ্চম বিমুক্তি আয়তন।

(২৬) পঞ্চ বিমুক্তি-পরিপাচনীয়-সংজ্ঞা। অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংজ্ঞা, দুঃখে অনন্ত-সংজ্ঞা, প্রহান-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক এই পঞ্চধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়।

২। জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক ছয়ধম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়। কোন্ কোন্ ছয়ধম্ম?

(১) ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন। চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, মন-আয়তন।

(২) ছয় বাহির-আয়তন। রূপ-আয়তন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, রস-আয়তন, স্পর্শ-আয়তন, ধর্ম্ম-আয়তন।

(৩) ছয় বিজ্ঞান-কায়। চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান।

(৪) ছয় স্পর্শ-কায়। চক্ষু-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ, কায়-সংস্পর্শ, মনো-সংস্পর্শ।

(৫) ছয় বেদনা-কায়। চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনা, কায় সংস্পর্শজ বেদনা, মনো সংস্পর্শজ বেদনা।

(৬) ছয় সংজ্ঞা-কায়। রূপ-সংজ্ঞা, শব্দ-সংজ্ঞা, গন্ধ-সংজ্ঞা, রস-সংজ্ঞা, স্পর্শ-সংজ্ঞা, ধর্ম্ম-সংজ্ঞা।

(৭) ছয় সঞ্চেতনা-কায়। রূপ-সঞ্চেতনা, শব্দ-সঞ্চেতনা, গন্ধ-সঞ্চেতনা, রস-সঞ্চেতনা, স্পর্শ-সঞ্চেতনা, ধর্ম্ম-সঞ্চেতনা।

(৮) ছয় তৃষ্ণা-কায়। রূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, রস-তৃষ্ণা, স্পর্শ-তৃষ্ণা, ধর্ম্ম-তৃষ্ণা।

(৯) ছয় অ-গৌরব। ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্য সহকারে বিহার করেন। ধর্ম্মে, সঙ্ঘে, শিক্ষায়, অপ্রমাদে, স্বাগত সম্ভাষণে ঐরূপ ভাবাপন্ন হইয়া বিহার করেন।

(১০) ছয় গৌরব। ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ভক্তিসহকারে ঔদ্ধত্য হীন হইয়া বিহার করেন। ধর্ম্মে, সঙ্ঘে, শিক্ষায়, অপ্রমাদে, স্বাগত সম্ভাষণে ঐরূপ ভাবাপন্ন হইয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিহার করেন।

(১১) ছয় সৌমনস্য-উপবিচার। ভিক্ষু চক্ষুরদ্বারা রূপ দর্শন করিয়া সৌমনস্য-স্থানীয় রূপ বিচার করেন। শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া সৌমনস্য-স্থানীয় শব্দ বিচার করেন। ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সৌমনস্য-স্থানীয় গন্ধ বিচার করেন। জিহ্বারদ্বারা রস আস্বাদন করিয়া সৌমনস্য-স্থানীয় রস বিচার করেন। কায়দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া সৌমনস্য-স্থানীয় স্পর্শ বিচার করেন। মনদ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া সৌমনস্য-স্থানীয় ধর্ম্ম বিচার করেন।

(১২) ছয় দৌর্ম্মনস্য-উপবিচার। ভিক্ষু চক্ষুরদ্বারা রূপ দর্শন করিয়া দৌর্ম্মনস্য-স্থানীয় রূপ বিচার করেন। শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া দৌর্ম্মনস্য-স্থানীয় শব্দ বিচার করেন। ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া দৌর্ম্মনস্য-স্থানীয় গন্ধ বিচার করেন। জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করিয়া দৌর্ম্মনস্য-স্থানীয় রস বিচার করেন। কায়দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া দৌর্ম্মনস্য-স্থানীয় স্পর্শ বিচার করেন। মনদ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া দৌর্ম্মনস্য-স্থানীয় ধর্ম্ম বিচার করেন।

(১৩) ছয় উপেক্ষা-উপবিচার। চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া উপেক্ষা স্থানীয় রূপ বিচার করেন। শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া উপেক্ষা স্থানীয় শব্দ বিচার করেন। ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া উপেক্ষা স্থানীয় গন্ধ বিচার করেন। জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করিয়া উপেক্ষা স্থানীয় রস বিচার করেন। কায়দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া উপেক্ষা স্থানীয় স্পর্শ বিচার করেন। মনদ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া উপেক্ষা-স্থানীয় ধর্ম্ম বিচার করেন।

(১৪) ছয় প্রকার ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন। সব্রহ্মচারীগণের প্রতি ভিক্ষুর প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কৃত মৈত্রী-সহগত কায়িক কর্ম্ম নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহা ভ্রাত্রীয় জীবনযাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্ত্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষুর উক্তপ্রকার মৈত্রী-সহগত বাচনিক কর্ম্ম নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহা ভ্রাত্রীয় জীবনযাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্ত্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষুর মৈত্রী-সহগত মানসিক কর্ম্ম নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবনযাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্ত্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষু ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্ম-লব্ধ সর্ব্ব প্রকারে লাভ– এমন কি ভিক্ষাপাত্রে পতিত অন্ন পর্য্যন্ত- নিরপেক্ষ ভাবে শীলবান, সব্রহ্মচারীগণের সহিত সমভাবে ভোগ করেন। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবনযাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্ত্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষু সব্রহ্মচারীগণের প্রতি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে আর্য্য, কান্ত, অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অশবল, অকল্মাষ, মুক্তি-দায়ী, বিজ্ঞ-প্রশংসিত, নিষ্কলঙ্ক, সমাধি-সংবর্ত্তনিক শীলসমন্বিত হন। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রবর্ত্তক[১]। পুনশ্চ, ভিক্ষু যে আর্য্যদৃষ্টি উহার অনুগামীকে সম্যক দুঃখ-ক্ষয়ের দিকে চালিত করে, সব্রহ্মচারীগণের প্রতি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সেইরূপ দৃষ্টি-সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্ত্তক।

(১৫) ছয় বিবাদ-মূল। ভিক্ষু ক্রোধ স্বভাব সম্পন্ন ও বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হন। এইরূপে তিনি শাস্তার প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, সঙ্ঘের প্রতি, ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্য সহকারে বিহার করেন, তাঁহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না। এইরূপে তিনি সঙ্ঘে বিবাদের জনক হন, এবং ঐ বিবাদ বহুজনের অ-সুখ, অহিত এবং অনর্থকর হয়, দেব-মনুষ্যের অহিত-কর ও দুঃখকর হয়। বন্ধুগণ, যদি আপনারা আপনাদিগের মধ্যে অথবা বাহিরে এইরূপ বিবাদের মূল দর্শন করেন, তাহা হইলে আপনারা উহার দূরীকরণের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। যদি আপনারা ঐরূপ বিবাদের মূল দর্শন না করেন, তাহা হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি না হয় তজ্জন্য যত্নবান হইবেন। এইরূপে উক্ত প্রকার বিবাদের মূল দূরীভূত হয় এবং ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি হয় না। পুনশ্চ, ভিক্ষু কাপট্যের প্রশ্রয় দেন এবং বিদ্বেষ-পরায়ণ হন। এইরূপে তিনি শাস্তার প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, সঙ্ঘের প্রতি, ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্য সহকারে বিহার করেন, তাঁহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না। এইরূপে তিনি সঙ্ঘে বিবাদের জনক হন, এবং ঐ বিবাদ বহুজনের অ-সুখ, অহিত এবং অনর্থকর হয়, দেব-মনুষ্যের অহিত-কর ও দুঃখকর হয়। বন্ধুগণ, যদি আপনারা আপনাদিগের মধ্যে অথবা বাহিরে এইরূপ বিবাদের মূল দর্শন করেন, তাহা হইলে আপনারা উহার দূরীকরণের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। যদি আপনারা ঐরূপ বিবাদের মূল দর্শন না করেন, তাহা হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি না হয় তজ্জন্য যত্নবান হইবেন। এইরূপে উক্ত প্রকার বিবাদের মূল দূরীভূত হয় এবং ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি হয় না। ভিক্ষু ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য পরায়ণ হন। এইরূপে তিনি শাস্তার প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, সঙ্ঘের প্রতি, ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্য সহকারে বিহার করেন, তাঁহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না। এইরূপে তিনি সঙ্ঘে বিবাদের জনক হন, এবং ঐ বিবাদ বহুজনের অ-সুখ, অহিত এবং অনর্থকর হয়, দেব-মনুষ্যের অহিত-কর ও দুঃখকর হয়। বন্ধুগণ, যদি আপনারা আপনাদিগের মধ্যে অথবা বাহিরে এইরূপ বিবাদের মূল দর্শন করেন, তাহা হইলে আপনারা উহার দূরীকরণের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। যদি আপনারা ঐরূপ বিবাদের মূল দর্শন না করেন, তাহা হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি না হয় তজ্জন্য যত্নবান হইবেন। এইরূপে উক্ত প্রকার বিবাদের মূল দূরীভূত হয় এবং ভবিষ্যতে

[১]। উপরে ১১ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য [চারি স্রোতাপন্নের সঙ্গে]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উহার উৎপত্তি হয় না। ভিক্ষু শঠ ও মায়াবী হন। এইরূপে তিনি শাস্তার প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, সঙ্ঘের প্রতি, ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্য সহকারে বিহার করেন, তাহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না। এইরূপে তিনি সঙ্ঘে বিবাদের জনক হন, এবং ঐ বিবাদ বহুজনের অ-সুখ, অহিত এবং অনর্থকর হয়, দেব-মনুষ্যের অহিত-কর ও দুঃখকর হয়। বন্ধুগণ, যদি আপনারা আপনাদিগের মধ্যে অথবা বাহিরে এইরূপ বিবাদের মূল দর্শন করেন, তাহা হইলে আপনারা উহার দূরীকরণের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। যদি আপনারা ঐরূপ বিবাদের মূল দর্শন না করেন, তাহা হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি না হয় তজ্জন্য যত্নবান হইবেন। এইরূপে উক্ত প্রকার বিবাদের মূল দূরীভূত হয় এবং ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি হয় না। ভিক্ষু পাপেচ্ছা ও মিথ্যা-দৃষ্টি সম্পন্ন হন। এইরূপে তিনি শাস্তার প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, সঙ্ঘের প্রতি, ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্য সহকারে বিহার করেন, তাঁহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না। এইরূপে তিনি সঙ্ঘে বিবাদের জনক হন, এবং ঐ বিবাদ বহুজনের অ-সুখ, অহিত এবং অনর্থকর হয়, দেব-মনুষ্যের অহিত-কর ও দুঃখকর হয়। বন্ধুগণ, যদি আপনারা আপনাদিগের মধ্যে অথবা বাহিরে এইরূপ বিবাদের মূল দর্শন করেন, তাহা হইলে আপনারা উহার দূরীকরণের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। যদি আপনারা ঐরূপ বিবাদের মূল দর্শন না করেন, তাহা হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি না হয় তজ্জন্য যত্নবান হইবেন। এইরূপে উক্ত প্রকার বিবাদের মূল দূরীভূত হয় এবং ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি হয় না। ভিক্ষু বিষয়াসক্ত হন, ঐ আসক্তিতে দৃঢ়রূপে লগ্ন হন, উহা হইতে নিঃসরণে অসমর্থ হন। যে ভিক্ষু ঐরূপ ভাবাপন্ন, তিনি শাস্তা, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্য সহকারে বিহার করেন, তাঁহার শিক্ষাও পরিপূর্ণতা লাভ করে না। তিনি সঙ্ঘে বিবাদের জনক হন, এবং ঐ বিবাদ বহুজনের অসুখ, অহিত ও অনর্থকর হয়, দেব-মনুষ্যের অহিতকর ও দুঃখকর হয়। যদি আপনারা আপনাদিগের মধ্যে অথবা বাহিরে এইরূপ বিবাদের মূল দর্শন করেন তাহা হইলে আপনারা উহার দূরীকরণের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। যদি আপনারা ঐরূপ বিবাদের মূল দর্শন না করেন, তাহা হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি না হয় তজ্জন্য যত্নবান হইবেন। এইরূপে উক্ত প্রকার বিবাদের মূল দূরীভূত হয় এবং ভবিষ্যতে উহার উৎপত্তি হয় না।

(১৬) ছয় ধাতু। পৃথিবী-ধাতু, আপ-ধাতু, তেজ-ধাতু, বায়ু-ধাতু, আকাশ-ধাতু, বিজ্ঞান-ধাতু।

(১৭) ছয় নিঃসরণীয় ধাতু। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেনঃ– 'মৈত্রী হইতে উৎপন্ন আমার চিত্ত-বিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ ব্যাপাদ আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রহিয়াছে।' তাঁহাকে কহিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ কহিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তি-হীন এবং অনর্থিত।' মৈত্রী-উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত; অথচ ব্যাপাদ চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। মৈত্রী হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি– ইহাই ব্যাপাদের নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন– 'করুণা হইতে উৎপন্ন আমার চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ বিহিংসা আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে কহিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ কহিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তি-হীন এবং অনর্থিত।' করুণা হইতে উদ্ভূত চিত্ত বিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত; অথচ বিহিংসা চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। করুণা হইতে উদ্ভূত চিত্ত বিমুক্তি– ইহাই বিহিংসার নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন– 'মুদিতা হইতে উৎপন্ন আমার চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ অরতি আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে কহিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ কহিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তি-হীন এবং অনর্থিত।' মুদিতা হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত; অথচ অরতি চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। মুদিতা হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি– ইহাই অরতির নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন– 'উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত আমার চিত্ত-বিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ রাগ আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে কহিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ কহিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তি-হীন এবং অনর্থিত।' উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ রাগ চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি– ইহাই রাগের নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন– 'অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত আমার চিত্ত-বিমুক্তি,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ নিমিত্তানুসারী বিজ্ঞান আমার চিত্তকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে এইরূপ কহিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ কহিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তি-হীন এবং অনর্থিত। অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত, অথচ নিমিত্তানুসারী বিজ্ঞান চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিবে, ইহা অসম্ভব। অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি– ইহাই সর্ব্বনিমিত্তের নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন– 'আমি আছি' এই সংজ্ঞা আমার নিকট বিরক্তিকর। 'আমি বিদ্যমান' এইরূপ সংজ্ঞাতে আমি গুরুত্বের আরোপ করি না। তথাপি বিচিকিৎসা, এবং সংশয় রূপ শল্য আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে কহিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ কহিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তি-হীন এবং অনর্থিত। 'আমি আছি' এই সংজ্ঞা বিরক্তিকর, 'আমি বিদ্যমান' এইরূপ সংজ্ঞাতে গুরুত্বের অনারোপ, অথচ বিচিকিৎসা এবং সংশয়রূপ শল্য যে চিত্তকে অভিভূত করিয়া থাকিবে ইহা অসম্ভব। 'আছি' এই সংজ্ঞার উচ্ছেদ বিচিকিৎসা এবং সংশয়রূপ শল্যের নিঃসরণ।

(১৮) ছয় অনুত্তরীয়ঃ দর্শন-অনুত্তরীয়, শ্রবণ-অনুত্তরীয়, লাভ-অনুত্তরীয়, শিক্ষা-অনুত্তরীয়, পরিচর্য্যা-অনুত্তরীয়, অনুস্মৃতি-অনুত্তরীয়।

(১৯) ছয় অনুস্মৃতি-স্থানঃ বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি, সঙ্ঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি।

(২০) ছয় সতত বিহারঃ[১] ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। মন দ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না; তিনি

[১]। নিত্য মানসিক নির্ব্বিকারত্ব।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন।

(২১) ছয় অভিজাতিঃ কেহ নীচকুলে উৎপন্ন হইয়া অনুরূপ ধর্ম্মের আচরণ করে। কেহ নীচকুলে উৎপন্ন হইয়া শুদ্ধাচরণ সম্পন্ন হয়। কেহ নীচকুলে উৎপন্ন হইয়া পাপ ও পুণ্যের অতীত নির্ব্বাণ ধর্ম্মের অনুভূতি সম্পন্ন হয়। কেহ উচ্চকুলোদ্ভূত হইয়া অনুরূপ ধর্ম্মের আচরণ করে। কেহ ঐরূপ কুলে জাত হইয়া অশুদ্ধাচরণ সম্পন্ন হয়। কেহ ঐরূপ কুলে উৎপন্ন হইয়া পাপ ও পুণ্য উভয়েরই অতীত নির্ব্বাণ ধর্ম্মের অনুভূতি সম্পন্ন হয়।

(২২) ছয় নির্বেধ[১]-ভাগীয় সংজ্ঞাঃ অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে-দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহান-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা, নিরোধ- সংজ্ঞা।

জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই ছয়ধর্ম্ম সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়।

৩। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক সাতধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, সকলে একত্র হইয়া উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়। ঐ সাতধর্ম্ম কি কি?

(১) সাত ধনঃ শ্রদ্ধা-ধন, শীল-ধন, হ্রী-ধন, ঔত্তপ্য[২]-ধন, শ্রুত-ধন, ত্যাগ-ধন, প্রজ্ঞা-ধন।

(২) সপ্ত সম্বোধ্যঙ্গঃ স্মৃতি, ধর্ম্মবিচয়, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি, উপেক্ষা।

(৩) সপ্ত সমাধি-পরিষ্কারঃ[৩] সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি।

(৪) সপ্ত অসদ্ধর্ম্মঃ ভিক্ষু শ্রদ্ধাহীন, হ্রী-হীন, ঔত্তপ্য-হীন হন, অল্পশ্রুত, অলস, মূঢ়-স্মৃতি এবং দুষ্প্রজ্ঞ হন।

(৫) সপ্ত সদ্ধর্ম্মঃ ভিক্ষু শ্রদ্ধা, হ্রী, ঔত্তপ্য, সমন্বিত হন, বহুশ্রুত আরব্ধ-বীর্য্য হন, উপস্থিত-স্মৃতি সম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান হন।

(৬) সপ্ত সৎপুরুষ-ধর্ম্মঃ ভিক্ষু ধর্ম্মজ্ঞ, অর্থজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, কালজ্ঞ,

---

১। অন্তর্দৃষ্টি।

২। বিচক্ষণতা।

৩। আবশ্যকীয় উপকরণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিষদজ্ঞ এবং পুদ্গলজ্ঞ হন।

(৭) সাত নির্দ্দেশ[১]-বস্তুঃ ভিক্ষু শিক্ষা গ্রহণে তীব্র অনুরাগ বিশিষ্ট হন, ভবিষ্যতে ও উহার গ্রহণে ঐরূপ মনোবিশিষ্টই হন। ধর্ম্মে অন্তর্দৃষ্টি লাভে, তৃষ্ণার দমনে, নির্জ্জন বাসে, বীর্য্যারম্ভে, স্মৃতি-কুশলতায়, দৃষ্টি-প্রতিবেধে[২] ঐরূপই মনোভাব বিশিষ্ট হন।

(৮) সাত সংজ্ঞাঃ অনিত্যসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, অশুভসংজ্ঞা, অমঙ্গলসংজ্ঞা, প্রহানসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা, নিরোধসংজ্ঞা।

(৯) সাত বলঃ শ্রদ্ধাবল, বীর্য্যবল, হ্রীবল, ঔত্তপ্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল, প্রজ্ঞাবল।

(১০) সাত বিজ্ঞান-স্থিতিঃ [৩] সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা নানারূপ দেহ সম্পন্ন এবং নানারূপ সংজ্ঞা সম্পন্ন, যথা কোন কোন মনুষ্য, দেবতা এবং বিনিপাতিক নিরয়বাসী। ইহাই প্রথম বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা নানারূপ দেহ সম্পন্ন কিন্তু একই রূপ সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা– ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ যাঁহারা প্রথম ধ্যানের অনুশীলনে ঐস্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাই দ্বিতীয় বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহ বিশিষ্ট কিন্তু নানারূপ সংজ্ঞা সম্পন্ন, যথা– আভাস্বর দেবগণ। ইহাই তৃতীয় বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ, বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহ ও সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা– শুভকৃৎস্ন দেবগণ। ইহাই চতুর্থ বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা রূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া "আকাশ অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই পঞ্চম বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই ষষ্ঠ বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এই অনুভূতির সহিত 'অকিঞ্চন আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই সপ্তম বিজ্ঞান-স্থিতি।

(১১) সাত পুদ্গল যাঁহারা দক্ষিণেয্যঃ উভয়ভাগ-বিমুক্ত, প্রজ্ঞাবিমুক্ত,

---

[১]। পাঠান্তরে নির্দ্দশ। অরহত দিগের মধ্যে যাঁহারা অরহত্ব প্রাপ্তির দশ বৎসরের মধ্যে দেহত্যাগ করিতেন, তাঁহাদিগকে 'নির্দ্দশ' বলা হইত অর্থাৎ তাঁহাদের জন্য আর পুনরায় দশ বৎসর নাই। এই অর্থে এইস্থলে 'নির্দ্দশ' অরহত্বের অধিবচন।

[২]। সত্যের স্বপ্রত্যক্ষ জ্ঞানে।

[৩]। দীর্ঘ নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কায়ানুদর্শী, দৃষ্টি-প্রাপ্ত, শ্রদ্ধা-বিমুক্ত, ধর্ম্মানুসারী, শ্রদ্ধানুসারী[১]।

(১২) সাত অনুশয়ঃ[২] কামরাগ, প্রতিঘ, মিথ্যা-দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ভবরাগ, অবিদ্যা।

(১৩) সাত সংযোজনঃ অনুনয়, প্রতিঘ, মিথ্যা দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ভবরাগ, অবিদ্যা।

(১৪) যথাক্রমে উৎপন্ন বিবাদসমূহের সমাধান ও শান্তির নিমিত্ত সাত অধিকরণ-শমথঃ[৩] সম্মুখ-বিনয় দাতব্য, স্মৃতি-বিনয় দাতব্য, অমূঢ়-বিনয় দাতব্য, অপরাধ স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত অধিকরণ কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, সঙ্ঘের বহুজন কর্ত্তৃক উপস্থাপিত অধিকরণ, অবাধ্যের নিমিত্ত অধিকরণ, তৃণাচ্ছাদিত করণের ন্যায় অধিকরণ।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই সাতধর্ম্ম সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়।

[দ্বিতীয় ভাণবার সমাপ্ত]

৩। ১। জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান, অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক আটধর্ম্ম সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়। ঐ আটধর্ম্ম কি কি?

(১) আট মিথ্যাত্বঃ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম্মান্ত, মিথ্যাআজীব, মিথ্যাব্যায়াম, মিথ্যাস্মৃতি, মিথ্যাসমাধি।

(২) আট সম্যকত্বঃ সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যকআজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধি।

(৩) আট দক্ষিণের পুদ্গলঃ স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তি-ফল-প্রাপ্ত; সকৃদাগামী, সকৃদাগামী-ফল-প্রাপ্ত; অনাগামী, অনাগামী-ফল-প্রাপ্ত, অরহত, অরহত্ব-ফল-প্রাপ্ত।

(৪) আট আলস্যের ভিত্তিঃ ভিক্ষুর করণীয় কর্ত্তব্য আছে। তাঁহার মনে

---

[১]। সম্পসাদনীয় সূত্রান্ত, পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮ দ্রষ্টব্য।

[২]। ভ্রান্ত সংস্কার; যাহা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে এবং যাহার নাশ হয় নাই।

[৩]। উত্থাপিত প্রশ্নের সমাধান। বিনয় পিটক, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইরূপ হয়– 'আমাকে কর্ত্তব্য করিতে হইবে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইলে আমার দেহ ক্লান্ত হইবে, তবে এইবার শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহাই প্রথম আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুর করণীয় কর্ত্তব্য আছে। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি কর্ম্ম করিয়াছি' কর্ম্ম করিতে গিয়া আমার দেহ ক্লান্ত হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহাই দ্বিতীয় আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমাকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে, উহা করিতে হইলে আমার দেহ ক্লান্ত হইবে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা তৃতীয় আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পথ ভ্রমণরত হইয়াছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি পথ ভ্রমণ করিয়াছি, এইরূপে আমার দেহ ক্লান্ত হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা চতুর্থ আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা প্রণীত ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে লাভ করেন না। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হই নাই, আমার দেহ ক্লান্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা পঞ্চম আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পূর্ব্বোক্তরূপে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হন, তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করিয়াছি, এইরূপে আমার দেহ গুরুভার এবং অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহাই ষষ্ঠ আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– আমি অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করিতেছি, এই অবস্থায় আমার শয়ন করা উচিত, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা সপ্তম আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু রোগমুক্ত হন, তিনি অনতিকাল পূর্ব্বে নিরাময় হইয়াছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি রোগমুক্ত হইয়াছি, অনতিকাল পূর্ব্বে নিরাময় হইয়াছি, আমার দেহ দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য, আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা অষ্টম আলস্যের ভিত্তি।

(৫) কোন বিশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনের আট ভিত্তি। ভিক্ষুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে, কিন্তু উহা করিতে হইলে বুদ্ধদিগের উপদেশে মনঃসংযোগ করা আমার পক্ষে সুকর হইবে না, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহাই প্রথম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। তাঁহার এইরূপ মনে হয়– 'আমি কর্ম্ম করিয়াছি, কিন্তু উহা করিতে গিয়া আমি বুদ্ধগণের উপদেশে মনঃসংযোগ করিতে পারি নাই, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা দ্বিতীয় ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমাকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে, উহা করিতে হইলে বুদ্ধগণের উপদেশে মনঃসংযোগ করা আমার পক্ষে সুকর হইবে না, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা তৃতীয় ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পথ ভ্রমণে রত হন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি ভ্রমণ করিয়াছি, উহা করিতে গিয়া আমি বুদ্ধগণের উপদেশে মনঃসংযোগ করিতে পারি নাই। আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা চতুর্থ ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হন না। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হই নাই, এইরূপে আমার দেহ লঘু এবং কর্ম্মণ্য হইয়াছে, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা পঞ্চম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, এইরূপে আমার দেহ বলসম্পন্ন এবং কর্ম্মণ্য হইয়াছে, এইবার আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা ষষ্ঠ ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করিতেছি, কিন্তু আমার অসুস্থতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্ভাবনা আছে, অতএব আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা সপ্তম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু রোগমুক্ত হন, তিনি অনতিকাল পূর্ব্বে নিরাময় হইয়াছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি রোগমুক্ত হইয়াছি, অনতিকাল পূর্ব্বে নিরাময় হইয়াছি, কিন্তু রোগের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে, অতএব আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা অষ্টম ভিত্তি।

(৬) আট দানের ভিত্তি। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দান করা হয়। ভয় হেতু দান করা হয়[১]। 'আমাকে দান করা হইয়াছে, এই হেতু দান করা হয়। 'আমাকে দান করিবে, এই হেতু দান করা হয়। 'দান করিলে মঙ্গল হয়' এই হেতু দান করা হয়। 'আমি পাক করিতেছি, ইহারা করিতেছে না। পাকনিরত আমার পক্ষে যাহারা পাক করিতেছে না তাহাদিগকে না দেওয়া অনুপযুক্ত,' এই হেতু দান করা হয়। 'এই দান করিবার নিমিত্ত আমার কল্যাণ কীর্ত্তিশব্দ উত্থিত হইবে' এই হেতু দান করা হয়। চিত্তের অলঙ্কাররূপে চিত্তের নির্ম্মলতার জন্য দান করা হয়[২]।

(৭) দান হেতু আট প্রকার পুনরুৎপত্তি। কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপকরণ সমূহ দান করেন। তিনি যাহা দান করেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেন। তিনি দেখেন ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ অথবা গৃহপতি মহাশাল পঞ্চকাম গুণে সমর্পিত ও সমঙ্গীভূত হইয়া, উহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'অহো! আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ অথবা গৃহপতি মহাশালরূপে জন্মলাভ করিতে পারি!' তিনি ঐ চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত পূর্ব্বোক্ত প্রার্থিতরূপ জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবলমাত্র শীলবানদিগের প্রতিই প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত সংকল্প শুদ্ধতার[৩] নিমিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করে। পুনশ্চ, কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপকরণ সমূহ দান করেন। তিনি যাহা দান করেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেন। তিনি এইরূপ শ্রবণ করেন– 'চাতুর্ম্মহারাজিক

১। নিন্দা অথবা প্রতিফলের ভয়ে।

২। যেহেতু দান দাতা এবং গ্রাহক উভয়েরই চিত্তকে শান্ত করে।

৩। অর্থাৎ অবিমিশ্রতার নিমিত্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পরম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'অহো! আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে চাতুর্ম্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি!' তিনি ঐ চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত ঐরূপ প্রার্থিত জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবলমাত্র শীলবানদিগের প্রতিই প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত-সংকল্প শুদ্ধতার নিমিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করে। পুনশ্চ, কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপকরণ সমূহ দান করেন। তিনি যাহা দান করেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেন। তিনি এইবার শ্রবণ করেন– 'ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পরম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'অহো! আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি!' তিনি ঐ চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত ঐরূপ প্রার্থিত জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবলমাত্র শীলবানদিগের প্রতিই প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত-সংকল্প শুদ্ধতার নিমিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করে। পুনশ্চ, কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপকরণ সমূহ দান করেন। তিনি যাহা দান করেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেন। তিনি এইরূপ শ্রবণ করেন– যামদেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পরম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'অহো! আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে যাম দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি!' তিনি ঐ চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত ঐরূপ প্রার্থিত জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবলমাত্র শীলবানদিগের প্রতিই প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত-সংকল্প শুদ্ধতার নিমিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করে। পুনশ্চ, কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপকরণ সমূহ দান করেন। তিনি যাহা দান করেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেন। তিনি এইরূপ শ্রবণ করেন– তুষিত দেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পরম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'অহো! আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে তুষিত দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি!' তিনি ঐ চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত ঐরূপ প্রার্থিত জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবলমাত্র শীলবানদিগের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিই প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত-সংকল্প শুদ্ধতার নিমিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করে। পুনশ্চ, কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপকরণ সমূহ দান করেন। তিনি যাহা দান করেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেন। তিনি এইরূপ শ্রবণ করেন– নির্ম্মাণরতি দেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পরম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'অহো! আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে নির্ম্মাণরতি দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি!' তিনি ঐ চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত ঐরূপ প্রার্থিত জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবলমাত্র শীলবানদিগের প্রতিই প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত-সংকল্প শুদ্ধতার নিমিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করে। পুনশ্চ, কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপকরণ সমূহ দান করেন। তিনি যাহা দান করেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেন। তিনি এইরূপ শ্রবণ করেন– পরনির্ম্মিত-বশবর্ত্তী-দেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পরম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'অহো! আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে পরনির্ম্মিত-বশবর্ত্তী-দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি!' তিনি ঐ চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত ঐরূপ প্রার্থিত জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবলমাত্র শীলবানদিগেরই প্রতি প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত-সংকল্প শুদ্ধতার নিমিত্ত সমৃদ্ধিলাভ করে। পুনশ্চ, কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপকরণ সমূহ দান করেন। তিনি যাহা দান করেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেন। তিনি এইরূপ শ্রবণ করেন– 'ব্রহ্মকায়িক দেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পরম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'অহো! আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে ব্রহ্মকায়িক দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি!' তিনি ঐ চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত ঐরূপ প্রার্থিত জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবল মাত্র শীলবানদিগেরই প্রতি প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে, যাঁহারা বীতরাগ তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য, যাঁহারা সরাগ তাঁহাদের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত-সংকল্প রাগহীনতার নিমিত্ত সমৃদ্ধিলাভ করে।

(৮) আট পরিষদ। ক্ষত্রিয়-পরিষদ, ব্রাহ্মণ-পরিষদ, গৃহপতি-পরিষদ, শ্রমণ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিষদ, চাতুর্ম্মাহারাজিক-পরিষদ, ত্রায়স্ত্রিংশ-পরিষদ, মার-পরিষদ, ব্রহ্ম-পরিষদ।

(৯) আট লোক ধর্ম্ম। লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ।

(১০) আট অভিভূ-আয়তন[১]। কেহ অধ্যাত্ম রূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্ব্বর্ণরূপ ক্ষুদ্ররূপে দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া 'জানিতেছি, দেখিতেছি' এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা প্রথম অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্ম রূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্ব্বর্ণ অপ্রমেয় রূপ দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা দ্বিতীয় অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্ব্বর্ণ রূপ ক্ষুদ্ররূপে দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা তৃতীয় অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্ম-অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্ব্বর্ণ অপ্রমেয় রূপ দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি", এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা চতুর্থ অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস– যথা নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস সম্পন্ন উমা পুষ্প, অথবা উভয় দিক সুমার্জ্জিত নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস বারাণসীর বস্ত্র– এইরূপ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা পঞ্চম অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস– যথা পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস কর্ণিকার পুষ্প, অথবা উভয় দিক সুমার্জ্জিত পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস বারাণসীর বস্ত্র– এইরূপ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– পীত, পীত-বর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি", এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা ষষ্ঠ অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস– যথা লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন লোহিতোভাস বন্ধুজীবক পুষ্প অথবা উভয়দিক সুমার্জ্জিত লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস বারাণসীর বস্ত্র– এইরূপ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন,

[১]। 'আয়তন' শব্দ এইস্থলে ধ্যানোৎপাদন উল্লিখিত হইয়াছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লোহিতোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি", এইরূপ সংজ্ঞা, উৎপাদন করেন। ইহা সপ্তম অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস যথা– শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস ওষধি-তারকা, অথবা উভয়দিক সুমার্জ্জিত শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস বারাণসীর বস্ত্র– এইরূপ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা অষ্টম অভিভূ-আয়তন।

(১১) আট বিমোক্ষ। রূপী রূপ দর্শন করে। ইহা প্রথম বিমোক্ষ[১]। অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী বাহিরে রূপ দর্শন করে। ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ। 'সুন্দর'! এই চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হয়। ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ। রূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া 'আকাশ-অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত আকাশ-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ। আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই অনুভূতির সহিত অকিঞ্চন-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা ষষ্ঠ বিমোক্ষ। অকিঞ্চন-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা সপ্তম বিমোক্ষ। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা অষ্টম বিমোক্ষ।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই আটধম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যের হিতসাধক হয়।

২। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক নয় ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যের হিতসাধক হয়। ঐ নয় ধর্ম্ম কি কি?

---

[১]। দীর্ঘ নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১) নয় শত্রুতার ভিত্তি। 'আমার অনিষ্ট করিয়াছে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। 'আমার অনিষ্ট করিতেছে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। 'আমার অনিষ্ট করিবে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। 'আমার প্রিয় ও প্রীতির পাত্রের অনিষ্ট করিয়াছে অথবা করিতেছে অথবা করিবে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে।

(২) শত্রুতার ভিত্তির নয় প্রকার দমন। 'আমার অনিষ্ট করিয়াছে' কিন্তু এইরূপ চিন্তা পোষণ করিয়া কি ফল লাভ হইবে?' এইরূপে শত্রুতা দমন করে। 'আমার অনিষ্ট করিতেছে, কিন্তু এইরূপ চিন্তা করিয়া কি ফল লাভ হইবে?' এইরূপে শত্রুতা দমন করে। 'আমার অনিষ্ট করিবে, কিন্তু এইরূপ চিন্তায় কি ফল লাভ হইবে? এইরূপে শত্রুতা দমন করে। 'আমার প্রিয় ও প্রীতির পাত্রের অনিষ্ট করিয়াছে অথবা করিতেছে অথবা করিবে, কিন্তু এইরূপ চিন্তায় কি ফল লাভ হইবে? এইরূপে শত্রুতা দমন করে।

(৩) নয় সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা নানারূপ দেহসম্পন্ন এবং নানারূপ সংজ্ঞা সম্পন্ন, যথা কোন কোন মনুষ্য, দেবতা এবং বিনিপাতিক (নিরয়বাসী)। ইহা প্রথম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা নানারূপ দেহসম্পন্ন কিন্তু একইরূপ সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ যাঁহারা প্রথম ধ্যানের অনুশীলনে ঐস্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহা দ্বিতীয় সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহ বিশিষ্ট কিন্তু নানারূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন, যথা– আভাস্বর দেবগণ। ইহা তৃতীয় সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহ ও সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা শুভ-কৃৎস্ন দেবগণ। ইহা চতুর্থ সত্ত্বাবাস[১]। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাদের সংজ্ঞা নাই, বেদনা নাই, যথা অসংজ্ঞ-সত্ত্ব দেবগণ। ইহা পঞ্চম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা রূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া 'অনন্ত আকাশ' এই অনুভূতির সহিত আকাশ-অনন্ত-আয়তন স্তরে উপনীত হন। ইহা ষষ্ঠ সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ, বিদ্যমান যাঁহারা আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন স্তরে উপনীত হন। ইহা সপ্তম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা বিজ্ঞান অনন্ত-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই অনুভূতির সহিত আকিঞ্চণ্য-আয়তন স্তরে উপনীত হন। ইহা অষ্টম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা আকিঞ্চণ্য-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা' আয়তন স্তরে উপনীত হন। ইহা নবম সত্ত্বাবাস।

(৪) ব্রহ্মচর্য্য বাসের নয় অক্ষণ অসময়। জগতে তথাগত অরহত সম্যক

[১]। উপরে ২/৩ (১০) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্ব্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ঐ সময় নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য বাসের এই প্রথম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্ব্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ঐ সময় পশুযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছে; ব্রহ্মচর্য্য বাসের এই দ্বিতীয় অক্ষণ অসময়! পুনশ্চ, জগতে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্ব্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ঐ সময় প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য বাসের এই তৃতীয় অক্ষণ অসময়।

পুনশ্চ, জগতে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্ব্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ঐ সময় অসুর দেহপ্রাপ্ত হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য বাসের এই চতুর্থ অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্ব্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ঐ সময় দীর্ঘায়ু হইয়া কোন দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য বাসের এই পঞ্চম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্ব্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ঐ সময় প্রত্যন্ত জনপদে জ্ঞানহীন ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে, যেখানে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকাদিগের গতি নাই। ব্রহ্মচর্য্য বাসের ইহা ষষ্ঠ অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্ব্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ঐ সময় মধ্যদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টি ও বিপরীত দর্শনসম্পন্ন– দান নাই, যজ্ঞ নাই, হবন নাই, সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতা নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, পূর্ণতাপ্রাপ্ত সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া উহার প্রকাশ করেন।' ইহা ব্রহ্মচর্য্য বাসের সপ্তম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্ব্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ঐ সময় মধ্যদেশে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া দুষ্প্রজ্ঞ, জড়, বধির ও মূক হইয়াছে, সুভাষিত অথবা দুর্ভাষিতের অর্থ গ্রহণ করিতে অক্ষম। ইহা ব্রহ্মচর্য্য বাসের অষ্টম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আবির্ভাব হয় নাই, উপশম ও পরিনির্ম্মাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হয় নাই; কিন্তু এই পুরুষ মধ্যদেশে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে প্রজ্ঞাসম্পন্ন, জড়তা-হীন, সে বধির ও মূক নহে, সে সুভাষিত অথবা দুর্ভাষিতের অর্থ গ্রহণে সক্ষম। ইহা ব্রহ্মচর্য্য বাসের নবম অক্ষণ অসময়।

(৫) নয় অনুপূর্ব্ব-বিহার। ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখ মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। বিতর্ক-বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয়ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার করেন; তিনি কায়ে সুখ অনুভব করেন– যে সুখ সম্বন্ধে আর্য্যগণ কহিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী'– এবং এইরূপে তৃতীয়ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন; সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জ্জন করিয়া, পূর্ব্বেই সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া অ-দুঃখ অ-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। রূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া 'আকাশ-অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত আকাশ অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। বিজ্ঞান অনন্ত-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই অনুভূতির সহিত অকিঞ্চন-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। অকিঞ্চন-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন[১]।

(৬) নয় অনুপূর্ব্ব নিরোধ। যাঁহারা প্রথমধ্যানে উপনীত তাঁহাদের কাম সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা দ্বিতীয়ধ্যানে উপনীত তাঁহাদের বিতর্ক-বিচার নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা তৃতীয়ধ্যানে উপনীত তাঁহাদের প্রীতি নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা চতুর্থধ্যানে উপনীত তাঁহাদের আশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা আকাশ-অনন্ত-আয়তন স্তরে উপনীত তাঁহাদের রূপ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন স্তরে উপনীত তাঁহাদের আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা অকিঞ্চন-আয়তন স্তরে উপনীত তাঁহাদের বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ

[১]। উপরে ৩। ১। (১১) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়। যাঁহারা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন স্তরে উপনীত তাঁহাদের অকিঞ্চন আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ স্তরে উপনীত তাঁহাদের সংজ্ঞা ও বেদনা উভয়ই নিরুদ্ধ হয়।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই নয় ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যের হিতসাধক হয়।

৩। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক দশ ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যের হিতসাধক হয়। ঐ দশ ধর্ম্ম কি কি?

(১) দশ নাথ-করণ[১] ধর্ম্ম। ভিক্ষু শীলবান এবং প্রাতিমোক্ষ-সংবর[২] সংবৃত হইয়া বিহার করেন, আচার-গোচর সম্পন্ন এবং অনুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হইয়া শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক উহাদের পালন শিক্ষা করেন। ইহা নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর এবং শ্রুত-সঞ্চয় সম্পন্ন হন। যে সকল ধর্ম্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দ সম্পদপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যের প্রকাশক, ঐ সকল ধর্ম্মে তিনি বহুশ্রুত হন, উহাদিগকে ধারণ করেন, আবৃত্তি দ্বারা অনুক্ষণ উহাদের অনুশীলন করেন, উহাতে একাগ্রচিত্ত হন এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা উহাদের অন্তরে প্রবেশ করেন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু চরিত্রবানের মিত্র সহায় এবং ঘনিষ্ট বন্ধু হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু সুবচ, বিনয়ানুকূল ধর্ম্ম সমন্বিত, সহিষ্ণু অনুশাসনী গ্রহণে নিপুণ হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু সব্রহ্মচারীগণের বিবিধ কর্ত্তব্যে দক্ষ ও অনলস হন, ঐ সকলের পালন প্রণালীর মীমাংসা করণে সক্ষম হন, কর্ম্ম সম্পাদনে এবং সুব্যবস্থাকরণে সক্ষম হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, তিনি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মালাপে অনুরক্ত হন এবং অভিধর্ম্ম ও অভিবিনয়ে বিপুল প্রীতিলাভ করেন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু যে কোন প্রকার চীবর, পিণ্ডপাত, বাসস্থান এবং পীড়াকালের ঔষধ ও পথ্যে সন্তুষ্ট হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু অকুশল ধর্ম্মের পরিহারের নিমিত্ত, কুশল ধর্ম্ম লাভের নিমিত্ত বীর্য্যসম্পন্ন হন, তিনি কুশল ধর্ম্মসমূহে স্থামবান ও

---

[১]। রক্ষণ বিধায়ক।

[২]। বিনয় পিটকে উক্ত ভিক্ষুদিগের পালনীয় সংযম বিধি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দৃঢ়পরাক্রম হন, কখনই ভারনিক্ষেপ করেন না। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু স্মৃতিসম্পন্ন হন, তিনি শ্রেষ্ঠ স্মৃতি-প্রাখর্য্য সমন্বিত হইয়া বহু পূর্ব্বে কথিত অথবা কৃতের স্মরণ করেন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান হন, বস্তুসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের জ্ঞান সমন্বিত হন, আর্য্য, তীক্ষ্ম, সম্যক দুঃখ-ক্ষয়-প্রদায়িণী প্রজ্ঞা সমন্বিত হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম।

(২) দশ কৃৎস্ন[১] আয়তন। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় পৃথিবী-কৃৎস্ন রূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় আপ-কৃৎস্ন রূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় তেজ-কৃৎস্ন রূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় বায়ু-কৃৎস্ন রূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় নীল-কৃৎস্ন রূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় পীত কৃৎস্ন রূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় লোহিত কৃৎস্ন রূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় শুভ্র কৃৎস্ন রূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় আকাশ কৃৎস্ন রূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় বিজ্ঞান কৃৎস্ন রূপে অনুভব করে।

(৩) দশ অকুশল কর্ম্মপথঃ প্রাণাতিপাত, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ, পিশুনবাক্য, কর্কশবাক্য, তুচ্ছপ্রলাপ, অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টি।

(৪) দশ কুশল কর্ম্মপথঃ প্রাণাতিপাত হইতে বিরতি, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি, মৃষাবাদ হইতে বিরতি, পিশুন বাক্য হইতে বিরতি, কর্কশ বাক্য হইতে বিরতি, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরতি, অনভিধ্যা, অব্যাপাদ, সম্যক্ দৃষ্টি।

(৫) দশ আর্য্য বাসঃ ভিক্ষু পঞ্চাঙ্গ-বিপ্রহীন হন, ষড়ঙ্গ-যুক্ত হন, একারক্ষ হন, চতুর্ব্বিধ আশ্রয়[২] সমন্বিত হন, সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন, সম্পূর্ণরূপে বাসনামুক্ত হন, অনাবিল-সংকল্প হন, প্রশ্রদ্ধ-কায়-সংস্কার হন, সুবিমুক্ত-চিত্ত ও সুবিমুক্ত-প্রজ্ঞ হন। ভিক্ষু কিরূপে পঞ্চাঙ্গ-বিপ্রহীন হন? তিনি কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা পরিহার করেন। এইরূপে তিনি পঞ্চাঙ্গ-বিপ্রহীন হন। ভিক্ষু কিরূপে ষড়ঙ্গ-যুক্ত হন? তিনি চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত

---

[১]। 'সকল' অর্থে। ধ্যানোৎপত্তির নিমিত্ত গৃহীত কর্ম্মস্থানের অবলম্বন। উহা সাধারণতঃ দশ প্রকারঃ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র, আকাশ, বিজ্ঞান।

[২]। উপরে বর্ণিত চারি ধর্ম্মের সং (৮) দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়া বিহার করেন। শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। জিহ্বার দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। কায়দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। মনদ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। এইরূপে ভিক্ষু ষড়ঙ্গ-যুক্ত হন।

কিরূপে ভিক্ষু একারক্ষ হন? ভিক্ষু স্মৃতি-রক্ষিত চিত্ত সমন্বিত হন। এইরূপে তিনি একারক্ষ হন। কিরূপে ভিক্ষু চতুর্ব্বিধ আশ্রয় সমন্বিত হন? ভিক্ষু সম্যক বিচারান্তে বস্তু বিশেষের সেবা করেন, ঐরূপে বস্তু বিশেষ স্বীকার করিয়া লন, বস্তু বিশেষ বর্জ্জন করেন, বস্তু বিশেষ দমন করেন। এইরূপে ভিক্ষু চতুর্ব্বিধ আশ্রয় সমন্বিত হন। কিরূপে ভিক্ষু সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন? শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের সর্ব্ব প্রকার সাম্প্রদায়িক মতামত ভিক্ষু কর্ত্তৃক দূরীভূত হয়, উদ্গীর্ণ হয়, মুক্ত হয়, লুপ্ত হয়, পরিবর্জ্জিত হয়। এইরূপে ভিক্ষু সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন। কিরূপে ভিক্ষু সর্ব্ব বাসনা হইতে মুক্ত হন? ভিক্ষুর কামেষণা ও ভবেষণা পরিত্যক্ত হয়, ব্রহ্মচর্য্যেষণা[১] শান্ত হয়[২]। এইরূপে ভিক্ষু সর্ব্ববাসনা হইতে মুক্ত হন। কিরূপে ভিক্ষু অনাবিল-সংকল্প হন? ভিক্ষুর কাম-সংকল্প পরিত্যক্ত হয়, ব্যাপাদ ও বিহিংসা-সংকল্প পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে ভিক্ষু অনাবিল-সংকল্প হন। ভিক্ষু কিরূপে প্রশ্রব্ধ-কায় সংস্কার হন? ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জ্জন করিয়া, পূর্ব্বেই সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া, না-দুঃখ না-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। এইরূপে ভিক্ষু প্রশ্রব্ধ-কায়-সংস্কার হন। কিরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত-চিত্ত হন? ভিক্ষুর চিত্ত রাগ হইতে বিমুক্ত হয়, দ্বেষ হইতে বিমুক্ত হয়, মোহ হইতে বিমুক্ত হয়। ভিক্ষু এইরূপে সুবিমুক্ত-চিত্ত হন। কিরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত-প্রজ্ঞ হন? ভিক্ষু অবগত হন যে, তাঁহার রাগ, দ্বেষ, ও মোহ পরিত্যক্ত, উচ্ছিন্ন-মূল, ভিত্তিচ্যুত তালবৃক্ষ-সম, অস্তিত্ব-হীন এবং পুনরায় উৎপত্তির অযোগ্য হইয়াছে। এইরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত-প্রজ্ঞ হন।

---

[১]। মৃত্যু ও তৎপরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান- যথা আত্মা, উহার আদি, স্বভাব এবং অন্ত।

[২]। উপরে ১। ১৩। ত্রয়ক ধর্ম্ম (২২) দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬) দশ অশৈক্ষ্য ধর্ম্মঃ সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম্মান্ত, সম্যকআজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধি, সম্যকজ্ঞান (অন্তর্দৃষ্টি), সম্যকবিমুক্তি।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই দশ ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যের হিত সাধক হয়।

৪। অনন্তর ভগবান আসন হইতে উত্থান করিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে সম্বোধন করিলেন– "সারিপুত্র, সাধু, সাধু! তুমি উত্তমরূপে ভিক্ষুগণকে সংগীতি পর্য্যায় কহিয়াছ।'

সারিপুত্র এইরূপ কহিয়াছিলেন। ভগবান উহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। আনন্দিত চিত্তে ভিক্ষুগণ সারিপুত্রের বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

সংগীতি সূত্রান্ত সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৪। দসুত্তর সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। ১। এক সময় ভগবান চম্পায় গর্গরা পুষ্করিণীর তীরে পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন, 'বন্ধু ভিক্ষুগণ!' প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ কহিলেন, 'আয়ুষ্মান!' তখন সারিপুত্র কহিলেন ঃ

'নির্ব্বাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত, দুঃখের অন্তকরণের
নিমিত্ত, সর্ব্ব সংযোজন হইতে মুক্তির নিমিত্ত
আমি দশোত্তর ধর্ম্ম কহিব।'

২। বন্ধুগণ, একধর্ম্ম[১] বহু উপকারী, একধর্ম্ম ভাবিতব্য, একধর্ম্ম জ্ঞাতব্য, একধর্ম্ম পরিত্যাজ্য, একধর্ম্ম হান-ভাগীয়[২] একধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়[৩], একধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য[৪], একধর্ম্ম উৎপাদনীয়, একধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়, একধর্ম্ম সাক্ষাত করণীয়।

(১) কোন্ একধর্ম্ম বহু উপকারী? কুশল ধর্ম্মে অপ্রমাদ। ইহা একধর্ম্ম যাহা বহু উপকারী।

(২) কোন্ একধম্ম ভাবিতব্য? কায়-গতা-স্মৃতি[৫] যাহা সুখ বেদনার অনুকূল। ইহা একধর্ম্ম যাহা ভাবিতব্য।

(৩) কোন্ একধর্ম্ম যাহা জ্ঞাতব্য? আস্রবযুক্ত উপাদানীয় স্পর্শ। ইহা একধর্ম্ম যাহা জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ একধর্ম্ম যাহা পরিত্যাজ্য? অহঙ্কার। ইহা একধর্ম্ম যাহা পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন্ একধর্ম্ম যাহা হান-ভাগীয়? বিশৃঙ্খল চিন্তা[৬]। ইহা একধর্ম্ম যাহা-হান-ভাগীয়।

(৬) কোন্ একধর্ম্ম যাহা বিশেষ-ভাগীয়? সুশৃঙ্খল চিন্তা। ইহা একধর্ম্ম যাহা বিশেষ-ভাগীয়।

---

[১]। ধর্ম্ম– মনের সম্মুখে উপস্থিত যে কোন বিষয়।

[২]। অনিষ্টকর, এইস্থলে যাহা উন্মার্গগামিতা ও অবিদ্যার অনুকূল।

[৩]। যাহা প্রতিষ্ঠা অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূল।

[৪]। যাহার মধ্যে প্রবেশ করা কঠিন।

[৫]। সর্ব্ব বস্তুর অনিত্যতার উপলব্ধি।

[৬]। অনিত্যে নিত্য সংজ্ঞার আরোপ ইত্যাদি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৭) কোন্ একধর্ম্ম যাহা দুষ্প্রতিবেধ্য? আনন্তরিক চিত্ত-সমাধি[১]। ইহা একধর্ম্ম যাহা দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ একধর্ম্ম উৎপাদনীয়? অকোপ্য জ্ঞান[২]। ইহা একধর্ম্ম যাহা উৎপাদনীয়।

(৯) কোন্ একধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়? সর্ব্বপ্রাণী আহারোপরি[৩] স্থিত। ইহা একধর্ম্ম যাহা অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন্ একধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়? অকোপ্য চিত্ত-বিমুক্তি। ইহা একধর্ম্ম যাহা সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত[৪] কর্ত্তৃক অভিসম্বুদ্ধ এই দশধর্ম্ম– যাহা ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

৩। দুইধর্ম্ম বহু উপকারী, দুইধর্ম্ম ভাবিতব্য, দুইধর্ম্ম জ্ঞাতব্য, দুইধর্ম্ম পরিত্যাজ্য, দুইধর্ম্ম হান-ভাগীয়, দুইধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়, দুইধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, দুইধর্ম্ম উৎপাদনীয়, দুইধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়, দুইধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

(১) কোন্ দুইধর্ম্ম বহু উপকারী? স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান। এই দুইধর্ম্ম বহু উপকারী।

(২) কোন্ দুইধর্ম্ম ভাবিতব্য? শমথ ও বিপশ্যনা। এই দুইধর্ম্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন্ দুইধর্ম্ম জ্ঞাতব্য? নাম ও রূপ। এই দুইধর্ম্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ দুইধর্ম্ম পরিত্যাজ্য? অবিদ্যা ও ভব-তৃষ্ণা। এই দুইধর্ম্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন্ দুইধর্ম্ম হান-ভাগীয়? অবাধ্যতা এবং পাপ-মিত্রতা। এই দুইধর্ম্ম হীন-ভাগীয়।

(৬) কোন্ দুইধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়? কোমলতা ও কল্যাণ-মিত্রতা। এই দুইধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন্ দুইধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? যাহা সত্ত্বগণের সংক্লেশের হেতু ও প্রত্যয় এবং যাহা সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির হেতু ও প্রত্যয়। এই দুইধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ দুইধর্ম্ম উৎপাদনীয়? ক্ষয়ে জ্ঞান ও অনুৎপাদে জ্ঞান। এই দুইধর্ম্ম উৎপাদনীয়।

---

[১]। যেরূপ- চিত্ত সমাধির উৎপত্তি এবং ঐ উৎপত্তির জ্ঞানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান নাই।

[২]। অটল চিত্ত-বিমুক্তির জ্ঞান।

[৩]। উপরে সংগীতি সূত্রান্ত, পদচ্ছেদ সং ৮ দ্রষ্টব্য। আহার চতুর্ব্বিধ ঃ- কবলিঙ্কার, স্পর্শ, মনোসঞ্চেতনা এবং বিজ্ঞান।

[৪]। বোধি-বৃক্ষমূলে বুদ্ধ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৯) কোন্ দুইধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়? দুই ধাতু– সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত[১]। এই দুইধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন্ দুইধর্ম্ম সাক্ষাৎকরণীয়? বিদ্যা[২] ও বিমুক্তি। এই দুইধর্ম্ম সাক্ষাৎকরণীয়।

তথাগত কর্ত্তৃক অভিসম্বুদ্ধ এই বিংশ ধর্ম্ম যাহা ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

৪। তিনধর্ম্ম বহু উপকারী, তিনধর্ম্ম ভাবিতব্য, তিনধর্ম্ম জ্ঞাতব্য, তিনধর্ম্ম পরিত্যাজ্য, তিনধর্ম্ম হান-ভাগীয়, তিনধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়, তিনধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, তিনধর্ম্ম উৎপাদনীয়, তিনধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়, তিনধর্ম্ম সাক্ষাৎকরণীয়।

(১) কোন্ তিনধর্ম্ম বহু উপকারী? সৎপুরুষের সাহচর্য্য, সদ্ধর্ম্ম শ্রবণ, ধর্ম্মানুযায়ী আচরণ। এই তিনধর্ম্ম বহু উপকারী।

(২) কোন্ তিনধর্ম্ম ভাবিতব্য? সবিতর্ক সবিচার সমাধি, অবিতর্ক বিচার মাত্র সমাধি, অবিতর্ক অবিচার সমাধি। এই তিনধর্ম্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন্ তিনধর্ম্ম পরিজ্ঞেয়? তিন বেদনা– সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখবেদনা। এই তিনধর্ম্ম পরিজ্ঞেয়।

(৪) কোন্ তিনধর্ম্ম পরিত্যাজ্য? ত্রিবিধ তৃষ্ণা– কাম-তৃষ্ণা, ভব-তৃষ্ণা, বিভব-তৃষ্ণা। এই তিনধর্ম্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন্ তিনধর্ম্ম হান-ভাগীয়? তিন অকুশল মূল– লোভ, দ্বেষ ও মোহ। এই তিনধর্ম্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন্ তিনধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়? তিন কুশল মূল– লোভ-হীনতা, দ্বেষ-হীনতা ও মোহ-হীনতা। এই তিনধর্ম্ম বিশেষ ভাগীয়।

(৭) কোন্ তিনধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? তিন নিঃসরণীয় ধাতু– নৈষ্কাম্য অর্থাৎ কামভোগ হইতে মুক্তি; আরূপ্য অর্থাৎ রূপ হইতে নিষ্কৃতি; যাহা কিছু ভূত, সংস্কৃত, প্রতীত্য-সমুৎপন্ন তাহার নিরোধজনিত মুক্তি। এই তিনধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ তিনধর্ম্ম উৎপাদনীয়? অতীত, ভবিষ্যৎ এবং প্রত্যুৎপন্নের জ্ঞান। এই তিনধর্ম্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন্ তিনধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়? তিন ধাতু– কাম-ধাতু, রূপ-ধাতু, অরূপ-ধাতু[৩]। এই তিনধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়।

---

[১]। সংস্কৃত- পঞ্চস্কন্ধ; অসংস্কৃত- নির্ব্বাণ।

[২]। উপরে সংগীতি সূত্রান্ত, পদচ্ছেদ সং ১০ (৫৮) দ্রষ্টব্য।

[৩]। ত্রিবিধ অস্তিত্ব।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১০) কোন্ তিনধর্ম্ম সাক্ষাৎকরণীয়? ত্রিবিধ বিদ্যা– পূর্ব্বনিবাস অনুস্মৃতি, সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি আস্রব সমূহের ক্ষয়। এই তিনধর্ম্ম সাক্ষাৎকরণীয়।

তথাগত কর্ত্তৃক অভিসম্বুদ্ধ এই ত্রিংশ ধর্ম্ম– যাহা ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

৫। চারিধর্ম্ম বহু উপকারী, চারিধর্ম্ম ভাবিতব্য, চারিধর্ম্ম জ্ঞাতব্য, চারিধর্ম্ম পরিত্যাজ্য, চারিধর্ম্ম হান-ভাগীয়, চারিধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়, চারিধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, চারিধর্ম্ম উৎপাদনীয়, চারিধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়, চারিধর্ম্ম সাক্ষাৎকরণীয়।

(১) কোন্ চারিধর্ম্ম বহু উপকারী? চারি চক্র[১]– প্রতিরূপ দেশে বাস, সৎপুরুষের সংসর্গ, সম্যক আত্ম-প্রণিধান, অতীতের সুকৃতি।

(২) কোন্ চারিধর্ম্ম ভাবিতব্য? চারি স্মৃতি-প্রস্থান– ভিক্ষু এই শাসনে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপনা সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতি সম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্ম্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন। বেদনায় বেদনানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপনা সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতি সম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্ম্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন। চিত্তে চিত্তানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতি সম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্ম্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন। ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপনা সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতি সম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্ম্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন। এই চারিধর্ম্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন্ চারিধর্ম্ম জ্ঞাতব্য? চারি আহার– কবলিঙ্কার আহার, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম;প্রথম, স্পর্শ আহার যাহা দ্বিতীয়, মনোসঞ্চেতনা যাহা তৃতীয়, বিজ্ঞান যাহা চতুর্থ[২]। এই চারিধর্ম্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ চারিধর্ম্ম পরিত্যাজ্য? চারি প্লাবন। কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা। এই চারিধর্ম্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন্ চারিধর্ম্ম হান-ভাগীয়? চারি যোগ– কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা। এই চারিধর্ম্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন্ চারিধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়? চারি বিসংযোগ– কাম বিসংযোগ, ভব-বিসংযোগ, দৃষ্টি-বিসংযোগ, অবিদ্যা-বিসংযোগ, এই চারিধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন্ চারিধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? চারি সমাধি– হান-ভাগীয়-সমাধি, স্থিতি-ভাগীয় সমাধি, বিশেষ-ভাগীয় সমাধি, নির্ব্বেধ-ভাগীয় সমাধি। এই চারিধর্ম্ম

---

[১]। চারি চক্র- বুদ্ধঘোষের মতে চক্র পাঁচ প্রকার ঃ দারু চক্র যাহা শকটে ব্যবহৃত হয়, রত্ন চক্র, ধর্ম্ম চক্র, চারি ঈর্ষ্যাপথ (উত্থান, ভ্রমণ, উপবেশন, শয়ন), সম্পত্তি (সিদ্ধি) চক্র যাহা এই স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

[২]। উপরে সংগীতি সূত্রান্ত- ১। ১১ (১৭) চারি আহার দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ চারিধর্ম্ম উৎপাদনীয়? চারি জ্ঞান– ধর্ম্মে জ্ঞান অন্বয়ে জ্ঞান, পরিচ্ছেদে জ্ঞান, সম্মতি জ্ঞান, । এই চারিধর্ম্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন্ চারিধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়? চারি আর্য্যসত্যঃ দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধগামী মার্গ। এই চারিধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন্ চারিধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়? চারি শ্রামণ্য ফলঃ স্রোতাপত্তি-ফল, সকৃদাগামী-ফল, অনাগামী-ফল, অরহত্ব ফল। এই চারিধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত কর্ত্তৃক অভিসম্বুদ্ধ এই চত্বারিংশ ধর্ম্ম ভূত, তথ্য, এইরূপ অবিতথ, নিশ্চিত।

৬। পঞ্চধর্ম্ম বহু উপকারী, পঞ্চধর্ম্ম ভাবিতব্য, পঞ্চধর্ম্ম জ্ঞাতব্য, পঞ্চধর্ম্ম পরিত্যাজ্য, পঞ্চধর্ম্ম হান-ভাগীয়, পঞ্চধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়, পঞ্চধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, পঞ্চধর্ম্ম উৎপাদনীয়, পঞ্চধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়, পঞ্চধর্ম্ম সাক্ষাৎকরণীয়।

(১) কোন্ কোন্ পঞ্চধর্ম্ম বহু উপকারী? পঞ্চ প্রধানীয় অঙ্গঃ ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হন তথাগতের বুদ্ধত্বে শ্রদ্ধা রক্ষা করেনঃ– 'ইনিই সেই ভগবান অরহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয় দম্য-পুরুষ-সারথি দেব ও মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' তিনি স্বাস্থ্যসম্পন্ন, ব্যাধিমুক্ত, নাতিশীতোষ্ণ মধ্যবর্ত্তী পরিপাকশক্তি সম্পন্ন যাহা প্রধানের উপযোগী। তিনি অ-শঠ অ-মায়াবী তিনি শাস্তার নিকট, অথবা পণ্ডিতগণের নিকট অথবা স-ব্রহ্মচারীগণের নিকট আপনাকে যথারূপে প্রকাশ করেন। তিনি অকুশল ধর্ম্মসমূহের দূরীকরণের জন্য, কুশল ধর্ম্মসমূহের উদ্বোধনের জন্য আরব্ধ-বীর্য্য হইয়া বিহার করেন, তিনি উদ্যম সম্পন্ন, দৃঢ়-পরাক্রম এবং কুশল ধর্ম্মসমূহে স্বীয় কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য-হীন। তিনি বস্তুসমূহের উৎপত্তি ও ক্ষয়ের জ্ঞান এবং সর্ব্বদুঃখনাশী আর্য্য তীক্ষ্ণ অন্তদৃষ্টিজনক প্রজ্ঞা সমন্বিত হন। এই পঞ্চধর্ম্ম বহু উপকারী।

(২) কোন্ কোন্ পঞ্চধর্ম্ম ভাবিতব্য? পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধিঃ প্রীতির স্ফুরণ, সুখ-স্ফুরণ, চিত্ত-স্ফুরণ, আলোক-স্ফুরণ, প্রত্যবেক্ষণ নিমিত্ত। এই পঞ্চধর্ম্ম ভাবিতব্য[১]।

(৩) কোন্ পঞ্চধর্ম্ম জ্ঞাতব্য? পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ,– যথা রূপ উপাদান স্কন্ধ, বেদনা উপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধ, সংস্কার উপাদান স্কন্ধ, বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধ। এই পঞ্চধর্ম্ম জ্ঞাতব্য।

---

[১]। প্রথমটি প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যানে অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ, দ্বিতীয়টি প্রথম তিন ধ্যানে অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ। তৃতীয়টি পরচিত্ত-জ্ঞান রূপ অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ। চতুর্থ দিব্য দৃষ্টির প্রকাশক। পঞ্চম ধ্যান সমাপ্তির পরবর্ত্তী অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) কোন্ পঞ্চধর্ম্ম পরিত্যাজ্য? পঞ্চ নীবরণঃ– কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা এই পঞ্চধর্ম্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন্ পঞ্চধর্ম্ম হান-ভাগীয়? চিত্তের পঞ্চ অন্তরায়ঃ ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সংশয় ও দ্বিধা-সম্পন্ন হন, শাস্তার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ঐরূপ ভাব পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের প্রথম অন্তরায়। পুনশ্চ, ভিক্ষু ধর্ম্মে সংশয় ও দ্বিধাযুক্ত হন ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যে ভিক্ষু ধর্ম্মের প্রতি ঐরূপ ভাব পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের দ্বিতীয় অন্তরায়। যে ভিক্ষু সঙ্ঘের প্রতি সংশয় ও দ্বিধাযুক্ত হন সঙ্ঘের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যে ভিক্ষু সঙ্ঘের প্রতি ঐরূপ ভাব পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের তৃতীয় অন্তরায়। যে ভিক্ষু শিক্ষায় সংশয় ও দ্বিধাযুক্ত হন, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যে ভিক্ষু শিক্ষার প্রতি ঐরূপ ভাব পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের চতুর্থ অন্তরায়। যে ভিক্ষু স-ব্রহ্মচারীগণের প্রতি কুপিত হন, বিরক্ত হন, ক্ষুব্ধ হন, নির্ম্মম হন। যে ভিক্ষু এইরূপ ভাবাপন্ন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের পঞ্চম অন্তরায়। এই পঞ্চধর্ম্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন্ পঞ্চধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়? পঞ্চ ইন্দ্রিয়ঃ শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এই পঞ্চধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন্ পঞ্চধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? পঞ্চ নিঃসরণীয় ধাতুঃ ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে পার্থিব ভোগ সমূহকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত ঐ সকলের দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি নৈষ্কাম্যে অভিনিবিষ্ট হন তখন তাঁহার চিত্ত নৈষ্কাম্যের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, কাম হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত কামহেতু উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহাই কাম হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে ব্যাপাদকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি অ-ব্যাপাদে অভিনিবিষ্ট হন তখন তাঁহার চিত্ত অব্যাপাদের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, ব্যাপাদ হইতে বিসংযুক্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চিত্ত ব্যাপাদ হেতু উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা ব্যাপাদ হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে বিহিংসাকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি অ-বিহিংসাতে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত অবিহিংসার দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, বিহিংসা হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত বিহিংসা হেতু উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা বিহিংসা হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে রূপকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি অরূপে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত অরূপের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, রূপ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত রূপ হেতু উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা রূপ হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে অত্ম-বাদকে (সৎকায়) নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি অত্ম-বাদের নিরোধে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত অত্মবাদ-নিরোধের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, অত্মবাদ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত অত্মবাদ হইতে উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। উহা অত্মবাদ হইতে নিঃসরণ কথিত হয়।

(৮) কোন্ পঞ্চধর্ম্ম উৎপাদনীয়? পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধি। প্রীতির স্ফুরণ, সুখ-স্ফুরণ, চিত্ত-স্ফুরণ, আলোক-স্ফুরণ, প্রত্যবেক্ষণ নিমিত্ত। 'এই সমাধি বর্ত্তমানে সুখময় এবং ভবিষ্যতে সুখ-বিপাকসম্পন্ন' এইরূপ সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 'এই সমাধি আর্য্য ও নিরামিষ' (নিষ্কাম) এইরূপ সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 'এই সমাধি অ-কাপুরুষ[১]-সেবিত, এই সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 'এই সমাধি স্থির, প্রণীত, শান্তিলব্ধ, একাগ্রতা-প্রাপ্ত, সংস্কার দ্বারা অপ্রতিরুদ্ধ' এইরূপ সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 'আমি স্মৃতি-সমন্বিত হইয়া এই সমাধিতে উপনীত হইব, উহা হইতে উত্থান করিব' এইরূপ সহজাত জ্ঞানের

[১]। অকাপুরুষ- যথা বুদ্ধগণ, মহাপুরুষগণ, ইত্যাদি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপত্তি হয়। এই পঞ্চধর্ম্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন্ পঞ্চধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়? পঞ্চ বিমুক্তি-আয়তন। ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোন গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। শাস্তা অথবা উক্তরূপ সব্রহ্মচারী যেইরূপ ভাবে ভিক্ষুকে উপদেশ দেন, ভিক্ষু সেইরূপভাবেই উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করেন। এইরূপে অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহের ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপত্তি হয়, প্রীতিসংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখ-বেদনা অনুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধি লাভ করে। ইহাই প্রথম বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, শাস্তা অথবা উক্তরূপ কোন সব্রহ্মচারী ভিক্ষুকে ধর্ম্মদেশনা না করিলেও ভিক্ষু ধর্ম্ম যেইরূপ শ্রবণ করিয়াছেন এবং উহা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন সেইরূপই বিস্তৃতভাবে অপরকে উপদেশ দেন। উহা হইতে পূর্ব্বোক্তরূপে তিনি অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা দ্বিতীয় বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, শাস্তা অথবা উক্তরূপ কোন সব্রহ্মচারী ভিক্ষুকে ধর্ম্মদেশনা না করিলেও, এবং ভিক্ষু স্বয়ং পূর্ব্বোক্তরূপে অপরকে ধর্ম্ম দেশনা না করিলেও তৎকর্ত্তৃক যথাশ্রুত এবং যথাধৃত ধর্ম্ম তিনি আবৃত্তি করেন, উহা হইতে পূর্ব্বোক্তরূপে তিনি অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিসংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা তৃতীয় বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোন সব্রহ্মচারী ধর্ম্মদেশনা না করিলেও এবং ভিক্ষু পূর্ব্বোক্তরূপে অপরকে ধর্ম্মদেশনা না করিলেও, এবং তৎকর্ত্তৃক যথাশ্রুত এবং যথা ধৃত ধর্ম্ম তিনি আবৃত্তি না করিলেও, তিনি উহাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করেন, ধ্যানের বিষয়ীভূত করেন, উহাতে একাগ্রচিত্ত হন। এইরূপ করিয়া উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা চতুর্থ বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোন সব্রহ্মচারী ধর্ম্মদেশনা না করিলেও, এবং ভিক্ষু পূর্ব্বোক্তরূপে অপরকে ধর্ম্মদেশনা না করিলেও, এবং তৎকর্ত্তৃক যথা– শ্রুত এবং যথা– ধৃত ধর্ম্ম তিনি আবৃত্তি না করিলেও, তিনি উহাকে চিন্তা ও ধ্যানের বিষয়ীভূত না করিলেও এবং উহাতে একাগ্রচিত্ত না হইলেও, কোন এক সমাধি নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক সুগৃহীত, সুমনসীকৃত, সুপ্রচারিত হয় এবং প্রজ্ঞা দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। এইরূপে তিনি উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়। ইহা পঞ্চম বিমুক্তি আয়তন।

(১০) কোন্ পঞ্চধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়? পঞ্চধর্ম্ম-স্কন্ধঃ শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি, বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শন[১]। এই পঞ্চধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত কর্ত্তৃক সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ এই পঞ্চাশৎ ধর্ম্ম ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

৭। ছয়ধর্ম্ম বহু উপকারী; ছয়ধর্ম্ম ভাবিতব্য, ছয়ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য, ছয়ধর্ম্ম পরিত্যাজ্য, ছয়ধর্ম্ম হান-ভাগীয়, ছয়ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়, ছয়ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, ছয়ধর্ম্ম উৎপাদনীয়, ছয়ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়, ছয়ধর্ম্ম সাক্ষাৎকরণীয়।

(১) কোন্ ছয়ধর্ম্ম বহু উপকারী? ছয় ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন ঃ সব্রহ্মচারীগণের প্রতি ভিক্ষুর প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কৃত মৈত্রী-সহগত কায়িক কর্ম্ম নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহা ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্ত্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষুর উক্তপ্রকার মৈত্রী-সহগত বাচিক কর্ম্ম নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহা ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্ত্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষুর মৈত্রী-সহগত মানসিক কর্ম্ম নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্ত্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষু ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্ম-লব্ধ সর্ব্ব প্রকারে লাভ– এমন কি ভিক্ষাপাত্রে পতিত অন্ন পর্য্যন্ত- নিরপেক্ষ ভাবে শীলবান, সব্রহ্মচারীগণের সহিত সমভাবে ভোগ করেন। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্ত্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষু সব্রহ্মচারীগণের প্রতি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে আর্য্য, কান্ত, অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অশবল, অকল্মাষ, মুক্তি-দায়ী, বিজ্ঞ-প্রশংসিত, নিষ্কলঙ্ক, সমাধি-সংবর্ত্তনিক শীলসমন্বিত হন। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্ত্তক[২]। পুনশ্চ, ভিক্ষু যে আর্য্যদৃষ্টি উহার অনুগামীকে সম্যক দুঃখ-ক্ষয়ের দিকে চালিত করে, সব্রহ্মচারীগণের প্রতি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সেইরূপ দৃষ্টি-সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি, সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্ত্তক। এই ছয়ধর্ম্ম বহু উপকারী।

(২) কোন্ ছয়ধর্ম্ম ভাবিতব্য? ছয় অনুস্মৃতি-স্থানঃ বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি, সঙ্ঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি।
এই ছয়ধর্ম্ম ভাবিতব্য।

---

[১]। সংগীতি সূত্রান্ত, ১। ১১ (২৫) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

[২]। উপরে ১৪ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য [চারি স্রোতাপন্নের অঙ্গ]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৩) কোন্ ছয়ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য? ছয় আধ্যাত্মিক আয়তনঃ চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন, মন-আয়তন। এই ছয়ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ ছয়ধর্ম্ম পরিত্যাজ্য? ছয় তৃষ্ণা-কায়ঃ রূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, রস-তৃষ্ণা, স্প্রষ্টব্য-তৃষ্ণা, ধর্ম্ম-তৃষ্ণা। এই ছয়ধর্ম্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন্ ছয়ধর্ম্ম হান-ভাগীয়? ছয় অগৌরবঃ ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্য সহকারে বিহার করেন। ধর্ম্মের প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্য সহকারে বিহার করেন। সঙ্ঘের প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্য সহকারে বিহার করেন। শিক্ষার প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্য সহকারে বিহার করেন। অপ্রমাদ ও স্বাগত সম্ভাষণে ঐরূপ ভাবাপন্ন হইয়া বিহার করেন। এই ছয়ধম্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন্ ছয়ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়? ছয় গৌরবঃ ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ভক্তিপূর্ণ হইয়া ঔদ্ধত্য-হীন হইয়া বিহার করেন। ভিক্ষু ধর্ম্মের প্রতি ভক্তিপূর্ণ হইয়া ঔদ্ধত্য-হীন হইয়া বিহার করেন। সঙ্ঘের প্রতি ভক্তিপূর্ণ হইয়া ঔদ্ধত্য-হীন হইয়া বিহার করেন। শিক্ষার প্রতি ভক্তিপূর্ণ হইয়া ঔদ্ধত্য-হীন হইয়া বিহার করেন। অপ্রমাদে স্বাগত সম্ভাষণে ঐরূপ ভাবাপন্ন হইয়া বিহার করেন। এই ছয়ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন্ ছয়ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? ছয় নিঃস্মরণীয় ধাতু। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন– 'মৈত্রী হইতে উৎপন্ন আমার চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ ব্যাপাদ আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে কহিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ কহিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তি-হীন এবং অনর্থিত।' মৈত্রী-উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত; অথচ ব্যাপাদ চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। মৈত্রী হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি– ইহাই ব্যাপাদের নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন– 'করুণা হইতে উৎপন্ন আমার চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ বিহিংসা আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে কহিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ কহিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তি-হীন এবং অনর্থিত।' করুণা হইতে উদ্ভূত চিত্ত বিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত; অথচ বিহিংসা চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসম্ভব। করুণা হইতে উদ্ভূত চিত্ত বিমুক্তি– ইহাই বিহিংসার নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন– 'মুদিতা হইতে উৎপন্ন আমার চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ অরতি আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে কহিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ কহিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তি-হীন এবং অনর্থিত।' মুদিতা হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত; অথচ অরতি চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। মুদিতা হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি– ইহাই অরতির নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন– 'উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত আমার চিত্ত-বিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ রাগ আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে কহিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ কহিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তি-হীন এবং অনর্থিত।' উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ রাগ চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি– ইহাই রাগের নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন– 'অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত আমার চিত্ত-বিমুক্তি, বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ নিমিত্তানুসারী বিজ্ঞান আমার চিত্তকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে এইরূপ কহিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ কহিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তি-হীন এবং অনর্থিত। অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত, অথচ নিমিত্তানুসারী বিজ্ঞান চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিবে, ইহা অসম্ভব। অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি– ইহাই সর্ব্বনিমিত্তের নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন– 'আমি আছি' এই সংজ্ঞা আমার নিকট বিরক্তিকর। 'আমি বিদ্যমান' এইরূপ সংজ্ঞাতে আমি গুরুত্বের আরোপ করি না। তথাপি বিচিকিৎসা, এবং সংশয় রূপ শল্য আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে কহিতে হইবে, 'এইরূপ নহে, আয়ুষ্মান এইরূপ কহিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনই এইরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তি-হীন এবং অনর্থিত। 'আমি আছি' এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংজ্ঞা বিরক্তিকর, 'আমি বিদ্যমান' এইরূপ সংজ্ঞাতে গুরুত্বের অনারোপ, অথচ বিচিকিৎসা এবং সংশয়রূপ শল্য যে চিত্তকে অভিভূত করিয়া থাকিবে ইহা অসম্ভব। 'আছি' এই সংজ্ঞার উচ্ছেদ বিচিকিৎসা এবং সংশয়রূপ শল্যের নিঃসরণ। এই ছয়ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ ছয়ধর্ম্ম উৎপাদনীয়? ছয় সতত বিহার। ভিক্ষু চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। নাসিকাদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। জিহ্বাদ্বারা রসাস্বাদন করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। কায়দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। মনদ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না; উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। এই ছয়ধর্ম্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন্ ছয়ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়? ছয় অনুত্তরীয়ঃ দর্শন-অনুত্তরীয়, শ্রবণ-অনুত্তরীয়, লাভ-অনুত্তরীয়, শিক্ষা-অনুত্তরীয়, পরিচর্য্যা-অনুত্তরীয়, অনুস্মৃতি-অনুত্তরীয়, এই ছয়ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন্ ছয়ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়? ছয় অভিজ্ঞা। ভিক্ষু বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন, একক হইয়াও বহু হইতে সমর্থ হন, বহু হইয়াও একক হইতে সক্ষম হন, তিনি নিজকে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত করেন, আকাশে গমনের ন্যায় তিনি ভিত্তি, প্রাকার ও পর্ব্বত ভেদ করিয়া অপর পারে অবাধে গমন করেন। জলে উন্মজ্জন-নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতে উন্মজ্জন-নিমজ্জন করেন। তিনি ভূমিতে গমনের ন্যায় জলোপরি গমন করেন; তিনি পর্য্যাঙ্কাবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশে গমন করে। মহাঋদ্ধি ও মহানুভাব সম্পন্ন এই চন্দ্র-সূর্য্যকে তিনি হস্তদ্বারা স্পর্শ করেন, পরিমর্দ্দন করেন, সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। তিনি দিব্য বিশুদ্ধ অলৌকিক শ্রোত্র দ্বারা দূরস্থ ও নিকটস্থ দৈব ও মনুষ্য উভয় শব্দই শ্রবণ করেন। তিনি স্বচিত্ত দ্বারা অপর সত্ত্বগণের অপর মনুষ্যগণের চিত্ত জানিতে পারেন– সরাগ চিত্তকে সরাগচিত্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানে, অথবা বীতরাগ চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানেন। সদোষ চিত্তকে সদোষ চিত্ত বলিয়া, বীতদোষ চিত্তকে বীতদোষ চিত্ত বলিয়া, অথবা সমোহ চিত্তকে সমোহ চিত্ত বলিয়া, বীতমোহ চিত্তকে বীতমোহ চিত্ত বলিয়া, সংক্ষিপ্ত চিত্তকে সংক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়া, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়া, মহদ্গত চিত্তকে মহদ্গত চিত্ত বলিয়া, অমহদ্গত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চিত্তকে অমহদ্গত চিত্ত বলিয়া, সউত্তর চিত্তকে সউত্তর চিত্ত বলিয়া, অনুত্তর চিত্তকে অনুত্তর চিত্ত বলিয়া, সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্ত বলিয়া, অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্ত বলিয়া, বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্ত বলিয়া, অথবা অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত রূপে জানিতে পারেন। তিনি অনেক বিধ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করেন,– একজন্ম, দুইজন্ম, তিনজন্ম, চারিজন্ম, পাঁচজন্ম, দশজন্ম, বিশজন্ম, ত্রিশজন্ম, চল্লিশজন্ম, পঞ্চাশজন্ম, শতজন্ম, সহস্রজন্ম, শত সহস্রজন্ম, বহু সংবর্ত্ত কল্প, বহু বিবর্ত্তকল্প, এমন কি বহু সংবর্ত্ত-বিবর্ত্তকল্পেও 'ঐ স্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই আমার গোত্র, এই জাতি বর্ণ, এইরূপ আহার, এইরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব, এই পরিমাণ পরমায়ু ছিল, তথা হইতে চ্যুত হইয়া অমুক স্থানে আমি উৎপন্ন হইয়াছিলাম, তথায় ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতি বর্ণ, এই আহার, এই প্রকার সুখ-দুঃখানুভূতি, এই পরিমাণ পরমায়ু। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছি।' এইরূপে বহু পূর্ব্বজন্ম এবং ঐ সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন। তিনি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পান– জীবগণ একযোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন–হীনোৎকৃষ্ট জাতীয় উত্তম ও অধম বর্ণের সত্ত্বগণ স্বস্ব কর্ম্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে, এই সকল মহানুভাব জীব কায় দুশ্চরিত্র সমন্বিত, বাক্-দুশ্চরিত্র সমন্বিত, মন-দুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্য্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন এবং মিথ্যাদৃষ্টি প্রণোদিত কর্ম্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতিতে, বিনিপাত নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা এই সকল মহানুভাব জীব কায়-সুচরিত্র সমন্বিত, বাক্-সুচরিত্র সমন্বিত, মন-সুচরিত্র সমন্বিত, আর্য্যগণের অনিন্দুক সম্যক্দৃষ্টি সম্পন্ন এবং সম্যক্দৃষ্টি প্রণোদিত কর্ম্ম পরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, জীবগণ একযোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে; ইহা দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ লোকাতীত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখেন, প্রকৃষ্টরূপে জানেন–হীনোৎকৃষ্ট জাতীয় উত্তম-অধম বর্ণের জীবগণ আপনাপন কর্ম্মানুসারে সুগতি ও দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। কর্ম্মানুযায়ী গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানিতে পারেনঃ আস্রব সমূহের ক্ষয় হেতু এই জগতেই অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বয়ং জ্ঞাত, উপলব্ধ ও প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। এই ছয়ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত কর্ত্তৃক সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ এই ষষ্টি ধর্ম্ম ভূত, তথ্য এইরূপ অবিতথ, নিশ্চিত।

৮। সাতধর্ম্ম বহু উপকারী, সাতধর্ম্ম ভাবিতব্য, সাতধর্ম্ম জ্ঞাতব্য, সাতধর্ম্ম পরিত্যাজ্য, সাতধর্ম্ম হান-ভাগীয়, সাতধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়, সাতধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সাতধর্ম্ম উৎপাদনীয়, সাতধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়, সাতধর্ম্ম সাক্ষাৎকরণীয়।

(১) কোন্ সাতধর্ম্ম বহু উপকারী? সপ্তধন– শ্রদ্ধা-ধন, শীল-ধন, হ্রী-ধন, ঔত্তাপ্য-ধন, শ্রুত-ধন, ত্যাগ-ধন, প্রজ্ঞা-ধন[১]। এই সাতধর্ম্ম বহু উপকারী।

(২) কোন্ সাতধর্ম্ম ভাবিতব্য? সপ্ত বোধ্যঙ্গ– স্মৃতি, ধর্ম্ম-বিচয়, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি, উপেক্ষা। এই সাতধর্ম্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন্ সাতধর্ম্ম জ্ঞাতব্য? সপ্ত-বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা নানারূপ দেহ সম্পন্ন এবং নানারূপ সংজ্ঞা সম্পন্ন, যথা কোন কোন মনুষ্য, দেবতা এবং বিনিপাতিক নিরয়বাসী। ইহাই প্রথম বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা নানারূপ দেহ সম্পন্ন কিন্তু একই রূপ সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা– ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ যাঁহারা প্রথম ধ্যানের অনুশীলনে ঐস্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাই দ্বিতীয় বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহ বিশিষ্ট কিন্তু নানারূপ সংজ্ঞা সম্পন্ন, যথা– আভাস্বর দেবগণ। ইহাই তৃতীয় বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ, বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহ ও সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা– শুভকৃৎস্ন দেবগণ। ইহাই চতুর্থ বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা রূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া "আকাশ অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই পঞ্চম বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা 'আকাশ-অনন্ত-আয়তন' সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই ষষ্ঠ বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এই অনুভূতির সহিত 'অকিঞ্চন আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই সপ্তম বিজ্ঞান-স্থিতি। এই সাতধর্ম্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ সাতধর্ম্ম পরিত্যাজ্য? সাত অনুশয়– কাম-রাগ, প্রতিঘ, মিথ্যা দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ভব-রাগ, অবিদ্যা[২]। এই সাতধর্ম্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন্ সাতধর্ম্ম হান-ভাগীয়? সাত অসদ্ধর্ম্ম। ভিক্ষু শ্রদ্ধা-হীন, হ্রী-হীন, ঔত্তাপ্য-হীন হন; অল্প-শ্রুত, অলস, মূঢ়-স্মৃতি এবং দুষ্প্রজ্ঞ হন[৩]। এই সাতধর্ম্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন্ সাতধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়? সাত সদ্ধর্ম্ম– ভিক্ষু শ্রদ্ধা, হ্রী, ঔত্তাপ্য সমন্বিত হন, বহু-শ্রুত ও আরব্ধ-বীর্য্য হন, উপস্থিত-স্মৃতি সম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান

---

[১]। সংগীতি সূত্রান্ত- ২। ৩। (১) দ্রষ্টব্য।
[২]। সংগীতি সূত্রান্ত- ২। ৩। (১২) দ্রষ্টব্য।
[৩]। সংগীতি সূত্রান্ত- ২। ৩। (৪) দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হন[১]। এই সাতধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন্ সাতধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? সাত সৎপুরুষ-ধর্ম্ম। ভিক্ষু ধর্ম্মজ্ঞ, অর্থজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, কালজ্ঞ, পরিষদজ্ঞ এবং পুদ্গলজ্ঞ হন[২]। এই সাতধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ সাতধর্ম্ম উৎপাদনীয়? সাত সংজ্ঞা– অনিত্য-সংজ্ঞা, অনাত্ম-সংজ্ঞা, অশুভ-সংজ্ঞা, অমঙ্গল-সংজ্ঞা, প্রহান-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা, নিরোধ– সংজ্ঞা[৩]। এই সাতধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৯) কোন সাত্ ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়? সাত নির্দ্দেশ বস্তুঃ– ভিক্ষু শিক্ষা গ্রহণে তীব্র অনুরাগ বিশিষ্ট হন, ভবিষ্যতে ও উহার গ্রহণে ঐরূপ মনোবিশিষ্টই হন। ধর্ম্মে অন্তর্দৃষ্টি লাভে, তৃষ্ণার দমনে, নির্জ্জন বাসে, বীর্য্যারম্ভে, স্মৃতি-কুশলতায়, দৃষ্টি-প্রতিবেধে ঐরূপই মনোভাব বিশিষ্ট হন। এই সাতধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন্ সাতধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়? সাত ক্ষীণাস্রব-বল। ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর নিকট সর্ব্ব সংস্কারের অনিত্যতা সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথারূপ সুদৃষ্ট হয়। ইহা ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর বল স্বরূপ, যে বল হেতু তিনি 'আমার আস্রবসমূহ বিনষ্ট' এইরূপ আস্রবক্ষয়ের জ্ঞানে উপনীত হন। পুনশ্চ, অনাস্রব ভিক্ষুর নিকট অগ্নিকুণ্ড-সম কামসমূহ সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথারূপ সৃদৃষ্ট হয়, ইহা ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর বল স্বরূপ, যে বল হেতু তিনি 'আমার আস্রবসমূহ বিনষ্ট' এইরূপ আস্রবক্ষয়ের জ্ঞানে উপনীত হন। পুনশ্চ, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর চিত্ত বিবেকগামী, বিবেক-প্রবণ, বিবেক-প্রাগ্ভার, বিবেকস্থ, নৈষ্কাম্যাভিরত সম্পূর্ণরূপে আস্রবস্থানীয় সর্ব্ব ধর্ম্মের অতীত হয়। ইহা ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর বল স্বরূপ, যে বল হেতু তিনি 'আমার আস্রবসমূহ বিনষ্ট' এইরূপ আস্রবক্ষয়ের জ্ঞানে উপনীত হন। পুনশ্চ, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু কর্ত্তৃক চারিস্মৃতি-প্রস্থান ভাবিত হয়, সুভাবিত হয়। ইহা ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর বল স্বরূপ, যে বলহেতু তিনি 'আমার আস্রবসমূহ বিনষ্ট' এইরূপ আস্রবক্ষয়ের জ্ঞানে উপনীত হন। পুনশ্চ, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর পঞ্চইন্দ্রিয় ভাবিত হয়, সুভাবিত হয়। ইহা ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর বল স্বরূপ, যে বলহেতু তিনি 'আমার আস্রবসমূহ বিনষ্ট' এইরূপ আস্রবক্ষয়ের জ্ঞানে উপনীত হন, পুনশ্চ, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর সপ্তবোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়, সুভাবিত হয়। ইহা ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর বল স্বরূপ, যে বলহেতু তিনি 'আমার আস্রবসমূহ বিনষ্ট' এইরূপ আস্রবক্ষয়ের জ্ঞানে উপনীত হন। পুনশ্চ, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত হয়, সুভাবিত হয়। ইহা ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর বল

---

[১]। সংগীতি সূত্রান্ত- ২। ৩। (৫) দ্রষ্টব্য।
[২]। সংগীতি সূত্রান্ত- ২। ৩। (৬) দ্রষ্টব্য।
[৩]। সংগীতি সূত্রান্ত- ২। ৩। (৮) দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্বরূপ, যে বলহেতু তিনি 'আমার আস্রবসমূহ বিনষ্ট' এইরূপ আস্রবক্ষয়ের জ্ঞানে উপনীত হন। এই সাতধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়?

তথাগত কর্ত্তৃক সম্যক রূপে অভিসম্বুদ্ধ এই সপ্ততি ধর্ম্ম ভূত, তথ্য এইরূপ অবিতথ, নিশ্চিত।

প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।

২। ১। আটধর্ম্ম বহু উপকারী। আটধর্ম্ম ভাবিতব্য, আটধর্ম্ম জ্ঞাতব্য, আটধর্ম্ম পরিত্যাজ্য, আটধর্ম্ম হান-ভাগীয়, আটধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়, আটধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, আটধর্ম্ম উৎপাদনীয়, আটধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়, আটধর্ম্ম সাক্ষাৎকরণীয়।

(১) কোন্ আটধর্ম্ম বহু উপকারী? আদি ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধীয় অপ্রাপ্ত প্রজ্ঞার প্রাপ্তি, প্রাপ্তির বৃদ্ধি, বিপুলতা, ভাবনা এবং পূর্ণতার অনুকূল আট হেতু ও আট প্রত্যয়। বন্ধুগণ, কেহ শাস্তা অথবা গুরুস্থানীয় অপর কোন সব্রহ্মচারীর নিকট অবস্থান করেন, যাহাতে তিনি তীব্র হ্রী-ঔত্তাপ্য, প্রেম ও গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা প্রথম হেতু, প্রথম প্রত্যয়। ঐ অবস্থায় তিনি সময়ে সময়ে তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, অনুসন্ধান করেন– 'ভন্তে, ইহা কিরূপ? ইহার অর্থ কি?' আয়ুষ্মানগণ উত্তরে যাহা অপ্রকাশিত তাহা প্রকাশ করেন, অসরলকে সরল করেন, অনেক প্রকার সংশয় জনক বিষয়ে সংশয় দূর করেন। ইহা দ্বিতীয় হেতু, দ্বিতীয় প্রত্যয়। ঐ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তিনি বিশুদ্ধ দেহে ও মনে উহা পালন করেন। ইহা তৃতীয় হেতু, তৃতীয় প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু শীলবান হন, তিনি প্রাতিমোক্ষ-সংযম দ্বারা সংযত হইয়া বিহার করেন, আচার-গোচর সম্পন্ন হইয়া অনুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হইয়া শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক উহাতে শিক্ষিত হন। ইহা চতুর্থ হেতু, চতুর্থ প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু বহু-শ্রুত, শ্রুত-ধর, এবং শ্রুত-সন্নিচয় হন, যে সকল ধর্ম্ম আদিতে কল্যাণময়, মধ্যে কল্যাণময়, অন্তে কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও ব্যঞ্জন সম্পন্ন যাহা সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যের প্রকাশক ঐ সকল ধর্ম্মে বহু-শ্রুত হন, উহাদের ধারক হন, ঐ সকল ধর্ম্ম আবৃত্তি দ্বারা তৎকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হয়, তিনি ঐ সকলে একাগ্র-চিত্ত হন এবং অন্তর্দ্দৃষ্টি দ্বারা উহাতে গভীর ভাবে প্রবেশ করেন। ইহা পঞ্চম হেতু, পঞ্চম প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু অকুশল ধর্ম্ম সমূহের দূরীকরণের নিমিত্ত কুশল ধর্ম্ম সমূহের উৎপাদনের নিমিত্ত আরব্ধ-বীর্য্য, অবিচলিত, দৃঢ় পরাক্রমশালী এবং কুশল ধর্ম্ম সমূহে অচ্যুত হইয়া বিহার করেন। ইহা ষষ্ঠ হেতু, ষষ্ঠ প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু স্মৃতি-মান হন, শ্রেষ্ঠ স্মৃতি ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন হন, বহু পূর্ব্বে কৃত এবং ভাষিতের স্মরণ করেন, অনুস্মরণ করেন। ইহা সপ্তম হেতু, সপ্তম প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে উদয়-ব্যয়-দর্শী হইয়া বিহার করেন– 'ইহা রূপ, ইহা রূপের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমুদয়, ইহা রূপের বিলয়, ইহা বেদনা, ইহা বেদনার সমুদয়, ইহা বেদনার বিলয়, ইহা সংস্কার, ইহা সংস্কারের সমুদয়, ইহা সংস্কারের বিলয়, ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের সমুদয়, ইহা বিজ্ঞানের বিলয়।' ইহা অষ্টম হেতু, অষ্টম প্রত্যয়। এই আটধর্ম্ম বহু উপকারী।

(২) কোন্ আটধর্ম্ম ভাবিতব্য? আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম্মান্ত, সম্যকআজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধি। এই আটধর্ম্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন আটধর্ম্ম জ্ঞাতব্য? আট লোকধর্ম্ম– লাভ, অলাভ, অযশ, যশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ। এই আটধর্ম্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ আটধর্ম্ম পরিত্যাজ্য? অষ্ট মিথ্যাত্বঃ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম্মান্ত, মিথ্যাআজীব, মিথ্যাব্যায়াম, মিথ্যাস্মৃতি, মিথ্যাসমাধি। এই আটধর্ম্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন্ আটধর্ম্ম হীন-ভাগীয়? আট আলস্যের ভিত্তিঃ[১] ভিক্ষুর করণীয় কর্ত্তব্য আছে। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমাকে কর্ত্তব্য করিতে হইবে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইলে আমার দেহ ক্লান্ত হইবে, তবে এইবার শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহাই প্রথম আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুর করণীয় কর্ত্তব্য আছে। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি কর্ম্ম করিয়াছি' কর্ম্ম করিতে গিয়া আমার দেহ ক্লান্ত হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহাই দ্বিতীয় আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমাকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে, উহা করিতে হইলে আমার দেহ ক্লান্ত হইবে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা তৃতীয় আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পথ ভ্রমণরত হইয়াছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি পথ ভ্রমণ করিয়াছি, এইরূপে আমার দেহ ক্লান্ত হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা চতুর্থ আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা প্রণীত ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে লাভ করেন না। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট

[১]। সংগীতি সূত্রান্ত- ৩। ১। (৪) দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হই নাই, আমার দেহ ক্লান্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা পঞ্চম আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পূর্ব্বোক্তরূপে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হন, তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করিয়াছি, এইরূপে আমার দেহ গুরুভার এবং অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহাই ষষ্ঠ আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– আমি অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করিতেছি, এই অবস্থায় আমার শয়ন করা উচিত, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা সপ্তম আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু রোগমুক্ত হন, তিনি অনতিকাল পূর্ব্বে নিরাময় হইয়াছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি রোগমুক্ত হইয়াছি, অনতিকাল পূর্ব্বে নিরাময় হইয়াছি, আমার দেহ দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য, আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন, অকৃতের করণার্থ, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ তিনি প্রয়াস করেন না। ইহা অষ্টম আলস্যের ভিত্তি। এই আটধর্ম্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন্ আটধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়? কোন বিশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনের আট ভিত্তি। ভিক্ষুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে, কিন্তু উহা করিতে হইলে বুদ্ধদিগের উপদেশে মনঃসংযোগ করা আমার পক্ষে সুকর হইবে না, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহাই প্রথম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। তাঁহার এইরূপ মনে হয়– 'আমি কর্ম্ম করিয়াছি, কিন্তু উহা করিতে গিয়া আমি বুদ্ধগণের উপদেশে মনঃসংযোগ করিতে পারি নাই, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা দ্বিতীয় ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমাকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে, উহা করিতে হইলে বুদ্ধগণের উপদেশে মনঃসংযোগ করা আমার পক্ষে সুকর হইবে না, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা তৃতীয় ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পথ ভ্রমণে রত হন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি ভ্রমণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করিয়াছি, উহা করিতে গিয়া আমি বুদ্ধগণের উপদেশে মনঃসংযোগ করিতে পারি নাই। আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা চতুর্থ ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হন না। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হই নাই, এইরূপে আমার দেহ লঘু এবং কর্ম্মণ্য হইয়াছে, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা পঞ্চম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, এইরূপে আমার দেহ বলসম্পন্ন এবং কর্ম্মণ্য হইয়াছে, এইবার আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা ষষ্ঠ ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করিতেছি, কিন্তু আমার অসুস্থতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা সপ্তম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু রোগমুক্ত হন, তিনি অনতিকাল পূর্ব্বে নিরাময় হইয়াছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়– 'আমি রোগমুক্ত হইয়াছি, অনতিকাল পূর্ব্বে নিরাময় হইয়াছি, কিন্তু রোগের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে, অতএব আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদনার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা অষ্টম ভিত্তি। এই আটধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন্ আটধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? ব্রহ্মচর্য্য বাসের আট অক্ষণ অসময়। জগতে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্ব্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ঐ সময় নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য বাসের এই প্রথম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্ব্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ঐ সময় পশুযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছে; ব্রহ্মচর্য্য বাসের এই দ্বিতীয় অক্ষণ অসময়! পুনশ্চ, জগতে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্ব্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ঐ সময় প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য বাসের এই তৃতীয় অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্ব্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ঐ সময় অসুর দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য বাসের এই চতুর্থ অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্ব্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ঐ সময় দীর্ঘায়ু হইয়া কোন দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য বাসের এই পঞ্চম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্ব্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ঐ সময় প্রত্যন্ত জনপদে জ্ঞানহীন ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে, যেখানে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকাদিগের গতি নাই। ব্রহ্মচর্য্য বাসের ইহা ষষ্ঠ অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্ব্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ঐ সময় মধ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টি ও বিপরীত দর্শন সম্পন্ন– দান নাই, যজ্ঞ নাই, হবন নাই, সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, মাতা-পিতা নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, পূর্ণতাপ্রাপ্ত সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া উহার প্রকাশ করেন।' ইহা ব্রহ্মচর্য্য বাসের সপ্তম অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, উপশম ও পরিনির্ব্বাণদায়ী, সম্বোধগামী সুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই পুরুষ ঐ সময় মধ্যদেশে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া দুষ্প্রজ্ঞ, জড়, বধির ও মূক হইয়াছে, সুভাষিত অথবা দুর্ভাষিতের অর্থ গ্রহণ করিতে অক্ষম। ইহা ব্রহ্মচর্য্য বাসের অষ্টম অক্ষণ অসময়। এই আটধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য?

(৮) কোন্ আটধর্ম্ম উৎপাদনীয়? আট মহাপুরুষ-বিতর্ক।– 'এই ধর্ম্ম যিনি অল্পেচ্ছ তাঁহার জন্য, যিনি মহেচ্ছ তাঁহার জন্য নহে; যিনি সন্তুষ্ট তাঁহার জন্য, যিনি অসন্তুষ্ট তাঁহার জন্য নহে; প্রবিবিক্তের জন্য, সঙ্গ প্রিয়ের জন্য নহে; যিনি আরব্ধ-বীর্য্য তাঁহার জন্য, অলসের জন্য নহে; যিনি প্রত্যুৎপন্নমতি তাঁহার জন্য, যিনি মূঢ়-স্মৃতি তাঁহার জন্য নহে, যিনি সমাহিত তাঁহার জন্য, অসমাহিতের জন্য নহে; প্রজ্ঞাবানের জন্য, প্রজ্ঞাহীনের জন্য নহে; যিনি প্রপঞ্চ[১] হীনতায় আনন্দ

[১]। প্রপঞ্চ- তৃষ্ণা, দৃষ্টি ও মান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লাভ করেন, তাঁহার জন্য, প্রপঞ্চ-যুক্তের জন্য নহে।' এই আটধর্ম্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন্ আটধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়? আট অভিভূ আয়তন। কেহ অধ্যাত্ম রূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্ব্বর্ণরূপ ক্ষুদ্ররূপে দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা প্রথম অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্ম রূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্ব্বর্ণ অপ্রমেয় রূপ দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা দ্বিতীয় অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্ব্বর্ণ রূপ ক্ষুদ্ররূপে দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা তৃতীয় অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্ম-অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্ব্বর্ণ অপ্রমেয় রূপ দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি", এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা চতুর্থ অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস– যথা নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস সম্পন্ন উমা পুষ্প, অথবা উভয় দিক সুমার্জ্জিত নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস বারাণসীর বস্ত্র– এইরূপ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা পঞ্চম অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস– যথা পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস কর্ণিকার পুষ্প, অথবা উভয় দিক সুমার্জ্জিত পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস বারাণসীর বস্ত্র– এইরূপ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– পীত, পীত-বর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি", এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা ষষ্ঠ অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস– যথা লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন লোহিতোভাস বন্ধুজীবক পুষ্প অথবা উভয়দিক সুমার্জ্জিত লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস বারাণসীর বস্ত্র– এইরূপ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি", এইরূপ সংজ্ঞা, উৎপাদন করেন। ইহা সপ্তম অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস যথা– শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস ওষধি-তারকা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অথবা উভয়দিক সুমার্জ্জিত শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস বারাণসীর বস্ত্র– এইরূপ অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন– শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা অষ্টম অভিভূ-আয়তন। এই আটধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন আটধর্ম্ম সাক্ষাৎ-করণীয়? আট বিমোক্ষ।রূপী রূপ দর্শন করে। ইহা প্রথম বিমোক্ষ। অধ্যাত্ম অরূপ-সংজ্ঞী বাহিরে রূপ দর্শন করে। ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ। 'সুন্দর'! এই চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হয়। ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ। রূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া 'আকাশ-অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত আকাশ-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ। আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই অনুভূতির সহিত অকিঞ্চন-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা ষষ্ঠ বিমোক্ষ। অকিঞ্চন-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা সপ্তম বিমোক্ষ। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা অষ্টম বিমোক্ষ। এই আটধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত কর্ত্তৃক সম্যক রূপে অভিসম্বুদ্ধ এই অশীতি ধর্ম্ম ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

২। নয়ধর্ম্ম বহু উপকারী। নয়ধর্ম্ম ভাবিতব্য, নয়ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য, নয়ধর্ম্ম পরিত্যাজ্য, নয়ধর্ম্ম হান-ভাগীয়, নয়ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়, নয়ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, নয়ধর্ম্ম উৎপাদনীয়, নয়ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়, নয়ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

(১) কোন্ নয়ধর্ম্ম বহু উপকারী? নয় সুশৃঙ্খল চিন্তা-মূলক ধর্ম্ম। সুশৃঙ্খল চিন্তা হইতে প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতিযুক্ত মনসম্পন্নের দেহ শান্ত হয়, শান্ত দেহ সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাহিত হয়, সমাহিত চিত্তের দ্বারা যথারূপ জ্ঞাত ও দৃষ্ট হয়, উহা হইতে বিতৃষ্ণা জন্মে, বিতৃষ্ণা হইতে বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়, যিনি বীতরাগ তিনি মুক্ত হন। এই নয়ধর্ম্ম বহু উপকারী।

(২) কোন্ নয়ধর্ম্ম ভাবিতব্য? নয় পরিশুদ্ধি-প্রধানীয় অঙ্গঃ শীল বিশুদ্ধি, চিত্ত-বিশুদ্ধি, দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, সংশয়-মুক্তি-বিশুদ্ধি, মার্গামার্গজ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদাজ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি, জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি, প্রজ্ঞা-বিশুদ্ধি, বিমুক্তি-বিশুদ্ধি। এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নয় ধর্ম্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন্ নয়ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য? নয় সত্ত্বাবাস– সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা নানারূপ দেহসম্পন্ন এবং নানারূপ সংজ্ঞা সম্পন্ন, যথা কোন কোন মনুষ্য, দেবতা এবং বিনিপাতিক (নিরয়বাসী)। ইহা প্রথম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা নানারূপ দেহসম্পন্ন কিন্তু একইরূপ সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ যাঁহারা প্রথম ধ্যানের অনুশীলনে ঐস্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহা দ্বিতীয় সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহ বিশিষ্ট কিন্তু নানারূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন, যথা– আভাস্বর দেবগণ। ইহা তৃতীয় সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইরূপ দেহ ও সংজ্ঞা বিশিষ্ট যথা শুভ-কৃৎস্ন দেবগণ। ইহা চতুর্থ সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাদের সংজ্ঞা নাই, বেদনা নাই, যথা অসংজ্ঞ-সত্ত্ব দেবগণ। ইহা পঞ্চম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা রূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া 'অনন্ত আকাশ' এই অনুভূতির সহিত আকাশ-অনন্ত-আয়তন স্তরে উপনীত হন। ইহা ষষ্ঠ সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ, বিদ্যমান যাঁহারা আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন স্তরে উপনীত হন। ইহা সপ্তম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা বিজ্ঞান অনন্ত-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই অনুভূতির সহিত আকিঞ্চণ্য-আয়তন স্তরে উপনীত হন। ইহা অষ্টম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা আকিঞ্চণ্য-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা' আয়তন স্তরে উপনীত হন। ইহা নবম সত্ত্বাবাস। এই নয়ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ নয়ধর্ম্ম পরিত্যাজ্য? নয় তৃষ্ণা-মূলক ধর্ম্মঃ তৃষ্ণা হইতে পর্য্যেষণা[১], পর্য্যেষণা হইতে লাভ, লাভ হইতে বিনিশ্চয়, বিনিশ্চয় হইতে ছন্দ-রাগ, ছন্দ-রাগ হইতে সংসক্তি, সংসক্তি হইতে পরিগ্রহ, পরিগ্রহ হইতে মাৎসর্য্য, মাৎসর্য্য হইতে আরক্ষ, আরক্ষ হইতে দণ্ড গ্রহণ,শস্ত্র গ্রহণ,কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব-পৈশুণ্য-মৃষাবাদ রূপ অনেক পাপ অকুশলের উৎপত্তি হয়। এই নয় ধর্ম্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন্ নয়ধর্ম্ম হান-ভাগীয়? নয় শত্রুতার ভিত্তি। 'আমার অনিষ্ট করিয়াছে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। 'আমার অনিষ্ট করিতেছে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। 'আমার অনিষ্ট করিবে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। 'আমার প্রিয় ও প্রীতির পাত্রের অনিষ্ট করিয়াছে অথবা করিতেছে অথবা করিবে'

---

[১]। দ্বিতীয় খণ্ড- ৫০ পৃঃ, পদচ্ছেদ নং ৯ দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। এই নয়ধর্ম্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন্ নয়ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়? শত্রুতার ভিত্তির নয় প্রকার দমন। 'আমার অনিষ্ট করিয়াছে' কিন্তু এইরূপ চিন্তা পোষণ করিয়া কি ফল লাভ হইবে?' এইরূপে শত্রুতা দমন করে। 'আমার অনিষ্ট করিতেছে, কিন্তু এইরূপ চিন্তা করিয়া কি ফল লাভ হইবে?' এইরূপে শত্রুতা দমন করে। 'আমার অনিষ্ট করিবে, কিন্তু এইরূপ চিন্তায় কি ফল লাভ হইবে? এইরূপে শত্রুতা দমন করে। 'আমার প্রিয় ও প্রীতির পাত্রের অনিষ্ট করিয়াছে অথবা করিতেছে অথবা করিবে, কিন্তু এইরূপ চিন্তায় কি ফল লাভ হইবে? এইরূপে শত্রুতা দমন করে। এই নয়ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন্ নয়ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? নয় নানাত্বঃ ধাতুর নানাত্ব হেতু স্পর্শের নানাত্ব জন্মে, স্পর্শের নানাত্ব হেতু বেদনার নানাত্ব জন্মে; বেদনার নানাত্ব হেতু সংজ্ঞার নানাত্ব জন্মে, সংজ্ঞার নানাত্ব হেতু সংকল্পের নানাত্ব জন্মে; সংকল্পের নানাত্ব হেতু ছন্দের নানাত্ব জন্মে, ছন্দের নানাত্ব হেতু প্রদাহের[১] নানাত্ব জন্মে, প্রদাহের নানাত্ব হেতু পর্য্যেষণার নানাত্ব জন্মে; পর্য্যেষণার নানাত্ব হেতু লাভের নানাত্ব জন্মে। এই নয় ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ নয় ধর্ম্ম উৎপাদনীয়? নয় সংজ্ঞাঃ অশুভ-সংজ্ঞা, মরণ-সংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা, সর্ব্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞা, অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে-দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা। এই নয় ধর্ম্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন্ নয় ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়? নয় অনুপূর্ব্ব বিহার। ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখ মণ্ডিত প্রথমধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। বিতর্ক-বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয়ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার করেন; তিনি কায়ে সুখ অনুভব করেন– যে সুখ সম্বন্ধে আর্য্যগণ কহিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী'– এবং এইরূপে তৃতীয়ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন; সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জ্জন করিয়া, পূর্ব্বেই সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া অ-দুঃখ অ-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। রূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব-সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া 'আকাশ-

[১]। রাগ সমূহ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত আকাশ অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। বিজ্ঞান অনন্ত-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া 'কিছুই নাই' এই অনুভূতির সহিত অকিঞ্চন-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। অকিঞ্চন-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। এই নয় ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন্ নয় ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়। নয় অনুপূর্ব্ব নিরোধ। যাঁহারা প্রথম ধ্যানে উপনীত তাঁহাদের কাম সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা দ্বিতীয় ধ্যানে উপনীত তাঁহাদের বিতর্ক-বিচার নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা তৃতীয় ধ্যানে উপনীত তাঁহাদের প্রীতি নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা চতুর্থ ধ্যানে উপনীত তাঁহাদের আশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা আকাশ-অনন্ত-আয়তন স্তরে উপনীত তাঁহাদের রূপ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন স্তরে উপনীত তাঁহাদের আকাশ-অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা অকিঞ্চন-আয়তন স্তরে উপনীত তাঁহাদের বিজ্ঞান- অনন্ত-আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন স্তরে উপনীত তাঁহাদের অকিঞ্চন আয়তন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। যাঁহারা সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ স্তরে উপনীত তাঁহাদের সংজ্ঞা ও বেদনা উভয়ই নিরুদ্ধ হয়। এই নয় ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত কর্ত্তৃক সম্যক রূপে অভিসম্বুদ্ধ এই নবতি ধর্ম্ম ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

৩। দশধর্ম্ম বহু উপকারী, দশধর্ম্ম ভাবিতব্য, দশধর্ম্ম জ্ঞাতব্য, দশধর্ম্ম পরিত্যাজ্য, দশধর্ম্ম হান-ভাগীয় দশধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়, দশধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, দশধর্ম্ম উৎপাদনীয়, দশধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়, দশধর্ম্ম সাক্ষাত করণীয়।

(১) কোন্ দশধর্ম্ম বহু উপকারী? দশ নাথ-করণ ধর্ম্ম। ভিক্ষু শীলবান এবং প্রাতিমোক্ষ-সংবর সংবৃত হইয়া বিহার করেন, আচার-গোচর সম্পন্ন এবং অনুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হইয়া শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক উহাদের পালন শিক্ষা করেন। ইহা নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর এবং শ্রুত-সঞ্চয় সম্পন্ন হন। যে সকল ধর্ম্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্যকল্যাণময়, অন্তকল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দ সম্পদপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যের প্রকাশক, ঐ সকল ধর্ম্মে তিনি বহুশ্রুত হন, উহাদিগকে ধারণ করেন, আবৃত্তি দ্বারা অনুক্ষণ উহাদের অনুশীলন করেন, উহাতে একাগ্রচিত্ত হন এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা উহাদের অন্তরে প্রবেশ করেন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু চরিত্রবানের মিত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সহায় এবং ঘনিষ্ট বন্ধু হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু সুবচ, বিনয়ানুকূল ধর্ম্ম সমন্বিত, সহিষ্ণু অনুশাসনী গ্রহণে নিপুণ হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু সব্রহ্মচারীগণের বিবিধ, কর্ত্তব্যে দক্ষ ও অনলস হন, ঐ সকলের পালন প্রণালীর মীমাংসা করণে সক্ষম হন, কর্ম্ম সম্পাদনে এবং সুব্যবস্থাকরণে সক্ষম হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, তিনি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মালাপে অনুরক্ত হন এবং অভিধর্ম্ম ও অভিবিনয়ে বিপুল প্রীতিলাভ করেন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু যে কোন প্রকার চীবর, পিণ্ডপাত, বাসস্থান এবং পীড়াকালের ঔষধ ও পথ্যে সন্তুষ্ট হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু অকুশল ধর্ম্মের পরিহারের নিমিত্ত, কুশল ধর্ম্ম লাভের নিমিত্ত বীর্য্যসম্পন্ন হন, তিনি কুশল ধর্ম্মসমূহে স্থামবান ও দৃঢ়পরাক্রম হন, কখনই ভারনিক্ষেপ করেন না। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু স্মৃতিসম্পন্ন হন, তিনি শ্রেষ্ঠ স্মৃতি-প্রাখর্য্য সমন্বিত হইয়া বহু পূর্ব্বে কথিত অথবা কৃতের স্মরণ করেন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান হন, বস্তুসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের জ্ঞান সমন্বিত হন, আর্য্য, তীক্ষ্ম, সম্যক দুঃখ-ক্ষয়-প্রদায়িণী প্রজ্ঞা সমন্বিত হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। এই দশধর্ম্ম বহু উপকারী।

(২) কোন দশধর্ম্ম ভাবিতব্য? দশ কৃৎস্ন-আয়তন। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় পৃথিবী-কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় আপ-কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় তেজ-কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় বায়ু-কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় নীল-কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় পীত কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় লোহিত কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় শুভ্র কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় আকাশ কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় বিজ্ঞান কৃৎস্নরূপে অনুভব করে। এই দশধর্ম্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন্ দশধর্ম্ম জ্ঞাতব্য? দশ-আয়তনঃ– চক্ষু-আয়তন, রূপ-আয়তন, শ্রোত্র-আয়তন, শব্দায়তন, ঘ্রানায়তন, গন্ধায়তন, জিহ্বায়তন, রসায়তন, কায়ায়তন, স্প্রষ্টব্য-আয়তন। এই দশধর্ম্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ দশধর্ম্ম পরিত্যাজ্য? দশ মিথ্যাত্বঃ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম্মান্ত, মিথ্যাআজীব, মিথ্যাব্যায়াম, মিথ্যাস্মৃতি, মিথ্যাসমাধি[১],

[১]। সংগীতি সূত্রান্ত- ৩। ১। (১) দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মিথ্যাজ্ঞান, মিথ্যাবিমুক্তি। এই দশধর্ম্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন্ দশধর্ম্ম হান-ভাগীয়? দশ অকুশল কর্ম্মপথ। প্রাণাতিপাত, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ, পিশুনবাক্য, কর্কশবাক্য, তুচ্ছপ্রলাপ, অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টি। এই দশধর্ম্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন্ দশধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়? দশ কুশল কর্ম্মপথ। প্রাণাতিপাত হইতে বিরতি, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি, মৃষাবাদ হইতে বিরতি, পিশুনবাক্য হইতে বিরতি, কর্কশবাক্য হইতে বিরতি, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরতি, অনভিধ্যা, অব্যাপাদ, সম্যক্ দৃষ্টি। এই দশধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন দশধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? দশ আর্য্যাবাস। ভিক্ষু পঞ্চাঙ্গ-বিপ্রহীন হন, ষড়ঙ্গ-যুক্ত হন, একারক্ষ হন, চতুর্ব্বিধ আশ্রয় সমন্বিত হন, সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন, সম্পূর্ণরূপে বাসনামুক্ত হন, অনাবিল-সংকল্প হন, প্রশ্রব্ধ-কায়-সংস্কার হন, সুবিমুক্ত-চিত্ত ও সুবিমুক্ত-প্রজ্ঞ হন। ভিক্ষু কিরূপে পঞ্চাঙ্গ-বিপ্রহীন হন? তিনি কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা পরিহার করেন। এইরূপে তিনি পঞ্চাঙ্গ-বিপ্রহীন হন। ভিক্ষু কিরূপে ষড়ঙ্গ-যুক্ত হন? তিনি চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। জিহ্বার দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। মন দ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। এইরূপে ভিক্ষু ষড়ঙ্গ-যুক্ত হন।

কিরূপে ভিক্ষু একারক্ষ হন? ভিক্ষু স্মৃতি-রক্ষিত চিত্ত সমন্বিত হন। এইরূপে তিনি একারক্ষ হন। কিরূপে ভিক্ষু চতুর্ব্বিধ আশ্রয় সমন্বিত হন? ভিক্ষু সম্যক বিচারান্তে বস্তু বিশেষের সেবা করেন, ঐরূপে বস্তু বিশেষ স্বীকার করিয়া লন, বস্তু বিশেষ বর্জ্জন করেন, বস্তু বিশেষ দমন করেন। এইরূপে ভিক্ষু চতুর্ব্বিধ আশ্রয় সমন্বিত হন। কিরূপে ভিক্ষু সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন? শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের সর্ব্ব প্রকার সাম্প্রদায়িক মতামত ভিক্ষু কর্ত্তৃক দূরীভূত হয়, উদ্গীর্ণ হয়, মুক্ত হয়, লুপ্ত হয়, পরিবর্জ্জিত হয়। এইরূপে ভিক্ষু সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন। কিরূপে ভিক্ষু সর্ব্ব বাসনা হইতে মুক্ত হন? ভিক্ষুর কামেষণা ও ভবেষণা পরিত্যক্ত হয়, ব্রহ্মচর্য্যেষণা শান্ত হয়। এইরূপে ভিক্ষু সর্ব্ববাসনা হইতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মুক্ত হন। কিরূপে ভিক্ষু অনাবিল-সংকল্প হন? ভিক্ষুর কাম-সংকল্প পরিত্যক্ত হয়, ব্যাপাদ ও বিহিংসা-সংকল্প পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে ভিক্ষু অনাবিল-সংকল্প হন। ভিক্ষু কিরূপে প্রশ্রব্ধ-কায় সংস্কার হন? ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জ্জন করিয়া, পূর্ব্বেই সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া, না-দুঃখ না-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। এইরূপে ভিক্ষু প্রশ্রব্ধ-কায়-সংস্কার হন। কিরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত-চিত্ত হন? ভিক্ষুর চিত্ত রাগ হইতে বিমুক্ত হয়, দ্বেষ হইতে বিমুক্ত হয়, মোহ হইতে বিমুক্ত হয়। ভিক্ষু এইরূপে সুবিমুক্ত-চিত্ত হন। কিরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত-প্রজ্ঞ হন? ভিক্ষু অবগত হন যে, তাঁহার রাগ, দ্বেষ, ও মোহ পরিত্যক্ত, উচ্ছিন্ন-মূল, ভিত্তিচ্যুত তালবৃক্ষ-সম, অস্তিত্ব-হীন এবং পুনরায় উৎপত্তির অযোগ্য হইয়াছে। এইরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত-প্রজ্ঞ হন। এই দশধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ দশধর্ম্ম উৎপাদনীয়? দশ সংজ্ঞাঃ অশুভ-সংজ্ঞা, মরণ-সংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা, সর্ব্বলোকে অনভিরতি-সংজ্ঞা, অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে-দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা এবং নিরোধ সংজ্ঞা। এই দশধর্ম্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন দশধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়? দশ নির্জর[১]-বস্তুঃ সম্যক দৃষ্টি সম্পন্নের মিথ্যাদৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যায়, যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্ম মিথ্যাদৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যকদৃষ্টি হেতু বহু কুশল ধর্ম্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সম্যকসংকল্প সম্পন্নের মিথ্যাসংকল্প ক্ষীণ হইয়া যায়, যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্ম মিথ্যাসংকল্প হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যকসংকল্প হেতু বহু কুশল ধর্ম্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সম্যকবাক্য সম্পন্নের মিথ্যাবাক্য ক্ষীণ হইয়া যায়, যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্ম মিথ্যাবাক্য হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায় সম্যকবাক্য হেতু বহু কুশল ধর্ম্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সম্যককর্ম্মান্ত সম্পন্নের মিথ্যাকর্ম্মান্ত ক্ষীণ হইয়া যায়, যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্ম মিথ্যাকর্ম্মান্ত হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যককর্ম্মান্ত হেতু বহু কুশল ধর্ম্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সম্যকআজীব সম্পন্নের মিথ্যাআজীব ক্ষীণ হইয়া যায়, যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্ম মিথ্যাআজীব হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যকআজীব হেতু বহু কুশল ধর্ম্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সম্যকব্যায়াম সম্পন্নের মিথ্যাব্যায়াম ক্ষীণ হইয়া যায়, যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্ম মিথ্যাব্যায়াম হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া

[১]। ক্ষয়সাধক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যায়, সম্যকব্যায়াম হেতু বহু কুশল ধর্ম্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সম্যকস্মৃতি সম্পন্নের মিথ্যাস্মৃতি ক্ষীণ হইয়া যায়, যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্ম মিথ্যাস্মৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যকস্মৃতি হেতু বহু কুশল ধর্ম্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সম্যকসমাধি সম্পন্নের মিথ্যাসমাধি ক্ষীণ হইয়া যায়, যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্ম মিথ্যাসমাধি হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যকসমাধি হেতু বহু কুশল ধর্ম্ম ভাবনা দ্বারাপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সম্যকজ্ঞান সম্পন্নের মিথ্যাজ্ঞান ক্ষীণ হইয়া যায়, যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্ম মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যকজ্ঞান হেতু বহু কুশল ধর্ম্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সম্যকবিমুক্তি সম্পন্নের মিথ্যাবিমুক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়, যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্ম মিথ্যাবিমুক্তি হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যকবিমুক্তি হেতু বহু কুশল ধর্ম্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। এই দশধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন্ দশধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়? দশ অশৈক্ষ্য ধর্ম্ম সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম্মান্ত, সম্যকআজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধি, সম্যকজ্ঞান (অন্তর্দৃষ্টি), সম্যকবিমুক্তি। এই দশধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত কর্ত্তৃক সম্যক রূপে অভিসম্বুদ্ধ এই শত ধর্ম্ম ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র এইরূপ কহিলেন। আনন্দিত হইয়া ভিক্ষুগণ,
সারিপুত্রের বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

দসুত্তর সূত্রান্ত সমাপ্ত

[পাটিক বর্গ সমাপ্ত]

সর্ব্ব দুঃখ দূর করিতে,
সর্ব্ব সুখ লাভ করিতে
ধর্ম্মরাজের নিকট
অমৃত শান্তি পাইতে।

[দীর্ঘ নিকায় সমাপ্ত]

Visit: http://www.buddhistdownload.com